প্রকাশকের অন্যান্য বই

আনা কারেনিনা

ব্যাঙ হোটেল

কম্যান্ড

অ্যানিম্যাল ফার্ম

ইস্পাতের খাকর

মহালয়

অগ্নিসম্ভব

অ্যালবার্ট [illegible]

প্রিয় [illegible]

প্রিন্স বলেন "যাও না নিয়ে এস, আমার টেবিলে কাগজচাপার নীচেই রয়েছে।"

বুরিএঁ তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রিন্স বলেন—"না, না, তুমি যাও মাইকেল আই-ভানোভিচ্—

আইভানোভিচ্ চলিয়া যাইতেই প্রিন্স অধীরভাবে উঠিয়া গেলেন— "ওইত দোষ, এ লোকটি কোনোদিন কিছু খুঁজে পায় না। মাঝখান থেকে আমার কাগজপত্র হাতুল পাতুল ক'রে ফেলবে, যাই দেখি।"

মেরিয়া, বুরিএঁ আর নিকোলাস পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কিন্তু কেহই কিছু বলে না।

প্রিন্স চিঠি হাতে করিয়া ফিরিলেন, সেই সঙ্গে বাড়ির নূতন প্ল্যানটিও আনিয়াছেন তিনি। খাওয়া-দাওয়ার পর বৈঠকখানা ঘরে যখন সবাই গিয়া বসিল, প্রিন্স মেয়ের হাতে এণ্ড্রুর চিঠিখানা দিলেন। মেরিয়া যখন চিঠিখানা পড়িয়া শুনাইল তখন তিনি বাড়ির প্ল্যান দেখিতেছেন তন্ময় হইয়া, এসব কিছু তাঁর কানে যায় নাই।

মাষ্টারমশাই কিন্তু সে-সব লক্ষ্য করেন নাই, তিনি প্রিন্সকে প্রশ্ন করেন, "আপনার কি মনে হয় প্রিন্স?"

মাথা না তুলিয়াই প্রিন্স তীক্ষ্ণস্বরে বলেন—"আমি—আমি—?"

"মানে, আমার মনে হয় যুদ্ধের গতি ক্রমশ আমাদের গায়ের কাছে এসে পড়েছে—" মাষ্টার বলেন।

"হাঃ! হাঃ! হাঃ! যুদ্ধের গতি! আমিও অনেক আগেই বলেছি, আবার আজও বলে রাখি শোনো, যুদ্ধ হবে পোলাণ্ডে, তার এপারে নীমনের জল ডিঙ্গিয়ে লড়াই হতে পারে না।"

মাষ্টার প্রিন্সের কথা শুনিয়া অবাক বিস্ময়ে মূঢ়ের মত শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন। নীমন নদীর কথা কি বলে এ লোকটা, শত্রুসৈন্য যে এদিকে নীপারে আসিয়া হাজির! একমাত্র মেরিয়া ছাড়া কোনো ভূগোলের ছাত্রীই একথা বিশ্বাস করিবে না—(মেরিয়ার বিশ্বাস করার দুটি কারণ, প্রথমতঃ সে তার বাবাকে অভ্রান্ত বলিয়া জানে, দ্বিতীয়তঃ ভূগোলের কোনো কথাই তার মনে নাই।)

আসল কথা, প্রিন্সের এদিকে মোটেই মন নাই, তিনি এখন বাড়ী তৈরীর কল্পনায় মগ্ন—কাজে কাজেই অন্যমনস্কভাবে কিছু না ভাবিয়াই নিজের ইচ্ছামত মতামত দিতেছেন তিনি। আর সে কথার প্রতিবাদ করিতে গিয়া মাষ্টারমহাশয় ধমক খাইয়া চুপ করিয়া গেলেন।

অবশেষে প্রিন্স আইভানোভিচ্‌কে ডাকিলেন—"থাকগে, শোনো আইভান—আমাদের প্ল্যানের সেই ভুলটা কি ক'রে শোধরানো যায় বুঝিয়ে দেবে এসো দিকিন্।"

একবার মেয়ের দিকে আর মাষ্টারের দিকে রোষ-কটাক্ষ করিয়া প্রিন্স নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। মেরিয়া মাষ্টারের দিকে তাকাইল—আহা সে দৃষ্টি যেমন অসহায়, করুণ তেমনি সহানুভূতির মরম-মাখানো। আইভানোভিচ্ ফিরিয়া আসিলে জানা গেল যে, প্রিন্স বাড়ির শিল্পকলাপত্র লইয়া খুব ব্যস্ত আছেন। আইভানোভিচ্ বলে—"আর যেরকম খাতাপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন তাতে মনে হয় উইলপত্র করবেন—"

মেরিয়া বলে—"আচ্ছা, আল্পাভিশকে স্মলেন্স্কে পাঠানোর কি হ'ল?"

—"সে ত তৈরী হয়ে বসে আছে, শুধু হুকুমের ওয়াস্তা—"

বৃদ্ধ প্রিন্স বসিয়া বসিয়া নিজের লেখা কাগজপত্র ঘাঁটিতে ছিলেন,—এই লেখাগুলো তাঁর অতীতকালের স্মৃতিকথা, তাঁর মৃত্যুর পর সম্রাটের কাছে পাঠাইয়া দিতে হইবে, তার আগে ইহার একবর্ণও কেহ পড়িতে পাইবে না, এই তাঁর ইচ্ছা। সেই সব পুরানো কালের কত কাহিনী আজ মনে পড়িয়া প্রিন্সের চোখ জলে ভরিয়া যায়। এক সময়ে তিনি ছেলের চিঠিখানা পকেটে পুরিয়া আল্পাভিশকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

"শোনো, একনম্বর আট রীম চিঠির কাগজ চাই আমার—ঠিক এই রকম নক্সা করা কাগজ, বুঝলে? আট রীম চিঠির কাগজ, হ্যাঁ! কিছু শিলমোহরের গালা চাই, বার্ণিশও খানিকটা এনো। তারপর ওখানকার গভর্ণরের হাতে আমার এই চিঠিখানা দিও!" পায়চারি করিতে করিতে প্রিন্স একে একে কাজের ফর্দ দিতে লাগিলেন—"নতুন বাড়ির জন্য যেন তালা আনতে ভুল না হয়" ইত্যাদি বলিয়া যান তিনি নিজের খেয়ালে। হঠাৎ ঘণ্টাদুয়েক পরে বলিয়া পড়িলেন।

—"আচ্ছা এবার তুমি যেতে পারো।"

আল্‌পাতিশকে বিদায় করিয়া বেরাজের কাগজপত্র গুছাইয়া রাখিলেন।

কাজ সারা হইবার পরও কিন্তু প্রিন্স নিশ্চিন্ত হইয়া শুইতে পারেন না। আজকাল কেবলই নানারকমের দুশ্চিন্তা ভিড় করিয়া আসে—ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে, ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসে, তবু নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারেন না। বিষণ্ণতায় সারা মন উত্যক্ত হইয়া উঠে। পর পর দুইদিন বাড়ির একই জায়গায় তিনি শয়ন করেন না, পাছে পুরাতন চিন্তারাশি মানসিক শান্তি নষ্ট করে এই আশঙ্কা। কিছুতেই তাঁর জায়গা পছন্দ হয় না, এ আর এক সমস্যা।

রাত্র অনেক খুঁজিয়া বাছিয়া বসিবার ঘরের এক কোণে টিকোনকে বিছানা করিবার হুকুম দিলেন···এই কোণে কোনোদিন শোওয়া হয় নাই।

চাকরের সাহায্যে জামাকাপড় ছাড়িয়া বিছানায় শুইবার সময় পা দুইটি যেন বড়ই বোঝা বলিয়া বোধ হয়, আপন মনেই তিনি বলেন—"ওরে বাবা কত ভারি! আর কেন, এবারে শেষ করে দাও না এই-দুঃখের। আমায় চলে যেতে দাও···" বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শুইয়া পড়েন। পরক্ষণে মনে হয় নীচের দিক হইতে কে যেন বিছানাটা নাড়া দিতেছে—রোজই রাত্রে এরকম হয়। অমনি চোখ মেলিয়া চাহিয়া নিজেকেই প্রশ্ন করেন—"দরকারী কিছু ভুলে গেছি নাকি! তালার কথা ত বলেছি, তবে—? এই যে মেরিয়া আর মাষ্টার কি যেন বলছিল সেই সময়ে গোলমাল হয়ে গেছে—হ্যাঁ···তখন কি যেন পকেটে রেখেছি? তারপর? না, আর ত কিছু মনে নেই। এই টিকোন্, খাবার সময় কি কথা হচ্ছিল রে?"

—"প্রিন্স এণ্ড্রুর কথা।"

—"আচ্ছা তুমি চুপ কর···আমি জানি চিঠির কথা! মেরিয়ারা যুদ্ধের কথা বলছিল, ভিটেব্‌স্ক-এর কথা, ঠিক মনে পড়েছে। আচ্ছা এবারে চিঠিখানা পড়ি তাহলে।"

তখনই তিনি উঠিয়া চিঠি পড়িতে শুরু করিলেন। এণ্ড্রু লিখিয়াছে—"ফরাসীরা ভিটেব্‌স্ক-এ এসে গেছে। আর চারদিনের মধ্যেই তারা স্মলেন্‌স্ক-এ হাজির হবে।"

চিঠি পড়িতে পড়িতে প্রিন্স-এর চোখের সামনে দানিউব নদীর জল ভাসিয়া উঠিল। সে আর এক যুগের কাহিনী। সেদিনও আকাশে উজ্জ্বল রৌদ্রদীপ্তি

দিন, বুকের [illegible] নারীর [illegible] ধরিয়াছে। তখন ছিল [illegible] যুবক—তার বুকে সাহস আর তেজের বহ্নি প্রজ্বলিত—সেদিনের সে যুবক আজিকার এই বৃদ্ধ। [illegible] সেদিনের সেই যৌবনের যত যে বাসনা বহিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহা যেন আজ কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল অকালে।...প্রিন্সের কানে বাজিতেছে স্বর্গতা রানীর কথা—ওষ্ঠে তাঁর মিষ্টি হাসি।

স্বপ্নের মধ্যে অস্ফুটস্বরে বৃদ্ধ বলিলেন—"হায়, আজ যদি আবার সেই সেকালে ফিরে যেতে পারতাম বর্তমানের সব কিছু মুছে দিয়ে,—এরা যদি আমায় শান্তিতে ছেড়ে দিত!"

এদিকে মাষ্টারমশায় মেরিয়াকে বুঝাইয়া দিলেন যে এণ্ড্রুর চিঠিতে যে খবর আসিয়াছে—এর পর আর লিসিগোরিতে থাকা মোটেই সমীচীন নয়। এখান হইতে স্মলেনস্ক মাত্র পনরো-ষোলো মাইল, আর স্মলেনস্ক হইতে মস্কাউ যাওয়ার সদর সড়ক মাত্র তিন মাইলের মধ্যেই পড়ে—কাজেই স্মলেনস্ক অধিকার করার পর শত্রুসৈন্য যখন মস্কাউ-এর পথ ধরিবে তখন কি যে হইবে তার স্থিরতা নাই। এদিকে মেরিয়ার বাবার শরীরের যা অবস্থা তাহাতে তাহার এখানে থাকা একেবারে চলিতে পারে না। তাহারা দুইজনে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল আলপাতিশের হাতে স্মলেনস্ক-এর গভর্ণরের নামে চিঠি দেওয়া ভালো। মেরিয়া যাহা লিখিল তাহার সারমর্ম এই—দেশের কি অবস্থা, এক্ষেত্রে লিসিগোরিতে থাকা চলে কি? এই জরুরী চিঠির জবাব লইয়া আলপাতিশকে অবিলম্বে ফিরিয়া আসিতে বলিল মেরিয়া।

স্মলেনস্ক-এ গিয়া আলপাতিশ যার কাছে উঠিল সে লোকটি তাহাকে রীতিমত খাতির করিয়া চলে—কোনো এক সময়ে তাহার সহায়তায় এই লোকটি জঙ্গল কিনিয়াছিল এবং তাহাতে ফেরাপনটভের বেশ দু-পয়সা হইয়াছে। ফেরাপনটভ সাধারণ চাষী হইতে হঠাৎ বড় লোক হইয়াছে এবং তাহার মূলে আলপাতিশের অনুগ্রহ (অন্ততঃ আলপাতিশের তাই বিশ্বাস)। এখন ফেরাপনটভ শহরের একান্তে একটা পান্থশালা গোছের খুলিয়াছে—আলপাতিশ সেখানেই গিয়া উঠিল।

তাহাকে দেখিয়া ফেরাপন্টভ বলে—"এস, এস আলপাতিশ, তোমায় দেখে সবাই অবাক হয়ে যাচ্ছে, আর যখন সবাই শহর ছেড়ে পালাচ্ছে সেই সময় তুমি শহরে আসছ, এঁ্যা।"

—"কিরকম ?"

—"সব ফরাসীদের ভয়েই গেল,—যত সব আহাম্মক।"

—"আরে ও কথা ছেড়ে দাও! যত সব মেয়ে পাঁচালী কাণ্ড।" খাতকরী চালে আল্পাতিশ বলে।

—"আমিও ত সেই কথাই বলি, বুঝলে। আরে ভাই, একবার যখন হুকুম দেওয়া হয়েছে যে তাকে (নাপোলেঅঁকে) ভেতরে ঢুকতে দিও না, তারপর তার সাধ্যি কি যে এক পা এগিয়ে আসে! দেখ দিকিন কাণ্ড, সেই গুজব রটিয়ে দিয়ে যত শালা চাষার দল মালগাড়ির ভাড়া এক টাকার জায়গায় পাঁচ টাকা নিচ্ছে!"

আল্পাতিশের এসব বাজেকথায় কান নাই। সে ঘোড়াকে খাবার দিবার ফরমাশ করিয়া নিজের খাবার খাইয়া বিছানায় গা ঢালিয়া দিল। সারারাত ধরিয়া এই রাস্তা দিয়াই অনবরত কত সৈন্যদল চলিয়া গেল, তাহাদের কোলাহলের বিন্দুমাত্র শব্দও আল্পাতিশের কানে যায় নাই। পরদিন সকালে উঠিয়াই সে সোজা চলিয়া যায় নিজের কাজে। আটটা বাজিতে না বাজিতেই রৌদ্রের তেজ রীতিমত খর হইয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া বড় খানসামা আল্পাতিশ আপনার মনেই ভাবে—"আহা, এমন না হলে চাষবাসের সুবিধে হয়? খাসা রোদ।" এদিকে শহরের পথে চলিতে চলিতে সে কামানের গর্জন শুনিতে পায়। রাস্তায় সৈনিক আর সামরিক শকটের যাতায়াতের ভিড়, দোকানের দরজায় দোকানীরা দাঁড়াইয়া আছে, দলে দলে লোক চলিয়াছে গির্জায় উপাসনার জন্য। আল্পাতিশ যথারীতি প্রথমেই ডাকঘরে গেল, তারপর এটা ওটা খুচ্রা কাজ ছিল একে একে সারিয়া শেষে গভর্ণরের বাসভবনে গিয়া হাজির হইল। শহরের লোকের মুখে একটি মাত্র কথা—যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো কথা কেহ যেন জানে না। শত্রু আসিয়া পড়িয়াছে শহরের দরজায়, প্রতিবেশীরা পরস্পরকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

শাসনকর্তার বাড়ির সামনে বিরাট জনতা, একদল কশাক সৈন্য পাহারা দিতেছে, অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়াইয়া। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় একজন

পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হইল আল্‌পাতিশের, ইনি এককালে জেলায় বড় চাকুরে ছিলেন, ভদ্রলোক আর একজনকে বলিতেছেন—"এ সব পুরোনো রসিকতা না ক'রলেই চলত না! তোমার কি ব'ল, বিয়ে থা করনি, একা ঝাড়া-হাত-পা মানুষ, ফুরিয়ে গেল ল্যাঠা। আর বল দেখি তেরটা ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমার কি দুর্গতি!···আমাদের কর্তারা এ যা কাণ্ড করছেন তাতে আমাদের সর্বনাশ না হয়ে যায় না, সর্বনাশ হতে আর বাকী কি, বল ত! এদের ধরে ফাঁসি দেওয়া উচিত।"

—"আহা, একটু মাথা ঠাণ্ডা ক'রে কথা বল।" দ্বিতীয় ব্যক্তিটি বড় চাকুরেকে বলে।

—"কিসের জন্যে, আস্তে কথা বল্‌ব কেন—ওরা শুনবে, তা শুনুক, ভয় করি নাকি? ওরা শেয়াল-কুকুরের মত মারবে ভেবেছে, কিন্তু তা হতে দেবো না। স্পষ্ট কথায় কষ্ট নেই—যা বল্‌ব মুখের ওপর বলব, হ্যাঁ।"

আল্‌পাতিশকে দেখিয়া সে ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন—"কি হে তুমি এখানে কি মনে ক'রে?

—"আমাদের বড়কর্তা পাঠিয়েছেন, গভর্ণরের সঙ্গে দেখা ক'রে জানতে হবে, আসল ব্যাপারখানা কি!" বলিয়া গর্বিতভাবে সোজা হইয়া দাঁড়ায় পকেটে হাত দিয়া—মনিবের প্রসঙ্গ উঠিলেই সে ঐ রকম দর্পিত ভঙ্গিতে দাঁড়ায়।

—"যাও, আসল ব্যাপারখানা জেনে এস—একখানা গাড়িও নেই, এই হচ্ছে ব্যাপার। হাঙ্গামার হৈ চৈ শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, তাহ'লে···বদমাশগুলো আমাদের সর্বনাশ করেছে।"

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া আল্‌পাতিশ চলিয়া আসে। যে ঘরে বসিয়া এস্তেলার জন্য অপেক্ষা করিতে হয় সেখানেও পা ফেলিবার জায়গা নাই, ব্যবসায়ীর দল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কেরানী আর স্ত্রীলোকের ভিড়। সামনের ঘরের খোলা দরজাটায় সবাই আগে যাইবার জন্যে ঠেলাঠেলি করিতেছে।

আল্‌পাতিশ আগাইয়া গিয়া বাঁ হাতে চিঠি ধরিয়া ডান হাত পকেটে পুরিয়া মর্যাদাসম্পন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। যে লোকটি খবরাখবর বহন করিতেছিল তাহাকে ডাকিয়া গম্ভীর ভাবে আল্‌পাতিশ বলে—"ব্যারণ আস্‌ক্-এর নামে দু'খানা চিঠি আছে, প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কির চিঠি।" তাহার মাতব্বরী হালচাল দেখিয়া

লোকটি সম্ভ্রমভরে চিঠি দু'খানা লইয়া চলিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিল, বলিল,—"গভর্ণর বাহাদুর আপনাকে ডাকছেন।"

দেখিলেই অনুমান করা যায় গভর্ণর খুব ব্যস্ত; ব্যস্ত বলিলে কিছুই বলা হয় না, তিনি বিপর্যস্ত। তিনি বলিলেন—"প্রিন্সকে আর তাঁর মেয়েকে বুঝিয়ে বল্‌বেন, সবই ত দেখতে পাচ্ছেন—এই হচ্ছে আমার ইস্তাহার—" বলিয়া তিনি একখানি ছাপানো কাগজ তাহার হাতে দিয়া বলেন—"প্রিন্সের শরীরও ত ভালো নয়, এক্ষেত্রে তিনি মস্কাউ চ'লে গেলেই ভালো হয়, আমিও যাচ্ছি সেখানে। বলবেন প্রিন্সকে যে···" তাঁহার কথা শেষ না হইতেই একজন লোক ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, এ লোকটির আপাদমস্তক ধূলিধূসরিত, কপালে ঘাম ঝরিতেছে। লোকটি আসিয়া ফরাসী ভাষায় কয়েকটি কথা বলিল, অমনি গভর্ণরের মুখ ভয়ে আতঙ্কে বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি আল্‌পাতিশকে বলিলেন—"যান, চলে যান।"

আল্‌পাতিশ ফিরিয়া যাইতেছে, তার পিছু পিছু একদল লোকের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে,—"কি হ'ল? হ'বে? আমাদের?"

বাসায় ফিরিবার পথে তার কানের কাছে কামানের গর্জন-ধ্বনি আরও প্রবল হইয়া বাজিয়া উঠিতে লাগিল, মনে হয় শহরের খুব কাছেই লড়াই চলিতেছে।

গভর্ণরের ইস্তাহারে লেখা আছে—"বর্ত্তমানে স্মলেন্স্ক শহরের উপর কোনো আক্রমণের আশঙ্কা নাই, একথা সুনিশ্চিত। একদিকে আমি এবং অপর দিক হইতে প্রিন্স বাগ্রাসিয়ঁ এমনভাবে অগ্রসর হইতেছি যে এই মাসের ২২ তারিখের মধ্যে এই দুই বাহিনী মিলিত হইতে পারিবে এবং তখন আমাদের মিলিত শক্তির সঙ্গে দেশবাসীর সহযোগিতা একত্রিত হইবে। হয় শত্রু-সৈন্যকে দেশছাড়া করিব নতুবা যতক্ষণ পর্যন্ত একটি প্রাণীও জীবিত থাকিবে ততক্ষণ আমাদের এ সংগ্রামে বিরতি নাই। অতএব এক্ষেত্রে আমাদের জয় অনিবার্য। —বার্কলের প্রেরিত সংবাদ, স্মলেন্স্কএর শাসনকর্তার কাছে।"

পথে পথে উদ্বেগমলিন মুখে লোকেরা চলা-ফেরা করিতেছে। কত যে গাড়ি চলিয়াছে মালপত্র বোঝাই হইয়া তার ঠিক-ঠিকানা নাই, দলে দলে লোক শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, যাহারা এখনও যায় নাই তাহারা সবাই প্রস্তুত হইতেছে। মেয়েরা স-কলরবে বিলাপরত। ফেরাপন্টভের পাশের দোকানের লোকেরা বাঁধাছাঁদা করিয়া তৈরী, তাই দেখিয়া ফেরাপন্টভের গৃহিণী প্রা য়

হাত-পা ছড়াইয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। পথের ওপাশে একটা কুকুর এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, আল্পাতিশের ঘোড়া আসিতে দেখিয়া সে ঘেউ ঘেউ করিয়া তাড়া করিয়া আসিল।

আল্পাতিশ যাত্রীশালার উঠানে আসিয়া দেখিল তাহার গাড়োয়ান নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া গাড়ি জুড়িতে বলিয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া সে ঘাব্ড়াইয়া গেল—ছেলেমেয়েদের মেয়েলি কান্নার শব্দ, সবচেয়ে চড়াগলায় ফেরাপনটভের চীৎকার, ব্যাপার কী?

তাহাকে দেখিয়া রাঁধুনী মেয়েটি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলে—"কর্তা গিন্নীকে মেরেছে, মেরেই ফেল্বে হয় ত।"

"কেন?"

"কেন আবার, গিন্নী বলেছিল, 'চল আমরা চ'লে যাই, দোহাই তোমার এরকম ক'রে ছেলেমেয়েদের মেরে ফেলো না, সবাই পালিয়ে যাচ্ছে, আমরাই-বা প'ড়ে থাকব কেন!' আর যায় কোথা, এমন ধাক্কা দিয়েছে কর্তা, বাবা গো, বাবা! উঃ—"

আল্পাতিশ আর কিছু শুনিল না, সে নিজের ঘরে উঠিয়া গেল। জিনিসপত্র গুছাইয়া ফেলিতে হইবে।

ফেরাপন্টভের স্ত্রী একহাতে কচি ছেলেটাকে কোনো রকমে জড়াইয়া ধরিয়া ছুটিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছিল, তার জামা-কাপড় অনেকখানি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তার পিছু পিছু স্বামীও ধাওয়া করিয়াছে কিন্তু হঠাৎ সামনে আল্পাতিশকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গিয়া বলিল, "কি, তুমি চল্লে না কি?"

কথার জবাব না দিয়া আল্পাতিশ একবার নিজের হাতের জিনিসগুলির দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, কত পাওনা তোমার?"

"আচ্ছা সে হবে 'খন, তার যথেষ্ট সময় আছে। এখন বল দেখি গভর্ণর কি করছেন, কিছু কি ঠিক হয়েছে?"

আল্পাতিশ বুঝাইয়া দিল যে, তিনি যা বলিয়াছেন তাহাতে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

ফেরাপন্টভ্ বলিল, "এতে আমাদের ব্যবসার খুব সুবিধে তা' জানো? এই ত সেদিন আমাদের অমুক কি দাঁওটাই মারলে! থাক্ গে, চা খাবে?"

চায়ের আসরে বসিয়া ফেরাপন্‌টভ্‌ বিজ্ঞভাবে বুঝাইয়া দিল "আরে তাকে যখন আসতে দেওয়া হবে না বলা হয়েছে তখন তার সাধ্য কি এক পা এগোয়। হ্যাঃ, এইত সেদিন আমাদের অমুক দিলে ত ওদের আঠার হাজার লোককে নদীতে ডুবিয়ে, মনে আছে? আমাদের আবার ভাবনা,..."

গাড়ি জুতিয়া গাড়োয়ান খবর দিল। আল্‌পাতিশ গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া একবার রাস্তার বাড়িগুলির দিকে চাহিয়া দেখিল, রৌদ্রের তেজ এখনও কমে নাই, তবে বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।

হঠাৎ বাতাসে কিসের একটা তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দ উঠিল—কামান! পথের দু'পাশের সব জানালা কাঁপিয়া উঠিল। আল্‌পাতিশের সম্মুখ দিয়া দু'জন লোক ছুটিয়া গেল। পরক্ষণে চারিদিকে বুলেট ছুটিয়া চলার শন্‌-শন্‌ শব্দ শোনা যায়। কিন্তু এর চেয়ে ঢের বেশি শব্দ হইতেছে—শহরের প্রাচীরগাত্রে বোমা মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলার চেষ্টা চলিতেছে—এ তারই আওয়াজ।

ফেরাপন্‌টভের স্ত্রী এতক্ষণ কোথায় বসিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, হঠাৎ গোলা-গুলি চলিতেছে কেমন করিয়া তা' দেখিবার জন্য রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

আর দেরি করিলে আল্‌পাতিশের চলিবে না। গৃহস্বামী তাহার কাজে সাহায্য করিতেছে। এদিকে রাঁধুনী মেয়েটি হাতের আস্তিন গুটাইয়া ছুটিয়া আসিল রাস্তায় মজা দেখিবার জন্য।

আল্‌পাতিশ এদের কার্য দেখিয়া বেজায় চটিয়া গেল - "আরে তোমরা সব হাঁ ক'রে দেখ্‌চ কি?" তার ধমকানির ফলে রাঁধুনী মেয়েটি ফিরিয়া আসিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে কোথা হইতে আবার গোলার শন্‌-শন্‌ শব্দ শোনা গেল, এবারে খুব কাছে—হঠাৎ রাস্তার উপর যেন বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া গেল, পরক্ষণে কি বিস্ফোরণের শব্দ! রাস্তা জুড়িয়া ঘন জমাট ধোঁয়া ছড়াইয়া পড়িল। রাঁধুনী মেয়েটি মাটিতে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিয়া কাতরাইতেছে, তাহাকে ঘিরিয়া লোক জমিয়া গিয়াছে। ফেরাপন্‌টভ্‌ ছুটিয়া দৌড়াইয়া আসিল, মেয়েরা 'হায় হায়' করিতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভয়ে ডুকরিয়া কাঁদিতে শুরু করিয়া দিয়াছে, কিন্তু এ সবেরও কোলাহল ছাপাইয়া মেয়েটির কাতর আর্তনাদ ভয়ার্ত বাতাসকে বিষণ্ণতায় জর্জর করিয়া তুলিয়াছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাস্তাটা জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত হইল। আহত

মেয়েটিকে ধরাধরি করিয়া যাত্রীশালার রান্নাঘরে আনা হইয়াছে—তার পাঁজ্‌রার হাড় গোলার টুক্‌রা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আল্‌পাতিশ, ফেরাপন্‌টভের স্ত্রী-পুত্র এবং আল্‌পাতিশের গাড়োয়ান,—এরা কয়লা রাখার ঘরে আশ্রয় লইয়াছে। সবাই ভয়ে কাঁপিতেছে। এদিকে কামানের গর্জন এখনও থামে নাই, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে মেয়েটির যন্ত্রণার্ত কণ্ঠস্বর মিশিয়া যাইতেছে। ফেরাপন্‌টভের গৃহিণী কচি ছেলেটার কান্না থামাইবার জন্য কি চেষ্টাই না করিতেছে! কিন্তু শিশুটি এতই অবুঝ যে কিছুতেই চুপ করিবে না। খানিকক্ষণ পরে ফেরাপন্‌টভের স্ত্রী স্বামীর খোঁজ লইয়া জানিল যে সে গির্জায় গিয়াছে উপাসনা করিবার জন্য, সেখানে হইতে নাগরিকেরা মেরীমাতার মূর্তি লইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিবে, তাহা হইলে দূর ভবিষ্যতেও কোনোরকম অকল্যাণ হইবে না।

সন্ধ্যা হইল, কামানের শব্দও থামিয়া গেল; আকাশে ধোঁয়ার মেঘ জমিয়া গিয়াছে, তাহারই ফাঁকে ফাঁকে শুক্লপক্ষের চাঁদের জ্যোৎস্না পৃথিবীর বুকে আসিয়া পড়িতেছে। একজন লোক (সম্ভবতঃ সামরিক কর্মচারী) চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে চলিয়াছে—"শহর ছেড়ে চ'লে যাও, আর এখানে থেকো না, আমাদের পরাজয় হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি পারো চ'লে যাও।" তার দলের কয়েকজনকে যাত্রীশালা হইতে বাহির হইতে দেখিয়া লোকটি বলিল—"তোমাদের কোনো বাড়িতে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছি না! সেকথা ভুলে যাও কেন?"

আল্‌পাতিশ গাড়োয়ানকে ডাকিল, এবার আর কোনমতেই থাকা চলে না, এখনই সে যাইবে। বাড়ির গৃহিণী এবং আর সকলে বাহিরে আসিয়া সন্ধ্যার ঝিকিমিকি আলোতে শহরের চারিদিকে অগ্নির আভা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। ঘোড়ার লাগাম ধরিতে গাড়োয়ানের হাত কাঁপে। এদিকে যখন ফেরাপন্‌টভের দোকানের খোলা দরজার সামনে দিয়া তাহাদের গাড়ি চলিতেছে, তাহারা দেখিল জনকয়েক সৈনিক কয়েকটা বস্তায় আটা এবং আরও কি কি সব ভরিয়া লইতেছে। এই অনাহূত সৈনিকদের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া গৃহস্বামীর আপাদমস্তক রাগে রী রী করিয়া উঠিল, সে সরোষে কি যেন বলিতে গিয়া সাম্‌নের আকাশের দিকে চাহিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"নাও, নিয়ে যাও বাবা, তোমরা যা পারো নিয়ে নাও—যা প'ড়ে থাকবে তা-ই ত ওই শয়তানের কবলে যাবে।" বলিয়া সে নিজেই বস্তার মুখ খুলিয়া ধরিল,—তাহার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া

দু'একজন সৈন্য ভয়ে সরিয়া পড়িল, আর যাহারা রহিল তাহারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজেদের কাজ গুছাইয়া যাইতে লাগিল।

"আল্পাতিশ, রাশিয়ার শেষ হয়ে গেছে, সব শেষ—। আমিও যাবো হে দাঁড়াও—আগুনটা জ্বালিয়ে দিই।" বলিয়া সে উঠানের দিকে চলিয়া গেল।

রাস্তায় এত ভিড় যে আল্পাতিশ একটুও আগাইতে পারে না। তাহার আশ্রয়দাতার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিও একটি গাড়িতে উঠিয়াছে এবং তারই মত রাস্তা না পাইয়া গাড়িখানা দাঁড়াইয়া আছে।

তাহাদের পিছনে সারা শহর একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ডের মত লেলিহান শিখাস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে—একটা অখণ্ড জ্বলন্ত গ্রহের মত তার ব্যাপকতা। পথ চলিতে চলিতে পথিকেরা যেখানে কোনো শস্যশালা অক্ষত অবস্থায় দেখিতেছে সেটা তখনই জ্বালাইয়া দিতেছে। এমনি একটা গোলায় আগুন দিবার জন্য আল্পাতিশ গাড়ি হইতে নামিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল।

আল্পাতিশের কাছে এ কণ্ঠস্বর সুপরিচিত, সে ঘাড় ঘুরাইয়া দেখিল প্রিন্স এণ্ড্রু কালো ঘোড়ায় চড়িয়া ভিড়ের পিছনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

আল্পাতিশ সসম্ভ্রমে চীৎকার করিয়া উঠিল—"এ কী! হুজুর আপনি!"

—"তুমি এখানে কি করছ?"

"হুজুর!" বলিয়া বড় খানসামা ঢোঁক গিলিয়া বলে—"আমি—আমি।" বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ হইয়া যায়—"তবে কি সব গেল হুজুর?"

এণ্ড্রু আবার বলে—"এখানে তুমি কি করছ?"

সহসা দাউ-দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, সেই আলোতে এণ্ড্রুর শীর্ণ বিবর্ণ মুখখানি দেখিতে পাইল আল্পাতিশ। তারপর সে সংক্ষেপে সব কথাই বলিল।—"আচ্ছা হুজুর, সত্যি আমাদের কি আর কোনো আশা নেই?"

এণ্ড্রু এ প্রশ্নের জবাব দিল না। সে নোটবই বাহির করিয়া হাঁটুর উপর রাখিয়া পেন্সিল দিয়া মেরিয়াকে লিখিল—"স্মলেন্স্কের পতন হয়েছে। এই সপ্তাহের মধ্যেই শত্রুসৈন্য লিসিগোরিতে পৌঁছবে। এখনই মস্কাউ চলে যাও··· তোমাদের জিনিসপত্র অমুক জায়গায় অবিলম্বে পাঠাবে।" এই পর্যন্ত লেখা হইল, এমন সময়ে পিছন হইতে কে একজন বীতিমত উদ্ধতস্বরে আদেশের

ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল—"কে আপনি মশাই, কর্ণেল ? কর্ণেল হয়ে চোখের ওপর দেখছেন, লোকে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে ! জানেন এর মানে কি ? জানেন এর জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে আপনাকে ?" এ লোকটি বার্জ, সে সম্প্রতি এই বাহিনীর জেনারেলের আমলা হিসাবে বহাল হইয়াছে।

প্রিন্স এণ্ড্ তাহার দিকে একবার চাহিল মাত্র, তার কথার কোনো জবাবই দিল না। সে আপন মনে আল্পাতিশকে বলিতে লাগিল—"বাড়ি গিয়ে বলবে তাদের চিঠির জন্যে দশ তারিখ পর্যন্ত দেখব, যদি শুনি যে তার মধ্যে তোমাদের যাওয়া হয়নি তবে সব কাজ ফেলে আমি নিজিগোরি হাজির হব, বুঝলে ?"

বার্জ এতক্ষণে প্রিন্সকে চিনিয়াছে, সে কাছে আসিয়া বলিল—"ভাই, ক্ষমা কর, মাপ কর, বুঝতে পারি নি। আমার ওপর কড়া হুকুম আছে তাই—নইলে কি আর বলতাম অমন ক'রে। জানি না তো আমি আবার এসব দিকে খুব ইয়ে। আচ্ছা ভাই, কিছু মনে ক'র না।"

ভারি একটা কিছু পড়িয়া গেল বলিয়া মনে হইল, সেই সঙ্গে আগুনের আলোও যেন নিভিয়া গেল,—কেবল ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খাইয়া উপরে উঠিতেছে। আবার আর একটা শব্দ হইল। উল্লাসে, উত্তেজনায় জনতা যেন লাফাইয়া উঠিল। পরক্ষণে আবার দাউ-দাউ করিয়া আগুনের শত সহস্র শিখা ফণা তুলিয়া নাচিয়া উঠিল।

—"কেল্লা ফতে, ভাই সব ! বেশ ধ'রে গেছে এবারে।"

কে একজন বলিল—"এই লোকটাই এ গোলার মালিক।"

—"তাহলে বুঝলে ত আল্পাতিশ, যা যা বল্লাম সব ব'লো এদের।" বলিয়া এণ্ড্ বার্জের দিকে একবারও না চাহিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল।

স্মোলেন্‌স্ক হইতে রুশবাহিনী পিছু হটিতে আরম্ভ করিল ; তাহাদের পিছু পিছু জার্মেনেরা ধাওয়া করিয়া চলিয়াছে। গ্রিশ এণ্ড্রুর সেনাদল বড় রাস্তা দিয়া [illegible] চলিতে স্মিলোভিচির কাছাকাছি পৌছিল সেই অগাস্টেরই শেষ তারিখে। এবারের যাত্রাপথে সে তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে সেনাদলের কদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, আর সেই সঙ্গে দেশবাসীর মনে অভিযানকারী জার্মেনদের প্রতি বিদ্বেষ-বহ্নি বিস্তার করিতেছে, ইহাও তাহার জীবনের একটি ব্রত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে এণ্ড্রু।

কয়েকদিন ধরিয়া খুব গরম পড়িয়াছে। সারাদিন কালো কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া থাকে। মাঠে শস্য কাটিবার লোক নাই, এবারের ফসল আপনি পাকিয়া শেষে শুকাইয়া গিয়াছে। খাঁ খাঁ করিতেছে শুষ্ক তৃণহীন মাঠ, ক্ষুধার্ত গোরু মহিষেরা পাগলের মত মাঠের পোড়া মাটি শুঁকিয়া শুঁকিয়া ঘাস খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। দিনের বেলায় এতটুকু শান্তি নাই, সন্ধ্যার পর অবশ্য একটু ঠাণ্ডা হাওয়া ওঠে, তাও যেখানে কিছু গাছপালা আছে সেই সব অঞ্চলে ; কিন্তু সকাল হইলেই আবার সেই তৃষ্ণার্ত ধরিত্রীর রুক্ষ রূপ জাগিয়া ওঠে, শিশির-স্নানের কোনো স্নিগ্ধ চিহ্ন থাকে না কোথাও—তীব্র পিপাসার্ত, রুদ্র ভৈরবীর ভয়ঙ্কর রূপ। পথ চলিতে গেলে সৈনিকেরা ধূলার ঝড়ে বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে, ধূলায় সর্বাঙ্গ ধূসরিত—চোখে নাকে মুখে অনবরত ধূলা ঢোকে, যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিবে এই ধূলিসমুদ্র। সকাল হইলেই অমনি পিপাসায় গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া যায় প্রতি মুহূর্তেই। চলার পথে কোথাও গ্রাম পাইলে সৈনিকেরা উন্মাদের মত পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়ে, স্নান করে, তাহাদের অত্যাচারে জল ঘোলা হইয়া যায় ; পাঁকের গন্ধ—সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পাঁকও উঠিয়া পড়ে—সেই পঙ্কিল জল পানের জন্য মারামারি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায় সৈন্যদের মধ্যে।

সেনাদলের সঙ্গে নিজের চিন্তাধারাকে ছন্দোবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া এণ্ড্রু নিজের সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন হইয়া উঠিয়াছে। অতীতের স্মৃতি তার মনোরাজ্যে সুপ্ত, প্রায় অবলুপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার মধুর ব্যবহারে

অধীনস্থ লোকেরা মুগ্ধ। তবে এক এক সময়ে এণ্ড্রুর মেজাজ রুক্ষ হয়। হঠাৎ পুরাতন কোনো পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হইয়া গেলে যেন তাহার শান্ত, স্থির স্বভাবও কর্কশ, কঠিন হইয়া যায়। পিছনে ফেলিয়া আসা জীবনের কোন কিছুই সে বরদাস্ত করিতে পারে না। আর বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভাবিতে ভাবিতে তার মনে হয় সামনে দুঃখময় অন্ধকারের বেড়াজাল ছড়ানো আছে অদূর ভবিষ্যতে। এভাবে পিছু হটিয়া না আসিয়া অনায়াসে তাহারা যুদ্ধ করিতে পারিত এবং সে যুদ্ধে হয়ত রুশ সেনাদল জিতিতেও পারিত। এছাড়া আর একটা চিন্তা তাহাকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে,—তাহার পিতার শারীরিক অসুস্থতা। এই অবস্থায় তাঁহাকে দেশঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইল, নিজের মনের মত করিয়া তিনি বাড়ি করিলেন এই বাড়ির উপর প্রিন্সের প্রাণ পড়িয়া থাকে যে! বাড়ির কথা বাদ দিলেও, পৃথিবীর মায়াই যে বৃদ্ধের কাছে সবচেয়ে বড় বন্ধন,—বুঝি এই মায়া তাঁহাকে কাটাইতে হইবে এবারে।

সিসিগোরির কাছাকাছি তাহারা পৌছিল দশ তারিখেই। সে সেনাদল ছাড়িয়া একেবারে বাড়ির দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। অবশ্য দু'দিন আগে পথেই শুনিয়াছে যে বাড়ির সবাই মস্কাউ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু সেই শূন্য বাড়িখানার আকর্ষণ তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। শুধু একবার চোখের দেখা দেখিয়া এণ্ড্রু ফিরিয়া আসিবে। অতীতের বেদনাময় স্মৃতিগুলির তীব্র অনুভূতি আবার একবার নূতন করিয়া অনুভব করিবার লোভেই সে বাড়ির পথ ধরিল। গ্রামের পথে চলিতে চলিতে যেখানে চিরকাল লোকে দেখিয়াছে যে পুকুর ধারে ধোপানীরা কাপড় আছড়াইতেছে আর গল্প করিতেছে এণ্ড্রু দেখিয়া অবাক হইয়া গেল যে আজ সেই পুকুরের জল স্থির, চারিপাড় শুষ্ক জনহীন। বাগানে ঢুকিতেই সামনে দ্বারবানের ঘরখানা হাট করিয়া খোলা পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও কেহ নাই। বাগানের রাস্তাটা আগাছায় ভরিয়া উঠিয়াছে, খেলার মাঠে লতাকুঞ্জে গোরু-বাছুরেরা পরমানন্দে চরিয়া বেড়াইতেছে—এণ্ড্রু বাগানের মালীকে নাম ধরিয়া ডাকিল কিন্তু কোনো সাড়া পাইল না। বাগানে ঢুকিবার মুখেই এক বুড়ো বসিয়া থাকে। ছেলেবেলা হইতে এণ্ড্রু দেখিতেছে লোকটা এই ভাবেই বসিয়া থাকে—আজও সে বসিয়া রোদ পোহাইতেছে, তবে তাহার বসিবার আসন বদলাইয়াছে। এণ্ড্রুর বাবা যে বেঞ্চে বসিতে ভালবাসেন সেই বেঞ্চখানি দখল করিয়াছে। পাশের আধমরা ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছের ডালে কি একটা শুকাইতে

দিয়াছে লোকটা। লোকটা কালা, এণ্ড্রু কাছে না আসা পর্যন্ত কিছুই টের পায় নাই সে।

সবাইকে পাঠাইয়া দিয়া আল্পাতিশ এখানে রহিয়াছে, লিসিগোরির বাড়ি ছাড়িয়া যাওয়া তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ঘরে বসিয়া বসিয়া একখানা সাধুজীবনী পড়িতেছিল সে, এমন সময়ে একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল যে এণ্ড্রু আসিয়াছে। সে-কথা শুনিবামাত্র সে তাহার কোটটা গায়ে চড়াইয়া ছুটিল, নাকের ডগায় চশমাটা ঝুলিতে লাগিল সেদিকে খেয়াল নাই। এণ্ড্রুকে দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল—কিন্তু পরক্ষণেই নিজের দুর্বলতায় লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়া আল্পাতিশ আবেগ সামলাইয়া লইল। তারপর বাড়ির সব খবর বলিতে লাগিল সে। এখানে আর দামী জিনিসপত্র কিছুই রাখা হয় নাই, সবই পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে বোগুসারোভোর নতুন বাড়িতে। কিন্তু এবারের গরমের ফসল পাকিবার আগেই সৈন্যেরা সব কাটিয়া ছিঁড়িয়া শেষ করিয়া দিয়াছে, চাষীদের সর্বনাশ হয়েছে, তাহাদের অনেকে বোগুসারোভোর জমিদারীতে চলিয়া গিয়াছে। এণ্ড্রু এসব কথা শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল।

সে একসময় বলিল—"আচ্ছা, তাহলে তুমি এখন কি করবে, এখানে থাকবে না কি ?"

আল্পাতিশ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আকাশের পানে হাত তুলিয়া ভক্তিভরে বলে—"সবই তাঁর ইচ্ছে···তিনিই আমার রক্ষক।" এণ্ড্রু শ্রদ্ধাভরে বৃদ্ধকে নমস্কার করিল, বলিল—"আচ্ছা, তাহলে আসি। আমি বলি কি, তুমি চলে যাও, সঙ্গে যা পারো নিয়ে চলে যাও—আর, চাষীদের বলো তারা সবাই আমাদের রিয়াজানের জমিদারীতে বোগুসারোভোর কিম্বা মস্কাউএর জমিদারীতেই না হয় যাক। কেউ থেকোনা না এখানে।"

আল্পাতিশ বালকের মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল এণ্ড্রুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, একটু পরে এণ্ড্রু নিজেকে আস্তে আস্তে মুক্ত করিয়া লইয়া ফিরিয়া চলিল।

ফিরিবার পথে দেখিল বুড়োটা সেই ভাবেই বসিয়া কাজ করিতে ব্যস্ত—বুড়োকে দেখিয়া এণ্ড্রুর মনে হয় যেন এই বাড়ি, এ জমিদারী একটা মৃতদেহ, আর এই বৃদ্ধটি মাছির মত বসিয়া আছে সেই মৃতদেহের উপর। পথে দু'টি মেয়ে খেলা করিতেছিল, এণ্ড্রুকে দূর হইতে দেখিয়া তাহারা ফ্রকের কোঁচড়ে যে কুলগুলি কুড়াইয়া

কুড়াইতেছিল সেগুলি ফেলিয়া দিয়া আর্ত দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিল। ওদের মধ্যে যে মেয়েটি বড় সে ছোট মেয়েটির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া ঝাউ গাছের আড়ালে লুকাইল, পড়িয়া যাওয়া মূল্যবান ফলগুলি সংগ্রহ করা আর তাদের সাহসে কুলাইল না। পাছে মেয়ে দু'টি আরও ভয় পায়, সেজন্য এণ্ড্রু অন্যদিকে চাহিয়া পথটুকু পার হইয়া গেল, যেন ওদের সে দেখিতে পায় নাই—এই সব কচি প্রাণে কোন কষ্ট দিতে তার মন সরে না। ওদের সরল চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি সে সহিতে পারে না কিছুতেই।

এই মেয়ে দু'টিকে দেখিয়া এণ্ড্রুর একটা কথা মনে হইল—এরা যেন সহসা তাহার জীবনে নূতন করিয়া শান্তির বার্তা আনিয়া দিল। এখন তাহার মনে হইতেছে পৃথিবী যেমন বিরাট বিশাল, জীবনের বৈচিত্র্যও বুঝি তার চেয়ে কিছুই কম নহে—তাহার নিজের স্বার্থময় জগতের বাহিরেও যে বিচিত্র জীবনপ্রবাহ রহিয়াছে তার খবর এই দু'টি বালিকাই আনিয়া দিল বই কি! এদের মনে আর কোনো দুশ্চিন্তা নাই, বৃহত্তর সমস্যা নাই—এরা নিরাপদে কিছু আধপাকা ফল কুড়াইয়াই খুশি। তবে কাজটা ইহারা গোপনে সারিয়া লইতে চায়। মিছামিছি এদের কাজে বাধা সৃষ্টি করিতে এণ্ড্রুর ইচ্ছা নাই—কিন্তু আর একবার মেয়ে দু'টিকে দেখিবার লোভ সামলাইতে পারিল না। একটু দূরে গিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া ওরা বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং ঘাসের উপর নৃত্য করিয়া হাসিয়া স্তব্ধ নীরবতাকে প্রাণময়তায় ভরাইয়া তুলিয়াছে।

সেনাদলে ফিরিয়া সে দেখিল সৈনিকেরা দলে দলে পুকুরে পড়িয়া ঝাঁপাই জুড়িয়া দিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া একজন বলিল—

—"এস কুমার-বাহাদুর, চান করবে এস।"

এণ্ড্রুর দলের টিমোখিন উলঙ্গ অবস্থায় ছুটিতে ছুটিতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। হঠাৎ কর্ণেলের সামনে এমনভাবে ধরা পড়িয়া বেচারা লজ্জা পাইয়া জলে ডুব দিল।

এণ্ড্রু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল "নোংরা জল—"

এতক্ষণে টিমোখিন একটা কাজ পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল, সে চীৎকার করিয়া হাঁক দিল—"এই খোকারা, সব সরে যাও, কুমার-বাহাদুর চান করবেন। সরো, পথ দাও—"

—"কে, হুরার-বাহাদুর আবার কে ?"

"কেন, আমাদের হুরার-বাহাদুর হে, আবার কে !"

অমনি সবাই চীৎকার করিয়া উঠিল—"আমাদের হুরার-বাহাদুর !"

স্মলেন্‌স্কএর পতনের পরই বাগ্রাসিঅঁ চিঠি লিখলেন আরাক্‌চেইএভ্‌কে অবশ্য এ চিঠি যে স্বয়ংসম্রাটও পড়িবেন সেকথা বাগ্রাসিঅঁ ভালো করিয়াই জানেন, তাই প্রত্যেকটি কথা খুব বুদ্ধি খরচ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন। "ইতিমধ্যে মন্ত্রী মশাই.(বাগ্রাসিঅঁ বার্কলেকে কিছুতেই সেনাপতি বলিয়া উল্লেখ করেন না, মন্ত্রী বলিয়া কটাক্ষ করেন) নিশ্চয়ই খবর দিয়েছেন আপনাকে, মানে স্মলেন্‌স্কএর পতন সংবাদ। এরকম একটা জায়গা শত্রুর হাতে চলে যাওয়াতে সেনাদলের সবাই যেন খুব হতাশ হয়ে পড়েছে, তা'ছাড়া কত লোক যে বিপন্ন হয়েছে তা' চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। দখল ছেড়ে দিয়ে আসা খুব ভুল হয়েছে। অবশ্য আমি মন্ত্রীমশাইকে সেকথা বুঝিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। যদি আমার কথায় আপনার আস্থা থাকে তবে জেনে রাখুন যে, নাপোলেঅঁর অবস্থা বস্তায় বন্ধ বেড়ালের মত অসহায় হয়ে পড়েছিল, এমনি করে আমাদের সৈন্য তাকে ঘিরে ফেলেছিল। সত্যিকার লড়াই হ'লে স্মলেন্‌স্ক দখল করা ত' দূরের কথা হয়ত তার অর্ধেক সৈন্য খুইয়ে ফিরে যেতে হ'ত। আমাদের সৈন্যরা রীতিমত যুদ্ধ করছিল—আমি ১৫০০০ লোক নিয়ে পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা যুঝে শত্রুকে হটিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি (মন্ত্রীমশাই) চোদ্দ ঘণ্টাও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলেন না। এ ঘটনা আমাদের ইতিহাসে অনপনেয় কলঙ্ক হয়ে রইল। এরপর আর তার বেঁচে থাকা শোভা পায় না।"

"আর যদি কোনোরকমে দু'টো দিন সে আটকাতে পারত তা'হলে ফরাসীরা হঠতে বাধ্য হ'ত—তাদের সঙ্গে একবিন্দু জল ছিল না সম্বল, তা জানেন ! আর প্রথমে সে আমায় জানিয়েছিল যে ফরাসীদের ঢুকতে দেবে না, কিন্তু যেদিন একথা জানালে সেই রাত্রেই হঠাৎ খবর পাঠালে তখন নাকি, আমাদের পিছু হঠতে হবে।"

"একে যুদ্ধ বলে না। এমনি করে আমরা শত্রুকে মস্কাউএর দরজায় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবো মনে হচ্ছে।"

"খবর পেলাম আপনি নাকি সন্ধি করবার কথা ভাবছেন। দোহাই আপনার, এতকাণ্ড করবার পর এইভাবে পিছু হঠে এসে ওকথা চিন্তা করা চলে না। এর চেয়ে অপমান আর কিছু হতে পারে না আমাদের। তার চেয়ে বরং একেবারে মৃত্যুও আমাদের বরণীয়!"

আপনাদের সচিবমশাই ভালো মন্ত্রী হতে পারেন কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় তিনি অজ্ঞ বললেও কিছু বলা হয় না,—তিনি দেশের শত্রু! এতবড় দেশের ভাগ্যভার ওই লোকের হাতে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। ইনি এই পদে আর কিছু দিন থাকলে সর্বনাশ হতে দেরী হবে না, সম্রাটকে বলবেন। আপনাকে নিছক সত্য কথা বলছি জানবেন, যত তাড়াতাড়ি পারেন নগররক্ষী বাহিনী গঠন করে ফেলুন।"

"মন্ত্রীমশাই যাই বলুন, আমাদের লড়াইএ ক্ষতির পরিমাণ সামান্যই হয়েছে—মোটে হতাহতের সংখ্যা হাজার চারেক হবে। কিন্তু পশ্চাদাপসরণের ক্লান্তি আর পরিশ্রমে প্রায় পনরো হাজার লোক বিভিন্ন হাসপাতালে পড়ে আছে। যদি আমরা সত্যিই যুদ্ধ করতাম তবে এর চেয়ে ঢের কম ক্ষতি হ'ত।

"আমাদের অপরাধ অমার্জনীয়, আমরা দেশলক্ষ্মীকে শত্রুর হাতে তুলে দেবার ভার গ্রহণ করেছি—আমরা কাপুরুষ! এখানে সেনাদলের সকলেই মন্ত্রীমশায়ের ওপর অসন্তুষ্ট, তাকে যা খুশি তাই বলে গালাগালি দেয়, বুঝলেন!"

মোটামুটি মানুষের জীবনধারাকে দুই ভাগে ফেলা যায়—পল্লীজীবন আর নাগরিক জীবন, অর্থাৎ অনাড়ম্বর সহজ জীবন, যেখানে অন্তরের দিক দিয়া সমস্ত কিছুর মূল্য বিচার করা হয় তাহাকে পল্লীজীবন বলিয়া ধরা যাইতে পারে, আর নাগরিক জীবন, বাহ্যিক প্রদর্শনী, চাকচিক্য, রূপের দিক দিয়া যাহার মূল্য বিচার হয়। এখানে ঠাট বজায় রাখিয়া চলিতে হয়, অন্তরের আবেদনটা গৌণ। সেদিক দিয়া হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে সেণ্ট পিটার্সবার্গের অধিবাসীদের জীবনধারার সঙ্গে সমগ্র রাশিয়ার পার্থক্য আছে, এমন কি মস্কাউ শহরও এই বিচারে পল্লীগ্রামের কোঠায় পড়িয়া যায়। অবশ্য পিটার্সবার্গের বাসিন্দারা শৌখীন, আধুনিক রুচির অগ্রদূত,—তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকিবে বই কি।

১৮০৫ সাল হইতে ১৮২১ পর্যন্ত রাশিয়া বারবার নাপোলেঅঁর সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে এবং মিটমাটের চেষ্টাও করিয়াছে বার কয়েক, এদিকে রুশরাজ্যের শাসনপদ্ধতির মধ্যেও নানা সংস্কার-পরিবর্তন হইয়াছে, এইসব কাজেই সমস্ত রাজপুরুষ ব্যস্ত ছিলেন। আর আনা শেরর বা হেলেনের বৈঠকখানার আসরে কোনো রদবদল হয় নাই, আগের মতই সে আড্ডার লোকেরা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা উচ্চ আলোচনা করিয়া নিজেদের বিজ্ঞতা জাহির করিয়া থাকে। আনা শেররের আড্ডার লোকেরা নাপোলেঅঁর সাফল্যে অবাক হইয়া যায় আর সমগ্র ইউরোপের অন্যান্য জাতিরাও যে রাশিয়ার পারিষদবর্গকে জব্দ করিবার জন্য চক্রান্ত করিয়াছে তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই, বিশেষ করিয়া আনা শেরর এই পরিষদ মহলের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি বলিয়াই বোধহয় সমগ্র ইউরোপের এই ষড়যন্ত্র। এদিকে হেলেনের বাড়িতেও বৈঠক বসে, সেখানে ফরাসী কায়দায় সবাই কথা বলে এবং মহাপুরুষ নাপোলেঅঁ সম্বন্ধে সকলেরই অগাধ শ্রদ্ধা, বর্তমান যুদ্ধবিগ্রহ যে শীঘ্রই শান্তিতে সমাপ্ত হইবে সেকথা ভাবিয়াই এই আড্ডার লোকেরা নিশ্চিন্ত।

সেনাদল ছাড়িয়া সম্রাট যখন পিটার্সবার্গে ফিরিয়া আসিলেন তখন চারিদিকে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের ধুম পড়িয়া গেল। তলে তলে আনার দলের সঙ্গে হেলেনের বাড়ির একটা বিরোধ গড়িয়া উঠিয়াছে

তাহা এতদিনে প্রকাশ হইয়া পড়িল—আনার আসরে কোনো ফরাসীকে (মাত্র কয়েকজন রাজপরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া) আমন্ত্রণ করা হয় না। ফরাসী থিয়েটারেও কেহ যায় না—দেশপ্রেমের এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে! আর রুশবাহিনীর প্রতিটি পদবিক্ষেপের অনুকূল তাৎপর্য আবিষ্কার করিয়া সবাই খুশি থাকে।

হেলেনের বাড়িতে ফরাসীদের ছড়াছড়ি, নাপোলেঅঁর সন্ধি প্রস্তাবের ইঙ্গিতের দিকে সবাই উৎসুক হইয়া চাহিয়া থাকে, শত্রুর বর্বরতার যে সব কাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিয়া ফরাসীদের সুখ্যাতি করে সবাই, আর পিটার্সবার্গ হইতে 'কাজানে' রাজধানী সরাইবার কথা উঠিয়াছে তাহার কোনো অর্থ হয় না একথা ইহারা ভালো করিয়াই জানে। তাহাদের মতে এই যুদ্ধটা শোভাযাত্রার চেয়ে বেশি কিছুই নয়, বিলিবাইন-এর উক্তি উদ্ধার করিয়া বলে—"কামান আর বন্দুক দিয়ে কঠিন সমস্যার সমাধান হয় না—কামান-বন্দুকের যারা সৃষ্টিকর্তা তারাই সমস্যা দূর করতে পারে।"

বাসিল এই দুই দলেই আসা যাওয়া করেন, তিনি আগের মত এখনও কতকগুলি বড় বড় পদ দখল করিয়া বসিয়া আছেন। তবে ইদানীং তাঁর একটু মুশকিল হয়, অনেক সময় তাঁহার খেয়াল থাকে না কোথায় কোন্ কথা বলিলে ভালো হয়; হয়ত আনার বাড়িতে যে কথা বলা উচিত তাহা হেলেনের বৈঠকে বলিয়া ফেলেন অথবা হেলেনের বাড়ির আলোচনা আনার বাড়িতে তুলিয়া বিপন্ন হন। এই সেদিন আনার বাড়িতে কুতুজভের প্রসঙ্গ তুলিয়া অনেকক্ষণ নিন্দার পর তাঁর চৈতন্য হইল যে একটু ভুল হইয়াছে। ব্যাপারটা এই, কুতুজভ প্রধান সেনাপতির পদে পুনরায় নিযুক্ত হইয়াছেন কিন্তু সম্রাটের এই মনোনয়ন মোটেই উপযুক্ত হয় নাই। একে কুতুজভ্ বৃদ্ধ, তায় চোখে দেখিতে পান না, তার উপর সভাসমিতিতে বসিয়া পড়িয়া পড়িয়া ঘুমান—এহেন অপদার্থকে কিনা এত বড় রুশ বাহিনীর অধিনায়কত্ব দেওয়া হইল, দেশের সর্বনাশের আর বাকী কি।... এতদূর অগ্রসর হইবার পর বাসিলের খেয়াল হইল যে এটা হেলেনের বৈঠকখানা নয়, আনার। সঙ্গে সঙ্গে সুর বদলাইয়া ফেলিলেন তিনি। অবশেষে যেদিন পাকা খবর পাওয়া গেল যে কুতুজভ্ প্রধান সেনাপতি হইয়া গিয়াছেন সেদিন বাসিলই সর্বপ্রথম আনার বাড়িতে আসিয়া উল্লাসে তুড়ি মারিয়া লাফ দিতে লাগিলেন। বলিলেন, "চোখে দেখতে না পেলে কি হয় কুতুজভের মত গুণী

লোক সারা রাশিয়ায় আর একটিও নেই, একথা সম্রাট জানেন ব'লেই এত খাতির।" আনা শেররও বাসিলের কথায় সায় দিল।

কিন্তু একজন লোক (এই লোকটিকে সবাই বিচক্ষণ বলিয়া সমীহ করে) বলিলেন—"একটা কথা জানেন কি, সম্রাটকে দিয়ে উনি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন যে সম্রাট কিছুতেই সেনাদলের কাছাকাছিও যেতে পারবেন না।"

কথাটা শুনিয়া সবাই বিস্মিত হইল।

পিটার্সবার্গে যখন এইসব কাণ্ড চলিতেছে তখন ওদিকে ফরাসীরা স্মোলেন্স্ক ছাড়িয়া মস্কাউএর পথে আগাইয়া আসিতেছে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে যাঁহারা নাপোলেওঁকে বীর বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নাপোলেওঁর সমর্থনার্থে বলিয়াছেন যে মস্কাউএর পথে যাইতে আদৌ ইচ্ছা ছিল না তাঁর। অবশ্য একথা যদি মানিয়া লওয়া যায় যে একটি মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের ভাঙাগড়া নির্ভর করিতেছে, তবে রুশ ঐতিহাসিকদের মত মানিয়া লইয়া ইহাও বলিতে পারা যায় যে রুশ সেনাপতিদের কৌশলই ইহার জন্য দায়ী। কিন্তু ঘটনা-পরম্পরার দিকে চাহিয়া আমরা বিচার করিতে বসিলেও সমস্যাটি আরও জটিল হইয়া পড়িবে। তবে এটা ঠিক যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাই ঘটনা সংস্থানে সাহায্য করে।

স্মলেন্স্ক ছাড়িয়া নাপোলেওঁ সম্মুখ-সমরের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, প্রথমে ভিয়াজ্‌মার কাছাকাছি দরোগোবাগে যুদ্ধের চেষ্টা করেন তিনি কিন্তু রুশ সৈন্য সে ফাঁদে পা দিল না! তারপর আরও দু'এক জায়গায় তাহারা নানা অসুবিধার জন্য নাপোলেওঁকে এড়াইয়া গিয়া বরডিনোতে একবার বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

এতদূর আগাইয়া আসিয়া নাপোলেওঁর মনে বাসনা হইল মস্কাউ দখল করিবেন, রাশিয়ার রাজধানী মস্কাউ জয়ের নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। মস্কাউ-এর বড় বড় উপাসনামন্দিরে মণ্ডিত পথগুলি নাপোলেওঁকে প্রলুব্ধ করে।

সেদিন বার্থিয়ার আসিয়া নাপোলেওঁর সামনে দাঁড়াইতে তিনি বলিলেন—"কি খবর?"

"হুজুর, আজ একজন কশাককে বন্দী করা হয়েছে, বন্দী বলছে যে জেনারেল প্লেটভের বাহিনীর নাকি মূল রুশ দলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে—আর কুতুজভ্—প্রধান সেনাপতি হয়েছে! বাঁদরটাকে দেখে মনে হয় বুদ্ধিশুদ্ধি আছে।"

নাপোলেঁও একটু হাসিয়া বলিলেন যে, কশাকটিকে ঘোড়ায় চড়াইয়া তাঁহার সামনে হাজির করিলে দুচার কথা প্রশ্ন করিবেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে জন কয়েক এ-ডি-কং ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই দেনিসভের ক্রীতদাস লাভ্রুশকাকে হাজির করিল। লাভ্রুশ্কা বর্তমানে রোস্তভের কাছেই থাকে, দেনিসভ্ উপহার দিয়াছে। চাকরের উর্দী পরিয়া আছে সে, মুখে তার এখনও মদের গন্ধ।

নাপোলেঁও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে, তুমি কশাক?"

—"হাঁ, হুজুর।"

লাভ্রুশ্কা মদে চুর—তাহাকে মাতাল বলিলেও খুব ভুল হইবে না; আগের দিন সেই অবস্থায় সে মনিবের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়াছিল, পথে ফরাসীদের হাতে ধরা পড়িয়া যায়।

নাপোলেঁওর সামনে দাঁড়াইয়া সে মোটেই ঘাবড়াইয়া গেল না, বরং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াও যেন চিনিল না, খুব সপ্রতিভ ভাবেই তাঁহার কথার জবাব দিল, তিনি যা যা প্রশ্ন করিলেন তাহার উত্তরে যাহা জানে এবং যতটা অনুমান করিতে পারে সবই বলিয়া বসিল।

লাভ্রুশ্কা চাকর হইলে কি হয় আসলে সে খুব বুদ্ধিমান, মানুষের মুখ দেখিয়া সে ধরিতে পারে তার মনের ভাব। তাই যখন নাপোলেঁও প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, এই যুদ্ধে আমরা জিতব কি না, তোমার কি মনে হয়?" তখন বেচারা বুঝিল যে এবারে বিপদ, তাই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

তারপর সে বলিল—"যদি লড়াইটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তবে হয়ত আপনারাই জিতে যাবেন; তবে যদি সামনের তিন দিনের মধ্যে মোটেই লড়াই না হয় তবে আপনাদের পক্ষে জেতা খুব শক্ত ব্যাপার হয়ে পড়বে।"

তার এই বক্তাজনোচিত কথাগুলি অনুবাদ করিয়া বলিবার সময় দোভাষী অবশ্য সম্রাটকে খুশি করিবার জন্য বলিয়াছিল—"তিন দিনের মধ্যে লড়াই হলে ফরাসীরা নিশ্চয় জিতবে, কিন্তু তারচেয়ে দেরি হলে যে কি হবে ঈশ্বর জানেন।"

নাপোলেওঁর মেজাজটা খুব ভালো আছে, তাহার কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন।

লাভ্রুশ্কা হঠাৎ দেশপ্রেমে গদগদ হইয়া বলিল—"আমরা জানি যে ফরাসীদের দলে নাপোলেওঁ আছেন, তিনি কারুর কাছে পরাস্ত হন নি তাও শুনেছি—কিন্তু আমাদের কাছে খুব সহজে তিনি পার পাবেন না।" সে এমনভাবেই কথাগুলি বলিল যেন সে যে নাপোলেওঁর সামনে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে তাহা মোটেই বুঝিতে পারে নাই।

দোভাষটি আবার সম্রাটের অনুকূল অংশটুক অনুবাদ করিয়া বাকীটুকু ব্রেক চাপিয়া গেল।

অবশেষে খুশি হইয়া নাপোলেওঁ লাভ্রুশ্কাকে ছাড়িয়া দিবার হুকুম দিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

মুক্তি পাইয়া লাভ্রুশ্কা ফিরিয়া যাইবার সময় মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিল, কিরকম গল্প করিয়া সবাইকে তাক্ লাগাইয়া দেওয়া যায়। নিছক সত্য কথা বলিয়া বোকা হইবার পাত্র সে নয়, দস্তুর মত রং চড়াইয়া বলিবে সম্রাট নাপোলেওঁ তাহাকে কিরকম খাতির করিয়াছে।

মেরিয়াও মস্কাউতে যায় নাই, অতএব নিরাপদেই আছে একথা মনে করিয়া এও নিশ্চিন্ত হইল।

স্মলেন্স্ক হইতে আল্পাতিশ ফিরিয়া আসিবার পরই হঠাৎ একদিন বৃদ্ধ প্রিন্স আলস্য ও অবসাদ ত্যাগ করিয়া কাজে নামিবেন স্থির করিয়া ফেলিলেন। তিনি দেশরক্ষী বাহিনীর সকলকে আহ্বান করিলেন, এবং প্রধান সেনাপতির কাছে লিখিলেন যে, তিনি লিসিগোরিতেই থাকিবেন। লিসিগোরি রক্ষা করার ভার তিনি নিজে গ্রহণ করিলেন—রাশিয়ার একজন অতিবৃদ্ধ সেনাপতি তাঁর নিজের জমিদারীতেই মরিবেন নতুবা শত্রুর হাতে বন্দী হইবেন। লিসিগোরি তিনি ছাড়িয়া যাইবেন না কোনো মতেই। এজন্য তিনি কাহারও এতটুকু সাহায্য চাহিবেন না। বৃদ্ধ বাড়িতেও জানাইয়া দিলেন যে মেরিয়া তার ভাইপোকে লইয়া মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে বোগুসারোভোর জমিদারীতে চলিয়া যাক। একথা শুনিয়া মেরিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, হঠাৎ তাঁর এই অত্যধিক উৎসাহ দেখিয়া সে আরও শঙ্কিত হইয়া পড়িল—কি জানি যদি ভালোমন্দ হইয়া পড়ে, না সে কিছুতেই বাবাকে একলা রাখিয়া যাইতে পারিবে না। জীবনে এই প্রথম সে বাবার কথায় অবাধ্য হইল। মেরিয়ার অবাধ্যতায় তার বাবা ভীষণ রাগিয়া গেলেন। তার উপর দিয়া তিরস্কারের ঝড় বহিয়া গেল—যত সব অসম্ভব অসম্ভব অপরাধের জন্য মেরিয়াকে তিনি দোষী করিলেন! মেরিয়ার অন্যায় অত্যাচারের নাকি সীমা সংখ্যা নাই—সে তাঁহার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে; ছেলের কাছে তাঁহার নামে যা খুশি তাই লাগাইয়া পিতাপুত্রে ঝগড়া বাধানোর মূলে মেরিয়ার হাত আছে, তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক রটাইয়া তাঁহাকে হীন প্রতিপন্ন করিয়াছে এই মেরিয়া! ইত্যাদি কত কি! শেষ কালে তিনি বলিলেন—"দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে। তোমার যা খুশি তাই করগে"—এর বেশি তাঁহার আর কিছু বলিবার নাই, তিনি জীবনে আর অমন মেয়ের মুখ দর্শন করিবেন না। অবশ্য এসবের জন্য মেরিয়া এতটুকু বিরক্ত হইল না। তাহাকে যে জোর করিয়া গাড়িতে তুলিয়া অন্যত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয় নাই

ইহাতেই যে খুশি—অর্থাৎ মুখে যতই রাগ দেখান না কেন তার বাবা যে মনে মনে মেয়ের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অবশেষে স্থির হইল যে বাটার মহাশয়ের সঙ্গে নিকোলাস একাই মস্কাউ যাইবে, আর মেরিয়া তার বাবার কাছে লিসিগোরিতেই থাকিবে।

নিকোলাস চলিয়া যাইবার পরদিন সকালে উঠিয়াই প্রিন্স বলিলেন যে সাজপোশাক পরিয়া বাহির হইবেন তিনি। যতগুলি সম্মানচিহ্ন তাঁহার আছে সবগুলি আঁটিয়া তিনি মাঠে গেলেন অস্ত্র-সজ্জিত চাষী ক্রীতদাসদের দেখিবার জন্য। মেরিয়া জানালায় বসিয়া সব দেখিতেছিল। হঠাৎ সে দেখিল সবাই ছুটিয়া আসিতেছে তাদের বাড়ির দিকে, কিছু না বুঝিতে পারিয়া মেরিয়া নিজেও ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসিল। দরজার কাছে আসিয়া দেখিল, জন কয়েক লোক তার বাবাকে ধরাধরি করিয়া আনিতেছে।

মেয়েকে দেখিয়া বৃদ্ধ প্রিন্স উৎসুকভাবে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে কী যে বলিলেন কিছুই বোঝা গেল না। গ্রামের ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন, বলিলেন পক্ষাঘাত হইয়াছে, দেহের ডানদিক একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছে। সেইদিনই মেরিয়া তার বাবাকে লইয়া বোগুসারোভা রওনা হইল।

বৃদ্ধ প্রিন্স সেখানে ছেলের তৈরী করা বাড়িতে আরও সপ্তাহ তিনেক সেই অবস্থাতেই বাঁচিয়া ছিলেন। নড়াচড়া করিবার শক্তিটুকুও আর নাই তাঁর, মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ে কিন্তু কি যে বলিতে চাহেন কেহ বুঝিতে পারেনা।

ডাক্তার বলে যে শারীরিক অসুস্থতা জনিত যন্ত্রণায় প্রিন্স এরকম কষ্ট পাইতেছেন, কিন্তু মেরিয়ার তা মনে হয় না, ওর বিশ্বাস নিজের মনের কথা বুঝাইতে না পারার জন্যই এমন অস্বস্তি বোধ করেন। বিশেষ করিয়া মেরিয়া যখন তাঁর কাছে থাকে তখনই তিনি বেশি ছটফট করেন, কথা বলিবার চেষ্টা করেন। এবারে আর তাঁহাকে বাঁচানো যাইবে না একথা সবাই বুঝিতে পারিয়াছে, এ অবস্থায় এখান হইতে অন্য কোথাও লইয়া যাওয়াও অসম্ভব, হয়ত পথেই বৃদ্ধের মৃত্যু হইবে। মেরিয়ার মনে হয় এর চেয়ে বোধ হয় মৃত্যুও ভালো! দিনরাত সে রোগীর শিয়রে বসিয়া থাকে, রোগীর প্রতিটি পরিবর্তন লক্ষ্য করে—সে যেন বৃদ্ধের ললাটে মৃত্যুর আগমন-বার্তা দেখিতে পায়।

খুশি হইয়া মেয়ের পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন, বলিলেন—"জানো তোমায় সারারাত ধরে ডেকেছি—"

—যদি একটু জানতে পারতাম বাবা···আমার আসতে ভয় করছিল, নইলে—

"তা হ'লে রাত্রে ঘুমোও নি বলো—"

ঘাড় নাড়িয়া মেরিয়া জবাব দিল—"না বাবা—"সে সহজ হইয়া কথা বলিবার চেষ্টা করে, কিছুতেই যেন নিজের মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারে না।

—"তা হ্যাঁ মা, তুই এলিনে কেন, চলে এলিনে কেন, হ্যাঁ মা!"

একথা শুনিবার পর মেরিয়া মনে মনে নিজের উপর অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠিল, এই মানুষের মৃত্যু কামনা করিতেছিল সে কেমন করিয়া।

—"মা গো, আমায় ক্ষমা কর্ মা, আমার যা কিছু অন্যায় সব মাপ কর্! তোকে আশীর্বাদ করি!" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের গণ্ড বাহিয়া দু-ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। হঠাৎ বলিলেন—"এণ্ড্রুকে ডাক—"

মেরিয়া বলিল—"তার চিঠি এসেছে বাবা! কথাটা শুনিয়া রোগী অবাক হইয়া মেয়ের দিকে চাহিলেন,—"কেন? সে কোথায়?"

—"সে যে যুদ্ধে গেছে বাবা, স্মলেন্স্ক-এ আছে।"

তারপর অনেকক্ষণ সারা ঘরটা স্তব্ধ হইয়া যায়। তিনি চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলিয়া চাহিয়া প্রিন্স বলিলেন—"হ্যাঁ! রাশিয়ার মৃত্যু হয়েছে! ওরা রাশিয়াকে হারিয়ে ফেলেছে। সব শেষ হয়ে গেছে।"

আকাশের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, ঝক্‌ঝকে রোদের দিনের উজ্জ্বল প্রাণময়তা জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মেরিয়ার দৃষ্টি সেদিকে ছিল না, সে তার বাবার কথা ভাবিতেছিল। আজ হঠাৎ তার মনে বৃদ্ধ রুগ্ন পিতার জন্য যে গভীর বেদনা জাগিয়াছে, যে মমত্ববোধে তার কোমল হৃদয় বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছে তাহার অস্তিত্ব এর আগে ছিল না, তার এ অনুভূতি সম্পূর্ণ নূতন। সে আজ সত্যই তার বাবাকে ভালোবাসে।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া মেরিয়া সেই কথাই ভাবিতেছিল।

হঠাৎ কি মনে হইল সে তর তর করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া একেবারে

পুকুর পাড়ে গিয়া দাঁড়াইল। আপনার মনের কথাই সে জোরে জোরে নিজেকে শুনাইয়া বলে—"হ্যাঁ, আমি তাঁর মৃত্যু কামনা করেছিলাম। তারপর ত বিশ্রাম মিলবে আবার, এই মনে হয়েছিল। তাতে করে কি সুফল হত! সেই বিশ্রাম নিয়ে আমি কি করতাম?"

বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ সে দেখিল কাহাকে যেন সঙ্গে করিয়া বুরিএঁ এইদিকেই আসিতেছে।

অভিজাত মহলের প্রধান সেনাপতি মহাশয় নিজে আসিয়া হাজির হইয়াছেন, মেরিয়াকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া অন্যত্র পাঠাইবার জন্য। মেরিয়া তাঁর কথা সবই শুনিল কিন্তু তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন আছে কি না সেটুকুও ভাবিয়া দেখিল না। মোটামুটি ভদ্রতার খাতিরে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ির ভিতরে লইয়া গেল। তারপর সে ভদ্রলোককে আবার ঘরে বসাইয়া রাখিয়াই সে বাবার ঘরের সামনে গিয়া হাজির হইল—কিন্তু ডাক্তার দোর আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কিছুতেই তিনি তাহাকে ভিতরে যাইতে দিতে রাজী নহেন, বলিলেন—"না, আপনি কিছুতেই আসতে পারবেন না, যান চলে যান—"

মেরিয়া ফিরিয়া গিয়া পুকুর ধারে বসিল।

হঠাৎ কাঁকর ছড়ানো পথের উপর পায়ের শব্দ হইতেই মেরিয়া ফিরিয়া চাহিল—তার দাসী এইদিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

—"দিদিমণি এসো, প্রিন্স—"

তার মুখের কথা শেষ হইবার অপেক্ষা না রাখিয়া মেরিয়া বাড়ির পানে ছুটিতে লাগিল।

দরজার সামনেই সেই অতিথিটি দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি মেরিয়াকে দেখিয়া বলিলেন—"মেরিয়া, সবই তাঁর ইচ্ছা। কি ক'রবে বল,—তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তাহলেই সান্ত্বনা পাবে।"

—না, না, এ মিথ্যে কথা, আমায় ছেড়ে দিন।" মেরিয়া অসহায় ভাবে কাঁদিয়া বলে।

ডাক্তার তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া মেরিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

সে আপন মনে বলে—"না, বাবা বেঁচে আছেন—কিছুতেই মরতে পারেন না তিনি।"

ঘরের দরজা ঠেলিতেই সে দেখিল ঘরখানা আলোয় উজ্জ্বল, এ কী, তাঁর ঘরে এরকম জোরালো বাতি জ্বালার ত নিয়ম নাই। এত উজ্জ্বল আলো দেখিয়া মেরিয়ার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে তার মন কাঁপিয়া ওঠে। অতিকষ্টে সেটা দমন করিয়া মেরিয়া বাবার বিছানার কাছে গিয়া দাঁড়ায়। তারপর তাঁর হিমশীতল কপালে চুম্বন করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল,—এ কী—এ কে? নিমেষে তার মনের সুকুমার মমত্ববোধ কোথায় অবলুপ্ত হইয়া গেল। মেরিয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল—"না, না, তিনি চলে গেছেন, তাঁর বদলে এ কী পাথর—না, না আমার বড় ভয় করছে!" আর একটু হইলে মেরিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইত, তাহার অবস্থা দেখিয়া চট করিয়া ডাক্তার ধরিয়া ফেলিলেন।

ঘোড়সারোভোর মহালটি কোনোদিন বৃদ্ধ প্রিন্সের প্রিয় ছিল না,—এখানকার চাষীরাও ঠিক লিসিগোরির মত নয়—এদের আচার-ব্যবহার যেন কি রকম রুক্ষ-কঠিন, ইহারা নিজেদের পাহাড়িয়া জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। বিশেষ করিয়া এণ্ড্রু যেসব সংস্কার করিয়াছে—যেমন স্কুল, দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপন, এইসব করার ফলে নাকি ইহাদের দম্ভ আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

প্রিন্সের মৃত্যুর পর যখন মেরিয়ার এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার কথা হইল তখন এখানকার চাষীরা বাঁকিয়া বসিল। ইহাদের কেমন করিয়া বিশ্বাস হইয়াছে যে, ফরাসীরা এখানে আসিলেই তাহাদের দুঃখ দুর্দশা ঘুচিয়া যাইবে, অতএব তাহারা কেহ এ মহাল ছাড়িয়া নিজেদের বাড়িঘর ফেলিয়া কোথাও যাইবে না। মেরিয়া তাহাদের বলিল, আসন্ন বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকলেরই চলিয়া যাওয়া উচিত, তাহাদের সবাইকে মেরিয়া মস্কাউএর কাছে যে মহাল আছে সেখানে লইয়া যাইতে চাহিল। এ প্রস্তাবে তাহারা রাজী হয় না। তাহারা ফরাসীদের ছাপানো ইস্তাহারে দেখিয়াছে যে, ফরাসীরা বিজিতের উপর ওতটুকু অত্যাচার করিবে না, অতএব তাহারা কেহ যেন নিজের ঘরবাড়ি ফেলিয়া না যায়।...বাস্তবিক ইহারা সেকথা বিশ্বাস করিয়া মত স্থির করিয়া ফেলিল, এবং যখন আল্‌পাতিশ মোড়লকে হুকুম করিল গাড়ি ঘোড়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য, তখন সে স্পষ্টই বলিয়া দিল যে, ঘোড়া বা গাড়ি কিছুই পাওয়া যাইবে না। কৈফিয়ত চাহিলে সে জবাব দিল যে অর্ধেক ঘোড়া সেনাদলের লোকেরা কিনিয়া লইয়া গিয়াছে, বাকী যাহা ছিল সেগুলির মধ্যে খাইতে না পাইয়া কতক মরিয়া গিয়াছে, কতক বা বাহিরে কাজে চলিয়া গিয়াছে। আসলে গ্রামবাসীরা জমিদারের কোনো কাজ করিতে প্রস্তুত নহে, একথা আল্‌পাতিশ বুঝিতে পারিল। তাহার এতদিনের জীবনে এরকম বিপদ কখনও হয় নাই! এখন সে মেরিয়াকে এখান হইতে পার করিবে কেমন করিয়া!

এদিকে মেরিয়া শোকাচ্ছন্ন মনে বসিয়া থাকে, কিছুই তার ভালো লাগে না, তাই যখনই এখান হইতে চলিয়া যাইবার কথা হয় তখন সে বিশেষ উৎসাহ

পায় না,—মুখে বলে,—"না আমি এখান থেকে এক পাও নড়ছি না। তোমাদের যার যেখানে খুশি যেতে পারো—আমি যাবো না।"

সেদিন যখন বুরিএঁ আসিয়া তাহাকে যাওয়ার কথা বলিল তখন সে এই কথাই বলিয়াছিল।

বুরিএঁ বলিল—"অবিশ্যি আমাদের না গেলেও বিশেষ ক্ষতি নেই, ফরাসীরা ত তেমন নয়, তারা আপনার কোনো অসম্মান করবে না।"

—"তুমি কি করে জানলে এসব কথা?"

—একখানা ইস্তাহার পেয়েছি, ওরা বোধ হয় জানতে পেরেছে যে আমিও ফরাসী।

বুরিএঁর মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে মেরিয়ার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল—ফরাসীরা এ মহাল দখল করিয়া তাহাদের বাড়িতে দিব্য আরামে বাস করিতেছে, বুরিএঁ তাহাদের দলে মিশিয়া গিয়াছে—আর মেরিয়া বাড়ির এককোণে আশ্রয় পাইয়াছে, মেরিয়া নিতান্তই তাহাদের অনুগ্রহের মুখ চাহিয়া থাকে।...ভাবিতে ভাবিতে মেরিয়ার কান-মাথা গরম হইয়া উঠিল। সে তখনই আল্‌পাতিশকে ডাকিয়া হুকুম করিল—"কালকের মধ্যে আমরা এখান থেকে চলে যাবো। সব ব্যবস্থা কর।"

বৃদ্ধ প্রিন্সের মৃত্যুর দু এ'কদিন আগেই আল্‌পাতিশ এখানে আসিয়াছে। কিন্তু এখানকার চাষীদের হালচাল দেখিয়া তাহার মত পাকা লোকও ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে সে কোন মতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিল না, অবশেষে মেরিয়া নিজে মোড়লকে ডাকিয়া ভালো করিয়া সব কথা বুঝাইয়া বলিল। সে লোকটি আজ তেইশ বছর ধরিয়া এ মহালের বিশ্বাসী মোড়ল, বিচক্ষণ এবং প্রভাবশালী, এতদিনের পুরানো মোড়ল—আজ এক কথায় বলিয়া বসিল—"দিদিমণি, আমায় আপনি ছুটি দিন, এই রইল গোলার চাবি, আমি আর পারব না।"

মেরিয়া কত করিয়া বলিল—"তোমাদের কিসের দুঃখ, কিসের অভাব আমায় বল,—আমি ত বলছি এখান থেকে চল আমার সঙ্গে, সেখানে তোমাদের কোনো অভাব থাকবে না।"

মোড়ল বলে—"সে আমরা পারব না, আমাদের ভাগ্যে উপোস করে মৃত্যু লেখা আছে।"

—"আগে তোমরা সেকথা আমায় জানাওনি কেন—আমরা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারতাম না? আমি বল্‌ছি আমার ক্ষমতায় যতটুকু কুলোয় তোমাদের সাহায্য করব।"

মেরিয়ার মনে হয় ইহাদের বুঝি খাদ্যশস্যের অভাব হইয়াছে। অমনি সে খবর লইয়া জানিল যে, জমিদারের মজুত শস্য যখন গোলাভরা রহিয়াছে তখন আর ভাবনা কি, চাষীদের দুর্দিনে এ শস্য মেরিয়া দান করিবে বইকি। কিন্তু চাষীরা খাদ্যশস্য চায় না। তাহারা জানাইয়া দিল যে জমিদারের শস্য তাহারা গ্রহণ করিবে না। কিন্তু কেন তাহাদের এত আপত্তি সে প্রশ্নের কোনো সদুত্তর মেরিয়া পাইল না।

অবশেষে অনেক করিয়া জিজ্ঞাসা করিবার পর একজন বলিল—"আমাদের ঘুষ দিয়ে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন আপনি, তা আমরা যাবো না।"

চাষীরা যেন মেরিয়ার সব চাতুরীই ধরিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তাহারা যে রীতিমত বুদ্ধিমান একথা ওই মেয়েটি জানিত না বলিয়াই মিথ্যা এত পরিশ্রম করিল।

এই ব্যাপারের পর মেরিয়া আর একমুহূর্তও এগ্রামে থাকিতে চাহে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান হইতে চলিয়া যাইবে সে। যেখান হইতে হোক্, যেমন করিয়া হোক ঘোড়া আর গাড়ি যোগাড় করিতে হইবে এই আদেশ দিয়া সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

একলা ঘরে বসিয়া কেবলই তার বাবার কথা মনে পড়িয়া যায়। কত দিনের কত টুকরো ঘটনা তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে, বিশেষ করিয়া সেদিনের সেই অন্ধকারে চুপ করিয়া গভীর রাত্রে বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকা—আচ্ছা, সেদিন বাবা আমায় ডেকে পাঠালেই ত যেতাম আমি। আমি ত অনায়াসেই টিকোনের জায়গায় থেকে বাবার সেবা করতে পারতাম। কিন্তু কেন করিনি!—সেদিন উনি লিশার কথা বলছিলেন। যেন লিশা বেঁচে আছে, কিন্তু টিকোন যখন ওঁর ভুল ভেঙে দিল তখন কী চটেই গেলেন, টিকোনকে "বাহাত্তুরে বুড়ো কোথাকার" বলে ধমক দিলেন। এসবই ত দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমি শুনেছি, কিন্তু সেই সময়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি হয়ত অনেক বেশি স্বস্তি পেতেন!" এমনি কত কথাই মেরিয়ার মনে পড়িয়া যায়, তার দু'চোখ ভারী হইয়া উঠে আপন মনে কাঁদিতে কাঁদিতে।

পিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে মেরিয়ার সারা দেহ যেন যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িল—এসময়ে সে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া ঝিকে ডাকিল—"দুনিয়াশা! দুনিয়াশা।"

তার এই অস্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠে সকলেই চমকাইয়া উঠিল, দাসীরা ছুটিয়া আসিল।

রোস্তভ্‌, ইলিন আর লাভ্‌রুশ্‌কাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়াছিল—ইলিন কয়েকটি নূতন ঘোড়া কিনিয়াছে, সেগুলি পরখ করিয়া দেখিবার জন্যই তারা নূতন ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়াছে, সেই সঙ্গে ঘোড়ার খাবার যোগাড় করাও একটা উদ্দেশ্য। পথ চলিতে চলিতে যদি তেমন সুন্দরী চাষীর মেয়ে মেলে তবে তাদের সঙ্গে একটু হাসি তামাসাও করিবে—এ ইচ্ছাও তাদের রহিয়াছে।

লাভ্‌রুশ্‌কা সম্প্রতি ফরাসীদের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া ফিরিয়াছে, কাজে কাজেই সারাপথ সে কেবল নাপোলেঁর গল্প করিতে থাকে।

নিকোলাস বেশ বুঝিতে পারিতেছে যে তাহারা যে মহালের ভিতর দিয়া চলিয়াছে তার মালিকের সঙ্গে নাতাশার বিবাহের কথা হইয়াছিল এই কিছুদিন আগেই।

তাহাদের দেখিয়া কয়েকটি চাষী সসম্ভ্রমে মাথার টুপী খুলিয়া সেলাম করিল—পথের ধারেই একটা গোলাবাড়ীতে চাষীদের ভিড় জমিয়াছে।

ইলিন একজন চাষীকে বলে—"হ্যাঁ হে, তোমাদের এখানে ঘোড়ার খাবার পাওয়া যায়? আর সেই যে বড় বড় চোখে তাকায় তাদের খবর জানো?"

চাষীদের একজন প্রশ্ন করে—"আপনারা হুজুর কোথাকার লোক?"

ইলিন গম্ভীর ভাবে বলে—"আমরা হচ্ছি ফরাসী—" লাভরুশকাকে দেখাইয়া বলে সে—"আর ইনিই সম্রাট নাপোলেঁ—"

লোকটি তাদের চালাকি বুঝিতে পারে, বলে—"যাও, যাও তোমরা রুশ্—"

আর একজন জিজ্ঞাসা করে—"আপনাদের পিছনে কি আরও অনেক লোক আসছে—"

—"হ্যাঁ—বিরাট বাহিনী আসছে—তা তোমরা এখানে কি করছ সব দল পাকিয়ে? আজ তোমাদের ছুটি না কি?"

—"না, মাতব্বরেরা আমাদের সব পরামর্শ করছেন এখানে!"

ঠিক এই সময়ে দেখা গেল দু'টি স্ত্রীলোক এবং একটি পুরুষ এই দিকেই আসিতেছে। ইলিন উল্লসিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলে—"ওই দিকে গোলাপী জামা পরে যেটি আসছে ওটি কিন্তু আমার! খবরদার ওর গায়ে তোমরা হাত দিয়ো না বলে দিচ্ছি—"

তাহারা কাছে আসিতে, ইলিন সেই গোলাপী জামা-পরা মেয়েটিকে বলে—"সুন্দরী, কি আদেশ তোমার?" এই মেয়েটি আর কেহ নয়, মেরিয়ার দাসী দুনিয়াশা।

দুনিয়াশা সপ্রতিভ ভাবেই জবাব দেয়—"আমাদের রাজকুমারী আপনাদের নাম জানতে চান। আপনারা কোন্ সেনাদলের লোক?"

—"ইনি হচ্ছেন কাউণ্ট নিকোলাস রোস্তভ—ঘোড়সওয়ারদের সর্দার কাপ্তেন; আর আমি? এই অধীন তোমার একান্ত অনুগত ভৃত্য!"

দুনিয়াশার পিছু পিছু আল্পাতিশও হাজির হয়।

সে সৌজন্য-সম্ভ্রমসহকারে বলিল—"আপনাদের একটু কষ্ট দেবো, মাপ করবেন।" বলিতে বলিতে সে তাহার কোটের পকেটে হাত পুরিয়া একটু গম্ভীর হইয়া যায়—"আমাদের কর্ত্রী মানে পরলোকগত জেনারেল প্রিন্স বল্‌কনস্কির কন্যা একটু বিপদে পড়েছেন—এই সব হতভাগারা বাঁদরামো শুরু করেছে।" সে জনতার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানিল—"তা আপনারা যদি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন—এই সামনেই আমাদের বাড়ি।"

আল্পাতিশ চাহিয়া দেখিল রোস্তভের সঙ্গী দু'জন রঙ্গে বিভোর হইয়া লাট্টুর মত পাক খাইতেছে।

লাভ্রুশ্কা আর ইলিন এতক্ষণে আল্পাতিশকে চিনিতে পারিয়া বোকার মত হাসিয়া বলে—"মাইরি মাপ করো আল্পাতিশ—" তাহাদের দেখাদেখি নিকোলাসও অর্থহীন হাসি হাসিতে থাকে।

আল্পাতিশ ব্যাপারটি খুলিয়া বলিল—"এই ছোটলোকগুলো কিছুতেই আমাদের দিদিমণিকে যেতে দেবে না। এদিকে সব গোছগাছ হয়ে গেছে, আর ওরা বলে কি না জমিদারী ছেড়ে কেউ যেতে পাবে না, ওরা বাধা দিচ্ছে।

আদ্যোপান্ত শুনিয়া রোস্তভ্ উত্তেজিতভাবে বলে—"অসম্ভব।"

—"না হুজুর, একেবারে সত্যি কথা, আপনি বিশ্বাস করুন।"

নিকোলাস ঘোড়া হইতে নামিয়া আরদালীর হাতে লাগাম দিয়া জমিদার বাড়ির দিকে চলিল।

এদিকে চাষীদের কাণ্ড দেখিয়া আল্পাতিশ মেরিয়াকে অনেক করিয়া বুঝাইয়াছে যে, এ অবস্থায় যাইবার চেষ্টা করা ঠিক নয়—কিন্তু মেরিয়া কাহারও কথায় নিজের মত পরিবর্তন করে নাই, সে সকলের অমতেই গাড়ি তৈয়ার করিবার হুকুম দিয়াছে। ঠিক এই সময়ে কোথা হইতে রোস্তভ্ রা আসিয়া পড়িল।

মেরিয়াকে দেখিয়া নিকোলাসের মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল—বাস্তবিক মেরিয়ার চেহারায় আভিজাত্যের গাম্ভীর্য এবং অসাধারণত্বের ছাপ রহিয়াছে। নিকোলাস ইতিপূর্বে এরকম মেয়ে আর দেখে নাই।

কথায় কথায় মেরিয়া তাহার পিতার মৃত্যুদিনের কথায় আসিয়া পড়িল—বলিতে বলিতে তাহার ডাগর চোখ দুটি অশ্রুতে ভরিয়া আসে। পাছে নিকোলাস কিছু মনে করে ভাবিয়া সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু তার সে অসামান্য ভাবগভীর সরল মধুর দৃষ্টিতে নিকোলাস অভিভূত হইয়া পড়ে।

সে বলিল—"আজ দৈবাৎ যে আপনার কাজে লাগবার সৌভাগ্য পেলাম এর জন্য সত্যি কী যে আনন্দ হচ্ছে প্রিন্সেস্, তা বলতে পারি না। আপনি স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে পড়ুন—কার সাধ্য আপনাকে বাধা দেয়। আপনাকে এগিয়ে দেবার অনুমতি পেলেই আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।"

বলিয়া সে এমন ভাবে মেরিয়াকে নমস্কার করিল যেন সে সত্যই রাশিয়ার রাজবংশের কোনো রাজকন্যার সামনে দাঁড়াইয়া আছে।

মেরিয়া সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"আপনার সহায়তার কথা মনে থাকবে। তবে আমার মনে হয় চাষীরা আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেনি—ওদের কোনো দোষ নেই আসলে। ওদের মাপ করবেন, কেমন!"

পাছে তার মনের কথাটা মুখের চেহারায় প্রতিফলিত হয় এই আশঙ্কায় নিকোলাস তাড়াতাড়ি মেরিয়ার কাছ হইতে বিদায় লইল।

রোস্তভ্কে ফিরিতে দেখিয়া ইলিন উৎসাহের প্রশ্ন করে—"বাহবা, খুব সুন্দরী নাকি হে? কেমন দেখলে রাজকুমারীটিকে। আমার মোকাবী বরিতাটি ওর নাম কি, যেতে হবে—ওর নাম ছবিবালা, জানো!"

কিন্তু রোস্তভের চেহারায় চাপল্যের কোনো লক্ষণ খুঁজিয়া না পাইয়া ইলিন থামিয়া গেল। তাহাদের ক্যাপ্তেন যেন উত্তেজনায় ক্রোধে আগুন হইয়া আছে।

অস্ফুটস্বরে নিকোলাস বলে—"ওই সব ইতরদের ভালো করে শিক্ষা দেবো।"

তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আল্পাতিশ ঘাবড়াইয়া গিয়া বলে—"কি করবেন আপনি!"

—"কি করব? উল্লুক কোথাকার—চাষারা বিদ্রোহ করেছে আর তোমরা হাঁ করে এখানে মজা দেখচ; গাধা! তোমাদের সবাইকে ধরে চাব্কে দিলে তবে সায়েস্তা থাকো।"

বলিয়া রোস্তভ্ তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল, তাহার পিছু পিছু আরদালী লাভ্রুশ্কা ছুটিল, ইলিন আর আল্পাতিশ অতিকষ্টে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে। আল্পাতিশ অনেক করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করে রোস্তভকে যে, চাষীরা রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদিগকে বশে আনা এরকম দু'চারজনের কাজ নয়,—ইহাতে বিপরীত ফল ফলিবে, অতএব সশস্ত্র লোকজনের ব্যবস্থা করিয়া তবে একাজে হাত দেওয়া উচিত।

—"সশস্ত্র লোক, হুঃ—টের পাবে শালারা সব—দেখুক না একবার।" কোন কিছু না চিন্তা করিয়াই নিকোলাস যা মনে আসে তাই বলে।

রোস্তভ্কে আবার ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া কিন্তু চাষীদের উৎসাহে ভাঁটা পড়িয়া যায়। কেহ কেহ বলিতে শুরু করিল—"বাইরে এ লোকগুলো রুশ, বড় ক্যাপ্তেনও আছে"—অর্থাৎ এভাবে যে তাহারা তরুণী কর্ত্রীকে আটকাইয়া রাখিয়াছে তাহাতে ইহারা নিশ্চয় চটিয়া গিয়াছে। মোড়ল মহাশয় স্পষ্টই সে কথা বলিয়া ফেলিল।

কিন্তু তাহার দলের অন্য লোকেরা বলিল—"তুমি ত আছ ওই করতেই। কত বছর ধরে টাকা খাচ্ছ জমিদারের, গাঁয়ের লোকেরা মরুক না—তোমার ত পেট ভরেছে! মিষ্টি কথায় আর ভুলছি না বাবা,—পোঁতা টাকা তুলে নিয়ে তুমি পালাবে, তোমার আর ভাবনা কী, দেশ গাঁ জালিয়ে দিল ত বয়েই গেল তোমার, কি বল!"

মোড়লের প্রতিপক্ষদলের নেতা কার্প (এই লোকটি প্রচার করিয়াছে যে গ্রামের লোকেরা কেহ গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না) আগাইয়া যায় রোস্তভ্‌দের সঙ্গে কথা কহিবার জন্য, আর মোড়ল ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গিয়া আত্মগোপন করে।

—"এই তোদের মোড়ল কে রে?" রোস্তভ্‌ ঘোড়া হইতে নামিয়াই প্রশ্ন করিল।

—"মোড়ল? কেন, তার সঙ্গে আপনার কি দরকার?" কার্প বলে।

তাহার কথা তখনও শেষ হয় নাই নিকোলাস এক ঘুষি মারিয়া তাহার মাথার টুপিটি ফেলিয়া দিল—"টুপী খোল—খোল শীগ্‌গির, বদমাশ সব—" গর্জিয়া উঠিল নিকোলাস—"মোড়ল কই? সব বিদ্রোহ করেছেন, উঃ!"

দলের মধ্যে রোল উঠিল—"মোড়ল, কই হে মোড়ল, তোমায় ডাকছেন ইনি।" এবারও কার্প বলে—"আজ্ঞে, আমরা বিদ্রোহ ত করিনি!"

—"ফের! তোমায় কে কথা বলতে বলেছে! এই একে বন্দী করো।"

সঙ্গে সঙ্গে লাভ্‌রুশ্‌কা আগাইয়া আসিয়া তাহাকে ধরিল, তারপর গম্ভীর ভাবে মনিবকে বলিল—"আমাদের দলকে কি ডাকতে হবে হুজুর? আল্‌পাতিশ দু'জন চাষীকে ডাকিয়া বলিল—"তোমাদের বেল্ট খুলে দাও, কার্পকে বাঁধতে হবে।" লোক দুটি তাহাদের পা-জামার বেল্ট খুলিয়া দিল, একমুহূর্তও দেরি হইল না।"

আবার নিকোলাস বলিল—"মোড়ল কোথায়?"

এবারে আর মোড়ল আত্মগোপন করিয়া থাকিতে ভরসা পাইল না, সে আস্তে আস্তে বিবর্ণ মুখে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকেও বন্দী করা হইল।

বাকি সবাইকে সম্বোধন করিয়া নিকোলাস বলিল—

"তোমরা সবাই বাড়ি ফিরে যাও এখনই, আর যেন তোমাদের কাউকে দেখতে না পাই আমরা—"

চাষীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—"বোকার মত পরের কথা শুনে কাজ করতে গিয়ে—এখন মর। তখনই বলেছিলাম আমি…? ইত্যাদি—

আল্‌পাতিশ এবারে মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলে—"তখনই তোমাদের বারণ করেছিলাম, তোমারা বাপু খুব অন্যায় করেছ, খুব অন্যায় হয়েছে!"

দু'ঘণ্টার মধ্যে আশ্চর্য উপায়ে অসংখ্য ঘোড়া এবং প্রয়োজনের অনেক বেশি গাড়ি আনিয়া হাজির হইল, মালপত্র যা কিছু ছিল সব বোঝাই হইয়া গেল—বলা বাহুল্য এসবই ওই বিদ্রোহী চাষীরা করিয়া দিল।

মেরিয়ার অনুরোধে মোড়ল এবং কার্পকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

বইবোঝাই বাক্সগুলি তুলিবার সময় একজন বলিল—"মাইরি কি ভারী—উঃ কত বই! খুব সাবধানে, অনেক দাম এগুলোর···দেখো বাবা, সব ভালো ভাবে ওঠে যেন·· হ্যাঁ, এই রকম – এবারে হয়েছে।"

—'উঃ কত বইরে বাবা,—বইএর ভারে বাহকটি ঘাড় তুলিলে পারে না।

—"এই ধাক্কা দিয়ো না! মাইরি এই বড় বইগুলো কি সুন্দর!

একটি অভিধানের দিকে চাহিয়া একটি বালক মনে মনে বলে—"ওই বইখানা যে লিখেচে সে খেলতে পায় নি কোনোদিনও।"

•

পাছে মেরিয়া কিছু মনে করে এই ভাবিয়া নিকোলাস আর মেরিয়াদের বাড়ির মধ্যে যায় নাই। সে রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিল, যখন মেরিয়া সেই পথ দিয়া যাইবে তখন তাহাকে আবার দেখিবে। খানিকদূর আগাইয়া দিয়া বিদায় লইবার সময় নিকোলাস ঘোড়া হইতে নামিয়া সসম্ভ্রমে মেরিয়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই বিপদের হাত হইতে উদ্ধার করার জন্য মেরিয়া তাহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতে নিকোলাস বলিল—"কী যে বলেন, এতটুকু কাজ ত যে কোনো পুলিশের দারোগা করতে পারত। শুধু চাষীদের নিয়েই যদি আমাদের দেশ থাকত, তবে কি আর ফরাসীরা অতদূর এগিয়ে আসতে পারত? সে কথা থাক, আজ এই সুযোগে আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'ল এটাই আমার মস্তবড় লাভ। আচ্ছা আজ আসি, ভবিষ্যতে দেখা হবে আশা করি।"

মেরিয়ার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সত্যিই আজ যদি নিকোলাস আসিয়া না পড়িত তবে কি যে হইত! তার জন্য নিকোলাস ওই বিদ্রোহী দলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, কতবড় দুঃসাহসের কাজ সে করিয়াছে মেরিয়ার জন্য।

যে পথিক পথের বাঁকে ঘোড়া ছুটাইয়া মিলাইয়া গেছে, অতিদূরে তার

চলিয়া যাওয়ার ধূলিচিহ্নটুকুও মুছিয়া গেল। মেরিয়ার গাড়ি সামনের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে—তবু মেরিয়া সেই তরুণ পথিকের কথা মন হইতে যেন আর কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছে না। সেই আগন্তুকের প্রতিটি পদক্ষেপ তাহার মনে দাগ রাখিয়া গিয়াছে। মেরিয়া প্রথম দর্শনেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু তাহাতে কার কি আসিয়া যায়—তাহাকে পাইবার ক্ষীণতম আশাও মেরিয়া রাখে না। কিন্তু গোপনে যদি মেরিয়া তাহাকে ভালোবাসে তাহাতে অপরাধ কিছুই নাই। এ কথা সে কাহাকেও বলিবে না—সারাজীবন ধরিয়া সে আপনার মনে এই পূজার নৈবেদ্য বহন করিবে।

নিকোলাসেরও এই মেয়েটাকে ভালো লাগিয়াছে।

পরে যখন তার সহকর্মীরা সমস্ত বিবরণ শুনিয়া পাঁচ রকম ঠাট্টা তামাসা করিত তখন সে মনে মনে রাগিয়া যাইত। নিজের কাছে সে স্বীকার করে যে, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না। যদি মেরিয়ার সঙ্গে তাহার বিবাহ হয় তবে বেশ হয়। এ তার সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য! ওদিকে তার বাপ-মায়েরও অনেকটা উপকার হয়। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়িয়া যায়—সোনিয়া! সোনিয়ার কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তার বন্ধুরা যখন মেরিয়ার প্রসঙ্গ তুলিয়া হাসি-তামাসা করে তখন সোনিয়ার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার কথাটা বড় বেশি মনে পড়ে বলিয়াই সে আরও চটিয়া যায়।

প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াই কুতুজভ্ প্রিন্স এণ্ড্রুকে প্রধান শিবিরে আসিবার জন্ত খবর পাঠাইলেন। এণ্ড্রু তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া শুনিল যে তিনি সেই দিনই সেনা পরিদর্শনে প্রথম বাহির হইয়াছেন। সে একটা বেঞ্চে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল,—গ্রামের শান্ত আকাশে বিগ্‌লের শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এণ্ড্রু বসিয়া থাকিতে থাকিতেই একজন লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল আসিয়া হাজির হইল। সেও প্রধান সেনাপতির সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। নবাগত সহকারীটি এণ্ড্রুকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনিও বুঝি সেই জন্তেই অপেক্ষা করছেন। শুনেছি ইনি নাকি দেখা-সাক্ষাৎ করে থাকেন, তবু ভালো।...আপনি নিশ্চয় এ বারের অভিযানে যোগ দিয়েছেন?"

"শুধু যোগদান করেই আমার রেহাই নেই, এই যুদ্ধে আমার যা কিছু প্রিয় ছিল সবই বিসর্জন দিতে হয়েছে। সম্প্রতি আমার বাবা মারা গিয়েছেন খবর পেলাম আর বিষয় সম্পত্তির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। স্মলেনস্ক্‌এর কাছেই—"

নবাগত ভদ্রলোক গোঁফ কুঁচকাইয়া প্রশ্ন করে—"আচ্ছা, আপনিই কি প্রিন্স এণ্ড্রু?—যাক, আপনার সঙ্গে আলাপ হ'লো। •আমি দেনিসভ, সবাই অবিশ্যি ভাস্‌কা বলেই ডাকে আমায়। মশাই আপনার কথা অনেক শুনেছি, আজ আলাপ হ'লো বড় আনন্দের কথা—যাক্ আপনিই প্রিন্স এণ্ড্রু!"

নাতাশার মারফতে এণ্ড্রুও দেনিসভের কথা অনেক শুনিয়াছে বটে, কিন্তু আজ নাতাশার কথা মনে পড়িয়া গেলেও সে আর সেই তীব্র বেদনা অনুভব করে না। স্মলেনস্ক-এর পতনে লিসিগোরিতে যাওয়া, পিতার মৃত্যুসংবাদ,—এ সবের পর এণ্ড্রুর কাছে তার অতীত জীবনের প্রণয়-পীড়ার দুঃখ যেন অনেকখানি ম্লান, সহজ হইয়া আসিয়াছে। আর দেনিসভের মনে পড়িয়া যায় যেন কোন্ দূর অতীত যুগের এক মধুর সন্ধ্যায় বয়ঃসন্ধিস্থিতা নাতাশা গান গাহিতেছিল আর সে প্রণয়নিবেদন করিয়া বসিল, কেমন করিয়া...কি ভাষায় দেনিসভ তার কথা শুনাইয়াছিল আজ তাহা মনে পড়ে না!...এখানে

সে আসিয়াছে অন্ত কাজে, দেনিসভ্ নিজেকে সংযত করিয়া অন্ত কথা ভাবিতে লাগিল—পাছে আবার অন্তমনস্ক হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় সে এণ্ড্রুর সঙ্গে যুদ্ধের কথা আলোচনা জুড়িয়া দিল। প্রধান সেনাপতির কাছে তার আসার আসল উদ্দেশ্যে হইতেছে তার নিজের এই যুদ্ধ পরিচালনা সম্বন্ধে কিছু পরিকল্পনা আছে অর্থাৎ সে বলিতে চায় যে তাহার নির্দিষ্ট পদ্ধতিমত যুদ্ধ করিলে রাশিয়া নিশ্চয় অবিলম্বে জয়লাভ করিবে। সে বলিতে চাহে যে প্রথমে ফরাসীদের এমন ভাবে বাধা দিতে হইবে যে তাহারা যেন আর আগাইয়া আসিতে না পারে, এবং সেই সঙ্গে ফরাসী সৈন্তের ব্যূহের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বাহিনীকে বিছিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে, পরস্পরের মধ্যে যাহাতে যোগসূত্র নষ্ট হইয়া যায়,—"ব্যস্, আর দেখতে হবে না। মশাই, আপনি বিশ্বাস না করেন, বেশ আমায় পাঁচশ লোক দিন, দেখুন পারি কি না,—যদি না পারি ত কি বলেছি। ওদের জব্দ করতে হ'লে গেরিলা যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত কথা বলিতে বলিতে দেনিসভ্ উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুরু করিল কিন্তু সেই সময় তুরী-ভেরীর শব্দ শোনা গেল অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি আসিতেছেন।

কুতুজভ্ আগের চেয়ে আরও মোটা হইয়াছেন, তাঁর ভারে ঘোড়াটি যেন একটু বেশীরকম হাঁপাইয়া পড়িয়াছে। এণ্ড্রুকে দেখিয়া প্রথমে তিনি বুঝিতে পারেন না ইহাকে কোথায় দেখিয়াছেন, তাহার নমস্কারে প্রতিনমস্কার করিয়া তিনি মনে করিতে চেষ্টা করেন; পরক্ষণেই মনে পড়িয়া গেল—তিনি বলিলেন—"আরে প্রিন্স এণ্ড্রু যে, তারপর তোমার খবর ভালো? এস, এস, এদিকে এস—" বলিয়া তিনি সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেলেন। বেঞ্চিতে বসিয়া জামার বোতাম খুলিয়া ফেলিয়া একটু সহজ ভাবে বসিয়া প্রশ্ন করেন এণ্ড্রুকে—"আর তোমার বাবার খবর কি?"

—"সবে কাল খবর পেলাম, তিনি মারা গেছেন।"

কথাটা শুনিয়া কুতুজভ্-এর মুখ ফ্যাকাশে হইয়া যায় ভয়ে, তিনি মাথার টুপী খুলিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া বলেন—"পরলোকে তাঁর মঙ্গল হোক, সবই তাঁর ইচ্ছা। তোমার বাবাকে ভক্তি করি আমি।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন, তারপর বলেন—"তোমার শোকের সঙ্গে আমার আন্তরিক সমবেদনা যুক্ত করে দিই।" বলিয়া তিনি এণ্ড্রুকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া

ধরিলেন। এণ্ড্রু অনুভব করিল আবেগে বৃদ্ধের ওষ্ঠ কাঁপিতেছে, চোখ অশ্রু ছল-ছল।

—"এস ভেতরে এস, আমার ঘরে—কথা আছে।" বলিয়া কুতুজভ্ হাতে ভর দিয়া বেঞ্চটা ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছেন, এমন সময় দেনিসভ্ আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া তিনি একটু বিরক্ত হইয়া চাহিলেন।

দেনিসভ্ ভাল রকমের ভূমিকা করিয়া বলিল যে, গুরুতর দায়িত্বের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া সে দেশের কল্যাণের জন্য বিশেষ একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছুক।

প্রধান সেনাপতি তাঁর সুপুষ্ট উদরভাগে হাত দুটি রাখিয়া প্রশ্ন করেন, "দেশের কল্যাণ? সে আবার কি ব্যাপার? তা বলো—"

দেনিসভ বিশেষ বয়সের মেয়েদের মত লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। তারপর সে তার পরিকল্পিত পদ্ধতির বিশদ ব্যাখা শুরু করিয়া দিল।

কুতুজভ্ মাটির দিকে চাহিয়া থাকেন, মাঝে মাঝে তিনি পাশের ঘরের দরজার দিকে এমন ভাবে তাকান যেন সেখান হইতে নূতন কোনো বিপদ আসিবে এমন আশঙ্কা আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই ঘর হইতে একজন জেনারেল বাহির হইয়া আসিল, তাহার হাতে নথীপত্রের তাড়া।

দেনিসভের কথার মাঝখানে কুতুজভ্ জেনারেলকে শুধাইলেন—"কি? তুমি তৈরী হয়ে এসেছ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

এদিকে দেনিসভ্ ব্যগ্রভাবে বলে—"আমি শপথ করে বলছি, হুজুর আমি নাপোলেঁর ব্যূহ ভেদ করব।"

কুতুজভ্ সে কথার জবাব না দিয়া প্রশ্ন করেন—"আচ্ছা, কিরিল আন্দ্রেইভিচ কি তোমার কেউ হন?"

—"আজ্ঞে, আমি তাঁর ভাইপো!"

কুতুজভ্ খুশি হইয়া বলেন—"আরে তুমি ত আমার আপনার লোক হে! বেশ, তুমি আমার কাছে থাক···পরে আবার কথা হবে।" এই বলিয়া দেনিসভ্কে বিদায় করিয়া জেনারেলের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন কাগজ-পত্রগুলি দেখিবেন বলিয়া। জেনারেল একবার ঘরের মধ্যে যাওয়ার কথা

তুলিতে তিনি বলিলেন—"না, এইখানেই ভালো, তুমি বরং একটা টেবল্ আনিয়ে নাও।"

কুতুজভ্ যখন খাতাপত্র দেখিতেছেন সেই সময়ে এণ্ড্রু দেখিল বাড়ির ভিতর দিকের দরজাটা আধ খোলা অবস্থায় রহিয়াছে, সেখানে একটি তরুণী আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার হাতে একটি ট্রে। এণ্ড্রুর পাশে যে এ-ডি-কং দাঁড়াইয়াছিল। সে ভদ্রলোক এর আগেই কুতুজভকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, এখন গৃহিণী মাননীয় অতিথিকে আদর-আপ্যায়ন করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছেন,—শেষকালে একটু হাসিয়া এ-ডি-কংটি বলিল—"তা দেখতেও খুব ভালো!"

শেষ কথাটা কুতুজভের কানে যাইতে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন।

জেনারেলের নথীপত্র শুধু যুদ্ধের বিবরণ,—দেনিসভের কথা যেরকম অবজ্ঞা ভরে তিনি শুনিয়াছেন, জেনারেলের কথা শুনিবার সময় সেই রকম অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন কুতুজভ্। শেষ কাগজটি পর্যন্ত স্বাক্ষর করিবার পর তিনি বলিলেন "কি, আর কিছু আছে?"

তারপর অতিকষ্টে উঠিয়া তিনি বাড়ির দরজার কাছে গেলেন—এতক্ষণ ধরিয়া মেয়েটি সেখানেই দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি কাছে আসিতে সে উপচার পাত্রটি তুলিয়া ধরিল, তিনি তার গলা টিপিয়া আদর করিয়া বলিলেন, —বাঃ, খাসা মেয়ে,—বেশ, বেশ! ধন্যবাদ, তোমায়।" বলিয়া সেই পাত্রের উপর কয়েকটি মোহর রাখিয়া দিলেন।

তারপর মেয়েটিকে তিনি প্রশ্ন করেন—"এখানে তোমাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না?"

মেয়েটি তাঁহার জন্য প্রস্তুত ঘরখানি দেখাইয়া দিল, তিনি ভিতরে ঢুকিলেন। আধঘণ্টা পরে এণ্ড্রুকে তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেন।

এণ্ড্রু ঘরে ঢুকিয়া দেখিল তিনি আরামকেদারায় হেলান দিয়া মাদাম জাঁলের লেখা একখানা বই পড়িতেছেন।

তাহাকে দেখিয়া বই রাখিয়া বলিলেন—"বসো, খুব দুঃখের কথা, খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু বাবা ভুলে যেয়ো না যে আমি রয়েছি, আমি তোমার বাবার প্রতিনিধি হয়ে এখনও বেঁচে আছি!"

এণ্ড তাহার পিতার প্রসঙ্গে অনেক গল্প করিল। শেষে লিসিপোরির অবস্থার কথাও বলিল।

সেকথা শুনিয়া কুতুজভ্ বলিলেন—"ওরা আমাদের কি অবস্থায় এনে ফেলেছে—ইস্! কিন্তু আর বেশীদিন নয়!" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ উত্তেজিত হইয়া পড়েন।

তারপর তিনি বলেন—"তোমায় ডেকেছি, আমার কাছে তোমায় রাখব বলে।"

এণ্ড্রু অনেক বিনয়-ভনিতা করিয়া শেষকালে নিজের মনের কথা বলিয়া ফেলিল, সে এখন আর যুদ্ধ না করিয়া পদস্থ কর্মচারী হইয়া থাকিতে ইচ্ছুক নহে—"তাছাড়া, আমি যে দলে আছি সে দলের সকলে আমায় সত্যিই ভালবাসে বলে আমার বিশ্বাস, তাদের ছেড়ে আসতে আমার কষ্ট হবে। যদি আপনি আমায় অনুমতি দেন তবে বলি যে সেখানে থাকলে সত্যিকারের কাজও হবে।"

কুতুজভ্ বেশ একটু বিপন্ন ভাবে বলেন—"তোমায় ছেড়ে দিতে আমার কষ্ট হবে, তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ পেতাম। কিন্তু তুমি ঠিকই বলেছ; এখানে আমার কাছে খুব কাজের মানুষের দরকারই বা কি—বাস্তবিক যদি আমাদের এই উপদেশ পরামর্শদাতারা বসে বসে ফাঁকা কথা না আউড়ে রণক্ষেত্রে গিয়ে সত্যিকার কাজ করত তাহলে অনেক সুসার হ'ত। আমার মনে আছে অস্টারলিজের কথা, তুমি সেই পতাকা হাতে নিয়ে ছুটে চলেছ, এখনও সেই ছবি র'য়েছে আমার চোখে—"

এণ্ড্রুর মুখে খুশির ঝলক খেলিয়া গেল। কুতুজভ্ তাহাকে কাছে টানিয়া আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন,—এণ্ড্রু দেখিল আবার তাঁহার চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

—"তোমার পথে তুমি এগিয়ে চলো, ঈশ্বরের কল্যাণস্পর্শ তোমায় সফল করে তুলবে! একটা কথা—ধৈর্য চাই, আমাদের দেশের লোকেরা যদি ধৈর্য ধরে থাকত তবে তুর্কীর সঙ্গে সন্ধি করবার দরকার হ'ত না,—তুর্কীরা ঘোড়ার মাংস খেয়ে কতদিন আর লড়তে পারত! আজ এই বলে দিচ্ছি, ফরাসীদেরও সেই অবস্থা হবে আর কয়েকদিন সবুর কর।"

এণ্ড্রু বলে—"কিন্তু আমাদের এবার বাধা দেওয়া দরকার।"

—"অবিশ্যি সবাই যদি চায়, তবে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে হবে—কিন্তু আমার কথা কি জানো, সবচেয়ে সোজা কথা হচ্ছে ধৈর্য চাই, সময়ের আশায় অপেক্ষা করতে জানা চাই, তবেই জয় হবে। কিন্তু আমাদের মাতব্বরেরা সেকথা বোঝে না,—কেউ বলে এটা করো, কেউ চায় সেটা করতে—কি করবে তুমি? তুমি

কি করবে। কি করা উচিত জানো? যখন সংশয় সন্দেহের প্রশ্ন উঠবে তখন কিছুই করবে না, এই আমি বুঝি, কিছু করবে না। আচ্ছা বাবা, আজকের মত এস, কিন্তু মনে রেখ এই বুড়ো তোমার জন্তে ভাবে—আমি তোমার কাছে প্রিন্স নই, প্রধান সেনাপতি নই, আমি তোমার বর্তমান পিতা। যদি কখনও দরকার হয় সোজা চলে আসবে। আচ্ছা!" বলিয়া তিনি এণ্ড্রুকে আবার আলিঙ্গন করেন।

সম্রাট চলিয়া যাওয়ার পরই মস্কাউ শহর আবার আগের মত আমোদ-প্রমোদের আসর হইয়া ওঠে, সামান্য ক'দিনের উত্তেজনা,—তারপরই দেশ-প্রেমের জোয়ার কোন্ দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে। আসন্ন বিপদের সামনে দাঁড়াইয়া মানুষ যেন বিশ্বাস করিতে চায় না যে সত্যই বিপদ আসিবে। এই আলোকমালা-মণ্ডিত আনন্দ-মুখরিত নগরীর প্রতিটি দেউল যে শত্রুর করায়ত্ত হইবে একথা ভাবিতে ভালো লাগে না, বর্তমানের আনন্দ-উৎসবের ছন্দ পতন হয় এই অস্বস্তিকর চিন্তায়—অতএব সে কথাটা দূরে সরাইয়া রাখে সবাই। সম্রাট আসিয়াছিলেন, সকলে তাঁহার কাছে প্রতিশ্রুত—"দেশের জন্য আমরা প্রাণপণ করিতে 'প্রস্তুত"—সভাসমিতির চমকপ্রদ বক্তৃতা এবং অঙ্গীকার সবাই করিয়াছিল, কিন্তু আজ সেকথা ভুলিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। অন্তত ভুলিতে পারিলে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। আপাতত বিপদের কথাটা গায়ে মাখিতে চায় না।

মস্কাউএর নাগরিকেরা কর্তৃপক্ষের ইস্তাহারের গুরুত্বটুকুও স্বীকার করে না, রস্তপশীন্ যেদিন বলিলেন মস্কাউএর উপর আক্রমণ অব্যবহিত, সেইদিনই একটা সস্তার রেস্তোরাঁতে এইকথা লিখিয়া প্রচার করা হইল। প্রচারক স্বয়ং রেস্তোরাঁর মালিক, সে নাকি এককালে যুদ্ধে গিয়াছিল, তাহার বিশ্বাস নাপোলেঅঁ মস্কাউতে আসিতে পারিবে না। শুধু তাই নয় এই খবর পাইয়াই রেস্তোরাঁর মালিক শহরের তোরণদ্বারের সামনে দোকান তুলিয়া লইয়া গেল,—যদি নাপোলেঅঁ একান্তই আসিতে চায় তবে তাহার প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে এই রেস্তোরাঁর

মালিক। সে ভিড় জমাইয়া বক্তৃতাও দিয়া ফেলিল—অবশ্য বক্তৃতার মধ্যে সবটাই ফরাসীদের গালাগালি—ফরাসীরা ত বামন মর্কট, একবার হাতে পাইলে তাহাদের বাঁধাকপির মত লোফালুফি করিয়া খেলা করিবে সে, আর তারই বা দরকার কি, মেয়েরাই ত রহিয়াছে হাতাখুন্তি দিয়া ফরাসীদের পিটাইয়া দুরস্ত করিবে মেয়েরা।

ক্লাবে গুজব রটিয়াছে যে রস্তপশীন্ নাকি তাবৎ বিদেশীদের শহর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। সেই সঙ্গে আরও শোনা গেল যে, যাবতীয় সরকারী দপ্তর শহরের বাহিরে সরাইয়া ফেলা হইয়াছে।

সবাই বলাবলি করিতেছে যে জমিদার ম্যামনভ্ বিরাট বাহিনী গঠন করিতেছে, আট লাখ টাকা খরচ করিয়া বেজুখভ্ নাকি তার চেয়েও বেশি খরচ করিবে। তাছাড়া পিটার নিজেই এই বাহিনী পরিচালনা করিবে, বড় কম কথা নহে।

জুলিয়ার বাড়িতে আজ একটা নাচগান ইত্যাদির আয়োজন হইয়াছে, আগামী কাল সে শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

পিটারের প্রসঙ্গ উঠিতে জুলিয়া বলিল—"বেজুখভের বাড়াবাড়ি দেখলে হাসি পায়। কিন্তু যাই বলো ওরকম চমৎকার মানুষ লাখে একটা মেলে।"

জনৈক তরুণ যুবক বলিয়া উঠিল—"জরিমানা দিতে হবে—জরিমানা!" আজকাল এই আড্ডায় একটা নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে, কথোপকথনের সময়ে ফরাসী শব্দ বলিলে এক আনা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে। এই জরিমানার টাকা দেশরক্ষা তহবিলে দান করা হইবে। জুলিয়া একটা ফরাসী শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, অতএব তাহাকে জরিমানা দিতে হইবে। এই জরিমানা আদায়কারী ছেলেটির সঙ্গে সে নিজনীতে যাইতেছে কাল সকালে।

এই সময়ে পিটার আসিয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়া জুলিয়া উৎসাহিতভাবে বলিয়া উঠিল—"এই যে আপনার কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ। আমি বলছিলাম যে, আপনার তৈরী দলই সবচেয়ে বড় বাহিনী হবে, কোথায় লাগে ম্যামনভের ইয়ে—"

—"দোহাই, আপনারা ওটা বাদ দিয়ে অন্য কথা বলুন, শুনতে শুনতে পাগল হয়ে গেছি—আমার দল বড়, আমার রক্ষীবাহিনী বড়, আরে বাপ্‌রে এছাড়া কি লোকের মুখে আর কোনো কথা নেই! না, না, রাগ করবেন না, যদি আমার অবস্থাটা বুঝতেন আপনারা—"

জুলিয়া তবু প্রশ্ন করে—"শুনলাম, আপনি নিজেই দলপতি হয়ে পরিচালনা করবেন ?" এবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া পিটার বলিল—"আমার দিব্যি করে বলছি—না। এমন মোটা দেহ দেখলে ফরাসীরা লোভ সামলাতে পারবে না, আগেই তাক করে মেরে দেবে, তাছাড়া ঘোড়ায় চড়তে পারি কিনা সন্দেহ !"

কথায় কথায় বক্তব্য পরিবর্তন হইয়া শেষে রোস্তভ্ পরিবার সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হইল। জুলিয়া বলিল যে, রোস্তভ্‌দের জমিদারী বিক্রী হইয়া যাইতে বসিয়াছে। কিন্তু বুড়ো যা দর হাঁকছে শেষে কি হয় বলা যায় না।"

কে একজন বলিল—"তবুও দেখে নিও জমিদারী পড়ে থাকবে না। হাঁ, আজকাল অবিশ্যি বিষয়সম্পত্তি কেনার কোনো মানে হয় না,—কিন্তু ওদের জমিদারীর ওপর লোভ অনেকের।"

জুলিয়া বলিল—"কেন ? আজকাল বিষয়সম্পত্তি কেনায় বিপদটা কিসের শুনি ! আপনার কি বিশ্বাস যে সত্যিই মস্কাউতে শত্রুরা হানা দেবে ?"

—"যদি সে ভয় না থাকে তবে বাবা নিজে চলে যাচ্ছ কেন ?"

—"আমি ? আমি কি সেই ভয়ে পালাচ্ছি নাকি ? যখন সবাই চলে যাচ্ছে তখন আমিই বা পড়ে থাকতে যাই কেন !"

সেই তরুণ যুবকটি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, সে এবারে কথা বলে—"অবিশ্যি কাউণ্ট্ রোস্তভ্ যদি একটু হিসেব ক'রে চলে তাহলে জমিদারীটা রক্ষা পায়—লোকটা এত ভালো, সত্যিকার ভদ্রলোক। কিন্তু ওরা এতদিন ধরে এখানে করছে কি, গাঁয়ে গিয়ে থাকলেই ত হয়, সেখানে অনেক সুবিধে।"

অর্থপূর্ণ কটাক্ষ হানিয়া জুলিয়া পিটারকে জিজ্ঞাসা করে—"আজকাল নাতাশা বেশ সেরে উঠেছে, না ?"

পিটার কথা বলার আগেই আর পাঁচজন রোস্তভ-পরিবারের খবর বলিতে লাগিল।

—"কাউণ্টের ছোট ছেলেটি আবার সেনাদলে নাম লিখিয়েছে, সে প্রথমে কশাকদের দলে গিয়েছিল, এখন আমার দলে চলে আসছে ! অবিশ্যি কাউণ্টের দেশে চলে যেতে খুব ইচ্ছে, গিন্নী কিন্তু ছেলেকে একবার না দেখে নড়ছে না।"

—"এইত দিন তিনেক আগে নাচের আসরে নাতাশাকে দেখলাম। আহা

আগের চেয়েও দেখতে ভালো হয়েছে। ও গান গাইল, কী গলা! কত সহজে মেয়েরা ভুলে যায় পুরনো কথা!"

কথাটায় পিটার মনে মনে বিরক্ত হইল, সে প্রশ্ন করিল—"ভুলে যায় মানে?"

জুলিয়ার ওষ্ঠে বাঁকা হাসি ফুটিয়া উঠে, বলে—"কিন্তু কাউণ্ট বেজুখভ, আপনার মত দরদী মানুষ আজকাল দেখা যায় না—এক মাদাম জি স্কুজার উপন্যাসে পড়েছি বটে!"

—"দরদী, তার মানে কি? আমায় বুঝিয়ে খুলে বলুন ত কথাটা।"

—"থাক, ওকথা তুলে দরকার কি, মস্কাউ শহরের একথা কে না জানে! কিন্তু সত্যি বিশ্বাস করুন আমি আপনার প্রশংসা করি।"

—কিন্তু আমি ত জানি না!" পিটার বলিল।

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি বরাবরই জানি যে নাতাশার প্রতি আপনার সত্যকার স্নেহ, প্রীতি রয়েছে। তবে আমার ভেরাকেই বেশী ভাল লাগে!"—জুলিয়া বলে।

—"কিন্তু আপনারা ভুল করেছেন, আমি ত আজ মাসখানেক ওদের বাড়ি যাইনি। তাছাড়া আমার সঙ্গে নতাশার নাম জড়িত করলে সত্যিই ভুল হবে আপনাদের।"

—"অবিশ্যি না যাওয়াটা আপনার স্বপক্ষে একটা যুক্তি বটে, তাতে করে আপাতত ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু অত কথায় কাজ কি!" বলিয়া জুলিয়া আবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে একটি বিশেষ ভঙ্গি করিয়া অন্য কথা পাড়িল।

—"কাল মেরিয়া বল্‌কন্‌স্কির সঙ্গে দেখা হ'ল। আহা বেচারী, ওর বাবা মারা গেছে শুনেছেন?"

—"তাই না কি? সে কোথায় আছে! একবার দেখা করতে পারলে ভালো হয়—"

—"কালই সে চলে যাচ্ছে, ভাইপোকে নিয়ে ওদের কোন্ মহালে যাবে শুন্‌লাম।"

—"তা কেমন আছে মেরিয়া?"

—"খুব মনমরা হয়ে রয়েছে। আর হ্যাঁ, মজার কথাটা ত বলিনি, ওকে

নাকি চাষী প্রজাদের হাত থেকে নিকোলাস রোস্তভ্ গিয়ে রক্ষা করেছিল, নইলে ওর প্রজারা খুন করে ফেলত মেয়েটিকে। এমনিতেই দু'চারটে চাকর-বাকর জখম হয়ে গেছে, মেরিয়াকে প্রায় আক্রমণ করে আর কি, এমন সময় রণক্ষেত্রে বীর নিকোলাসের প্রবেশ—"

—"এযে একেবারে পুরোদস্তুর রোমান্স। মনে হচ্ছে মেয়েটিকে বাঁচাবার জন্তেই এ বীরটির জন্ম হয়েছিল।"

জুলিয়া হঠাৎ ফরাসীতে বলিয়া ওঠে—হঁ্যা, দেখেশুনে বুঝলাম যে মেরিয়া রীতিমত প্রেমে পড়ে গেছে!"

তরুণ যুবকটি চীৎকার করিয়া বলে—"আবার জরিমানা দাও—জরিমানা!"

জুলিয়া অসহায়ভাবে বলিল—"কিন্তু একথাটি রুশভাষায় কি করে বল্‌ব বুঝিয়ে দাও! বল!"

বাড়ি ফিরিয়া পিটার দেখিল রস্তপ্‌শীনের শেষ ইস্তাহার পড়িয়া আছে টেব্‌লের উপর, রস্তপশীন্ জানাইয়াছেন যে তিনি নাগরিকদের শহর ছাড়িয়া যাইতে মোটেই নিষেধ করেন নাই; আর রাশিয়ার বর্তমান প্রধান শিবির ভিয়াজ্‌মাতে স্থাপিত হইয়াছে। জনৈক রুশ সেনাপতি শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করিয়াছেন। তৃতীয় খবর হইতেছে এই যে যাহারা নগররক্ষী সেনাদলে যোগ দিতে ইচ্ছুক তাহারা নামমাত্র মূল্যে তলোয়ার ও আগ্নেয়াস্ত্র পাইবে। নগর-শাসনকর্তার বিবৃতি দেখিয়া পিটারের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল যে শত্রুপক্ষ অচিরেই আসিয়া পড়িবে। দীর্ঘদিন ধরিয়া সে যে ঝড়ের সঙ্কেত খুঁজিয়া ফিরিয়াছে আজ বুঝি সেই ঝড় আসিতেছে। সে নিজের মনে বার বার জিজ্ঞাসা করে—"এখন আমি কি করব? কি করি আমি? যুদ্ধে যোগ দেবো, না দূর থেকে দর্শকের মত তামাসা দেখে বেড়াবো?" এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর সে পায় না। অবশেষে স্থির করিল আগে সে তাস খেলিবে,—খেলার ফলাফলের উপর তাহার ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নির্ভর করিতেছে। সে আপন মনেই বলে—"যদি খেলার সব মিলে যায়—তাহলে যুদ্ধে যাবো।" নিজের

মনে সে যখন এইসব লইয়া আলোচনা করিতেছে সেইসময়ে তাহার সেই তিন ভগ্নীর একজন আসিয়া হাজির হইল।

সে ভগ্নীকে সম্ভাষণ করিল…"এস, এস ভেতরে এস।"

—"অসময়ে তোমাকে বিরক্ত করতে এলাম ভাই, কিছু মনে ক'র না। কিন্তু আর ত এভাবে হাতপা গুটিয়ে থাকা চলে না, যাহোক একটা ব্যবস্থা করা দরকার। সবাই শহর ছেড়ে পালাচ্ছে, লুঠতরাজ শুরু হয়ে গেছে শুনছি—বাতাসে কিরকম থম্‌থমে ভাব…আমরা এখানে থেকে কি করব?"

—"কিন্তু আমি ত দেখছি সব কিছুই স্বচ্ছন্দে চলছে, কোনো গোলমাল নেই।"

—"স্বচ্ছন্দে? সে আবার কোথায় শুনলে ভাই, আমি যে নিজে চোখে দেখ্‌ছি সব—এই ত আজ সকালে বারবারা আইভানোভ্‌না বল্‌ছিল যে আমাদের যোদ্ধারা নাকি খুব জোর লড়ছে; কিন্তু এখানে লোকে ত কারুর কথা শুনছে না, আমার খাস চাকরানী ত পাগল হবার দাখিল। যাই বলো, মনে হচ্ছে আর দেরি নেই, এখানেই লড়াই শুরু হবে—আর একবার শুরু হ'লে তারপর কী যে হবে—আমাদের আর পালাবার পথ থাকবে না…ফরাসীরা এসে গেল ব'লে, দোহাই ভাই তুমি যেতে না চাও থাকো, আমায় পিটার্সবার্গে পাঠাবার ব্যবস্থাটুকু করে দাও লক্ষ্মীটি।"

—"কিন্তু তুমি এসব খবর কোথায় পেলে—একেবারে বাজে গুজব যে—বরং…"

—"না না, সে আমি পারব না ভাই, তোমার সেনাপতিকে সেলাম কুর্নিশ করতে পারব না। আর সত্যিই তুমি যদি আমার জন্যে কিছু না কর তবে…"

পিটার তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া বলে—"না না, সে কি কথা! আমি যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি!"

এইভাবে কলহের প্রারম্ভেই ঝগড়াটা শেষ হইয়া যাওয়ায় ভদ্রমহিলা রীতিমত চটিয়া গেলেন, আর কিছু করিতে না পারিয়া নিজের চেয়ারের হাতলের উপর বসিয়া পড়িয়া আপন মনেই বিড়বিড় করিয়া বকিতে লাগিলেন।

সেপ্টেম্বরের পাঁচ তারিখে স্কেভার্ডিনোতে যুদ্ধ হইল, একদিন মাত্র যুদ্ধ হইবার পরই কিন্তু উভয় দল চুপ করিয়া গেল, আবার একদিন পরে, সাত তারিখে বোরোডিনোতে যুদ্ধ হইল। অবশ্য এইভাবে খণ্ড-খণ্ড যুদ্ধের ফলে কোনো পক্ষেরই বিশেষ কোনো সুবিধা হয় নাই—একদিকে ফরাসীরা এইভাবে আগাইয়া গিয়া নিজেদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছিল, আর একদিকে রুশেরা নিজেদের রাজধানীতে শত্রুপক্ষকে যেন আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল।

মোজেস্ক ছাড়িয়া পিটার সীমান্তের দিকে যাত্রা করিল, তার আগেই স্কেভার্ডিনোর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পথে একদল ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে তাহার দেখা হইল, তারপর আসিল আহত সৈনিকদের গাড়ি, গতকাল সংঘর্ষের ফলে যাহারা জখম হইয়াছে তাহাদের সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। এক একটি গাড়িতে তিন-চারজন আহত আরোহী,—উঁচুনিচু পাহাড়ী পথের গাড়ির ঝাঁকানীতে তাহারা পরস্পরের গায়ে আছড়াইয়া পড়িতেছে। এত যন্ত্রণার মধ্যেও কিন্তু তাহারা পিটারের বেসামরিক সাদা পোশাকের দিকে অবাক্ হইয়া তাকাইতেছে।

সারাপথ জুড়িয়া সৈন্যবাহী গাড়িগুলি ঢালুপথে নামিতেছিল, পিটারের গাড়োয়ান তাচ্ছিল্যভরে তাহাদিগকে বলে—"এই তোমরা একটু দাঁড়াও, আমরা যাবো।" কিন্তু তাহার কথা কেহ গ্রাহ্য করিল না, অগত্যা পিটারকেই অপেক্ষা করিতে হয়। সে গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। পাছে গড়ানে জায়গায় গাড়ি উল্টাইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় তাহার গাড়োয়ান গাড়ির চাকার পিছনে একটি পাথর দিতে গেল, ওদিক হইতে একজন আহত সৈনিক আসিতেছিল,—সে বোধ করি অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছে তাই হাঁটিয়া চলিয়াছে, গাড়োয়ানকে বিপন্ন দেখিয়া সৈনিকটি অক্ষত হাতটি দিয়া গাড়িখানা রুখিয়া দিল। চলিয়া যাইবার সময় সে পিটারকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা দাদা বলতে পারেন, এখানেই আমাদের ফেলে রেখে পালাবে এরা, না শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে মস্কাউ পর্যন্ত?"

অন্যমনস্ক ছিল বলিয়া কথাটা পিটারের কানে গেল না। তাহার পাশে

যে গাড়িটা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে সেইদিকেই চাহিয়া আছে সে। কেন যেন তার মনে হয় যে প্রশ্ন তাহাকে এত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে তাহার জবাব ইহাদের কাছেই পাওয়া যাইবে। এই গাড়ির মধ্যে একজনের গালের ডানদিকটায় আঘাত লাগিয়াছে, বাঁদিক একেবারে অক্ষত—সে বারবার দূরের গির্জার পানে চাহিয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রণতি জানাইতেছে। আর একটি ছেলে, সে নিতান্তই ছেলেমানুষ, বোধকরি সবেমাত্র কিছুদিন হইল যুদ্ধে আসিয়াছিল বেচারী—পিটারের দিকে তাকাইয়া তার ফ্যাকাশে মুখে শান্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল। আরও একজন গাড়িতে রহিয়াছে কিন্তু তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখা গেল না। পিছন হইতে একদল ঘোড়সওয়ার গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছে।

কে একজন বলিল—"জানো, চাষারা পর্যন্ত লড়াইতে নাম লিখিয়েছে,—এখন আর কর্তাদের অত বাছাবাছি নেই, যাকে পাচ্ছে কামানের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, যেমন ক'রে হোক শেষ করতে হবে ত!"

কথাটা শুনিয়া পিটার আপন মনে সায় দেয়।

একটু পরে রাস্তা পরিষ্কার হইয়া যায়, পিটার গিয়া গাড়িতে বসিল। চলিতে চলিতে অনবরত সে পথের দু'পাশে লক্ষ্য করে, হয়ত কোনো পরিচিত মুখ দেখিতে পাইবে এই আশায় কিন্তু কাহারও সঙ্গে দেখা হয় না, শুধুই অচেনা মুখ—ইহারা অবাক্ হইয়া পিটারের অসামরিক পোশাকের দিকে তাকায়।

মাইল চারেক চলিবার পর একজন ডাক্তারের সঙ্গে পিটারের দেখা হইল। পিটারকে দেখিয়া ভদ্রলোক গাড়ি থামাইয়া নামিয়া আসিলেন—"আরে, আপনি এখানে কি মনে ক'রে?"

ডাক্তারটি সম্প্রতি প্রধান সেনাপতির সঙ্গেই থাকেন। নাচের আড্ডায় তাঁহার সাহত আলাপ পরিচয় হইয়াছিল পিটারের।

পিটার জবাব দিল—"এই দেখতে এলাম এখানে কি ব্যাপার চল্ছে—এমনিই!'

—"ওহে তাই নাকি, তা অনেক কিছু দেখবার আছে বই কি, দেখুন দেখুন—"

এবারে পিটারও গাড়ি হইতে নামিয়া আসিল, কথায় কথায় জানাইল যে সে নিজেও এই যুদ্ধে যোগদান করিতে ইচ্ছুক। সে-কথা শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন—

সাহেবের ভালো হয়, একবার কর্তার সঙ্গে দেখা করুন—তাই করুন। নইলে আপনি পাত্তা পাবেন না, কোথায় যে ঠেলে দেবে ওরা কিছুই বলা যায় না। আর আপনাকে ত' কর্তা চেনেন, একথা শুনলে উনি খুশী হবেন। যা বলি তাই করুন দেখি, ঢের সুবিধে হবে আপনার।" বলিয়া ডাক্তার যেন যাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

—"আপনার মনে হয় তাতে সুবিধে হবে? আচ্ছা এখন বলুন দেখি, আপনাদের অবস্থা কি?"

—"আমাদের অবস্থা? ওটা ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। এই আর একটু এগোলেই সব নিজে চোখে দেখতে পাবেন।"

—"তাই নাকি, আচ্ছা আপনিও আসুন না।"

—"সম্ভব হ'লে নিশ্চয়ই যেতাম,কিন্তু এখন আমার মাথার ঠিক নেই মশাই, মানে এমন অবস্থা—মানে, কাল যুদ্ধে এক লাখের মধ্যে খুব কম করে বিশ হাজার জখম হয়েছে। এখন বুঝুন দেখি মশাই, মানে তাদের সরাবার মত গাড়ির ব্যবস্থা নেই—মোট দশ হাজার গাড়ি আমাদের সম্বল, আর যা ডাক্তার আছে তাতে ক'রে ছ'হাজারের মহড়া সামলাতে পারি আমরা। এ অবস্থায় আমাদের ওপর ফরমাশ হয়েছে যে ক'রে হোক এই দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে হবে—এখন মানে বলুন দেখি মশাই—"

পথে দাঁড়াইয়া পিটারের মনে হয়, এইসব স্বাস্থ্যবান যুবকদের মনে কত আশা কত স্বপ্ন ছিল—ইহাদের মধ্যে কেহবা জীবনের মত অকর্মণ্য পঙ্গু হইয়া পড়িল, কতক-বা অযত্নে অবহেলায় মরিবে, আর যাহারা সুস্থ রহিয়াছে, যাহারা ঘোড়া ছুটাইয়া পথের বাতাসে হাসি ও গানের ছন্দ তুলিয়া চলিয়াছে তাহাদের মধ্যে কে যে আগামী কাল প্রাণ হারাইবে তাহা কেহ জানে না। পাহাড়ের দিকে দিকে প্রভাত-সূর্যের নবীনদীপ্তি ভাস্বর, ঐ নীচে ঢালু পথ বাহিয়া আহত সৈনিকদের গাড়ি নামিয়া চলিয়াছে, অশ্বারোহীদের মিলিতকণ্ঠের গানের রেশ ভাসিয়া আসিতেছে! একটা ব্যাপার পিটারের কাছে খুব বিস্ময়কর বলে মনে হয়— "যুদ্ধে জখম হওয়া লোকগুলার পাশ দিয়ে ওরা কেমন নিশ্চিত মনে গান গাইতে গাইতে চলে গেল, যাবার সময় উঁকি মেরে আহতদের দেখেও ওরা গান গেয়ে চলেছে। এরা একবারও ভাবে না নিজেদের ভাগ্যের কথা। কেবল আমার দিকেই কেন অবাক্ হয়ে তাকায় ওরা।"

পথ চলিতে চলিতে পিটার দেখিল প্রধানসেনাপতির বর্তমান বাসভবনখানি সিপাই-সান্ত্রী পরিবেষ্টিত—খবর লইয়া জানিল যে, তিনি উপাসনা করিতে গির্জায় গিয়াছেন। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহার নজরে পড়িল একটি [illegible] লইয়া একদল লোক শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে। স্মলেন্স্ক-এর [illegible] দেবীর বিগ্রহটি ইহারা জলিয়া আসিবার সময় সঙ্গে আনিয়াছে [illegible] বিগ্রহটি লইয়া এই নগরী প্রদক্ষিণ করা হইতেছে। পিটার দেখিল [illegible] উচ্চ কর্মচারী হইতে শুরু করিয়া সামান্য সৈনিক পর্যন্ত সকলেই [illegible] শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছে। স্বয়ং প্রধান সেনাপতি নতজানু হইয়া দেবীকে বন্দনা করিলেন। দেবী-অর্চনার পর আর উঠিয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য নাই তাঁর, অনেক চেষ্টা করিয়া অবশেষে অতি কষ্টে কোনো রকমে তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দেখাদেখি আর যেসব জেনারেল উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও একে একে ওই দেবী মূর্তিকে বন্দনা করিল। তারপর জনসাধারণের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল—কে আগে দেবীকে স্পর্শ করিবে!

ভিড়ের মধ্য হইতে কে যেন চীৎকার করিয়া ডাকিল—"পিটার, পিটার বেসুখভ্! তুমি এখানে কি মনে করে?"

পিটার দেখিল ভিড় ঠেলিয়া বরিস্ আগাইয়া আসিতেছে। আজকাল বরিস্ আর পিটারকে 'আপনি-আজ্ঞে' করিয়া কথা বলে না, সে রীতিমত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি! অবশ্য ঠিক রাজপরিষদ না হইলেও প্রধানসেনাপতির কাছেই থাকে। পোশাক-পরিচ্ছদ সমস্তই প্রধান সেনাপতির অনুকরণে গড়িয়াছে সে।

এদিকে প্রধানসেনাপতি গর্কি গ্রামে চলিয়া গিয়াছেন। বরিসের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে পিটারও সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল।

বরিস্ পিটারকে বলিল—"সত্যি যদি তুমি লড়াইতে নেমে পড়, তা'হলে খুব মজা হবে। তবে আমার কথা শোনো বলি, বেন্নিগ্ সেনের সঙ্গে থাকবার চেষ্টা ক'র, আচ্ছা সেসব আমি ব্যবস্থা করে দেবো, কিছু ভাবতে হবে না। আর তুমি যদি আমাদের অবস্থা পরখ করতে চাও চলো না আমরা ত যাচ্ছি—কিন্তু আজ রাত্রে আমার ওখানেই থাকতে হবে, না কোনো আপত্তি শুনতে চাই না।"

বরিস্ তাহাকে রাশিয়ার বর্তমান সামরিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনেক গোপন কথা বলিতে শুরু করিল। এমন সময় প্রধান সেনাপতির একজন এ-ডি-কং আসিয়া পড়িতেই বরিস্ তাহাকে শুনাইয়া অন্য কথা বলিতে লাগিল। এর মধ্যে

আবার দুটি দল আছে—যিনি আসিলেন তিনি বরিসের বিপক্ষের লোক। বরিস্ এবং তাহার দলের লোকেরা বেন্নিগ্‌সেনের ভক্ত, তাহারা বেন্নিগ্‌সেন সম্বন্ধে এতই আস্থাবান যে কুতুজভ্‌কে মনে মনে পছন্দ করে না, প্রধান সেনাপতির জ্ঞান-বুদ্ধি সম্বন্ধে তাহাদের এতটুকু শ্রদ্ধা নাই—আর তাহাদের বিপক্ষ দল কুতুজভ্‌কে দেবতা বলিয়া মনে করে। প্রকাশ্যে বরিস্ কিন্তু প্রধান সেনাপতির সম্বন্ধে নানা স্তুতিবাদ করিয়া থাকে।

দেখিতে দেখিতে আরও জনকয়েক পদস্থ কর্মচারী আসিয়া জুটিল। সকলেই মস্কাউ-এর কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহাদের অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিয়া উঠিতে পারে না। সকলের মুখেই উত্তেজনা ও উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু ইহাদের কেহই দেশ বা জাতির বর্তমান অবস্থার জন্য উদ্বিগ্ন নহে, সকলেই নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত।

পিটারকে দেখিতে পাইয়া কুতুজভ্ লোক দিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন।

প্রধান সেনাপতির কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে সে দেখিল তাহার আগে দলোগভ্ সেখানে গিয়া হাজির হইয়াছে।

সে বরিস্‌কে জিজ্ঞাসা করিল—"আরে এ ছোকরা কি ক'রে হাজির হ'ল এখানে!"

—"ওর কথা আর ব'ল না, ও তক্কে তক্কে ঘুরে বেড়ায়। ওকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই সেদিনও—কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতা ওর, সোলার মত ভেসে উঠেছে আবার। ও আজকাল পঞ্চাশ রকমের পরিকল্পনা করে, একদিন ত শত্রুদের ঘাঁটি পর্যন্ত হানা দিয়েছিল। হ্যাঁ, সাহস আছে বটে বেপরোয়া!"

পিটার টুপী খুলিয়া প্রধান সেনাপতিকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল কিন্তু এদিকে দলগোভ্ তার আগেই কুতুজভের সঙ্গে কথাবার্তা জুড়িয়া দিয়াছে। অগত্যা পিটার দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

দলোগভ্ বলিতেছে—"দেখুন আগে থেকে ব'লে ক'য়ে যদি কিছু করবার পরামর্শ দিতাম তাহলে হয়ত আপনি বলতেন—'ওটা আমরা আগেই ভেবে রেখেছি।' নয়ত আমায় অন্য কোথাও চালান করে দিতেন।"

কুতুজভ্ হাসিয়া বলে—"তা একথা তুমি ঠিকই বলেছ—"

—"কিন্তু যদি আমার দ্বারা কিছু দেশের কাজ হয় আমি তার জন্যে মরতে

রাজি আছি। ধরুন যদি কখনও মরণের মুখে ঠেলে দেবার জন্তে কোনো লোকের দরকার হয় তখন দয়া ক'রে আমার স্মরণ করবেন, হয়ত কিছু কাজে আসতে পারি।"

—"আচ্ছা, আচ্ছা।" বলিয়া কুতুজভ্‌ পিটারের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন।

কুতুজভ্‌ বলেন পিটারকে—"কি, বারুদের গন্ধ শুঁকতে চাও না কি? খুব মিষ্টি গন্ধ বুঝ'লে। তা' বেশ ভালো কথা, তুমি আসতে পারো। আচ্ছা তোমার বৌ কেমন আছে বল দেখি,—তার স্তাবকদলের অসংখ্য অকিঞ্চনের মধ্যে আমিও একজন, এখন তার খবর শোনাও।" বলিয়া তিনি এক চোখের দৃষ্টি দিয়া পিটারের আপাদমস্তক চোখ বুলাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

প্রধান সেনাপতির নিকট বিদায় লইয়া পিটার বাহিরে আসিয়া দেখিল দলোগভ্‌ তাহার জন্ত অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে—"আজ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, সত্যি আমার সৌভাগ্য বইকি—আগামী কাল যে অনিশ্চিত অভিযানে যাচ্ছি তার আগে তোমায় দুটো কথা বলে তোমার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করবার সুযোগ পেলাম। জানি না কাল আমাদের কি অবস্থা হবে, কে কোথায় থাকবো। ভাই, বোঝার ভুলে তোমার আমার মধ্যে যে বিরোধ হয়েছিল, আমার ওপর তোমার যে বিরূপতা আছে সেটুকু মুছে ফেলতে পারবে না? আমায় মার্জনা কর।"

একথার জবাব দিবার ভাষা খুঁজিয়া পায় না পিটার, মুখে তার হাসি ফুটিয়া উঠিল— কথা দিয়া যেভাব ব্যক্ত করা যায় না, হাসিতে তার সে-ভাষা খুঁজিয়া পাইল। দলোগভ্‌-এর গাল বাহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়ে, সে পিটারের গলা জড়াইয়া ধরিল।

বেন্নিগ্‌সেন স্বয়ং পিটারকে সঙ্গে লইয়া সেনাপতি পরিদর্শনে বাহির হইলেন।

অনেকক্ষণ এখানে-ওখানে ঘুরিয়া নানাস্থানের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াও পিটার বুঝিতে পারে না কি পদ্ধতিতে, কোন্‌ চিন্তার বৈশিষ্ট্য দিয়া ইহারা পরিচালিত হয়। এক কথায় সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। ইহাদের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ তাহার কাছে দুর্বোধ্য এবং দুর্জ্ঞেয়।

সেদিন বিকালবেলায় এক অখ্যাত গ্রামের প্রান্তে তাহার তাঁবুতে একা একা বসিয়া নানা কথা ভাবিতেছিল। সামনের ভাঙা কাঠের ফাঁক দিয়া সম্মুখে চাহিয়াছিল—অদূরেই তাহাদের রন্ধনশালা হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উপর দিকে উঠিতেছে। অস্টারলিজে যেমন তাহার জীবনের রঙ-রস নিঃশেষিত মনে হইয়াছিল সাত বছর পরে আবার তেমনি বর্ণসৌরভ শূন্য রিক্ততায় তাহার মন ভরিয়া গিয়াছে। এখন তাহার হাতে কোনো কাজ নাই,—আগামী কাল তাহার সৈন্যদল কিভাবে অগ্রসর হইবে সে-সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার কেবলই মনে হইতেছে আগামী কাল তাহার মৃত্যুও হইতে পারে। মৃত্যুর ভয়াল-আতঙ্কে, নগ্ন-তাণ্ডবে, প্রচণ্ড অট্টহাস্যে শূন্য ঘরখানা বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এণ্ড্রুর মন উত্তেজনায়, আবেগে অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহার অতীত জীবনের ইতিহাস ছায়াচিত্রের মত একে একে চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলে—'হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি সবই—ওরা সবাই যেন আমার কল্পনা-রঙীন মনকে অভিভূত করে ফেলেছিল একদিন। কিন্তু আজ আমি সাদা চোখে দেখতে পাচ্ছি, সে ঝুটো রঙীন চশমার আড়াল আর নেই—আজ সে-সব মেকী হয়ে গেছে, সেই সব স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা সব মিথ্যা। দেশপ্রেম, যশগৌরব, নারীর ভালবাসা—এ-সবই তুচ্ছ অসার মনে হচ্ছে এই বিকাল বেলায়। আমার কাছে ওই আগামী প্রভাতের অনাগত অভিযানই আজ সবচেয়ে বড় সত্য। যেন এই অভিযানের মধ্য দিয়ে নবজীবনের উদয় হবে!'

তাহার জীবনের সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য তিনটি বেদনাময় ঘটনার কথা বার বার মনে পড়ে—নাতাশার প্রতি প্রণয় নিবেদন, তার পিতার মৃত্যু, ফরাসীদের অভিযান।—" প্রেম! ওই অল্পবয়সী লাবণ্য সুষমামণ্ডিতা সুকুমারী মেয়েটিকে আমি ভালোবেসেছিলাম—তাকে কেন্দ্র ক'রে কতস্বপ্ন রচনা করেছি, কত কবিতার প্রেরণা পেয়েছি ওর ওই কচি মুখের পানে চেয়ে, আমাদের মিলিত জীবনের কত ছবিই এঁকেছি একদিন! মনে মনে এই আশাই ছিল—আমাদের প্রেমের কাহিনী কালের ইতিহাসে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। এক বছরের জন্য আমি তাকে ছেড়ে বিদেশে যাত্রা করবার সময় ভেবেছিলাম আমার কথা ভেবে ভেবে ওর ডাগর দুটি চোখ ছলছলিয়ে উঠবে, দিন দিন পাণ্ডুর হয়ে আসবে গালের গোলাপী আভা আর থাকবে না, আমারই কথা ভেবে, আশাপথ চেয়ে অধীর আগ্রহে

ও থাকবে যেমন থাকত রূপকথার রাজকন্যারা—কিন্তু এর বিরুদ্ধে সব ধ্বংস করে দিতে পারল ও! কত সহজে……কিন্তু কি ভীষণ……তাহার পরিণতি!

এদিকে আমার বাবার কথা যদি ধরি, তবে দেখতে পাই তিনি আপন মনে লিসিগোরির বাড়ি নুতন ক'রে গড়তে শুরু করলেন। তাঁর বিশ্বাস এই বাড়ি, এ গ্রাম, এ গ্রামের চাষীরা, গ্রামের মাটি সব কিছুই তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি—এমন কি যে বাতাসে নিশ্বাস গ্রহণ করেন সেটুকুও তাঁর স্বকীয়! কিন্তু কোথা থেকে নাপোলেঅঁ এসে ফুৎকারে উড়িয়ে দিল তাঁর দীর্ঘজীবনের সযত্ন রচিত নিজস্বতা, সামান্য তৃণখণ্ডের মত ভেসে গেল লিসিগোরির কঠিন দুর্গ। মেরিয়া অবশ্য বলে যে এ শাস্তি ভগবান দিয়েছেন। কিন্তু আজ আর তাঁকে শাস্তিভোগ করতে হবে না, তিনি নাগালের বাইরে চলে গেছেন। আর আমাদের রাশিয়া, মস্কাউ সব কিছুই হারাতে বসেছি আমরা! হয় ত কালকের যুদ্ধে আমি মরে যাবো, আমারই দলের লোকের হাতে আমার মৃত্যু হবে হয়ত, এই, গতকাল একটা লোক এমন ভাবে গোলা ছুঁড়েছিল যে গোলাটা আমরা কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আর একটু হ'লেই শেষ হয়ে যেতাম। কে জানে যে, আগামী কাল আবার ওইরকম একটা কিছু ঘটবে না! তারপর ফরাসীরা আসবে, মড়ার গাদায় ফেলে কবর দিয়ে দেবে। দুর্গন্ধে তাদের কষ্ট হতে পারে তার চেয়ে কবর দিয়েই নিশ্চিন্ত হবে ওরা। তাতে কতটুকুই বা এসে যাবে এই পৃথিবীর, পৃথিবীর গতি ব্যাহত হবে না, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোনো পরিবর্তন হবে না! নতুন যে ধারায় পৃথিবী চলবে তা দেখবার জন্যে থাকব না আমি।" সামনের দেবদারুর সারির দিকে চাহিয়া দেখিল অস্তগামী সূর্যের শেষরশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে সেখানে। তাহার মনে হয়—"বেশ, তাই হোক, আগামী কাল ওরা আমায় শেষ ক'রে দিক—পৃথিবীতে আমার কোনো চিহ্ন থাকবে না—আমি নিঃশেষিত মুছে দিতে চাই, অস্তিত্বের বিড়ম্বনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবো—" এণ্ড্রু মনে মনে নিজেকে বাদ দিয়া পৃথিবীর অস্তিত্ব কল্পনা করিতে চেষ্টা করে, কিছুতেই যেন পারে না, তার সারা দেহ কাঁপিতে লাগিল, ওই দূরে দেবদারু সারি, ধূম্রকুণ্ডলী, অস্তসূর্যের শেষ আলো, সব কিছুই যেন একটা ভয়াল, বিষাক্ত বিভীষিকার সঞ্চার করে। এণ্ড্রু আর একলা নিজেকে সহ্য করিতে পারে না,—বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িল।

কাছেই কে যেন কথা বলিতেছে মনে হইল, সে ডাকিল—"কে যায়?"

কাপ্তেন টিমোখিন তাহার কাছে আসিতেছিল, সারাদিনের খবর দিবার জন্ম। এণ্ড্রুর সাড়া পাইয়া সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

এণ্ড্রু তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতেছিল, এমন সময় অতি পরিচিত কাহার কণ্ঠস্বর কানে যাইতে এণ্ড্রু ভ্রূকুঞ্চিত করিল—না, সে ঠিকই শুনিয়াছে, ভুল হয় নাই।

ঘাড় ফিরাইয়া সে দেখিল পিটার আসিয়াছে,—হঠাৎ জলস্তম্ভ দেখিলে যেমন আতঙ্কিত হইয়া উঠে মানুষের মন, পিটারকে দেখিয়া এণ্ড্রুর সেই অবস্থা হইল। যাহাকে দেখিলে অতীতের কথা মনে পড়িয়া যায় এমন কোন পরিচিত কাহারও সঙ্গে দেখা হওয়াটা সে মোটেই পছন্দ করে না,—পিটারকে দেখিয়া সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"আরে, তুমি? কি ব্যাপার? তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হবে ভাবতে পারিনি!" তাহার মুখের সে শান্ত কঠিন অভিব্যক্তির ইঙ্গিত পিটার সহজেই বুঝিতে পারে, যে উৎসাহ ও আশা লইয়া বন্ধুর কাছে আসিয়াছিল এক নিমেষে তাহা ম্লান হইয়া নিভিয়া গেল। সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বলিল—"হ্যাঁ, আমি এসেছি, মানে বুঝলে, এক কথায় ইয়ে—আমি এলাম এই সব দেখতে, খুব কৌতুহল হ'ল কিনা তাই।" সারাদিন বারবার যে কথাটা একশ' বার বলিয়াছে পুনরায় সেই কথাটাই সে বলিল—"এই যুদ্ধ জিনিসটা কি তাই দেখতে এলাম!

—"আর তোমার সেই মুক্তি-দূত দল? সেখানকার সবাই কি এটা অনুমোদন করবেন?" বক্রভাবেই এণ্ড্রু বলে—"মস্কাউ-এর খবর কি? আমার বাড়ীর সব কোথায়, কিছু জানো?" গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করে সে।

পিটার এতক্ষণে যেন একটু সহজ হইবার সুযোগ পায়, সে বলিল—"ওরা ওখানেই ছিল, জুলিয়ার কাছে সেখবর পেয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম কিন্তু দেখা হয়নি, তার আগেই মেরিয়ারা কোন্ মহালে চলে গেছে।

এণ্ড্রুর বন্ধু আসিয়াছে দেখিয়া অন্যান্য কর্ম্মচারীরা চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু এণ্ড্রু ঠিক নিভৃতে পিটারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে চাহে না, সে তাহাদিগকে চা খাইবার জন্য জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল। তাহারা সকালে পিটারের লম্বা চওড়া চেহারার দিকে চাহিয়া মস্কাউ-এর গল্প শুনিতে লাগিল, এণ্ড্রু এ আলোচনায় যোগ দিল না।

হঠাৎ পিটারের কথার মাঝখানে বাধা দিয়া এণ্ড্রু প্রশ্ন করিল—"তাহলে তুমি আমাদের সৈন্যসমাবেশের ব্যাপারটা বেশ বুঝে নিয়েছ, কি বল?"

—"হ্যাঁ, তা বুঝেছি বলতে পারি বই কি, অবিশ্যি সাধারণ অসামরিক মানুষের পক্ষে যতটা বোঝা সম্ভব, তার বেশি নয়। মোটামুটি পরিকল্পনার মূল কথাটা ধরতে পেরেছি মনে হচ্ছে।"

—"তা'হলে ত তুমিই সব চেয়ে বেশি বুঝেছ দেখছি," এণ্ড্রু বলিল। ওষ্ঠে তাহার তীক্ষ্ণ শ্লেষের চিহ্ন।

কথায় কথায় বার্কলের পদচ্যুতি এবং কুতুজভের সেনাপতিত্ব গ্রহণ প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হইল। এণ্ড্রু এবং উপস্থিত আর সকলেই কুতুজভের প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং বার্কলে যে কোনো কাজের ছিল না এণ্ড্রু বিনা দ্বিধায় সে কথা জানাইয়া বলিল—"স্মলেনস্কএ অবশ্য ফরাসীরা আমাদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল। তারা অনায়াসে আমাদের হারিয়ে দিতে পারত সেকথাও জানি। কিন্তু বার্কলে বুঝতে ভুল করেছিলেন, রাশিয়ার ইতিহাসে তারা নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য এই প্রথম লড়াই করল। বাস্তবিক, আমাদের সৈন্যরা যে বিক্রম আর বীরত্ব দেখিয়েছে তা এর আগে আমি কখনও দেখিনি, তুলনা হয় না—। আমরা বেশ শক্তভাবেই, দু'দিন যুদ্ধ করলাম, আমাদের এই সাফল্যের আনন্দ নতুন উৎসাহ সঞ্চার করেছিল সেনাদলে—কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বার্কলে হুকুম দিলেন, পিছু হঠতে হবে। আমাদের এই পরিশ্রম, এত লোকক্ষয়, সমস্ত নিষ্ফল হ'ল! অবিশ্যি তিনি যে আমাদের প্রতারণা করেছেন তা বলতে চাই না, তাঁর যা বুদ্ধি, ক্ষমতা তাতে এর চেয়ে বড় কিছু ভাবতে পারেন না। জার্মানেরা দূরের দিকে চেয়ে বড় কিছু দেখতে পায় না, সে কল্পনাশক্তিই তাদের নেই—চিরকাল চাকরী ক'রে এসেছে, চাকর হিসেবে ওরা অবিশ্যি খুব সুন্দর কাজ করতে পারে, ফাই-ফরমাশ খাটতে পারে খুব—ধরো তোমার বাবার একজন জার্মান চাকর আছে, খুব কাজের লোক, কিন্তু তোমার বাবার যদি অসুখ করে তখন সে চাকর কিছু করতে পারবে না। তখন তোমার অনভ্যস্ত-অপটু হাতের সেবাই তাঁকে আরোগ্য ক'রে তুলবে। তার মানে দরদ চাই। অবিশ্যি বার্কলেকে অসম্মান করি না।"

পিটার বলে—"হ্যাঁ, তবে সেনাপতি হিসেবে তাঁর সুনাম আছে।"

—"এ কথার কোনো মানে হয় না। ভালো সেনাপতি বলতে কি বোঝ?"

—"মানে যিনি কোনো কিছুই ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দেন না, শত্রুর মনের ষোলআনা অভিসন্ধি যাঁর নখদর্পণে থাকে, তাঁকেই বড় সেনাপতি বলব।"

যেন একথার জবাব অনেকদিন আগেই এণ্ড্রু মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে, সে দৃঢ়কণ্ঠে বলে—"না, এ একেবারে ভুল। হ'তেই পারে না।"

পিটার বলে—"তাহ্লে লোকে যুদ্ধের সঙ্গে দাবাখেলার তুলনা করে!"

এণ্ড্রু বলিল "হ্যাঁ, তুলনা করা যায় দাবা খেলার সঙ্গে, তবে সামান্য একটু তফাত আছে। দাবা খেলায় তুমি চাল দেবার আগে ভেবে নেবার জন্য যথেষ্ট সময় পাবে কিন্তু যুদ্ধের সময় তুমি তা পাবে না। তাছাড়া দাবাতে একটা ব'ড়ের চেয়ে ঘোড়ার জোর বেশি, তার চেয়ে মন্ত্রীর শক্তি বেশি এ হতেই হবে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সামান্য কয়েকজন সৈনিক সুযোগ পেলে বিরাট বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারে। আর দাবা খেলার সময় তুমি তোমার শত্রুপক্ষের কতটা শক্তি তা প্রত্যক্ষ করতে পার, যুদ্ধে সে সব পারো না। তা ছাড়া যুদ্ধে জয়ী হব মনে করে যদি কোনো দলপতি স্থিরসংকল্প হয় তবে সে নিশ্চয় জয়লাভ করবেই! অস্টারলিজে আমাদের হেরে যেতে হয়েছিল তার কারণ কি জান? ফরাসীদের চেয়ে আমাদের ক্ষতি বেশি হয়নি, তবু আমরা হারলাম তার কারণ আমাদের বিশ্বাস হয়েছিল যে জিততে পারব না। যুদ্ধ করবার মন ছিল না, সেখান থেকে পালাতে পারলেই যেন বাঁচি এই মনে হয়েছিল। যদি সন্ধ্যে পর্যন্ত আমরা লড়াই করতে পারতাম তাহলে যুদ্ধের ফলাফল কি হ'ত বলা যায় না। শুধু আমাদের মধ্যে কে একজন বলেছিল, 'আমরা হেরে যাচ্ছি পালাও, চলো পালিয়ে যাই।' আমরা সেকথা শুনেই পালাতে শুরু করলাম, ব্যাপারখানা কি একবারও কেউ জানবার চেষ্টা করল না, সবাই তখন পালাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। এই যে আগামীকাল যে যুদ্ধ আসছে তাতে কি হবে কেউ জানে না, আমরা কেউ ঘটনা প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না—প্রত্যেকেই সেই ঘটনা প্রবাহপরিচালিত যন্ত্রস্বরূপ। কেবল স্বার্থকে কেন্দ্র করে আমরা সবাই চলবার চেষ্টা করি, তার বেশি কেউ কিছু জানি না।"

—"স্বার্থ? এসময়ে স্বার্থ, তার মানে।"

—"এই সময়েই ত—কোনোরকমে প্রতিদ্বন্দ্বী হটিয়ে দিয়ে স্মারকচিহ্ন, যশ, গৌরব, সম্মান, অর্জন করাই ত এদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য। তবে আমার বিশ্বাস, এত স্বার্থসন্ধানী হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া জয়ী হবে।"

টিমোখিনের চোখ দুটি জলিয়া উঠিল, সে বলিল—"আপনি ঠিক বলেছেন হুজুর, একেবারে খাটি সত্যি কথা—একমাত্র সত্য। আমার দলের সবাই মদ ছেড়ে দিয়েছে, এখন যুদ্ধ করবার সময়—'যুদ্ধে জয় না হ'লে আমরা মদ খাবো না।' ওরা সবাই বলেছে।"

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর সহকারীরা বিদায় লইল—এণ্ড্রু শেষবার তাহাদিগকে আগামীকাল কিভাবে যুদ্ধ করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিবার জন্য বাহিরে আসিল।

দু'জন অশ্বারোহী যাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন হইতেছে ভল্‌জোগেন। ভল্‌জোগেন তাহার সঙ্গীকে বলিতেছে—"যুদ্ধটা ছড়িয়ে পড়া দরকার, তবেই আমাদের কিছু সুবিধে হ'তে পারে।"

তাহার সঙ্গী বলিল—"হাঁ, তা বইকি—শত্রুকে পরাস্ত করাই যখন লক্ষ্য তখন দু' পাঁচজন লোক বেশি মরল কিনা সেকথা নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে চলে না।"

—"আলবাত!"

কথাগুলি কানে যাইতে এণ্ড্রু উত্তেজিত হইয়া বলে—"তা বই কি যুদ্ধ ছড়িয়ে দাও দেশময়, এমনি করেই ত আমার বাপ, বোন, ছেলে কোথায় ছন্নছাড়া হ'য়ে গেছে। তাতে ওই জার্মানদের ভারি বয়েই গেল—এই কথায়ই বলছিলাম তোমায় বুঝলে? জার্মানরা কিছুতেই যুদ্ধজয়ের পথে সহায় হ'তে পারে না, ওরা কেবল হাতের তাস ফাঁটিয়ে এলোমেলো ক'রে দিতে পারে—ওদের একমাত্র সম্বল বাক্যপিণ্ড, কথায় কথায় ওরা যুদ্ধের অবতারণা করে। দেখছ না, সারা ইউরোপ নাপোলেঅঁর হাতে তুলে দিয়ে ওরা আজ আমাদের শিক্ষা দিতে এসেছে। আদর্শ শিক্ষার জলন্ত প্রতিমূর্তি ওরা!"

পিটার বলিল—"তোমার কি মনে হয় আমরা হারিয়ে দেবো?"

—"নিশ্চয়!"

অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইবার পর এণ্ড্রু পিটারকে বলিল—"থাক ভাই, আজ আর আমার এই এলোমেলো বাজে কথা দিয়ে তোমাকে পীড়িত করতে চাই না, রাত হ'ল, তুমি গোর্কি গ্রামে ফিরে যাও।"

বন্ধুর মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া পিটার বলিল—"না, যাবো না।"

—"মানে যিনি কোনো কিছুই ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দেন না, শত্রুর মনের ষোলআনা অভিসন্ধি যাঁর নখদর্পণে থাকে, তাঁকেই বড় সেনাপতি বলব।"

যেন একথার জবাব অনেকদিন আগেই এণ্ড্রু মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে, সে দৃঢ়কণ্ঠে বলে—"না, এ একেবারে ভুল। হ'তেই পারে না।"

পিটার বলে—"তাহ্‌লে লোকে যুদ্ধের সঙ্গে দাবাখেলার তুলনা করে!"

এণ্ড্রু বলিল "হ্যাঁ, তুলনা করা যায় দাবা খেলার সঙ্গে, তবে সামান্য একটু তফাত আছে। দাবা খেলায় তুমি চাল দেবার আগে ভেবে নেবার জন্য যথেষ্ট সময় পাবে কিন্তু যুদ্ধের সময় তুমি তা পাবে না। তাছাড়া দাবাতে একটা ব'ড়ের চেয়ে ঘোড়ার জোর বেশি, তার চেয়ে মন্ত্রীর শক্তি বেশি এ হতেই হবে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সামান্য কয়েকজন সৈনিক সুযোগ পেলে বিরাট বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারে। আর দাবা খেলার সময় তুমি তোমার শত্রুপক্ষের কতটা শক্তি তা প্রত্যক্ষ করতে পার, যুদ্ধে সে সব পারো না। তা ছাড়া যুদ্ধে জয়ী হব মনে করে যদি কোনো দলপতি স্থিরসংকল্প হয় তবে সে নিশ্চয় জয়লাভ করবেই! অস্টারলিজে আমাদের হেরে যেতে হয়েছিল তার কারণ কি জান? ফরাসীদের চেয়ে আমাদের ক্ষতি বেশি হয়নি, তবু আমরা হারলাম তার কারণ আমাদের বিশ্বাস হয়েছিল যে জিততে পারব না। যুদ্ধ করবার মন ছিল না, সেখান থেকে পালাতে পারলেই যেন বাঁচি এই মনে হয়েছিল। যদি সন্ধ্যে পর্যন্ত আমরা লড়াই করতে পারতাম তাহলে যুদ্ধের ফলাফল কি হ'ত বলা যায় না। শুধু আমাদের মধ্যে কে একজন বলেছিল, 'আমরা হেরে যাচ্ছি পালাও, চলো পালিয়ে যাই।' আমরা সেকথা শুনেই পালাতে শুরু করলাম, ব্যাপারখানা কি একবারও কেউ জানবার চেষ্টা করল না, সবাই তখন পালাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। এই যে আগামীকাল যে যুদ্ধ আসছে তাতে কি হবে কেউ জানে না, আমরা কেউ ঘটনা প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না—প্রত্যেকেই সেই ঘটনা প্রবাহপরিচালিত যন্ত্রস্বরূপ। কেবল স্বার্থকে কেন্দ্র করে আমরা সবাই চলবার চেষ্টা করি, তার বেশি কেউ কিছু জানি না।"

—"স্বার্থ? এসময়ে স্বার্থ, তার মানে।"

—"এই সময়েই ত—কোনোরকমে প্রতিদ্বন্দ্বী হটিয়ে দিয়ে স্মারকচিহ্ন, যশ, গৌরব, সম্মান, অর্জন করাই ত এদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য। তবে আমার বিশ্বাস, এত স্বার্থসন্ধানী হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া জয়ী হবে।"

টিমোখিনের চোখ দুটি জলিয়া উঠিল, সে বলিল—"আপনি ঠিক বলেছেন হুজুর, একেবারে খাঁটি সত্যি কথা—একমাত্র সত্য। আমার দলের সবাই মদ ছেড়ে দিয়েছে, এখন যুদ্ধ করবার সময়—'যুদ্ধে জয় না হ'লে আমরা মদ খাবো না।' ওরা সবাই বলেছে।"

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর সহকারীরা বিদায় লইল—এণ্ড্রু শেষবার তাহাদিগকে আগামীকাল কিভাবে যুদ্ধ করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিবার জন্য বাহিরে আসিল।

দু'জন অশ্বারোহী যাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন হইতেছে ভল্‌জোগেন। ভল্‌জোগেন তাহার সঙ্গীকে বলিতেছে—"যুদ্ধটা ছড়িয়ে পড়া দরকার, তবেই আমাদের কিছু সুবিধে হ'তে পারে।"

তাহার সঙ্গী বলিল—"হাঁ, তা বইকি—শত্রুকে পরাস্ত করাই যখন লক্ষ্য তখন দু' পাঁচজন লোক বেশি মরল কিনা সেকথা নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে চলে না।"

—"আলবাত!"

কথাগুলি কানে যাইতে এণ্ড্রু উত্তেজিত হইয়া বলে—"তা বই কি যুদ্ধ ছড়িয়ে দাও দেশময়, এমনি করেই ত আমার বাপ, বোন, ছেলে কোথায় ছন্নছাড়া হ'য়ে গেছে। তাতে ওই জার্মানদের ভারি বয়েই গেল—এই কথায়ই বলছিলাম তোমায় বুঝলে? জার্মানরা কিছুতেই যুদ্ধজয়ের পথে সহায় হ'তে পারে না, ওরা কেবল হাতের তাস ফাঁটিয়ে এলোমেলো ক'রে দিতে পারে—ওদের একমাত্র সম্বল বাক্যপিণ্ড, কথায় কথায় ওরা যুদ্ধের অবতারণা করে। দেখছ না, সারা ইউরোপ নাপোলেঁর হাতে তুলে দিয়ে ওরা আজ আমাদের শিক্ষা দিতে এসেছে। আদর্শ শিক্ষার জলন্ত প্রতিমূর্তি ওরা!"

পিটার বলিল—"তোমার কি মনে হয় আমরা হারিয়ে দেবো?"

—"নিশ্চয়!"

অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইবার পর এণ্ড্রু পিটারকে বলিল—"থাক ভাই, আজ আর আমার এই এলোমেলো বাজে কথা দিয়ে তোমাকে পীড়িত করতে চাই না, রাত হ'ল, তুমি গোর্কি গ্রামে ফিরে যাও।"

বন্ধুর মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া পিটার বলিল—"না, যাবো না।"

—"তুমি যাও, যুদ্ধের আগে ঘুমোতেই হবে আমাদের।" বলিয়া সে পিটারকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"আচ্ছা, বিদায়। আর কোনদিন দেখা হবে কিনা তিনিই জানেন।" বলিয়া সে বন্ধুকে দরজার দিকে ঠেলিয়া দিয়া পিছন ফিরিল।

অন্ধকারে পিটার বন্ধুর মুখখানা স্পষ্ট দেখিতে পায় না—এক মুহূর্তের জন্য সে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিল চলিয়া যাইবে কি না।

পরক্ষণে নিজের মনে বলিল—"না, আমাকে আর চায় না ও, হাঁ, তবে এই শেষ দেখা।" একটি দীর্ঘনিশ্বাস শুব্ধ অন্ধকারের কোন্ গহনে অবলুপ্ত হইয়া গেল।

পিটার গোর্কিতে ফিরিয়া গেল।

এণ্ড্রু বিছানায় শুইয়া সারারাত ঘুমাইতে পারিল না। তাহার মাথায় কত দিনের কত ঘটনা, কত কল্পনা ও বিষণ্ণতার প্রতিচ্ছায়া একে একে ভিড় করিয়া আসিল। কিন্তু বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি মধুর স্মৃতি তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। নাতাশা! নাতাশার আয়ত চোখের ভাবমুখর চাহনী, তাহার প্রতি অঙ্গের সজীবতা—সেই স্মৃতি সৌরভরসে এণ্ড্রু যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলে। অকস্মাৎ কোন্ এক দুঃস্বপ্নের মত আনাতোলের কথা মনে পড়িয়া গেল, এণ্ড্রুর সমস্ত আশা ভরসাকে নির্মূল করিয়া দিয়া আজও সে বাঁচিয়া আছে।...একথা মনে হইতে এণ্ড্রুর মনে হয়, কে যেন তাহার সর্বাঙ্গ উত্তপ্ত লৌহদণ্ড দিয়া প্রচণ্ড আঘাত করিতেছে।

সেপ্টেম্বরের ছ' তারিখে, বরোডিনোর যুদ্ধের আগের দিন প্যারিস হইতে মসিয়েঁ ব্যুজে আসিয়া হাজির হইলেন, তিনি ফরাসী সম্রাটের গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক, আর আসিলেন মাদ্রিদ হইতে কর্ণেল ফেবিয়েরে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর সম্রাট তাঁহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন, এতক্ষণ তিনি সাজপোশাক করিতে ব্যস্ত ছিলেন তাই একটু দেরী হইল। ইতিমধ্যে একজন এ-ডি-কং আসিয়া তাঁহার পথের মাঝে দাঁড়াইয়াছিল, গতকাল কয়জন রুশ সৈনিক বন্দী হইয়াছে সেই খবরটুকু দিবার জন্য। তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতে সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি একজনও ধরা দেয় নি বুঝি, তাহ'লে ওরা মরতেই চায়, তা বেশ। এখন যাও—"

এত তাড়াতাড়ি ছুটি পাইবার জন্যই কৌশলে এ-ডি-কং ঠিক পথের মাঝে দাঁড়াইয়াছিল।

ব্যুজ্যেকে ডাকিয়া আনিয়া বড় ঘরে বসাইবার পরই সে হাতের মোড়ক খুলিয়া দু'টি চেয়ারে কতকগুলি উপঢৌকন সাজাইয়া রাখিতে লাগিল। এগুলি স্বয়ং সম্রাজ্ঞী পাঠাইয়াছেন সম্রাটের কাছে। ব্যুজ্যের ইচ্ছা এগুলি সাজাইয়া একটা কিছু দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে, হঠাৎ এক সময়ে আবরণ উন্মোচন করিয়া সম্রাটকে অবাক্ করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার কাজ শেষ হইবার আগেই সম্রাট আসিয়া পড়িলেন। পাছে ব্যুজে অপ্রস্তুত হয় এই ভাবিয়া তিনি তাহাকে না দেখিবার ভাণ করিয়া ফেবিয়েরকে ইশারায় কাছে ডাকিলেন। ফেবিয়ের আসিতেছে সালামানকার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে। সালামানকায় ফরাসী সৈন্যরা জীবনপণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছে, সম্রাট নাপোলেঅঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে কিন্তু—। কিন্তু-র পরের কথাটা নাপোলেঅঁ অনুমান করেন অতি সহজেই—তিনি জানেন যে নাপোলেঅঁ সশরীরে যেখানে উপস্থিত না থাকেন সেখানে কখনও আশানুরূপ ফল হইতে পারে না। তাঁহার উপস্থিতির যে কি মূল্য তাহা সগৌরবে উপলব্ধি করিয়া নাপোলেঅঁ মনে মনে খুশি হইয়া উঠিলেন।

তিনি বলিলেন "যাক্—তার বদলে আমি মস্কাউ দিয়ে এর শোধ তুলব।

আচ্ছা এখন এস।" বলিয়া তিনি কেম্বিয়েরকে বিদায় দিয়া ব্যুজের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

ব্যুজে ফরাসী পারিষদের কায়দায় কুর্ণিশ করিয়া আগাইয়া আসিয়া তাঁহার হাতে একখানি খাম দিলেন।

—"তুমি খুব তাড়াতাড়ি এসে গেছ দেখে বড় খুশি হয়েছি। তারপর পারিসের সব খবর ভালো ?" হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গিয়া নাপোলেঅঁ প্রশ্ন করেন।

—"জাঁহাপনা কি বলব, সারা রাজধানী আপনার অভাবে ঝিমিয়ে আছে, এতটুকু আনন্দ নেই কারও মনে।"

নাপোলেঅঁ জানেন যে একথাটা নিতান্তই কথার খাতিরে বলা, তবু তিনি একথা শুনিয়া খুশি না হইয়া পারেন না। ব্যুজেকে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, "তোমায় কষ্ট দিয়ে এতদূর টেনে এনে বাস্তবিক এখন আমার নিজেরই দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্যে।"

"জাঁহাপনা কি যে বলেন, আমি আপনার সঙ্গে মস্কাউ-এর দরজা পর্যন্ত যাবার আশায় এতদূর এসেছি।"

তাহার কথায় নাপোলেঅঁ একটু হাসিয়া ডান দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে একজন এ-ডি-কং একটি সোনার নস্যদানি আগাইয়া দিল। একটিপ নস্য তুলিয়া নাপোলেঅঁ বলিলেন, "তাহ'লে তোমার ভাগ্য ভালো বলতে হবে, তিন দিনের মধ্যে মস্কাউ পৌঁছে যাবে। জীবনে যে কোনদিন এই রাজ্যের রাজধানী দেখতে পাবে এ আশা ছিল না, কি বল ?"

ব্যুজে কৃতজ্ঞতায় নুইয়া পড়িয়া একটা কুর্ণিশ ঠুকিল।

কাপড় ঢাকা দেওয়া চেয়ারের দিকে চাহিয়া তিনি প্রশ্ন করেন "ওটা কি ?"

ব্যুজে ঈষৎ হাসিয়া কাপড়টা সরাইয়া নিয়া বলিল, "এটি সম্রাজ্ঞী আপনাকে পাঠিয়েছেন।"

উপঢৌকনটি একটি তৈলচিত্র, ছবিখানি গেরার্ডের আঁকা—নাপোলেঅঁর সঙ্গে অস্ট্রিয়ার রাজকন্যার বিবাহের ফলে যে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এটি তারই ছবি। সুন্দর শিশু, মাথায় হাল্কা কোঁকড়া চুল, মুখে মিষ্ট হাসি, হাতে একটা বল লইয়া খেলা করিতেছে—শিল্পীর কল্পনায় পৃথিবীটা গোলকের সাহায্যে আঁকিয়া দেখান হইয়াছে! নাপোলেঅঁর মত পিতার সন্তান অবলীলাক্রমে পৃথিবী লইয়া খেলা করিবে বই কি! এইটুকুই এ ছবির মূল কথা।

ছবি দেখিয়া নাপোলেঅঁ প্রশংসা করিলেন, বলিলেন, "বাঃ খুব চমৎকার।" আস্তে আস্তে ছবির কাছে আগাইয়া গিয়া কেন মুখে করুণ ভাব ফুটাইয়া তুলিয়া ছবিখানি দেখিতে লাগিলেন তিনি। সম্রাট নাপোলেঅঁ জানেন যে এ সবয়ের প্রতিটি পদধ্বনি ইতিহাসে লেখা হইবে, অতএব ইতিহাসে লিখিবার মত বিশেষ ভঙ্গিতেই তাঁহাকে দেখিতে হইবে। বোধ হয় তাঁহার মনে হইয়াছিল, তাঁহার মত বিরাট পুরুষের পক্ষে পিতৃত্বের কোমল সহজ অনুভূতি ব্যক্ত করাই সবচেয়ে গৌরবের হইবে। তাই ছবির কাছে আগাইয়া গিয়া ইশারা করিলেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে একখানি চেয়ার আসিল, পরক্ষণেই তিনি বসিয়া পড়িয়া হাত দিয়া ইশারা করিতে পারিষদেরা পা টিপিয়া টিপিয়া বুড়ো নখের উপর ভর দিয়া নিঃশব্দে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি ছবিটির রুক্ষ কর্কশ গায়ে হাত বুলাইলেন, যেন ছেলের গায়েই হাত বুলাইতেছেন। তারপর ব্যুজেকে ডাকিলেন এবং এ-ডি-কংকে বলিলেন যে, ছবিখানি তাঁবুর বাহিরে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয় যেন, সবাই দেখুক।

তিনি যখন ব্যুজেকে লইয়া তাঁবুতে খাওয়া-দাওয়া করিতেছিলেন তখন বাহিরে সৈন্যরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, "জয়, সম্রাটের জয়।" তাহারা সম্রাটের পুত্রকেও অভিনন্দন জানাইতেছে।

খাওয়া দাওয়ার পর সম্রাট সে দিনের বিজ্ঞপ্তি পাঠাইলেন—বিজ্ঞপ্তির ভাষা যেমন সহজ, তেমনি সংক্ষিপ্ত।

"তোমরা যে-যুদ্ধের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলে আগামী কাল সে-যুদ্ধ হবে। তোমাদের ওপর নির্ভর করছে ফরাসী জাতির গৌরব, তোমাদের জয়ী হতেই হবে। সেখানে সেই মস্কাউ শহরে পাবে তোমরা প্রচুর খাদ্য এবং শীতের আশ্রয়। তারপর যত তাড়াতাড়ি পারি আমরা ফিরে যাবো ফ্রান্সে। এর আগে অস্টারলিজে, ভিটেবস্ক-এ, স্মলেনস্ক-এ তোমরা যে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করেছ, আবার তেমনি করেই লড়াই কর।" ইত্যাদি—

বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়া গেল, এবার একটু বাহিরে যাইবেন তিনি। যেহেতু ব্যুজে বেড়াইতে ভালোবাসে বলিয়াছে সেহেতু ব্যুজেকেও ডাকিয়া লইলেন। এদিকে ব্যুজের শরীরের যা অবস্থা তাহাতে একটু বিশ্রাম করিলেই ভালো হয়, তাহার চোখ মেলিয়া তাকাইবারও অবস্থা নাই, তবু সম্রাট খাতির করিয়া ডাকিতেছেন, অতএব সহাস্য-বদনে গদগদ হইয়া সে চলিল। সম্রাট বাহিরে

আসিয়া দাঁড়াইতেই সৈন্যেরা হৈ হৈ করিয়া উঠিল, তাহারা ছবিখানি ঘিরিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। নাপোলেওঁ একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিলেন, তারপর বলিলেন—"যাও, ওকে ভেতরে নিয়ে যাও। যুদ্ধের হিংসাবৃত্তি দেখবার বয়স হয়নি ওর।" বলিয়া ছবিখানির দিকে আর একবার চাহিলেন।

ব্যুজে সম্রাটের এই মূল্যবান অনুভূতির গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া একবার চোখ বুজিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

সেদিন সকালে সারাক্ষণ নাকি সম্রাট সৈন্যপরিদর্শন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তাছাড়া বড় বড় সেনাপতিদের পরিকল্পিত যুদ্ধ-পদ্ধতি লইয়াও আলোচনা করিয়াছিলেন।

নাপোলেওঁ লিখিত ভাবে নির্দেশ পাঠাইলেন, কোন্ সেনাপতি কি ভাবে অগ্রসর হইবে, কে কখন গোলা ছুঁড়িবে এবং কি ঘটনার পর কি কি ঘটিবে, তখন কাহার কি কাজ হইবে সমস্তই তিনি ছকিয়া দিলেন। পরিশেষে জানাইয়া দিলেন, "আমার এই আদেশ যেন অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়।"

অবশ্য নাপোলেওঁর এই আদেশের এক বর্ণও কেহ মানিয়া চলিতে পারে নাই, কারণ ঘটনা-পরম্পরার গতি অনুযায়ী তাহাদিগকে কাজ করিতে হইয়াছিল। নাপোলেওঁর মহান সামরিক বুদ্ধিও বাস্তব ঘটনার কাছে শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হইতে বাধ্য, আর যদি সত্যকথা বলিতে হয় তবে স্বীকার করিব যে নাপোলেওঁর সঙ্গে একজন অতি সাধারণ মানুষের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

অনেক ঐতিহাসিকের বিশ্বাস, বোরোডিনোতে ফরাসী পক্ষ পরাজিত হওয়ার মূল কারণ নাপোলেওঁর শারীরিক অসুস্থতা। যুদ্ধের আগের দিন তাঁহার খুব সর্দি হইয়াছিল, তাই রুশেরা সেযাত্রা জিতিয়া গেল। এই সর্দিটুকু না লাগিলে অবশ্যই তাঁহার অমিতপরাক্রমের অমোঘ পরিচয় রুশেরা আগে এবং পরে যেমন পাইয়াছে, সেদিনও তেমনি পাইত। আমরা কিন্তু একথা আদৌ মানিতে রাজী নহি। আশী হাজার লোক যে যুদ্ধে মরিল তার মূলে নাপোলেওঁর কোনো নির্দেশ, কোনো ইঙ্গিত ছিল না। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে নাপোলেওঁই সব কিছু করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা

একেবারে মিথ্যা—যদি প্রশ্ন করা যায় যে, নাপোলেঁও কি নিজে হাতে কোনো যুদ্ধ করিয়াছিলেন? তাহার উত্তরে জবাব মিলিবে, 'না।' আবার বিবাদ, নাপোলেঁও তাঁর সাধারণ সৈনিকের চেয়ে কোনো অংশে বড় ছিলেন না। বোরোডিনোর যুদ্ধে তিনি একটা গুলী ছোঁড়েন নাই, একটা শত্রুকেও জখম করেন নাই, তবে কি করিয়া সামরিক গৌরবের মুকুট পরিবার অধিকার দাবি করেন? যা কিছু করিবার তাহা সবই করিয়াছিল তাঁহার সৈন্যেরা,—তাহারা শত্রুপক্ষের সৈন্য হত্যা করা হইতে শুরু করিয়া সব কিছুই করিয়াছিল। তাহাদের এই কার্যের মূলে আদেশ পালনের কর্তব্যই বড় ছিল না, মূলতঃ নিজেদের মনের কাছে কাজের আনন্দ পাইয়াছিল, তারই ফলে তাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল। আপনার অন্তরের আদেশ মাথা পাতিয়া মানিয়াছিল তাহারা—অন্য কিছু নহে। সমগ্র বাহিনী—পোল, জার্মান, ফরাসী, ইতালীয় প্রত্যেকটি সৈনিক ক্ষুধার তাড়নায়, পথশ্রমের ক্লান্তিতে, দীর্ঘদিনের বৈচিত্র্যহীনতার বিরক্তিতে, ছিন্ন জীর্ণ পোশাকের দৈন্যে দগ্ধ তাহারা। তাহাদের সম্মুখে একমাত্র বাধা এই শত্রু সৈন্য, ইহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলেই সামনে মস্কাউ শহরে গিয়া তাহারা দু'টি খাইয়া পরিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। এখন আর তাহারা কোনো বাধাই গ্রাহ্য করিবে না,—"যখন বোতলের ছিপি একবার খোলা হয়ে গেছে তখন মদ খেতেই হবে, ফেলে রাখা চলবে না।" এক্ষেত্রে যদি নাপোলেঁও বাধা দিতেন, যদি জানাইতেন যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই তাহা হইলে সৈন্যেরা সর্বাগ্রে তাঁহাকেই হত্যা করিত, তারপর যুদ্ধ করিত—যুদ্ধ তাহারা করিতই।

নাপোলেঁওর বিজ্ঞপ্তি যখন পড়া হইল তখন সৈন্যেরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, তাহাদের মনে হইল, ভবিষ্যতে যাহারা এই পৃথিবীতে আসিবে তাহারা স্মরণ করিবে আজিকার এই বিরাট সংগ্রামের বীরদের বীরত্বের কথা,…অতএব তাহারা জয়ধ্বনি করিল। জয়ধ্বনি করা ছাড়া বেশি কিছু করিবার তাহাদের নাই, তাহারা কেবল চিৎকার করিবে, আর আহার ও বিশ্রামের আশাতে যুদ্ধ করিবে আগামী কাল। তাহারা এই যুদ্ধের বিনিময়ে এখনই চায় খাদ্য, চায় বিশ্রাম। তাহারা মানুষ মারিবার জন্যই কেবল মানুষ মারিতে চায় না, মস্কাউতে পৌঁছিয়া আহার ও আশ্রয় পাইলে তাহারা মনিবের হুকুমেও হয়ত মানুষ মারিতে রাজী হইবে না। নাপোলেঁওর হুকুমে এ যুদ্ধ হয় নাই, কারণ তাঁহার কোনো

নির্দেশই প্রতিপালিত হয় নাই। অতএব এ যুদ্ধের জয়পরাজয়ের সঙ্গে তাঁহার সর্দি লাগার কোনই সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

পরিদর্শনের পালা শেষ করিয়া নাপোলেঅঁ তাঁবুতে ফিরিলেন খুব চিন্তিত মনে। আপন মনেই তিনি বলিলেন—"এখন ছকের ওপর গুটি সাজিয়ে দিয়েছি, কাল খেলা হবে।" পরক্ষণে হাঁকিলেন—"মদ!" তারপর ব্যুজেকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এবারে নিশ্চিন্ত হইয়া ব্যুজের সঙ্গে দুটো ঘরকন্নার কথা কহিবেন তিনি।

ছ'গ্লাস মদ শেষ করিবার পর তিনি শুইতে গেলেন। কিন্তু আগামীকাল যে যুদ্ধ হইবে তাহার চিন্তা তাঁহাকে এমন পাইয়া বসিল যে কিছুতেই ঘুম আসিল না। এদিকে সর্দিতে নাক বুজিয়া আসিতেছে।

রাত্রি তিনটার সময় নাপোলেঅঁ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। বাহিরে আসিয়া সশব্দে নাক ঝাড়িতেই একজন এ-ডি-কং ছুটিয়া আসিল তাঁহার কাছে। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, রুশেরা এখনও আছে, না পিছু হটিয়া সরিয়া পড়িয়াছে? এ-ডি-কং জবাব দিল, না এখনও ও'দিকের আলো দেখা যাইতেছে, বরাবর একভাবেই ওপক্ষের আলো জ্বলিতেছে।

তিনি তাহাকে প্রশ্ন করেন—"আচ্ছা র‍্যাপ তোমার কি মনে হয়, আমরা জিতব আজ?"

—"তাতে আর সন্দেহ কি জাঁহাপনা!"

সম্রাট তাহার দিকে তাকাইলেন।

র‍্যাপ বলিল—"সম্রাটের স্মরণ আছে কি, একদিন স্মলেন্স্ক-এ আপনিই বলেছিলেন, 'একবার যখন ছিপি খোলা হয়ে গেছে তখন মদ খেতেই হবে'!"

নাপোলেঅঁ শুধু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন, মুখে কোন কথা বলিলেন না।

কিছুক্ষণ পরে তিনি আপন মনেই বলেন—"আমার সৈন্যদের কথা ভেবে কষ্ট হয়। স্মলেন্স্ক-এর পর থেকে সৈন্যসংখ্যা আমার দিন দিন কমে যাচ্ছে।

ব্যাপ, লক্ষ্মী কখনও স্থির থাকে না, বড় চঞ্চলা ওই মেয়েটি, কথাটি মুখেই বলেছি, আজ বুঝতে পারছি কথাটা কতখানি সত্য। আচ্ছা, সব ঠিক আছে?"

হ্যাঁ জাঁহাপনা।"

পোলেঅঁ একটা ঔষধের গুলি মুখে ফেলিয়া দিয়া ঘড়িটা একবার ন, না, আর ঘুম হইবে না। কিন্তু সকাল হইতেও এখন দেরী আছে। হাতেও কোন কাজ নাই যে সেটা লইয়া সময় কাটাইবেন। সব তৈরী।

—"আচ্ছা প্রহরীরা ঠিকমত বিস্কুট পেয়েছে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ জাঁহাপনা।"

ব্যাপ বলিল যে তাঁহার আদেশ সর্বত্র প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু নাপোলেঅঁ সেকথা বিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি মাথা নাড়িয়া সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। তিনি আরও একগ্লাস মদ খাইলেন, ব্যাপকেও দিলেন একটু। মদ পান করিয়া বলিলেন—"না পাচ্ছ স্বাদ, না গন্ধ। সর্দিতে সব বোদা হয়ে গেছে। আর কি যে বড়ি দিলে খেতে বাপু ডাক্তারে—।" তারপর তিনি শরীরের কলকব্জা লইয়া ব্যাখ্যা শুরু করিলেন,—"আমাদের দেহ হচ্ছে একটা ঘড়ির মত কতকগুলো যন্ত্রের সমন্বয়ে গড়া। তবে ঘড়ির সঙ্গে তফাত এই, ঘড়িটা খুলে দেখা যায় কোথায় কি খারাপ হ'ল, কিন্তু আমাদের শরীরের বেলায় তা হবার উপায় নেই। আন্দাজে চিকিৎসা করতে হবে তোমায়। অনুমানে ধরতে হবে গোলমালটা কোথায়। খুলে দেখতে পার না, এমনিই মজার যন্ত্র। ডাক্তারে কি ক'রে ঠিক ওষুধ দিতে পারবে বল ত? তার চেয়ে মানুষের নিজের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত, আপনা আপনিই সেরে ওঠে ত ভালো, নইলে কোনোই উপায় নেই।" কিছুক্ষণ যুদ্ধ সম্বন্ধেও দু'এক কথা বলিলেন তিনি—"যুদ্ধের আসল কৌশল কি জান ব্যাপ! বিশেষ একটা মুহূর্তে শত্রুর চেয়ে নিজেকে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে তোমায়।"

ব্যাপ একথার জবাব দেয় না।

—"আগামীকাল আমরা কুতুজভের সঙ্গে লড়ব। ব্রুনোতে সে যুদ্ধ চালিয়ে ছিল মনে আছে? আর এদিকে তিনসপ্তাহ ধ'রে সে নিজের সেনাদল দেখতে আসে নি!" আচ্ছা দেখা যাবে কি হয়।"

আবার তিনি ঘড়ির দিকে তাকাইলেন। মাত্র চারটা বাজিয়াছে। না, চোখে ঘুমের কোনো আমেজ নাই, মদও ফুরাইয়া গিয়াছে। তিনি পায়চারী করিতে লাগিলেন। তারপর একটা গ্রেট-কোট গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। অন্ধকার রাত্রি। বাতাসে কুয়াশা গভীর রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছে। শেষ প্রহরী মহলের আলোর ক্ষীণ রেখা কুয়াশার স্তর ভেদ করিয়া অতিকষ্টে চোখে পড়ে। দূরে রুশদের এলাকায় আগুন জ্বলিতেছে। চারিদিক স্তব্ধ: কেবল ফরাসী সৈনিকদের পদধ্বনি শোনা যায়, তাহারা আগাইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। নাপোলেঅঁ একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। হঠাৎ একটি দীর্ঘকায় প্রহরীকে দেখিয়া তাহার কাছে আসিয়া থামিলেন। লোকটি সম্রাটকে দেখিয়া পাথরের মত নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া গেল।

নাপোলেঅঁ প্রশ্ন করে—"কতদিন তুমি কাজ করছ ?...তাই নাকি, তাহলে সেকালের লোক তুমি! আচ্ছা তোমরা খাবার জিনিস ঠিক মত পাও ?"

"আজ্ঞে হাঁা, জাঁহাপনা।"

নাপোলেঅঁ ঘাড় কাত করিয়া আগাইয়া চলেন।

সাড়ে পাঁচটার সময় তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া স্কেভার্ডিনোর দিকে চলিলেন। আস্তে আস্তে ভোর হইয়া আসিতেছে, আকাশে আলোর পূর্বাভাস জাগিয়া উঠিয়াছে। ধূসর অন্ধকার কাটিয়া ফরসা হইয়া আসিতেছে, পূব আকাশে এক টুকরা মেঘ কিন্তু জমিয়াছিল তখনও। হঠাৎ দক্ষিণ দিকে কামানের গর্জন শোনা গেল একবার, গোলার শব্দটা গড়াইয়া গিয়া ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া দিগন্তে মিলাইয়া যায়। একটু পরে দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় গোলা ছোঁড়ার শব্দ হয়, আবার নূতন করিয়া গর্জনের হুঙ্কার আরাবিত হইল। কখনও ডান দিক হইতে, কখনও বা অন্য কোনো দিক হইতে শব্দ হয়, এমনি করিয়া চারিদিকেই কামান গর্জিয়া উঠিল। সেদিনের কাজ শুরু হইয়া গেল।

এগুর তাঁবু হইতে গোর্কিতে ফিরিয়া পিটার চাকরকে বলিল,—"কাল খুব সকালে আমায় ডেকে দিও, আর দেখ, ঘোড়াগুলো তৈরী রেখ, আমি ভোরে উঠেই বেরুব।"

তারপর সে বোরিসের ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। সারাদিনের সমস্ত আমোদ তাহার সর্বাঙ্গ শিথিল করিয়া দিয়াছে। বিছানায় গা ঢালিয়া দিবার পরক্ষণেই সে ঘুমাইয়া পড়ে। পরদিন সকালে যখন চাকরে অনেকক্ষণ ধাক্কা দিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া পিটারের ঘুম ভাঙাইল তখন ঘরের দোর-জানালা রীতিমত কাঁপিতেছে।

—"হুজুর! হুজুর!" চাকরটা চীৎকার করিয়া বার বার পিটারকে ডাকিতেছিল। এক একবার হতাশভাবে পিটারের দিকে সে এমন ভাবে তাকাইতেছে, যেন কেনো কালেই মনিবের ঘুম ভাঙিবে না।

হঠাৎ পাশ ফিরিয়া পিটার বলিল, "কেন—কি হ'ল, ব্যাপার কি রে? শুরু হয়ে গেছে নাকি?"

চাকর বলিল,—"শুনুন না, কামানের আওয়াজ শুনছেন! সবাই চলে গেছে কখন—আমাদের বোরিসও চলে গেছে।"

পিটার তাড়াতাড়ি জামাকাপড় বদলাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। বাহিরে আসিয়া সকালের উজ্জ্বল দীপ্ত রৌদ্র-প্লাবিত চারিদিকে চাহিয়া তাহার মন খুশিতে ভরিয়া উঠিল. এখানে ওখানে শিশির-বিন্দুর উপর রোদ পড়িয়া মুক্তার মত জলজল করিতেছে। সূর্য মধ্য-গগনে আসিতে এখনও দেরী আছে, নীচের মেঘমালার আবরণ ভেদ করিয়া কুয়াশা-ঘন পরিবেশের মালিন্য ঘুচাইয়া আলো আসিয়া পড়িতেছে। ধূলিধূসরিত রাজপথে শিশির পড়িয়া মাটি ভিজিয়া উঠিয়াছে। ওদিকে কামানের গর্জনধ্বনি ক্রমশ কাছে আসিতেছে। গোলা-পড়ার আওয়াজে কানে-তালা লাগিবার উপক্রম।

পিটারের পাশ দিয়া একজন এ-ডি-কং ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—"কাউণ্ট তাড়াতাড়ি এস, নইলে দেরী হয়ে যাবে। জলদি।"

পিটার ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পায়ে হাঁটিয়া চলিতে লাগিল,—চাকরটা ঘোড়া

লইয়া মনিবের জন্য পথ করিয়া চলিতেছে আগে আগে। এমনি করিয়া তাহারা পাহাড়ের উঁচু একটা টিলার উপর গিয়া দাঁড়াইল। এখান হইতেই গতকাল পিটার যুদ্ধের সমস্ত আয়োজনের চেহারা দেখিয়া গিয়াছে। আজ এখানে সামরিক লোক ভিড় করিয়া রহিয়াছে। পদস্থ কর্মচারীরা সবাই আছে, প্রধান সেনাপতি কুতুজভ্ দূরবীন দিয়া দূরে কী যেন দেখিতেছেন।

উপরে উঠিয়া পিটার সম্মুখের ওই দূরবিস্তৃত জনসমুদ্রের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। গতকাল যে প্রান্তর সে দেখিয়া গিয়াছে আজ সেখানে কত মানুষ দেখা যাইতেছে! সে দিকে তাকাইলে দৃষ্টি যেন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কোথায় এর শেষ সীমানা? কোথায় গিয়া এই অসংখ্য জন-সমাবেশের সমাপ্তি ঘটিয়াছে, পিটার কিছুই বুঝিতে পারে না।

মানুষে আর ধোঁয়াতে চারিদিক যেন ভরিয়া গিয়াছে। ওদিকে সূর্য উপরের দিকে আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিতেছে, নবারুণের রক্তরাগরঞ্জিত বর্ণশোভা উচ্চতর শিলাভূমিকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। নীচের পৃথিবীতে ধূম্রধূসর আচ্ছন্নতার মধ্যে মানুষের গতিবিধি দেখা যাইতেছে। আরও দূরে দিগন্তের শেষ রেখায় গাছেরা যেখানে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেখানেও সৈন্য, ওদিকে যে পথটা স্মলেনস্কএ চলিয়া গিয়াছে সেখানেও সেনাসমাবেশ! উঁচুভূমি হইতে যে অংশ ঢালু হইয়া নিচের দিকে নামিয়া গিয়াছে সেখানেও সৈন্যরা ভিড় করিয়া আছে। পিটার যেদিকে তাকাইতেছে সেখানেই সৈন্য, সৈন্য ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কিছু নাই। পাহাড় হইতে নদী পর্যন্ত যতদূর দৃষ্টি যায় সর্বত্র সৈন্য! জীবনে এমন দৃশ্য পিটার কখনও দেখে নাই। ওই দূরে নদীজলে রোদ পড়িয়া জলটা চকচক করিতেছে, তরল রূপার মত উজ্জ্বল স্রোতধারা তরতর বেগে বহিতেছে। বন্দুকের সঙ্গীনে সূর্যরশ্মি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। দূর গ্রামের সাদা গির্জার চূড়া দেখা যায়, তার নিচে বসতির চিহ্ন, এখানে ওখানে কত বাড়ির ছাদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে,— এ সবের ফাঁকে সৈন্যরা চলাফেরা করিতেছে, তাহাও দেখা যায়। কামানের গর্জনে চারিদিক কাঁপিতেছে। কোন্‌দিক হইতে শব্দ আসিতেছে ঠাহর করা যায় না—কখনও উপত্যকার পাদদেশ হইতে, কখনও বা বনের ভিতর হইতে, কখনও আবার উপর হইতে কামানের আওয়াজ আসিতেছে। কখনও একটি গোলা আকাশে ধূম উদ্গিরণ করিয়া ক্ষান্ত হয়, পরক্ষণে হয়ত তিন চারটা

গোলা একসঙ্গে দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া আকাশে ওঠে, তারপর খুব বিস্তারে সম্মুখের সমস্ত অস্পষ্ট করিয়া দিয়া মাটিতে আছড়াইয়া পড়ে।

পিটার অবাক্‌ হইয়া দেখে, গোলার ভিতর হইতে যে পুঞ্জপুঞ্জ ধূম্ররাশি ছড়াইয়া পড়ে তাহার শোভা পিটারকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। একটা বিচিত্র শব্দ হয়, তারপর কালোজামের মত ঘন রঙের ধোঁয়াটা আস্তে আস্তে ধূসর হইয়া যায়, আরও একটু উপরে উঠিয়া তাহার রং দুধের মত সাদা হইয়া আসে, বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে পিটার—তারপর শব্দ হয় 'দ্রুম্‌!' প্রথমে দু'টি ধোঁয়ার তাল জড়াজড়ি করিয়া আসিতে দেখা যায়, তার কিছুক্ষণ পরে আবার শব্দ হয় 'দ্রুম্‌! দ্রুম্‌!' চোখে যাহা দেখা গিয়াছিল কানে শুনিয়া সেটা সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল। ক্রমশ গোলা পড়ার মাত্রা বাড়িতেছে দেখা গেল। চারিদিকেই প্রতিমুহূর্তে "দ্রুম্‌! দ্রুম্‌" শব্দ। এখন আর ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া বেলুনের আকার ধারণ করিবার অবসর পাইতেছে না, তার আগেই পিছন হইতে আর একটা অগ্নিগোলা আসিয়া অগ্রবর্তী কুণ্ডলীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে। পিটারের মনে হয়, ঐ গুরুগম্ভীর ধ্বনি যেন এই পাহাড়ের রুক্ষ রাজকীয় রূপের সঙ্গে এক ছন্দে বাঁধা। আশপাশে আর সকলের মুখের দিকে চাহিয়া পিটার দেখিল, কুতুজভ্‌ হইতে শুরু করিয়া সকলেরই মুখে একটা চাপা উত্তেজনার অভিব্যক্তি সুপরিস্ফুট। এই চাপা উত্তেজনার সঙ্গে পিটারের পরিচয় ছিল, সবে গতকাল সন্ধ্যার সময় সে শত্রুর মুখে প্রথম এই ধরণের উত্তেজনা দেখিয়াছে।

কুতুজভ্‌ একজন জেনারেলকে ডাকিয়া বলিলেন, "যাও, বন্ধু তুমি যাও, ভগবান তোমার সহায় হবেন।"

জেনারেলটি তাঁহার আদেশ অনুযায়ী ঘোড়া ছুটাইয়া পিটারের পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় আর একজনের প্রশ্নের জবাবে জেনারেলটি বলিল—"অকুস্থলে, একেবারে সামনে যাচ্ছি।"

পিটার তাঁহার পিছু পিছু চলিতে লাগিল, ভাবিল "আমাকেও যেতে হবে।" সে চট করিয়া চাকরের হাত হইতে একটা ঘোড়া লইয়া চড়িয়া বসিল। এদিকে ঘোড়ায় উঠিয়া তাহার কেবলই মনে হইতেছে চশমাটা খুলিয়া পড়িয়া যাইবে। ওদিকে লাগাম ধরিবে, কি ঘোড়ার কান দুটো চাপিয়া ধরিবে ঠিক করিতে পারে না। তাহার ঘোড়ায় চড়ার কায়দাকানুন দেখিয়া রাস্তার লোকেরা

হাসাহাসি করিতেছে, পিটারের কিন্তু সেদিকে এতটুকু নজর নাই, সে ধ্রুবের মত জেনারেলের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া পিছু পিছু চলিয়াছে।

কিন্তু জেনারেলটি কিছুদূর চলিবার পর ঢালু একটা রাস্তা দিয়া বাঁ-দিকে ঘুরিয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল, পিটার কিছুতেই তাহার হদিশ করিতে পারিল না। সামনে অসংখ্য সৈন্য চলাফেরা করিতেছে। ঘোড়সওয়ারেরা যে বূ্যহ রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাদের মধ্য দিয়া আগাইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াও পিটার মোটেই সুবিধা করিতে পারে না। সে যতই এই বেষ্টনীর বাহিরে আসিবার চেষ্টা করে ততই যেন সেনাসমুদ্র তাহাকে ঘিরিয়া ধরিতে থাকে। যাহারা তাহার আশপাশে আছে তাহারা হঠাৎ একজন অসামরিক লোককে এভাবে এখানে ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের চোখে রোষকষায়িত দৃষ্টি। তার আসল কারণ পিটার নিতান্তই অনাড়ির মত চলাফেরা করিতেছে। কখনও বা কাহাকেও ধাক্কা দিতেছে, কখনও কাহারও ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িতেছে। এই সঙ্গীন অবস্থার মধ্যে যদি এভাবে কেহ কাজের অসুবিধা করে ত কার না রাগ হয়।

একজন ত চোখ পাকাইয়া ধমকাইয়া উঠিল, "সেনাদলের মধ্যে কি জন্যে এসেছেন মশাই, যত সব উজবুক্! যান, চলে যান এখান থেকে।" আর একজন তাহার ঘোড়ার মুখে বন্দুকের ভোঁতা দিকটা দিয়া এক আঘাত করিল। ঘোড়াটা ভয় পাইয়া ছুটিতে শুরু করিল। পিটার কোন মতে ঘোড়ার পিঠটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাকে—দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার ঘোড়া ছুটিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সে খানিকটা ফাঁকায় আসিয়া পড়িল। তাহার সম্মুখে গোলন্দাজরা কামান লইয়া যুদ্ধ করিতেছে। রুশেরা নদীর সেতু আগ্‌লাইয়া লড়াই করিতেছে। ওধারে ফরাসীরাও গোলা বর্ষণ করিতেছে প্রচণ্ড বেগে। নদীর এপারে আর ওপারে যে সব সৈন্য দূর হইতে সে দেখিয়াছিল, এখন কাছে আসিয়া দেখিল তাহারাই যুদ্ধ করিতেছে। তবু যেন পিটারের বিশ্বাস হয় না যে সে সত্যই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছে—লড়াইয়ের প্রথম অঙ্ক দেখিতেছে সে। তাহার কানের পাশ দিয়া যে সব গোলা বিদ্যুৎগতিতে চলিয়া যাইতেছে তার কোনো শব্দই তার কানে বাজে না, মাথার উপর দিয়া কত অসংখ্য গোলা উড়িয়া যাইতেছে সেদিকেও তার দৃষ্টি নাই। নদীর ওপারে যাহারা নীল কোর্তা পরিয়া কামান দাগিতেছে তাহারা যে শত্রু সে

কথাও পিটার ভুলিয়া গিয়াছে। মাটির উপর যাহারা হত বা আহত অবস্থায় পড়িয়া আছে তাহারা যে বাস্তবিকই মৃত অথবা আঘাত পাইয়া উত্থান-শক্তিহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, এটুকুও একবার তাহার মনে হয় না।

কে যেন হাঁকিল, "আরে এই গোলার মুখে এসে লোকটি করছে কি? বাঁ দিকে, বাঁ দিকে ফিরে চলে যাও।"

পিটার কিন্তু ডান দিকের পথ ধরিল। যে অফিসারটি তাহাকে বাঁদিকে যাইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিল, সে ইহাতে রীতিমত চটিয়া গেল। আর একটু হইলে সে পিটারকে অপমান করিয়া বসিত, কিন্তু পিটার কাছে আসিতেই তাহাকে চিনিতে পারিয়া লোকটি বলিল, "আপনি এখানে এসেছেন কেন?"

তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া লোকটি আপনার কাজে চলিয়া গেল। পিটারের কেমন যেন সন্দেহ হইল, তাহার মনে হইল এখানকার লোকেরা বোধ হয় আমার উপস্থিতি চায় না। কাজ কি, তার চেয়ে এই চেনা লোকটির সঙ্গে যাওয়াই ভালো। সে পরিচিত লোকটির পিছু পিছু ঘোড়া ছুটাইয়া চলিল। একবার তাহাকে প্রশ্নও করিল "এইখানেই কি? আমি তোমার সঙ্গে যাবো?"

"এক মিনিট—এক মিনিট অপেক্ষা করুন।" বলিয়া লোকটি ঘোড়া হইতে নামিয়া গিয়া একজন কর্ণেলকে কি একটা সংবাদ দিয়া আবার পিটারের কাছে ফিরিয়া আসিল, "তারপর, বলুন দিকি এখানে আপনি কেন এসেছেন? শখ ক'রে দেখতে এসেছেন নাকি?"

"হ্যাঁ, তা বইকি!

এদিকে তাহার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে লোকটি ঘোড়ায় উঠিয়া পড়িল, বোধ হয় চলিয়া যাইবে।

"এখানে অবিশ্যি এখনও তেমন জোর গোলা পড়ছে না তাই রক্ষে, ওদিকে বাগ্রাসিওঁ যেখানে এগিয়েছেন সেখানে এতক্ষণ আগুন ছুটেছে।

"সত্যি! কোথায়?"

"আচ্ছা আমার সঙ্গে আসুন পাহাড়ের ওপর, সেখান থেকে বেশ দেখতেও পাবেন, আর সেখানে বিপদও তেমন নেই। আসছেন ত'?"

"হ্যাঁ, আপনার পিছু পিছু" বলিয়া পিটার তাহার চাকরকে খুঁজিবার জন্য চারিদিকে বারবার তাকাইতে লাগিল। এতক্ষণ পরে এই প্রথম তাহার

চোখে পড়িল মাটির উপর আহত সৈনিকেরা কেমন করিয়া বুকের উপর ভর করিয়া পিছাইবার চেষ্টা করিতেছে, অনেককে আবার পাল্‌কীতে করিয়া সরানো হইতেছে। একটি হতভাগ্য সৈনিক মাটিতে অসহায় ভাবে পড়িয়া আছে, তাহার পাশেই টুপীটা উল্টাইয়া রহিয়াছে, আর সে মুখ গুঁজিয়া চষা ক্ষেতের সোঁদা গন্ধ শুঁকিতেছে। নড়িবার শক্তিটুকুও বোধ করি তাহার নাই।

পিটার যেন কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, "ওই লোকটাকে কেন ফেলে রাখতে হয়েছে?" কিন্তু তাহার সঙ্গীর করুণ মুখের দিকে চাহিয়া মুখের কথাটা মুখেই রহিয়া গেল।

এদিকে তাহার ঘোড়াটা কিছুতেই প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তাহার সঙ্গীর সঙ্গে চলিতে পারিতেছে না, পিটার একটু পিছাইয়া পড়িতেছে।

সঙ্গীটি তাহার ভাবগতিক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস নেই বুঝি?"

—"না, ও কিছু নয়। ঘোড়াটার চাল ভাল নয়।"

—"আহা বেচারীর পিছনের পায়ে হাঁটুর ঠিক নীচেই যে চোট লেগেছে দেখেছি—রক্ত পড়ছে যে! হ্যাঁ দেখতে হবে না, বুলেট খেয়েছে ঘোড়া—যাক্ তাহ'লে আপনার অগ্নি-পরীক্ষার হাতেখড়ি হয়ে গেল প্রিন্স!"

আর কিছুদূর আগাইবার পর তাহারা জমাট ঘন ধোঁয়ার রাজ্যে আসিয়া পড়িল। এখানে আসিলে প্রথমেই দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, এটাই রুশ গোলন্দাজদের শক্তিশালী ঘাঁটি। অপর পক্ষেরও বোধ হয় এ খবরটা জানিতে বাকী নাই, তাহাদের লক্ষ্য এইখানের উপরই বেশি। প্রতিমুহূর্তে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা উড়িয়া আসিতেছে—পুঞ্জপুঞ্জ ধূমকুণ্ডলি ছড়াইয়া দিতেছে, চারিদিকে বারুদের উগ্র গন্ধ। একটা ঝোপের মধ্যে আসিয়া তাহারা যেন একটু মিষ্ট বাতাস পাইয়া বাঁচিল, সেখানে ঘোড়া হইতে নামিয়া ছোট একটা পাহাড়ের উপর উঠিয়া আসিল।

পিটারের সঙ্গীটি একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল জেনারেল সাহেব এখান হইতে একটু আগেই চলিয়া গিয়াছেন। এখানকার এই লোকটিও পিটারের দিকে সপ্রশ্ন ভাবে চাহিল, অর্থাৎ এ লোকটা এখানে আসিয়াছিল কেন?

পিটার নিজে হইতেই বলিল, "আমার জন্য আপনাদের ব্যস্ত হবার কিছু নেই, আমি উপরের শিখরে উঠে যেতে পারব।"

"আচ্ছা, তাই যান তাহ'লে। সেখানেই থাকবেন, ভালভাবে দেখাও যাবে আর বেশ নিরাপদ জায়গাও বটে। আবার আসব'খন আপনার কাছে" বলিয়া তাহার পরিচিত সেই এ-ডি-কং চলিয়া গেল। অবশ্য এর পর আর সে ফিরিয়া আসে নাই। সেইদিনই গোলার আঘাতে তাহার একটা হাত উড়িয়া যায় এবং বলা বাহুল্য সে মারা যায়। সে যেখানে মরিয়াছিল সেদিন সেখানে আরও দশ হাজার লোক প্রাণ দিয়াছে।

পিটার পাহাড়ের ধারে বসিয়া পড়িল, তাহার মুখে চোখে তৃপ্তির সহজ সরল হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কখনও মাঝে মাঝে উঠিয়া এপাশ ওপাশ চোখ বুলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করে সে, কোথায় কি ঘটিতেছে, কেমন করিয়া গোলন্দাজ সৈনিক তাহার কামানে গোলা ভরিতেছে, প্রত্যেকবার কেমন করিয়া ঠেলিয়া দিতেছে আর কামানের মুখ দিয়া গোলা ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে তাহাই সে বার বার লক্ষ্য করিয়া দেখে। এখানকার অগ্নীবর্ষীদল অনবরত কামান দাগিতেছে, একটার পর একটা চলিয়াছে—কামাই নাই। ইহাদের উপর কে যেন গুরু দায়িত্বের ভার চাপাইয়া দিয়াছে। এই কাজের সময়ে কোথা হইতে মোটা একজন গোলগাল লোক আসিয়া তাহাদের কাজের অসুবিধা করিতেছে এক একবার ভ্রূকুটি করিয়া কেহ কেহ পিটারের দিকে তাকায়, তাহারা যে পিটারকে ঘাব্‌ড়াইয়া দিয়াছে। একজন পদস্থ গোলন্দাজ পিটারের কাছে আসিয়া বার বার তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া গেল, আবার একটু পরে এক তরুণ লেফ্‌টেনাণ্ট তাহার দিকে ফিরিয়া প্রায় গর্জন করিয়া উঠিল, মশা ভালোয় ভালোয় এখান থেকে চলে যান বল্‌ছি, কিছুতেই আপনার এখা থাকা চল্‌বে না, বুঝলেন!"

সবাই একসঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে রায় দিল কিন্তু তারপ যখন পিটার রহিয়া গেল তখন তাহারা যেন একটু কৃপাদৃষ্টিতে দেখিতে লাগি যেমন বাড়ির কুকুরটা-বেড়ালটার উপর অনুকম্পা করে মানুষ, এও সেই রক মায়া আর কি। তাহাকে খুশি মনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সবাই যেন এ অবাক্ হইয়া যায়। আস্তে আস্তে সবাই তাহার সঙ্গে দু'একটা কথাও কহিতে লাগিল।

সহসা একটা গোলা আসিয়া পড়িল পিটারের কাছে, তাহার গায়ের উপর না পড়িয়া হাত ছ'য়েক দূরে পড়িয়া গোলাটা এক তাল মাটির চাপড়া ছুঁড়িয়া

খানিকটা গর্ত করিয়া ফেলিল। পিটার উঠিয়া দাঁড়াইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া একটু হাসিয়া চারিদিকে চোখ বুলাইয়া লইল একবার।

একজন লম্বা গোছের লিক্‌লিকে গোলন্দাজ দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনি দেখছি একটুও ভয় পাননি হুজুর!"

লোকটির দিকে চাহিয়া পিটার বলিল, "কেন তুমি ভয় পেয়েছ নাকি?"

—"কিন্তু, জানেন ত' ওরা আপনাকে খাতির ক'রে ছেড়ে কথা কইবে না।"

এদিকে দু'তিনজন সৈনিক হাতের কাজ ছাড়িয়া পিটারের দিকে চাহিয়াছিল। তাহারা সবাই নবাগত অসামরিক লোকটাকে তাহাদের মত কথা বলিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছে, তার চেয়েও বেশি খুশি হইয়াছে বৈচিত্র্যের খোরাক পাইয়া।

ওদিকে অতি মাত্রায় কর্তব্যপরায়ণ সেই তরুণ লেফ্‌টেনাণ্টটি (বোধকরি সে সবে এতবড় দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল হইয়াছে তাই এত কাজের দিকে নজর) সৈনিকদের ধমক দিয়া বলিল—"এখন এদিকে কামানের দিকে মন দাও তোমরা।"

ক্রমশ অগ্নিবর্ষণের তীব্রতা বাড়িতেছে। কিন্তু পিটারের সেদিকে দৃষ্টি নাই, কাছাকাছি যাহা ঘটিতেছে সেই দিকেই সে একাগ্রভাবে চাহিয়া আছে, কিন্তু ধোঁয়ার জন্য কিছুই ভালো করিয়া দেখা যাইতেছে না। সেই চষা ক্ষেতের মধ্যে আহত সৈনিকটিকে দেখিবার পর হইতে তাহার প্রথম দেখার উৎসাহ ও উত্তেজনা কিছুটা কমিয়া গিয়াছিল। এখন সে বসিয়া বসিয়া এখানকার গোলন্দাজদের লক্ষ্য করিতেছে। উহাদের মুখে যে উত্তেজনা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই সে লক্ষ্য করে। বেলা দশটা পর্যন্ত প্রায় কুড়ি জন লোককে সরাইয়া ফেলা হইয়াছে, দুটি কামান থামিয়া গিয়াছে। শত্রুপক্ষের বর্ষণের তীব্রতা আরও বাড়িয়াছে, গোলার গম্ভীর গুরুগর্জন মাটিতে আছ্‌ড়াইয়া পাহাড় কাঁপাইয়া যাইতেছে অনবরত। গোলন্দাজেরা এসব যেন গ্রাহ্যই করে না; তাহারা তামাসা করিতেছে খুব সপ্রতিভ ভাবে, এতটুকু দমিয়া যায় নাই কেহ।

"মাইরি, দেখ বাবা সুন্দরী! এদিকে এস না চাঁদ, ওই ওদিকে ঘোড় সওয়ারেরা আছে!" একটি উড়ন্ত গোলার দিকে চাহিয়া একজন বলিল।

আর একজনও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "ভাই যাও, ঘোড়সওয়ারদের কাছে সোজা চলে যাও মাণিক!"

তৃতীয় ব্যক্তি হাসিয়া হাঁকিল, "কি হে, ও কি তোমার সম্বন্ধী, না ভগ্নিপতি!" একটি কৃষক গোলাটা আসিতে দেখিয়া মাথা নিচু করিয়াছিল, কথাটা সেই কৃষকটিকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে।

কয়েকজনে এক জায়গায় জটলা করিয়া দূরে কি যেন লক্ষ্য করিতেছিল, তাহারা বলিয়া উঠিল, "দেখেছ ওরা পিছু হঠেছে, ওরা পিছু হঠেছে। ওই ওদিকে। ওরা পিছু হঠছে।"

একজন বয়স্ক সৈনিক বলিল, "তোমরা নিজের চরকায় তেল দাও, ওদিকে দেখ্‌ছ কি! ওরা যদি পিছু হঠেই যায় তাহলে বুঝতে হবে অন্ত কোনো মতলব আছে ওদের।" লোকটি ভিড়ের মধ্য হইতে একজনের ঘাড় ধরিয়া টানিয়া আনিয়া হাঁটু দিয়া ধাক্কা দিল,—সবাই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ওধার হইতে শোনা যায়—"পাঁচ নম্বর এগিয়ে যাও।"

"আরে! আর একটু হ'লে ও ভদ্রলোকের টুপীটা উড়িয়ে দিয়েছিল আর কি।" পিটারকে দেখাইয়া একজন বলিল, পরক্ষণে সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ইস! কি পাষণ্ড দেখেছ!" সেই গোলার আঘাতে কামানের গাড়ির একটা চাকা উড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে একটি সৈনিকের পাও কোথায় ছিঁড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

নগররক্ষী বাহিনীর উপর সমরাঙ্গণ হইতে হতাহত সৈনিকদের সরাইয়া লইয়া যাইবার ভার পড়িয়াছিল, তাহারা গোলার আওয়াজে ভয় পাইয়া একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। একজন সৈনিক সেবক-বাহিনীর দিকে চাহিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, "এই, এই গাধা এদিকে এস। মামাবাড়ীর আদর খাবার জায়গা নয় এটা, বুঝলে!"

পিটার প্রতিটি গোলার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে, যাহারা গোলার আঘাতে আহত হইতেছে তাহাদের প্রত্যেকের দিকে তাহার লক্ষ্য। সৈনিকদের মুখেচোখে অধিকতর উত্তেজনা, তীব্রতর উদ্বেগের ভাব। সে পড়িতে পারে, এক একটি মানুষ আহত হইতেছে আর সাধারণ সৈনিকদের উত্তেজনা বাড়িয়া যাইতেছে। তাহাদের মুখে হিংস্রতা ও উৎকণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পিটারের মনে হয় এই উত্তেজনা ও উদ্বেগ বুঝি অবিলম্বে দিকে দিকে সংক্রমিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িবে।

শিবিরের প্রধান প্রধান কর্তারা কি সব যুক্তি পরামর্শ করিলেন, তারপর

তাঁহারা নামিয়া নিচে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় সকলেই এক একবার রোষ-কষায়িত নেত্রে পিটারের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। পরক্ষণেই তাঁহারা ধূমপুঞ্জের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেলেন। এবার যেন এখানকার অবস্থা একটু কাহিল বোধ হইতেছে।

ক্রমশ অগ্নিবর্ষীদলের কর্মতৎপরতা আরও বাড়িয়া গেল—শিলাবৃষ্টির মত প্রতিক্ষণে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা আসিয়া পড়িতেছে, তাহার প্রত্যুত্তরে এ তরফের গোলন্দাজরাও ঘন ঘন গোলা ফেলিতেছে। পিটারের দিকে ফিরিয়া চাহিবার মত অবসর কাহারও নাই। যে বৃদ্ধ ওপরওয়ালাটি এ দলের কর্তা, সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া পায়চারি করিতে করিতে দু'একবার পিটারকে চলিয়া যাইবার জন্য বলিল।

একসময়ে সেই তরুণ লেফ্‌টেন্যাণ্টই কর্তাকে আসিয়া খবর দিল—"আর মাত্র আট দফা চলবার মত কার্তুজ মজুত আছে—এখনও কি ঘন ঘন চালিয়ে যাব?"

তাহার কথার জবাব না দিয়া বৃদ্ধ চেঁচাইয়া উঠিল, "ওই এল।"

পরক্ষণে তরুণ সেনানীটি চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং পরমুহূর্তে নিস্তেজ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

পিটারের চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী যেন প্রচণ্ড বেগে দুলিয়া উঠিল। তাহার মনে হয় বৃষ্টির মত অজস্র ধারায় যেন গোলাগুলি মানুষ আর কামানের উপর পড়িতেছে। এতক্ষণ সে এসব কথা কিছুই ভাবে নাই, কিন্তু এখন কামানের গর্জন ছাড়া আর কিছুই তাহার কানে বাজিতেছে না।

একজন সৈনিক আসিয়া খবর দিল—"বারুদ ফুরিয়ে গেছে।"

বৃদ্ধ গর্জাইয়া উঠিল—"উল্লুক! কি হয়েছে কি, দৌড়ে গিয়ে মজুত গুদাম থেকে আনতে পার না? যাও নিয়ে এসো।" বলিয়া বৃদ্ধ রোষকষায়িত নেত্রে পিটারের দিকে তাকাইল।

পিটার বলিল—"আমি যাচ্ছি।"

বৃদ্ধ তার জবাব না দিয়া বলিল—"সবুর কর, এখন গোলা ছোঁড়া একটু বন্ধ রাখ!"

বারুদ আনিবার জন্য কে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল তার পিছু পিছু পিটারও

ছুটিল। তাহাকে দেখিয়া সে লোকটি বলিল—"হুজুর, এখানে আপনি কেন এসেছেন, এ ত' আপনার ঠাঁই নয়।"

পিটার জবাব দেয় না, ছুটিয়া চলে তাহার পিছু পিছু,—সে অতি সন্তর্পণে চলিতেছে, পাছে কোন মৃত বা আহত সৈনিকের গায়ে পড়িয়া যায় এই আশঙ্কা। চলিতে চলিতে দেখিল দু'তিনটা গোলা তাহার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া পার হইয়া গেল, একটি গোলা তাহার কাছেই ফাটিল।

হঠাৎ সে নিজেকে প্রশ্ন করে—"এ আমি কোথায় যাচ্ছি?" ততক্ষণে সে বারুদের ভাণ্ডারের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এর পর কোথায় যাইতে হইবে ঠিক করিতে না পারিয়া পিটার দাঁড়াইয়া পড়িল। সেই মুহূর্তে কি এক প্রচণ্ড আঘাতে সে মুখ গুঁজিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, তীব্র উজ্জ্বল আলোর ঝলকে তাহার চোখ যেন অন্ধ হইয়া যায়। তাহার চারিপাশে কাহারা আর্তনাদে চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার পর—কি হইয়াছিল সে জানে না।

জ্ঞান হইবার পর পিটার দেখিল যে সে মাটির উপর হাত পা মেলিয়া শুইয়া আছে, তাহার পাশে খানিকটা পোড়া ঘাসে ভরা মাটি আর জামার টুকরোর অংশ পড়িয়া রহিয়াছে; একটা ঘোড়া গা-ঝাড়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল, পিটারের কাছাকাছি বোধ হয় এই ঘোড়ারই সওয়ার আহত অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া যন্ত্রণায় কাতরাইতেছে।

এইভাবে অজ্ঞান হইবার পর আতঙ্কে পিটারের বুক কাঁপিতেছে। সে উঠিয়া সোজা সেই গোলন্দাজদের আড্ডার দিকে ছুটিল। কে জানে কেন তাহার মনে হইয়াছে যে একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় এই গোলন্দাজদের ঘাঁটিটুকু। কিন্তু ছুটিতে ছুটিতে কামানের গর্জন শুনিতে না পাইয়া পিটার অবাক হইয়া যায়। তারপর গোলন্দাজদের ঘাঁটিতে আসিয়া দেখিল সেখানে সব নূতন লোক কাজ করিতেছে, ইহাদের কাহাকেও সে চিনিতে পারে না। পুরাতন চেনা লোকের মধ্যে একমাত্র সেই বৃদ্ধ কর্তাটি এখনও পায়চারি করিতে করিতে প্রত্যেকটি সৈনিককে হুকুম দিতেছে কখন কিভাবে গোলা ছাড়িতে হইবে।

হঠাৎ একসময় পিটার দেখিল একটি সৈনিক আর একজনের আক্রমণে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া চীৎকার করিতেছে "সাহায্য কর, বাঁচাও" বলিয়া। ইতিমধ্যে কখন

[illegible] পিটার [illegible] যাই। [illegible] সৈনিককে আর একজন লোক বন্দুকের সঙ্গীনের খোঁচা দিয়া আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিল। তাহার পরক্ষণে পিটার দেখিল একটি নীল কোর্তা পরা লোক আসিয়া তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিয়াছে। লোকটার হাতে আবার তলোয়ার। কি জানি পিটার কোন-কিছু না বুঝিয়াই লোকটাকে বেশ করিয়া জাপটাইয়া ধরিল, তাহার ভারে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়া পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পিটারকে আক্রমণ করিয়াছে একজন ফরাসী সৈনিক, কিন্তু তাহার কবলে পড়িয়া ফরাসীটির হাতের তলোয়ার পড়িয়া গেল, পিটার তাহার জামার কলার চাপিয়া ধরিয়া তাহার দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীটিরও সেই অবস্থা।

ওদের দু'জনেরই মনে হয়—"আমি বন্দী? না ওই লোকটাকে আমি বন্দী করেছি?"

তবে এটা ঠিক যে পিটারের ভাবগতিক দেখিয়া ফরাসীটি হাল ছাড়িয়া দিয়া বন্দী হইবার জন্য প্রস্তুতই ছিল। কিন্তু সেই সময়ে একটা গোলা আসিয়া পড়ায় ফরাসীটিকে সবেগে ধাক্কা দিয়া সে নিজেও বসিয়া পড়িল। এইভাবে ছাড়া পাইয়া ফরাসী পলায়ন করিল এবং পিটারও পাহাড়িয়া পথ ধরিয়া নিচে নামিতে লাগিল—পদে পদে মৃত ও আহতের দল সঙ্কীর্ণ পথকে ভয়ঙ্কর ও সঙ্কীর্ণতর করিয়া তুলিয়াছে। মাঝে মাঝে তাহার মনে হয়, বুঝি পিছন হইতে কে তাহার জামা চাপিয়া ধরিয়াছে।

চলিতে চলিতে অগণিত মানবজীবনের অপচয়ের বীভৎসতা দেখিয়া পিটারের বার বার মনে হয়—"এবারে এদের চলে যাওয়া উচিত—ওরা সবাই চলে যাক্। ওরা যারা বেঁচে আছে, যাদের প্ররোচনায় এই মরণযজ্ঞ হয়েছে তারা কি নিজেদের কীর্তিতে লজ্জিত হয়নি! নিজেদের হিংস্রতায় ভয় পেয়ে তাদের বুক নিশ্চয় কেঁপে উঠেছে।"

দাভুাত্ত, ম্যুরা এবং আর একজন সেনাপতি তাঁহাদের সেনাদল লইয়া বার বার আগুনের মুখে আগাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সৈন্যসংখ্যাও খুব বেশি এবং তাঁহাদের যুদ্ধ-পদ্ধতিও প্রশংসনীয় কিন্তু এত করিয়াও আজ শত্রুসৈন্যকে কিছুতেই

তাহারা ঠেকাইতে পারিলেন না। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন হয় আজ তাহার কিছুই ঘটিল না। কতবার যে এই সুপরিচালিত সেনাদলের সৈনিকেরা ভয় পাইয়া ছন্নছাড়া হইয়া ছড়াইয়া পড়িল, আবার অনেক চেষ্টা করিয়া সেনাপতিরা তাহাদিগকে সারিবদ্ধ করিলেন—তবু কিছু হইল না। আজ ফরাসীপক্ষের লোকক্ষয় হইতেছে খুব বেশী,—ক্রমশ সৈন্যসংখ্যা হালকা হইয়া আসিল, সম্রাটের কাছে খবর গেল নূতন সৈন্য না পাঠাইলে যুদ্ধ চালানো যাইবে না।

নাপোলেঅঁ জলার ধারে বসিয়া একটু মদ্যপান করিতেছিলেন, এমন সময় একজন এ-ডি-কং আসিয়া খবর দিল যে, যদি আর কিছু সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সম্রাট পাঠান তাহা হইলে রুশেরা অতি সহজে পরাস্ত হইবে।

নাপোলেঅঁরের দৃষ্টি কঠিন হইয়া উঠিল, তিনি বিস্মিতভাবে বলিলেন—"আরো সৈন্য?" তিনি এমনভাবে চেঁচাইয়া কথাটা বলিলেন যেন সেনাপতিদের এই জাতীয় অনুরোধের কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছেন না তিনি।

যে ছেলেটি এখবর আনিয়াছে তাহার বয়স অল্প, দেখিতে সে সুশ্রী এবং পোশাকে পরিচ্ছদে সে ম্যুরার অনুকরণ রপ্ত করিয়াছে, এমন কি ম্যুরার মত বাবরি করিয়া চুলও রাখিয়াছে। তাহার দিকে তাকাইয়া সম্রাট আর একবার বলিলেন—"আরো সৈন্য চাই!" তারপর অর্ধস্বগত ভাবে বলিলেন—"তা চাই বইকি, আমার বাহিনীর অর্ধেক শক্তি দিয়ে তারা ওইটুকু রুশ দলকে পরাস্ত করতে পারলে না! শোনো, নেপ্‌লেস্‌-এর রাজাকে গিয়ে বলো, এখনও দুপুর হ'ল না, এরই মধ্যে লোক চাই কী? আমি যেন দাবার চাল খুঁজে পাচ্ছি না! যাও!"

তরুণ ছেলেটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়।

সম্রাট তাঁহার প্রিয় পারিষদদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। এমন সময়ে একজন জেনারেলকে তীরবেগে এইদিকেই ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতে দেখা গেল। সেনাপতিটি সোজা সম্রাটের কাছে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সরবে বলিল যে এখনই আরো সৈন্য চাই। সেনাপতিটি ঘাড় নাড়িয়া আশ্বাস দিল যে মাত্র আর একদল সৈন্য হাতে পাইলেই রুশদের পিষিয়া শেষ করিয়া দিতে পারা যায়।

নাপোলেঅঁ ঘাড় নাড়িলেন এবং সেনাপতির কথার জবাব না দিয়াই বিচলিত ভাবে পায়চারণা করিতে লাগিলেন। এদিকে নবাগত সেনাপতিটি উপস্থিত

[illegible] প্যারিসবাসীদের কাছে ফরাসীদের বর্তমান সামরিক অবস্থা সম্বন্ধে সজোরে আলোচনা করিতে লাগিল—বলাবাহুল্য, আলোচনাটি এক তরফা, সম্রাটকে শোনানোর জন্যই সেনাপতিটির এত আগ্রহ।

নাপোলেওঁ সেনাপতিটিকে বলিলেন—"দেখ তোমার মাথাটা এমনিতেই একটু গরম হয়ে থাকে—খেয়ালের মাথায় ভুল করা তোমার পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। যাও, ফিরে গিয়ে ভালো ক'রে দেখ আর লোক দরকার হবে কি না, তারপর এসে খবর দিও।"

সেনাপতিটি চলিয়া গেল বটে কিন্তু পরমুহূর্তে আর একজন দূত আসিয়া পৌঁছিল।

—"উত্তম। তোমার কি হুকুম!" নাপোলেওঁ রুষ্ট শ্লেষভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করেন দূতকে।

—"জাঁহাপনা, প্রিন্স বল্‌ছিলেন—"

—"যে আরও সৈন্য চাই, এই কথা ত'?" তাঁহার কথায় ক্রোধের তীব্রতা প্রকাশ পাইয়াছে।

এ-ডি-কংটি বলিল—"হ্যাঁ জাঁহাপনা।

নাপোলেওঁ এক'পা দু'পা করিয়া পিছাইয়া গিয়া আবার আগাইয়া আসিলেন, তারপর বলিলেন—"তা হ'লে সৈন্য পাঠাতে হবেই, কি বল?"

অনেক করিয়া ভাবিয়া যে-সেনাদলকে পাঠাইবার হুকুম দিলেন, নাপোলেওঁ সেই দলটি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চলিতে শুরু করিল তখন আবার মত বদলাইয়া তিনি বলিলেন যে এ দল পাঠানো হইবে না। তাহার ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পৌঁছিতে অনেক দেরি হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতে আসিয়া যায় না—সম্রাটের আদেশটুকু অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছিল বই কি!

চারিদিক হইতে সেনাপতি এবং এ-ডি-কং আসিয়া খবর দিতেছে, রুশেরা এতটুকু পিছাইতেছে না, তাহারা নিশ্চল পাথরের মত ফরাসীদের সকল আক্রমণ অগ্রাহ্য করিতেছে। সবাই চায় আরও সৈন্য, আরও বল, নতুবা যুদ্ধে জয় হওয়া শক্ত।

প্যারিস হইতে আগত ব্যুজে সম্রাটকে খুশি করিবার জন্য বলিল—

"[illegible], আজকের বিজয়লাভের গৌরব আমার জীবনের সব চেয়ে বড় আনন্দ, আপনার কাছে এর জন্ত কৃতজ্ঞ।"

নাপোলেঁ ঘাড় নাড়িয়া বলেন—"জয় হবে না, আজ পরাজয়।" সম্রাটের এই কথাটুকু বিনয়ের নামান্তর মনে করিয়া সে একটু হাল্কা ভাবেই বলিল যে, এবারে সম্রাটের কিছু খাওয়া-দাওয়া দরকার।

নাপোলেঁ গর্জিয়া উঠিলেন—"চলে যাও -

পারিষদের ওষ্ঠে করুণা ও বিষণ্ণতার ক্ষীণ ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

ভাগ্যের সঙ্গে এতদূর পথ জুয়া খেলিয়া নাপোলেঁ বাজি জিতিয়া আসিয়াছেন। ক্রমশ তাঁহার মূলধনের চেয়ে বাজিধবার মাত্রাটি বাড়িয়া গিয়াছে, তবু বরাবর বাজি জিতিয়াই চলিয়াছেন—কিন্তু আজ তাঁহার সব কিছুই যাইতে বসিয়াছে, কারণ পুঁজির পরিমাণ না ভাবিয়া বড় করিয়া ফাঁদ ফেলিয়াছেন তিনি! আগে যে সৈন্যরা বিজয়পতাকা উড়াইবার জন্য লড়াই করিয়াছে আজও তাহারাই যুদ্ধ করিতেছে, সেই সব সেনাপতি, সব কিছুই পুরাতন রহিয়াছে—কিন্তু তবু কোন্ যাদুমন্ত্রের বলে নাপোলেঁকে রুশেরা ব্যর্থমনোরথ করিয়া দিতেছে আজ। চারিদিক হইতে খবর আসিতেছে—আরও, আরও সৈন্য চাই। খবর আসিতেছে, কত সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইয়াছে, অথবা আহত হইয়াছে, সেনাদলের সাহসচ্যুতি ঘটিয়াছে, রুশেরা অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছে—এ খবরও নাপোলেঁর কানে আসিয়া উঠিল।

অন্যদিন বেশিক্ষণ যুদ্ধ হয় না। অল্প সময়ের মধ্যেই রুশেরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। কিন্তু আজ আট ঘণ্টা যুদ্ধ করিবার পরও কোনো আশাপ্রদ সংবাদ কেহ আনিল না। অথচ আজ সমগ্র ফরাসী-বাহিনী নিয়োজিত হইয়াছে, নাপোলেঁর যা কিছু শক্তি ছিল তার যোলোআনা নিয়োগ করিয়াছেন তিনি। তিনি জানেন যে এখনও শক্তি উভয় পক্ষেই সমান সমান আছে, এইবার কাহার শক্তি বেশি তাহার প্রমাণ দিতে হইবে—হয় জয় না হয় এই বিরাট বাহিনীর ধ্বংস-পর্ব।

আজ দুইমাস ধরিয়া অভিযান চলিয়াছে কিন্তু এমনটা কোনদিন হয় নাই। আজ একটি রুশ-সৈন্য ধরা পড়ে নাই, কোন কামান বা অস্ত্রশস্ত্র ফরাসীরা দখল করিতে পারে নাই।

আজ যেন নাপোলেওঁ দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন। ধ্বংসের, পরাজয়ের আশঙ্কায় তাহার মন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল কেন! হঠাৎ যখন সংবাদ আসিল যে শত্রুপক্ষ বামদিক চাপিয়া আক্রমণ করিয়াছে (অবশ্য বামদিকটা সুরক্ষিত ছিল না) তখন নাপোলেওঁ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সেনাপতি আসিয়া খবর দিল যে সম্রাটের একবার ঘটনাস্থলে যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

—"কি! কি বললে তুমি? ও, তাই নাকি, আচ্ছা, আমার ঘোড়াটা আনতে বল।" সম্রাট সেনাপতিকে বলিলেন।

তারপর নাপোলেওঁ যাত্রা করিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

পথে প্রতি পদক্ষেপে শুধু মানুষ আর ঘোড়ার রক্ত আর মৃতদেহ মাড়াইয়া ঘোড়া ছুটিয়া চলে। নাপোলেওঁ তাঁহার জীবনে কখনও এইটুকু পরিসরের মধ্যে এত লোক মরিতে দেখেন নাই।

কামানের গর্জন আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তুলিতেছে প্রতিক্ষণে। আজিকার এই যুদ্ধ যেন যুদ্ধ নয়,—কশাক-এর মত মানুষকে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতেছে। এ যুদ্ধে কোন পক্ষেরই কিছু সুবিধা হয় নাই। অথচ এ মারণযজ্ঞের বুঝি শেষ নাই, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আহবনীয় করিয়া তবে কি ইহার পূর্ণাহুতি হইবে!

বহুদিন পরে আজ হঠাৎ নাপোলেওঁর মনে হইল, এ নৃশংসতা তাঁহার কীর্তিকে কলঙ্কিত করিয়া তুলিবে হয়ত।

একবার তিনি বলিয়া উঠিলেন—"এখান থেকে আমাদের দেশ কতদূর! অনেক দূর, না! না, আর নয়, আমি এভাবে মানুষের অপচয় হ'তে দেবো না। যুদ্ধ ক্ষান্ত করো।" বলিয়া তিনি ঘোড়ার মুখ ঘুরাইয়া ফিরিয়া গেলেন।

সকাল বেলায় পিটার যে অবস্থায় যেখানে কুতুজভ্‌কে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছিল তিনি সারাদিনই সেখানে সেই অবস্থায় মাথা নিচু করিয়া বেঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন। তিনি নিজে কাহাকেও কোন আদেশ করেন নাই, তাঁহার কাছে যাহারা পরামর্শ লইবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহাদের মতামত শুনিয়া শেষে হয়ত বলিয়াছেন—"আচ্ছা তাহ'লে তাই করো" কিম্বা বলিয়াছেন—"যাও, সেখানে গিয়ে যা ভালো বুঝবে তাই করো গে" অথবা মাথা

নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন—"না, না, ওতে কোন ফল হবেনা বরং আমরা একটু অপেক্ষা করে দেখি, তারপর যা হয় করা যাবে; তাড়াতাড়ি ক'র না, কোন লাভ নেই।"

কিন্তু প্রত্যেকের কথাই শোনেন, অবশ্য তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিলে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে তিনি কোন কথাই কানে তুলিতেছেন না। কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বরে, তাঁহার কথা বলার ভঙ্গিতে যেন অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পায়। তাঁহার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা দিয়া তিনি এটুকু বুঝিয়াছেন যে শত সহস্র মানুষ যেখানে জীবনমরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছে, সেখানে বিশেষ কোন একটি মানুষের ইচ্ছা, শক্তি বা বুদ্ধির কোন মূল্য নাই। সমগ্র বাহিনীর মিলিত শক্তিই জয়-পরাজয়ের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে।

বেলা এগারটার সময় একজন দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, ফরাসীরা যেসব জায়গা গত পরশু দখল করিয়াছিল আজ সেনাপতি বাগ্রাসিঅঁ পুনরায় তাহা অধিকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সেনাপতি বাগ্রাসিঅঁ আহত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া কুতুজভ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"যাও তাঁকে নিয়ে এস এখানে।" একজন এ-ডি-কংকে পাঠাইয়া দিলেন তিনি। তারপর আর একজন জার্মাণ সেনাপতির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তাহ'লে আপনি বাগ্রাসিঅঁর জায়গায় যান না!"

সেনাপতি তখনই ঘোড়ায় চড়িয়া রওনা হইলেন কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার এ-ডি-কং আসিয়া কুতুজভ্‌কে খবর দিল যে, আরও সৈন্য পাঠাইতে হইবে। কুতুজভ্‌ তৎক্ষণাৎ অন্য সেনাপতির হাতে কার্যভার দিয়া জার্মাণ সেনাপতিকে ফিরাইয়া আনিলেন, তাঁহার বিশ্বাস এই গুরুতর পরিস্থিতিতে অকারণে লোকবল অপচয় করা ঠিক হইবে না।

কিছুক্ষণ পরে খবর আসিল ম্যুরা বন্দী হইয়াছেন। একথা শুনিয়া তিনি একটু হাসিলেন, আর তাঁর পার্শ্বচরেরা উল্লসিত হইয়া উঠিল।

তাহাদের উৎসাহ দেখিয়া কুতুজভ্‌ বলিলেন—"একটু সবুর কর তোমরা। সবুর। আজ আমাদের জয় হবেই, তা ম্যুরা বন্দী হয়েছে এ ত' এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। কিন্তু এত আগে থাকতে আমাদের হৈ চৈ করা ঠিক হবে কি? সবুর, একটু সবুর।"

একজন জার্মান সেনাপতি আসিয়া খবর দিল,—"আমাদের অধিকৃত সব

জায়গায়ই শত্রুর দখলে চলে গেছে; লোকাভাবের জন্ম আমরা তাদের হটিয়ে দিতে পারছি না—আমাদের সৈন্তেরা পালিয়ে আসছে, কিছুতেই তাদের ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।"

কুতুজভ্ অবাক্ হইয়া দূতের দিকে চাহিয়া রহিলেন, প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি বার্কলে এই দূতকে পাঠাইয়াছেন।

কুতুজভ্‌কে বিচলিত দেখিয়া দূত একটু হাসিয়া বলিল—"আপনার কাছে কিছুই গোপন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়—সত্যি বল্‌ছি, আমাদের সেনাদলকে শত্রুপক্ষ ঘিরে ফেলেছে, নিজে চোখে দেখে এসেছি।"

—"তুমি দেখেছ, তুমি দেখেছ বলছ? চীৎকার করিয়া উঠিলেন কুতুজভ্, তাঁহার চোখে কুটিল ভ্রূকুটির রেখা দেখা দিল; কথা বলিতে গিয়া উত্তেজনায় তাঁহার হাত পা কাঁপিতে লাগিল। তিনি অগ্নিদৃষ্টিতে দূতের পানে তাকাইয়া বলিলেন,—"তুমি কোন্ সাহসে একথা বল আমায়, এ সম্বন্ধে তুমি কিছু জান না। যাও, তোমার জেনারেলকে ব'ল, এ সব মিথ্যা কথা আমি বিশ্বাস করি না—আসল অবস্থা যে কী তা তাঁর চেয়ে আমি ভালো করেই জানি, বল গিয়ে।"

দূতটি আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন—তাহার কারণ এ লোকটি জার্মান, জার্মানেরা কুতুজভ্‌কে মোটেই পছন্দ করে না, তাহাদের বিশ্বাস এ লোকটা আরামপ্রিয় ও স্থূলকায়, অতএব যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে কোন দূরদৃষ্টিই ইহার নাই। কিন্তু কুতুজভ্ হাত নাড়িয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন—শত্রুপক্ষের বাঁদিকের বাহিনী পিছিয়ে গেছে, ডানদিক রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে—এর পর তোমরা যদি ভুল দেখে থাক, তার জন্য আমাকেও সেই ভুল কথাটা মেনে নিতে হবে তার কোন মানে নেই। যাও জেনারেল বার্কলেকে বলো যে কাল আবার এখানেই নতুন ক'রে শত্রুকে আক্রমণ করব আমরা!"

একথার উত্তরে কেহ কোন কথা বলে না, বৃদ্ধ কুতুজভ্-এর ভারি নিঃশ্বাসের শব্দটুকু কেবল শোনা যাইতে লাগিল। তিনি একটু পরে আবার বলিলেন—"আজ আমাদের জয় সুনিশ্চিত। আগামী কাল আমরা ওদের পবিত্র রুশরাজ্যের এলাকার বাইরে তাড়িয়ে দোবো! ভগবান সহায়, বীর রুশ-সেনাদের দেশপ্রেম সহায়, আর কি চাই!"

জার্মান দূতটি তাহাদের বড়কর্তা বার্কলের কাছে গিয়াছিল (প্রকাশ থাকে

যে, বার্কলে একদিন প্রধান সেনাপতি ছিলেন) কিন্তু আবার সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে কুতুজভের নির্দেশটুকু তাহার ওপরওয়ালা লিখিতভাবে পাইতে চান! তাহার দিকে না চাহিয়াই কুতুজভ্ লিখিয়া দিবার হুকুম দিলেন।

কুতুজভের এই বিজ্ঞপ্তি নিমেষের মধ্যে দিকে দিকে সেনাদলের সর্বত্র প্রচারিত হইল। সৈন্যরা যখন শুনিল, আগামীকাল আবার শত্রুকে আক্রমণ করিবে তাহারা, তখনই মনে হইল, যে কথাটা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিলে খুশি হইত, শেষে কি তাহাই সত্য হইবে! প্রধান সেনাপতির বাগ্মিতাবর্জিত সামান্য দুটি কথা যেন যাদুমন্ত্রের মত কাজ করিল—সেনাদলের মধ্যে বিপুল উৎসাহ সঞ্চারিত হইল।

•

প্রিন্স এণ্ড্রুর দল সেদিন লড়াই করে নাই, তাহারা পিছনের দিকে দাঁড়াইয়া বসিয়া কাটাইতেছিল। তবে ক্রমাগত গোলাবর্ষণের ফলে দুচারজন এমনিই মরিতেছিল। বেলা দুইটা নাগাদ দেখা গেল যে এইভাবে সে দলের দুই-শতাধিক লোক প্রাণ হারাইয়াছে। ইহার কিছুক্ষণ পরে প্রধান শিবির হইতে নির্দেশ আসিল, অতএব তাহারা সম্মুখভাগে আগাইয়া চলিল। শুধু পথ চলিতে চলিতে কোনরকম আক্রমণ করিবার পূর্বেই এ দলের অবশিষ্ট সৈন্যের এক-তৃতীয়াংশ গোলার আঘাতে মরিল। প্রচণ্ডগতিতে, প্রবল বেগে, প্রচুর পরিমাণে শত্রুপক্ষের কামানগুলি শ্রাবণধারার মত গোলাবর্ষণ করিতেছে। এক এক সময় মনে হয় গোলার ধোঁয়া দিয়া কে যেন প্রকাণ্ড প্রাচীর গড়িয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া গোলাগুলি বাহির হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেকটি গোলার বিস্ফোরণে সৈনিকেরা নিজেদের জীবন সম্বন্ধে আশা হারাইতেছে,—কখন কাহার উপরে শমন হানা দেয় কিছু ঠিক নাই। সবাই জানে যে-কোন মুহূর্তে তাহার পালা আসিতে পারে।

উপরওয়ালা হুকুম দিলেন, বসিয়া বসিয়া কাজ করিতে হইবে. আপাতত কাজ কিছুই নাই, কেহবা বসিয়া নিজের জুতার ফিতাটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, কেহবা মাটির উপর আঁচড় কাটিতেছে, কেহবা শক্ত মাটির ঢেলা ঠুকিয়া ঠুকিয়া গুঁড়া করিয়া সময় কাটাইতেছে, আবার কেহ কেহ মাটি দিয়া বন্দুকের সঙ্গীন

মাজিয়া চকচকে করিয়া লইতেছে,—প্রত্যেকেই যেন গভীর মনোযোগ সহকারে নিজের কাজে মগ্ন রহিয়াছে। হঠাৎ যদি পাশের কোন সৈনিক গোলার ঘায়ে উল্টাইয়া পড়িয়া যায়, আহত হইয়া ছটফট করে অথবা মরিয়া স্থির হইয়া থাকে ত' তাহারা কেহ ভাল করিয়া ফিরিয়াও তাকায় না। কেবলমাত্র যদি বুঝিতে পারে যে রুশদল আগাইয়া গিয়াছে তাহা হইলে ঘাড় নাড়িয়া অনুমোদন করে —হ্যাঁ, এই ত-চাই।” মুহূর্ত-কয়েক হয়ত নিজেদের মধ্যে তাহা লইয়া কিছু আলোচনাও হয়—কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার তাহারা এই সব তুচ্ছ অকাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া ফেলে। তাহাদের আর যুদ্ধ ভাল লাগে না, তাহাদের প্রাণশক্তির মধ্যে জাগরণের চেতনাটুকু যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ একটা কুকুর দেখিয়া সেনাদলের মধ্যে কি চাঞ্চল্য! সবাই কুকুরটার দিকে স্নিগ্ধপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। হঠাৎ বাদামী রং-এর এই কুকুরটা কোথা হইতে আসিল কেহই জানে না—তবে ইহার সঙ্গে যেন গৃহস্থজীবনের একটা নিত্য সম্পর্ক রহিয়াছে। এখন জীবনের সামান্যতম কিছুর প্রতি ইহাদের প্রত্যেকের কি মায়া! হঠাৎ একটা গোলা আসিয়া কুকুরটির কাছে পড়িতেই বেচারী দু'পায়ের ফাঁকে লেজ গুটাইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল—সবাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—"এই, এই হুঁশিয়ার—তোমার ঘাড়ে পড়বে, মাইরি শেষ ক'রে দেবে—আরে অন্ধ নাকি, চোখে দেখতে পাও না…"এই ধরণের সতর্কবাণী চারিদিকে শোনা যাইতেছে, প্রতিক্ষণে।

প্রিন্স এণ্ড্রুকে তার দলের লোকদের মতই ফ্যাকাশে দেখাইতেছে। সে কেবল পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে। মাঠের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মাথা নিচু করিয়া, পিছন দিকে হাত মুড়িয়া সে ঘুরিয়া বেড়ায়, কাজের কাজ যা কিছু তা দলের লোকেরা নিজেদের মর্জি অনুযায়ী করে, সে ওদিকে কোন লক্ষ্য রাখে না—প্রথমে অবশ্য সে নিজেই পরিচালনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু যখন দেখিল যে তাহার নিজের কোনই বৈশিষ্ট্যই নাই, যখন সে বুঝিল সেনাদলকে সে নূতন কিছু শিখাইতে পারিবে এমন কোন শক্তিই নাই তার, তখন সে হাল ছাড়িয়া দিল।

সেনাদলের আর পাঁচজনের মত তাহারও মন যুদ্ধের বীভৎস হিংস্রতা হইতে

দূরে থাকিতে চায়, সে দলিত পুষ্ট ঘাসের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলে, জুতার উপর কতখানি ধুলা জমিয়াছে সেই দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ, কখনও বা চাষীর হালের দাগ ধরিয়া ধরিয়া চষাক্ষেতের মধ্য দিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলে সে। মনে মনে হিসাব করে এ জমিতে যদি আজ ষোলআনা ফসল ফলিত তাহা হইলে কি পরিমাণ শস্য পাওয়া যাইত! একটা বুনো গাছের ডাল ছিঁড়িয়া সেটা লইয়া নাড়া চাড়া করে এণ্ড্রু, ডালটা নখ দিয়া ছিঁড়িয়া তার বিচিত্র সোঁদা বন্য গন্ধ শুঁকিবার জন্য নাকের কাছে ডালটা তুলিয়া ধরে সে। গত সন্ধ্যায় পিটারকে দেখিয়া যে সব কথা মনে হইয়াছিল আজ সে সব একেবারে মুছিয়া গিয়াছে, এখন সে কিছুই ভাবে না, একঘেয়ে কামানের হুংকার, গোলা বিস্ফোরণের বিরক্তিকর শব্দ, উভয়পক্ষের রণক্ষেত্রের সমগ্র কোলাহল যেন চারিদিকের বাতাসকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছে।... এক এক সময় সামনের দিকে চাহিয়া যখন উড়ন্ত গোলা দেখিতে পায় তখন কিসের উৎসাহে এণ্ড্রুর মন যেন দুলিয়া ওঠে, সে বলে, "হ্যাঁ, এই ত' আসছে আমাদের দিকেই আসছে!" ওই আর একটা, ওটা আসছে খুব নিচু দিয়ে।...যাক্ মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে... ওখানে যেন একটা পড়ল, হ্যাঁ প'ড়েছে।" আবার সে আপন মনে এক পা এক পা করিয়া সেই দীর্ঘ মাঠের অপর প্রান্তে আস্তে হাঁটিয়া চলে।

হঠাৎ একটা গোলা আসিয়া হাত-দশেক দূরে মাটির উপর পড়িল। নিজের অজ্ঞাতে এণ্ড্রু শিহরিয়া উঠিয়া সামনের দিকে তাকায়—কয়েকটি লোক নিশ্চয় আহত হইয়াছে, হ্যাঁ, নতুবা ওখানে ভিড় জমিবে কেন?

একজন এ-ডি-কংকে ডাকিয়া এণ্ড্রু বলিল, "ওদের ব'লে দাও একজায়গায় যেন অত লোক জটলা না করে—একটু ছড়িয়ে ছড়িয়ে থাকতে বল, বুঝলে!"

"দেখো, হুঁশিয়ার!" ভীত আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল একটি সৈনিক। পরমুহূর্তে একটি গোলা যেন পাখির মত মাটি ঘেঁষিয়া উড়িয়া গিয়া, একজন মেজরের ঘোড়ার পায়ে আঘাত করিল। ঘোড়াটি আরোহীকে ফেলিয়া দিয়া পড়িয়া যায়।

পরক্ষণে এ-ডি-কং হাঁকিল, "শুয়ে পড়ুন, শুয়ে—"

কিন্তু প্রিন্স এণ্ড্রু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সে বুঝিতে পারে না গোলাটি কোথায় পড়িবে। তারপর এক রাশি ধোঁয়া ছড়াইয়া গোলাটা ঠিক দুজনের মাঝামাঝি জায়গায় পড়িয়া একটা গাছের খানিকটা অংশ দগ্ধ করিল।

পোড়া গাছটির দিকে চাহিয়া তার মন সমবেদনায় ভরিয়া যায়, সে মনে মনে ভাবে, "এই ভাবেই কি মৃত্যু আসে! কিন্তু আমি ত' মরতে চাই না— জীবনকে আমি ভালবাসি, এই পৃথিবীর মায়া আমার মনকে বেঁধে রেখেছে। না পারব না, মরতে আমি পারব না।" তাহার সমগ্র অন্তর জীবনের প্রতি কি এক গভীর আকর্ষণে যেন ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার মনের কথাটা যে কতদূর সত্য, কী অন্তর্লীন গভীরতায় ইহার উৎস, সে কথা এণ্ড্রু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিল যখন সত্য সত্যই একটা গোলা আসিয়া মাটিতে লুটাইয়া দিল তাহাকে। সে শুধু দেখিল, চারিদিক ধূম্রপুঞ্জে আচ্ছন্ন, তারপর সে দু'হাত তুলিয়া কি যেন বলিতে চাহিল, পরক্ষণে সে কথাটা বলিবার আগেই এণ্ড্রু মুখ থুব্‌ড়াইয়া ভূমিতে আছড়াইয়া পড়িল।

কে একজন বলিল, "এস এদিকে এস।" অমনি কয়েকজন কৃষক আসিয়া ধরাধরি করিয়া এণ্ড্রুকে তুলিল; সে যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করিয়া গোঙাইতেছে। লোকগুলি পরস্পর মুখচাওয়া-চাওয়ি করিয়া আবার তাহাকে মাটিতে শোয়াইয়া দিল।

আর একজন বলিল, "নাও, নাও তুলে নিয়ে চল্—"

এবারে তাহারা এণ্ড্রুকে স্ট্রেচারে তুলিল।

উপরওয়ালা পরস্পর বলাবলি করিতেছে, "ইস্ একেবারে পেটের মধ্যে চলে গেছে? তা হ'লে আর আশা নেই! ও আর দেখতে হচ্ছে না।"

এ-ডি-কংটি বলিল, "আমার কানের ওপর দিয়ে চ'লে গেল।

বাহকেরা আর বিলম্ব করে না, তাহারা চলিয়া যায় এণ্ড্রুকে লইয়া।

একজন অফিসার তাহাদিগকে ধমকাইয়া দিল, "এই ব্যাটারা সাবধানে নিয়ে যাবি।"

টিমোখিন খবর পাইয়া স্ট্রেচারের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে এণ্ড্রুকে ডাকিল। তাহার কথার উত্তরে এণ্ড্রু একবার চোখ মেলিয়া চাহিল মাত্র, পলক পড়িতে যা দেরি, আবার সে চোখ বুজিল।

উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলিয়া এণ্ড্রুকে ভিড় ঠেলিয়া একেবারে হাসপাতালের প্রথম তাঁবুতে আনা হইল, ইহার পর কি হুকুম হইবে তাহা শুনিবার আশায়

এণ্ড্রুর বাহকেরা বসিয়া থাকে। এতক্ষণ পরে এণ্ড্রু আর একবার চোখ মেলিয়া চাহিল কিন্তু কিছুই সে বুঝিতে পারে না— এ কোথায় আসিয়াছে, আশেপাশে কতগুলি লোক কেনই বা দাঁড়াইয়া বসিয়া আছে এণ্ড্রু বুঝিতে পারে না। তাহার মনে পড়িতেছে সেই ধূম্রপুঞ্জের কথা। তাহার মন যেন বাঁচিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে পাশের এই পোড়া গাছটির দিকে চাহিয়া—কিন্তু সেসব কোথায় গেল! সেই পোড়াগাছের কালো ঝলসানো ডালগুলি ত আর দেখিতে পাইতেছে না এণ্ড্রু। তার বদলে ঠিক তার পাশেই একটি লম্বা সৈনিক জোর গলায় অনবরত বকিয়া যাইতেছে, ও লোকটার কথা সবাই বেশ মন দিয়া শুনিতেছে। সৈনিকটি বেশ সুদর্শন, এণ্ড্রুর যেন মনে হয় ইহাকে কোথায় দেখিয়াছে সে।

সে লোকটি গল্প করিতেছে, "আমরা এমনই গোলা ছেড়েছিলাম যে ওরা সব-ছেড়েছুড়ে পালাতে আর পথ পেলে না। ব্যাস আর যায় কোথায়, নেপল্‌সের রাজাকে আমারা বন্দী ক'রে ফেললাম।" বলিতে বলিতে লোকটির চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিল—তাহার মাথায় এবং পায়ে চোট লাগিয়াছে।

এণ্ড্রুও তাহার কথা শোনে, তাহার মন যেন ইহাতেই কিছুটা সান্ত্বনা পায়। একবার তাহার মনে হয়—তাই ত' সত্যি কি হয়েছে আমার? কেন, কেন এখানে এসেছি? আর মরবার কথাই বা এত বেশি ক'রে মনে হচ্ছে কেন? না না জীবন সম্বন্ধে যোল আনা হয়ত' বুঝতে পারিনি কোথায় কি ভুল রয়ে গেছে। নইলে বাঁচবার বাসনা এত বেশি হল কেন।"

একটি ডাক্তার বুঝি একমুহূর্তের জন্য বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার জামা কাপড়ে সর্বত্র রক্তের দাগ, হাতের তালু এবং আঙুলেরও তার চেয়ে ভাল অবস্থা নহে, সে কোনরকমে বুড়ো আঙুলের সাহায্যে একটা চুরুট ধরাইয়া এক আধটা টান দিয়া একবার আহত লোকগুলির মাথার উপর দিয়া সামনে দৃষ্টি মেলিয়া দিল। তাহাকে দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সামান্য এক মুহূর্ত দম লইবার জন্য সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সামনের দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে হতাশ হইয়া পড়িল। এদিকে তাহার একজন সহকারী আসিয়া এণ্ড্রুকে দেখাইতেই ডাক্তারটি বলিল, "এক মিনিট!"

আর যাহারা অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে এণ্ড্রুকে এভাবে আগে ভিতরে লইয়া যাওয়ায় তাহাদের মধ্যে অসন্তোষের গুঞ্জন উঠিল, "কেন বাবা, তোমাদের কি পরলোকেও আলাদা ব্যবস্থা ভদ্দর লোকদের জন্যে! বড়লোকের মহিমা বটে।"

প্রিন্স এণ্ড্রুকে অস্ত্রোপচারের টেব্‌লে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। সবেমাত্র টেব্‌লটা খালি হইয়াছে, একজন ডাক্তার সেটা পরিষ্কার করিয়া দিল। বার বার, লক্ষ্য করিয়াও এণ্ড্রু বুঝিতে পারে না তাঁবুতে আর কাহারা রহিয়াছে—একদিকে কতকগুলি মানুষের ক্রন্দন ও কাতর আর্তনাদ আর একদিকে তাহার নিজের যন্ত্রণা। তাহার পাকস্থলীর মধ্যে, পিঠে এবং পাঁজরাতে অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে। এণ্ড্রুর মনে হইতেছে এ চন্দ্রাবারের সর্বত্র মানুষের তাজা রক্ত আর মাংস ছড়ানো রহিয়াছে, কোথাও এতটুকু পা বাড়াইবার ঠাঁই নাই—

এ তাঁবুতে মোট তিনটি টেব্‌ল,—দুটিতে অন্য রোগী রহিয়াছে, তৃতীয়টিতে এণ্ড্রু। টেব্‌লের উপর শুইয়া এণ্ড্রু এপাশ ওপাশে চোখ বুলাইয়া দেখিল, তাহার গায়ের কাছের টেব্‌লে একটি তাতারী বসিয়া আছে। চারজন সৈনিক এই তাতারীটিকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, একজন ডাক্তার তাহার পেশীবহুল পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি যেন করিতে ব্যস্ত।

হঠাৎ তাতারীটি প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়া নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া সকলকে গালাগালি দিতে শুরু করিল।

ওপাশের টেব্‌লের চারধারে অনেকগুলি লোক ভিড় করিয়া ঘিরিয়া আছে। ওই টেব্‌লে যে লোকটি শুইয়া আছে তাহার হাতপায়ের গঠন দেখিয়া বেশ বলিষ্ঠ বলিয়াই মনে হয়, মুখটা দেখা গেল না, তবে মাথার কোঁকড়ানো চুল এবং মাথাটা দেখিয়া এণ্ড্রুর মনে হইল ইহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছে সে। লোকটি যেন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে, কান্নার বেগে তাহার সারাদেহ দুলিয়া উঠিতেছে। জনকয়েক লোক তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া আছে।

তাতারীটিকে অস্ত্রোপচার করিয়া ডাক্তার আসিয়া এণ্ড্রুর কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "জামা কাপড় খুলে ফেল এর। কি, দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছ কি হে!" বলিয়া ডাক্তারটি তাহার সহকারীর দিকে বিরক্তিভরে তাকাইল।

সহকারীটি যখন তাহার জামার বোতাম খুলিতেছিল সেই মুহূর্তে এণ্ড্রুর ছেলেবেলার কথা মনে পড়িয়া যায়। ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিতে করিতে ডাক্তারের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। সে আর একজন ডাক্তারকে ডাকিল। তারপর এণ্ড্রুর আর কিছু মনে পড়ে না, তীব্র যন্ত্রণার অনুভূতির শেষ রেশটুকু লুপ্তচেতনার মধ্যেও যেন মাঝে মাঝে তাহাকে পীড়িত করিয়াছে,—তার বেশি কিছু তার মনে নাই। যখন সে চোখ মেলিয়া আবার চাহিল, যখন সে পুনরায় বুঝিতে পারিল যে হাসপাতালের টেব্‌লে সে শুইয়া আছে, তখন তাহার ভাঙ্গা হাঁটুর ভিতর হইতে গোলার টুকরা এবং গুঁড়া হাড় বাছিয়া বাহির করা শেষ হইয়া গিয়াছে এবং ক্ষতস্থান ধুইয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার চোখে মুখে ঠাণ্ডা জল দেওয়া হইতেছে, ডাক্তার তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া একটি চুম্বন করিয়া চলিয়া গেল, দ্বিতীয়বার তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিবার সময় নাই ডাক্তারের।

প্রবল যন্ত্রণার পর স্বস্তির অবসাদে এবং তৃপ্তিতে এণ্ড্রুর দেহ মন যেন নূতন হইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়ে যেন ছেলেবেলার বুড়ি আইমা তাহাকে যখন ছড়া শুনাইয়া ঘুম পাড়াইত তখন হয়ত' এইরকম একটা অনুভূতি হইত। না, বাঁচিয়া থাকিতে তাহার ভাল লাগিতেছে—কবেকার কোন্ কথা মনে হইতেছে যেন আজিকার ঘটনা।

ওদিকে দূরের টেব্‌লে যে লোকটাকে এণ্ড্রুর চেনা মনে হইয়াছিল তাহাকে লইয়া ডাক্তারেরা এখনও ব্যস্ত। সকলে মিলিয়া লোকটিকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

যন্ত্রণায় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "একবার দেখাও—আমায় দেখাও!"

তাহার কান্নার আওয়াজ কানে আসিতে এণ্ড্রুর চোখ দুটিও জলে ভরিয়া আসিল। কেন, কিসের জন্য তাহার এ অশ্রু?—বেদনার এ ক্রন্দন? তবে কি, বাল্যকালের কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার অন্তরের আবেগ অশ্রুরূপ ধারণ করিল? অথবা নিজের যন্ত্রণার কথা ভাবিয়া পরের দুঃখে মন করুণায় ভরিয়া উঠিয়াছে বলিয়া এ ক্রন্দন?

বার বার অনুরোধ করার পর, তাহারা ওই লোকটিকে তা'র কাটিয়া বাদ দেওয়া পা-খানি তুলিয়া দেখাইল,—তখনও রক্তমাখা জুতাটা পায়ে পরানো রহিয়াছে।

—"ও হো, হো—" লোকটি ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, মেয়েদের মত তাহার অশ্রুবেগ কোন বাধা মানিতে চায় না।

ডাক্তারেরা তাহার কাছ ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

এণ্ড্রু আপন মনে বলিয়া উঠিল, "এখানে, এখানে কেন? ও কিজন্যে এসেছে?" এণ্ড্রু চিনিতে পারিয়াছে আনাতোলকে, ও লোকটী আর কেহ নয় আনাতোল।

হাসপাতালের একটি চাকর আসিয়া তাহার মুখের কাছে এক গ্লাস জল তুলিয়া ধরিল। জলে চুমুক দিবার সময় এণ্ড্রু বলিল—"হাঁ, সে-ই বটে। ও লোকটি আমার সঙ্গে কি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা রয়েছে? হ্যাঁ, কি যেন একটা বিশ্রী কথা জড়িয়ে রয়েছে ওর সঙ্গে···না! কিন্তু একি?" সহসা কোথা হইতে আনন্দের জোয়ার আসিয়া এণ্ড্রুর সমস্ত দুঃখবেদনার পুঞ্জিত মেঘস্তূপকে ধারাবর্ষণে শান্ত সিক্ত কোমল মধুর করিয়া তুলিল। কেন, কোথা হইতে এ আনন্দের উৎস আসিল, তাহা এণ্ড্রু জানে না। তাহার সামনে নাতাশার মুখচ্ছবি ভাসিয়া উঠিয়াছে—প্রথম বল্‌নাচের আসরে যে নাতাশাকে দেখিয়াছে এণ্ড্রু, এ সেই ছবি। তখনও যৌবন-মদিরার উদ্বেলতায় নাতাশার তরুণ কিশোরী দেহ কানায় কানায় ভরিয়া ওঠে নাই, কিছু কৃশ তার হাত দু'খানি, বুকের গঠন তখনও বক্ষ ভরিয়া তুলে নাই, তার অঙ্গে সম্ভাবনার আশা-সঞ্চার হইয়াছে শুধু। সে মুখে পবিত্র সুকুমার সরলতা মাখা, স্বর্গীয় জ্যোতিতে দীপ্তিময়। এণ্ড্রু ভালবাসে, নাতাশাকে সে ভালবাসে। আজ তাহার মনে হইতেছে কোন আশা-প্রতীক্ষার পথ চাহিয়া থাকিবার জন্য তাহার প্রেম নহে, শুধু আপন সত্তাকে উজাড় করিয়া দিয়া ভালবাসিবার জন্যই তাহার প্রেম, পূজা। গভীর, কোমল, অনাস্বাদিত অনুভূতিতে এণ্ড্রুর অন্তর আজ ভাবময়।··· আজ আনাতোলকে দেখিয়া তাহার মনে কোন বিকার হইল না, সে এসবের বাহিরে। আনাতোলকে কৃপা করিবার মত মহত্ত্ব তাহার আছে! একদিন যে দুর্বলতার জ্বালায় তাহার মন পুড়িয়া 'খাক্' হইয়া গিয়াছিল আজ সে কথা মনে হইলে দুর্বলতার জন্য দুঃখ হয়। আজ তাহার মনে শান্তির আস্তরণ বিছাইয়া দিয়াছে যেন কে, একদিন মেরিয়া তাহাকে যে প্রেমের কথা কত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে তবু সে বোঝে নাই, আজ সেই কথাটাই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে হইতেছে এণ্ড্রুর কাছে, "মানুষের প্রতি মানুষের

করুণা প্রীতি,—এ নইলে পৃথিবী মিথ্যে। যারা আমায় ঘৃণা করে, যারা আমায় ভালবাসে তাদের সবাইকে আমি ভালবাসি। কিন্তু একথাটা যেন অনেক দেরিতে আমি বুঝ্‌তে শিখলাম। আজ আর একথা জেনে কি কোন লাভ হবে! বড় দেরি হয়ে গেছে,—হ্যাঁ দেরি হয়ে গেছে!"

•

রণক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্য—চারিদিকে অসংখ্য মানব দেহের স্তূপ, মৃত ও আহতের বিশেষ প্রভেদ রাখা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিক্ষণে দূত আসিয়া নূতন ক্ষতির সংবাদ দিতেছে। খবর আসিল যে জন-কয়েক সেনাপতি মরিয়াছে, হয়ত' বা সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছে। এই ভাবে প্রতি মুহূর্তে ক্ষতি ও লাঞ্ছনার পরিমাণ যতই বাড়িয়া যাইতেছে নাপোলেঁও যেন ততই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছেন, কি এক গুরুতর যন্ত্রণায় তাঁহার সারাদেহ যেন বিষাইয়া উঠিয়াছে। অন্যদিন যে মানুষ চোখের সামনে মৃত্যু দেখিলে খুশি হইয়া উঠে, উৎসাহিত হয়, আপনার সহনশীলতার তারিফ করে, আজ সেই নাপোলেঁও বেশিক্ষণ স্থির হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারিলেন না। আজ যেন তাঁহার মন পর্যুদস্ত হইয়াছে। তিনি ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেলেন নিজের তাঁবুতে।

বসিয়া বসিয়া কামানের গর্জন শোনা ছাড়া কোন উপায় নাই। মাথা নীচু করিয়া তিনি কামানের গর্জন শোনেন আর মনে মনে ভাবেন, "এ যুদ্ধের শেষ কবে হবে!" একদিন যে কাজ নিজেই হাতে শুরু করিয়াছিলেন নাপোলেঁও, আজ আর তাহার গতিরোধ করিবার শক্তি নাই তাঁহার, শুধু উৎকণ্ঠিত আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবেন তিনি, "কবে শেষ হবে?" আজ যেন ওই সমগ্র মৃতস্তূপের মধ্যে একটি নিঃশব্দ প্রতিবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে, নীরব তিরস্কারের ভাষা মৃত মানুষগুলির মুখে লেখা রহিয়াছে, "এর জন্য তুমি দায়ী!" নাপোলেঁও মনে মনে বেদনার্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি আর মস্কাউ যাইবার জন্য উৎসুক নহেন—যশ, খ্যাতি, বিজয় গৌরব, ইতিহাসে অমরত্বের লোভ—কিছু আর তাঁহাকে লুব্ধ করিতে পারে না, সমগ্র অন্তর এক বাক্যে বলিতেছে—বিশ্রাম চাই, শান্তি দাও, মুক্তি দাও!...কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনি যখন তাঁবুর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, একজন সেনাপতি আসিয়া যখন জানাইল আরও লোক চাই, রুশেরা প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিতেছে

তাহাদের প্রতিরোধ করিতে হইলে নূতন বল চাই—তখন নাপোলেঅঁ নূতন সেনাদল পাঠাইলেন এবং সেনাপতিকে বলিলেন যে তাঁহাকে যেন ফলাফল জানানো হয়। ইহার কিছুক্ষণ পরে একজন সহকারী আসিয়া খবর দিল, "আমাদের গোলা ওদের চ'ষে ফেল্‌ছে জাঁহাপনা কিন্তু ওরা ত' একটুও সরছে না।"

—"আরও চাই ?" অস্পষ্ট ভাবে নাপোলেঅঁ প্রশ্ন করেন।

—"জাঁহাপনা ?" সহকারীটি তাঁহার কথা শুনিতে পায় নাই।

—"আরও চাই ? তা দরকার হয় আরও লোক নিয়ে যাও।"

ক্ষণপূর্বের মানব-চেতনা বাহ্যিক পৃথিবীর কৃত্রিমতায় কোথায় লুপ্ত হইয়া যায়, নাপোলেঅঁ আবার বীরত্বের বিজয়-গৌরবের মায়ায় আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন। সহস্রের বন্যা-স্রোতে একটি মানবতার অনুভূতি দলিত পীষ্ট হইয়া ধূলায় এমনি করিয়াই অবলুপ্ত হয়।

আজিকার এই বরোডিনোর যুদ্ধের কথা নাপোলেঅঁ জীবনে কোনদিন ভুলিতে পারেন নাই। এদিনের ক্ষতির পরিমাণ হয়ত' তাঁহার মনের গোপন কোণে কিছু তৃপ্তি আনিয়া দিয়াছিল,—এত লোক মরিয়াছে একটি লোকের ইচ্ছার বেদীমূলে, শুধু সেই নায়কত্বের আনন্দই হয়ত' নাপোলেঅঁকে লুব্ধ করিয়াছিল, তাই সেণ্টহেলেনায় তিনি যখন অন্তরীণ ছিলেন সেই সময়ে রুশ যুদ্ধের কথা লিপিবদ্ধ করিবার সময়ে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, বৃহত্তর ইউরোপকে একত্রাবদ্ধ করিবার জন্যই এই যুদ্ধের অবতারণা হইয়াছিল। হয়ত' এমন একদিন আসিতে পারিত যখন সমগ্র ইউরোপের লোকেরা একজাতি এক প্রাণ হইয়া একই সম্রাটের ছত্রচ্ছায়ায় পরম শান্তিতে দিন যাপন করিতে পারিত,—বৃদ্ধ বয়সে সম্রাট নাপোলেঅঁ পুত্রের হাতে রাজ্যভার ছাড়িয়া দিয়া সম্রাজ্ঞীকে সঙ্গে করিয়া দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করিতেন এবং প্রজাসাধারণের দুঃখ দুর্দশা দূর করিবার ব্রত উদ্‌যাপন করিতেন।

• কিন্তু ভবিষ্যতে ভাল করিবার কল্পনায় সহস্র সহস্র মানুষের প্রাণ হরণ করিবার অধিকার তাঁহার ছিল কি ? নাপোলেঅঁর নিজের বিবরণ হইতে কিছুটা উদ্ধৃত করিয়া দিলে হয়ত' এই যুদ্ধের ক্ষতির পরিমাণটা কিছু অনুমান করিতে পারা যাইবে।

—"চারলক্ষ লোক ভিস্টুলা পার হইয়াছিল। এই বাহিনীর অর্ধেক ছিল অষ্ট্রীয় তা ছাড়া প্রুশীয়, স্যাক্সন, পোলদেশীয়, স্পেনীয়, ইতালীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সৈন্যও ছিল। সমগ্র বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ ছিল খাস ফরাসী। এবং এই অভিযানে মোট ফরাসী সৈন্য পঞ্চাশ হাজার মরিয়াছিল, রুশদের ক্ষতির পরিমাণ ইহার চতুর্গুণ (তা ছাড়া মস্কাউ অভিযানের সময়ে গৃহচ্যুত হইয়া, শীতে, অনাহারে প্রায় লক্ষাধিক রুশ প্রাণ হারাইয়াছিল)।"

নাপোলেঅঁ সত্যই বিশ্বাস করিতেন যে, রুশযুদ্ধের ফলাফলের জন্য তিনিই দায়ী, কিন্তু তবু এই লোকক্ষয়ের জন্য কোন ক্ষোভ, কোন বেদনা বা অনুশোচনা প্রকাশ করেন নাই।

বরোডিনোতে রুশেরা যে জয়লাভ করিল তাহার মূল্য অনেক, এ যুদ্ধে তাহাদের পক্ষে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বড় সামান্য নয়। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে প্রতিপক্ষের শক্তি কতখানি এবং তাহাদের নিজেদের দুর্বলতা কত বেশি। আজিকার এ পরাজয়ে আহত ক্ষিপ্ত পশুর মত দুর্বার গতিতে শত্রু-পক্ষ মস্কাউ-এর দিকে ধাবিত হইবে একথা রুশদের জানিতে বাকী নাই এবং শত্রুর এ গতিকে বাধা দিবার মত শক্তি রুশদের নাই তাহারাও তাহা ভাল করিয়াই জানে। সর্বনাশের পথে প্রচণ্ড বেগে নাপোলেঅঁ তাঁহার বাহিনীকে টানিয়া লইয়া গেলেন। বরোডিনোতে যে আঘাত পাইয়াছিল ফরাসীরা, সে ক্ষতের রক্ত ক্ষরণ মস্কাউতেও বন্ধ হয় নাই। মস্কাউতে কয়েকদিন বিশ্রাম লইবার পর, কোন কিছু না করিয়াই নাপোলেঅঁ প্রত্যাবর্তন করিলেন। পথে পথে কত লোক মরিল তাহার খবর কে রাখে। যেদিন ফরাসী বাহিনী দেশে ফিরিল সেদিন পাঁচলাখ সৈন্য প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

ইউরোপের প্রায় সমগ্র শক্তিপুঞ্জ একতাবদ্ধ হইয়া রুশ সাম্রাজ্যের কণ্ঠরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছে। এদিকে অসামরিক প্রজাগণ মস্কাউ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে, তাহারা যে ভয় পাইয়া পলায়নপর হইয়াছে তাহা নহে, এতদিনের স্বাধীন রুশসাম্রাজ্য—ফরাসীর করতলগত হইবে একথা কেহ ভাবিতে পারে না, কেহ এ অপমান দাঁড়াইয়া সহিতে পারিবে না বলিয়াই চলিয়া যাইতেছে। ভয় করিবার কিছু নাই, কারণ ফরাসীরা দুর্বল নহে, বিজিতের প্রতি তাহাদের সহানুভূতিশীলতার উদাহরণ অনেক ত' রহিয়াছে, কাজেই ভয় পাইবার কিছু নাই। রুশেরা রাজধানী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে তাহার কারণ জাতির আত্মমর্যাদা খর্ব হইবে, সেদৃশ্য তাহারা দেখিতে পারিবে না।

বরোডিনোর যুদ্ধের পরদিন রুশবাহিনী ফরাসীদের প্রতিরোধ করিবে কি না, তাহা লইয়া মতদ্বৈধ হইল। অবশ্য গতকাল যে রুশদেরই জয় হইয়াছে একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, সেই মর্মে সম্রাটের কাছে এক বিজ্ঞপ্তিও চলিয়া গিয়াছে, এদিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, ফরাসীদের আর অগ্রসর হইতে না দিয়া এইখানেই আর একদিন যুদ্ধ করিয়া শত্রুপক্ষকে ঘরে ফিরাইয়া দেওয়াই ভাল। কিন্তু চারিদিক হইতে যে বিপুল লোক-ক্ষয়ের খবর আসিতে লাগিল তাহাতে কুতুজভ্ রীতিমত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—সমগ্রবাহিনীর অর্ধেক সৈন্য শেষ হইয়া গিয়াছে, আহত সৈনিকদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থাই এখনও হয় নাই, রণভূমি হইতে মৃতদেহের স্তূপ সরানো হয় নাই, যে সব সেনাপতি বা পদস্থ কর্মচারী অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের জায়গায় নূতন লোক নিয়োগ করার কাজ এখনও ষোলআনাই বাকী। তাছাড়া যাহারা যুদ্ধ করিবে তাহারাও মানুষ ত', তাহাদের আহার ও কিছু বিশ্রামের দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার, এই সব নানা কথা চিন্তা করিয়া কুতুজভ্ নিজের মনের বাসনা দমন করিলেন, স্থির করিলেন অবিলম্বে রুশবাহিনীকে এখান হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। একেবারে মস্কাউ পর্যন্ত পিছু হটিয়া যাইতে হইবে এবং অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োজন হইলে আরও দূরে যাইতেও দ্বিধা করা উচিত নয়।...অতএব, মস্কাউ শহর শত্রুরা দখল করিল।

কুতুজভের এই সিদ্ধান্ত যে সকলে নির্বিবাদে মানিয়া লইবে না একথাও তিনি জানিতেন। নানা মুনির নানা মত—এক একজন কর্মচারী এক একটি পরামর্শ বাতলাইয়া নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে চায়।

কিন্তু কুতুজভ্‌ পশ্চাদপসরণ ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারেন না। অন্যান্য বড় বড় সেনাপতিদের তীব্র সমালোচনাকে তুচ্ছ করিয়া তিনি পিছু হটিয়া যাওয়ার আদেশ দিলেন। সমর পরিষদের বৈঠকে বেন্নিগ্‌সেন যখন বলিলেন, "আমরা কি শেষকালে আমাদের পবিত্র প্রাচীন রাজধানী বিনাযুদ্ধে ছেড়ে দিয়ে চলে যাব?" তখন তাহার উত্তরে বৃদ্ধ কুতুজভ্‌ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া কঠিন দৃষ্টিতে বেন্নিগ্‌সেনের দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, "প্রাচীন, পবিত্র রাজধানীর কথা বলবার জন্য কাউকে এখানে নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে আনা হয়নি—দয়া ক'রে মনে রাখবেন কি, যে ওই প্রাচীন এবং পবিত্র এই দুটি শব্দ আজ রুশ জাতির কাছে অর্থহীন। এখানে আমরা সামরিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা ক'রতে এসেছি, এখানে কোন ভাবালুতার ঠাঁই নেই আপনারা জেনে রাখুন। আজ যদি এখানে দাঁড়িয়ে আমরা সামনা-সামনি লড়াই করি তবে আমাদের হেরে যেতে হবে, এবং লোকক্ষয় হবে অনেক। তার চেয়ে যদি কোন বাধা না দিয়ে নিরাপদে দূরে চলে যাই তবে পরে ভবিষ্যতে এর প্রতিশোধ নেবার মত অবসর, সুযোগ এবং শক্তি সবই বজায় থাকবে।

অনেক কথা কথান্তরের পর কুতুজভ্‌ বলিলেন, "আমার দেশবাসী এবং সম্রাট যে দায়িত্বভার আমার পরে দিয়েছেন সেকথা স্মরণ ক'রে আদেশ দিচ্ছি যে যুদ্ধ করব না—এ আমার আদেশ।"

শেষপর্যন্ত যে ব্যাপারটা এতদূর গড়াইবে তা কেহ আশা করে নাই। কুতুজভের পার্শ্বচরেরা তাঁহাকে উত্তেজিত দেখিয়া বলিল, "আপনি বিশ্রাম করুন।" কুতুজভ্‌ টেবিলে ঘুসি মারিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, দেখব! ফরাসীদের ঘোড়ার কাঁচা মাংস খেতে হবে এই বলে দিলাম। ওরা না পেয়ে মরবে। তুর্কীদের যেমন ঘোড়ার মাংস খেতে হয়েছিল, ওদেরও হবে!"

এদিকে মস্কাউ শহরের গভর্ণর কাউণ্ট রোস্তপ্‌শীন যেসব কাণ্ড করিতেছিলেন তাহা আরও গুরুতর। যখন নাগরিকেরা শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে তখন তিনি ইস্তাহার জারি করিলেন, মস্কাউ শহর কোন মতেই

ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না, নগরবাসীরা নগরের তোরণদ্বারে সমবেত হইয়া শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবে। রোস্তপ্‌শীনের জন্যই বোধ হয় মস্কাউ-এর লোকেরা বর্তমান অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই বা সতর্ক হয় নাই। তাহাদের বিশ্বাস, ভাগ্যের হাতে সমস্ত দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকাই শ্রেয়। যাহারা ইতিপূর্বে সরিয়া গিয়াছে তাহাদের কথা বাদ দিলেও অনেক লোক এখনও মস্কাউতে রহিয়াছে। কাউন্ট রোস্তপ্‌শীন্ বিজ্ঞপ্তিতে লিখিলেন, "বিপদের সম্ভাবনায় যারা পালিয়ে যায় তারা কাপুরুষ, মস্কাউ ছেড়ে যারা যাবে তারা দেশের শত্রু।" তবুও অনেকে নানা উপায়ে চলিয়া যাইতেছে, কাপুরুষতার কলঙ্ক ত' মৃত্যুর চেয়ে ভাল। সকলেরই বিশ্বাস, ফরাসীরা মস্কাউতে আসিতেছে। অবশ্য কাউন্ট রোস্তপ্‌শীন, যিনি পলাতকদের গালাগালি দিতেছেন, তিনি নিজেও আদালত কাছারী রাজধানী হইতে সরাইয়া ফেলিয়াছেন। আসলে কাউন্ট যে কি যে করিবেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন না। এই আজ যে বিজ্ঞপ্তি দিলেন আগামীকাল তাহা প্রত্যাহার করিয়া তাহার উল্টা নিয়ম জাহির করিলেন, আবার হয়ত' পরক্ষণে তাহাও পরিবর্তন করিলেন।

ভিল্‌না হইতে রাজপারিষদবর্গের সঙ্গে ফিরিয়া হেলেন এক নূতন সমস্যায় পড়িল। ইতিপূর্বে পিটার্সবর্গের এক প্রতিপত্তিশালী এবং বিখ্যাত পদস্থ রাজকর্মচারীর তত্ত্বাবধানে হেলেনের দিন কাটিত, কিন্তু ভিল্‌নাতে গিয়া কোন এক বিদেশী তরুণ রাজবংশীয় যুবকের সঙ্গে তাহার প্রণয় ঘটে। ফলে হেলেন এখানে ফিরিবার পর বর্তমানে দুই প্রণয়ীই হেলেনের প্রসাদ দাবী করিল। তাহাদের পরস্পরে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইয়া গেল। হেলেন ইহাদের উভয়কে খুশি রাখিয়া চলিতে চায়। এটা ঠিক যে অন্য কোন মেয়ের পক্ষে ইহা আদৌ সম্ভবপর হইত না, কিন্তু হেলেনের চতুরতা মেয়েদের তুলনায় অসামান্য, যে দিন তাহার নবলব্ধ বিদেশী প্রণয়ী হেলেনের পুরাতন ভক্তের প্রসঙ্গ তুলিয়া তিরস্কার করিল সেদিন প্রথমে হেলেন তাহার সুন্দর শুভ্রগ্রীবা বাঁকাইয়া তাহার কথাগুলি নীরবে শুনিয়া গেল, তারপর ভ্রূকুটি করিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, "পুরুষেরা যা স্বার্থপর তাতে এর চেয়ে ভাল কিছু আশা করা যায় না

তাদের কাছে, তোমাকেও তার চেয়ে বড় ক'রে দেখিনি। যে যুবতী তোমার জন্যে এত কষ্ট পেল তাকে প্রতিদানে এই গঞ্জনার অলঙ্কার দেবে বই কি। চমৎকার। কিন্তু একটা নিবেদন আছে, দয়া ক'রে বল দেখি, এসব কথা বলবার তোমার কোন এক্তিয়ার আছে কি? আমার বন্ধুত্ব সে ত' বোঝজানা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেখানে তোমার মতামত জাহির করলে অনাধিকার চর্চা হবে। তাছাড়া, এ ভদ্রলোক আমার পিতৃতুল্য। অবিশ্যি তিনি হয়ত' আমায় ঠিক মেয়ের মত দেখেন না, তাই বলে কি তাকে আমার বাড়ি থেকে বার ক'রে দেব না কি! আমার নিজের গোপন জীবন সম্বন্ধে জবাবদিহির ভার একমাত্র পরমেশ্বরের কাছে ছাড়া আর কোথাও নেই বলেই আমার বিশ্বাস।" বলিয়া হেলেন নিজের সুউন্নত বুকের উপর হাত দুখানি রাখিল, উত্তেজনার আবেগে তাহার বুক কাঁপিতেছিল।

—"কিন্তু আমার কথাটা শোন, তোমায় বলে দিচ্ছি—"

—"কিন্তু তার আগে আমায় বিয়ে কর, তারপর আমি তোমার সবকথা শুনব, কেনা বাঁদীর মত ওঠাবসা করব—তবে বিয়ের আগে কোন হুকুম ক'রনা আমায়।"

—"কিন্তু, কিন্তু সে যে অসম্ভব কথা।"

"কেন, অতটা নত হ'তে রাজি নও, তা জানি।" বলিতে বলিতে হেলেন কাঁদিয়া ফেলিল। যুবকটি নানাভাবে হেলেনকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এদিকে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হেলেন এক এক ঝোঁকে দু'চারটা কথায়, সংক্ষেপে জানাইয়া দিল যে অনায়াসেই হেলেনের বর্তমান বিবাহিত জীবন ত্যাগ করিয়া, আইন সঙ্গতভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ চুকাইয়া দিয়া নূতন করিয়া সংসার পাতা যায়, এরকম ঘটনা ত' কতই ঘটে। আসলে হেলেনের সঙ্গে তাহার স্বামীর কোনদিনই কোন সম্পর্ক নাই, এক্ষেত্রে…

বিদেশী রাজকুমার প্রতিবাদ করে, বলে, "কিন্তু ধর্ম, আইন আদালত।"…

—"যদি এসব ব্যাপারে আইন আর ধর্ম কোন সহায়তা না করতে পারে ত'বে কিসের ধর্ম, কিসের আইন?"

হেলেনের এই ধরণের কথাবার্তায় বিদেশী তরুণটি রীতিমত ভয় পাইয়া গেল। শেষে তাহার পরিচিত পাদ্রীর কাছে সে পরামর্শ চাহিল। পাদরীটি কয়েকদিন হেলেনের বাড়ি যাওয়া আসা করিয়া দেখিল যে হেলেনকে ধর্মান্তর

গ্রহণ করাইয়া রোমান ক্যাথলিকপন্থী করিতে বিশেষ সময় লাগিবে না। তিনি সময়ে অসময়ে এই নবলব্ধ ভাবী শিষ্যাকে অনেক উপদেশ নির্দেশ দিয়া কিছু তৃপ্তি পান। অবশ্য হেলেন বুঝিতে পারে যে, এইভাবে তাহাকে ধর্মান্তরিতা করিয়া কিছু টাকা আদায় করাই এই পাদ্রীর আসল উদ্দেশ্য। কাজেই টাকাকড়ির দাবী আসিবার পূর্বেই যাহাতে অতি সত্বর তাহার বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থাটা পাকা হইয়া যায় সেদিকেই হেলেনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

এদিকে তরুণ রাজকুমারের কাছে যে প্রস্তাব করিয়াছিল তাহার পূর্বতন প্রণয়ী রাজপুরুষটিকেও সেই কথাই বলিল। এ ভদ্রলোক তাহার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল,—এ কী সম্ভব? কোন বিবাহিতা মেয়ের স্বামী বাঁচিয়া থাকিতে কি করিয়া তাহাকে বিবাহ করা যায়। কিন্তু হেলেন এসব কিছুই মানিতে রাজি নয়, তাহার খেয়াল খুশি অনুযায়ী পৃথিবীর সব কাজ হইবে এই তার বিশ্বাস। সত্যই ত' তাহার মত রূপসী রমণীর এই সামান্য সম্মানটুকুও সমাজ দিবে না? আসলে হয়ত' হেলেন ইহাদের কাহাকেও বিবাহ করিবার জন্য ব্যস্ত নয়, কেবলমাত্র বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থাটা করিয়া ফেলিতে পারিলেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যেভাবে হোক একটা যথেচ্ছাচার করাই হেলেনের একমাত্র বাসনা। দেখিতে দেখিতে তাহার বিবাহ বিচ্ছেদের গুজব চারিদিকে রটিয়া গেল। এবং সেই সঙ্গে আর একটা কথাও হেলেন নিপুণতার সহিত প্রচার করিতে লাগিল—এই দুটি প্রণয়ীর মধ্যে কাহাকে সে বাছিয়া লইবে সেটাই নাকি তার কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। ইহারা উভয়েই তাহার পাণি পীড়নের জন্য জীবনের যথাসর্বস্ব পণ করিতে প্রস্তুত, এক্ষেত্রে হেলেন কাহাকে ভাসাইয়া দিবে? অবশ্য হেলেনের এই বিবাহ বিচ্ছেদ এবং প্রণয়-পর্বের কুৎসা লইয়া গোপনে কিছু কিছু নিন্দাবাদ যে একেবারে হয় না তাহা নহে, তবে প্রকাশ্যে সামাজিকভাবে ইহা লইয়া কেহ কোন আলোচনা করে না।

কিন্তু একদিন এক ভোজসভায় মিত্রিয়েভ্না আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। স্পষ্টবাদিনী হিসাবে তাঁহার একটু দুর্নামও আছে, সেকথাটা যে কতদূর সত্য তাহা হেলেন সেদিন বুঝিল।

একঘর লোক, বল্‌নাচের আসর, হঠাৎ ঘরের মাঝখানে হেলেনকে ধরিয়া মিত্রিয়েভ্না উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "তা ভাল, শুনলাম সোয়ামী বেঁচে থাকতেই আর একটা বিয়ে করছ না কি? ভাবছ একটা নতুন কিছু ক'রে খুব বাহাদুরী

নেবে, না ?...কিন্তু এসব বেলেল্লাপনা ঢের হয়ে গেছে, তোমার আগেও কত অসতী ওসব কারবার ক'রেছে বুঝলে।..." বলিয়া তিনি জামার হাতাটা গুটাইতে গুটাইতে তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টিতে একবার হেলেনের দিকে চাহিয়া পরক্ষণে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

সেদিন নাচের আসরে ইহা লইয়া তুমুল আলোচনা হইল কিন্তু এ আলোচনা সমালোচনার সবটুকুই চাপাগলায় ফিস্‌ফিস্ করিয়া চলিল।

প্রিন্স বাসিল আজকাল কথা বলিতে গিয়া অনেক সময় খেই হারাইয়া ফেলেন, বিশেষ করিয়া মেয়েকে কোন কথা বলিবার সময় তাঁহার এভুলটা খুব বেশি হয়।

হেলেনের সঙ্গে দেখা হইলেই তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ, ভাল কথা হেলেন তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল; কি যেন সব শুনছিলাম, হ্যাঁ, কি সব বলছে ওরা, তুমি কিছু জান নাকি, এ্যাঁ! ওরে পাগল মেয়ে আমি যে তোর বাপ, তোর সুখেই আমার আনন্দ, এত কষ্ট তোর, হ্যাঁ মা। তা ছাখ মনে মনে ভেবে ছাখ যা ভাল বোঝো কর। আর কিছুই বল্‌বার নেই আমার হ্যাঁ .." বলিতে বলিতে তিনি নিজের ব্যথাকাতর অন্তরের বেদনা গোপন করিবার চেষ্টা করেন। দুই হাত কচলাইতে কচলাইতে অন্য দিকে ফিরিয়া চাহেন অথবা অন্য কোন তুচ্ছ কিছুতে মনঃসংযোগ করিবার ভান করেন।

রুশ সমাজে বুদ্ধিমত্তার জন্য বিলিবাইনের খ্যাতি এখনও অম্লান, হেলেনের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব বহুদিনের এবং সে বন্ধুত্বের কোনরূপ বিশেষত্ব নাই। নিছক বন্ধুত্ব। একদিন কথায় কথায় হেলেন বিলিবাইনকে বলিল, "শোন বিলিবাইন" বলিয়া তাহার কাঁধের উপর নিজের সুগৌর হাতখানি রাখিয়া হেলেন বলে, "মনে কর তোমার নিজের বোনকে পরামর্শ দিচ্ছ, আচ্ছা এ দুজনের মধ্যে কাকে বেছে নেওয়া উচিত বল দেখি।"

বিলিবাইন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া একটু ভাবিয়া বলিল, "ছাখ আজ যদি ওই বিদেশী তরুণকে বিয়ে কর তাহলে একদিকে ওই প্রৌঢ়টি চটে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে রাজপরিষদে তোমার প্রতিপত্তি খোয়া যাবে। কিন্তু যদি প্রৌঢ়কে বিয়ে কর তাহ'লে ধর গিয়ে ও ভদ্দরলোক ত' আর বেশিদিন বাঁচবে না, বড় লোকের বিধবা অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়ে তারপর আবার এই বিদেশী প্রিন্সকে স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারবে, কেমন কি না ?"

—"সত্যি তুমি আমার যথার্থ বন্ধু। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জান, আমি ওদের দু'জনকেই খুব ভালবাসি। মানে আমার ভাল লাগে দু'জনকেই, ওদের কাউকেই কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছে নয়। ওরা দুজনেই সুখী হয় এমন কাজের জন্য আমি জীবন দিতে পারি।"

এ সমস্যার কোন আশু সমাধান ভাবিয়া না পাইয়া বিলিবাইন ঘাড় নাড়িয়া নিজের মনে বলে, "কি সাংঘাতিক মেয়ে, উঃ! হাজারে একটা মেলে না। কে জানে, হয়ত' একসঙ্গে তিনটে বিয়ে করতে পারলে ও খুশি হয়।"

হেলেনকে সে বলিল, "আচ্ছা হ্যাঁ, তোমার স্বামীর এ সম্বন্ধে কি মতামত? সে কি রাজি হবে?"

—"নিশ্চয়! আমায় সে এত ভালবাসে যে, আমার কোন ইচ্ছায় বাধা দেবার শক্তি তার নেই।" বলিয়া হেলেন বুঝাইয়া দিল যে পিটার তাহাকে কতখানি ভালবাসে।

—"তাই নাকি? এত প্রেম যে, বিবাহ বিচ্ছেদেও তার আপত্তি হবে না! আশ্চর্য।"

একথায় হেলেনও হাসিয়া উঠিল।

হেলেনের ভবিষ্যৎ জীবনধারা সম্বন্ধে তাহার মায়েরও খুব স্বচ্ছ ধারণা নাই। মেয়ে যে কি করিতেছে, শেষকালে পিটারকে ত্যাগ করিয়া পরে আবার অন্য কাহাকেও হেলেনের বিবাহ করা আইনে আটকাইবে এই আশঙ্কাই তাঁহার বেশি। তা ছাড়া কন্যার এই কুখ্যাতিও এই জাতীয় সৌভাগ্যের প্রতি তাঁহার প্রচ্ছন্ন ঈর্ষাও ছিল রীতিমত। তাই তিনি এক রুশ পুরোহিতের কাছে হেলেনের বিবাহ বিচ্ছেদ আইনতঃ সম্ভব কি না সে কথা গোপনে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। পুরোহিতটি বিজ্ঞভাবে জানাইয়া দিলেন যে ইহা একেবারেই অশাস্ত্রীয়, পৃথিবীর কোথাও এভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ধর্মের প্রশ্রয় পাইতে পারে না। একথা শুনিয়া হেলেনের মা আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইলেন এবং পরদিন প্রভাতেই কন্যার বাড়ি চলিলেন এই সংবাদটি দিবার জন্য।

হেলেন তাঁহার সব কথা শুনিয়া শ্লেষ বক্র হাসি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। মেয়ের এই তাচ্ছিল্য দেখিয়া তাহার মা চটিয়া গেলেন, বলিলেন, "এই আমি বলে দিলাম দেখে নিও, যে মেয়ে স্বামীকে ত্যাগ ক'রে তার আর বিয়ে হবার কোন পথ নেই। বুঝলে?"

—"আঃ তুমি চুপ কর দেখি মা, এসবের তুমি কিছু জান না, খামোকা বাজে বকছ কেন? আমার কর্তব্যগুলি আমিই বুঝব, আমার মত অবস্থায় পড়লে—।"

—"কিন্তু বাছা…"

—"না, না, আমায় যে পাদ্রী বলেছেন তিনি ত' বাজে কথা বল্‌বার মানুষ নন্…"

এই সময়ে হেলেনের এক দাসী আসিয়া খবর দিল যে বৈঠকখানা ঘরে সেই বিদেশী তরুণটি আসিয়া বসিয়া আছে।

—"যাও বল গিয়ে যে তার সঙ্গে দেখা করব না, তার উপর রেগে গেছি, কথা দিয়ে কথা রাখে না…।"

হেলেনের মুখের কথা তখনও শেষ হয় নাই এমন সময়ে পিছন হইতে দরজার সামনে সুদর্শন এক তরুণ বলিয়া উঠিল, "মহিষীর কাছে মার্জনা পাওয়া কি এতই দুর্লভ!

হেলেনের মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া তরুণটিকে অভিবাদন করিলেন। সে কিন্তু তাঁহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না; অবশেষে হেলেনের মা একবার মেয়ের দিকে তাকাইয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় নিজের মনে মনে বলিলেন, "হ্যাঁ, মেয়ে আমার ঠিকই করছে, খুব উচিত কাজ বই কি—আজ আক্ষেপ করলে কি হবে ওর মত বয়সকালে আমরা ত' এসব ভাবতে পারিনি, অথচ ব্যাপার কত সহজ।"

দেখিতে দেখিতে একদিন হেলেনের বিবাহবিচ্ছেদের ব্যাপারটা প্রায় সত্য হইয়া দাঁড়াইল। তাহার প্রণয়াসক্ত স্বামীকে হেলেন একখানি চিঠি দিল—সে লিখিল যে অমুককে সে বিবাহ করিবে, সেজন্য অন্য ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছে অতএব পিটার যেন বিবাহবিচ্ছেদের ইতিকর্তব্যগুলি করিয়া ফেল।

বরোডিনোতে যেদিন যুদ্ধ হইতেছে সেইদিন এই চিঠিখানি পিটারের মস্কাউর বাড়িতে গিয়া পৌছিল।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নের জন্য পিটারের সমস্ত অন্তর অধীর হইয়া উঠিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে হাসপাতালের তাঁবুগুলির কাছে আসিয়া পড়িতেই তাহার গা মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল, রক্তছাড়া সে চোখে আর কিছুই দেখিতে পায় না, কামানের গর্জন ছাড়া আর কিছুই তাহার কানে

প্রবেশ করে না—এই ভয়াবহ মৃত্যুপুরী হইতে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে না পারিলে একেবারে আর সে বাঁচিবে না। আর কিছু চায় না পিটার, তাহার একমাত্র কামনা যুদ্ধের এই বীভৎস ছবি তাহার অন্তর হইতে মুছিয়া যাক এই মুহূর্তে, তাহার দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবন ফিরিয়া আসুক—কোন রকমে একবার বিছানায় আশ্রয় পাইলে সে বাঁচিয়া যায়। আর কিছু নয়, অন্য কোন বাসনা নয়।—

কিন্তু কি করিয়া সেখানে পৌছিবে? এপথে গোলাগুলির ভয় নাই সে কথা ঠিক, তবে পদে পদে সব যন্ত্রণা-কাতর বিকৃতদেহ মানুষের ভিড়, কোথাও বা ক্লান্ত, বিষণ্ণ সৈন্যরা চলিয়াছে দলে দলে, ইহাদের প্রত্যেকের মুখই এক রকমের বলিয়া মনে হয়। আর দূরে অগ্নিবর্ষী যন্ত্রণাদানবের দর্পিত হুংকার শোনা যায়।

মোজেস্কের পথে প্রায় মাইল তিনেক পথ পিটার এইভাবে হাঁটিয়া চলিয়া আসিল, তারপর ক্লান্ত হইয়া এক জায়গায় বসিয়া পাড়ল—তাহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত পুরু ধূলা জমিয়া গিয়াছে। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, দূরে আর কামানের গর্জন শোনা যাইতেছে না। হাঁটুর উপর কনুইয়ের ভর করিয় মাথাটা রাখিয়া সামনের পথের পানে চাহিয়া সে অন্যমনস্ক ভাবে আব্‌ছায়ার মত চলমান সৈনিকদের দিকে চাহিয়া থাকে। প্রতিমুহূর্তে তাহার মনে হয়, এই বুঝি একটা গোলা আসিয়া তাহার সবকিছু চুকাইয়া দিবে। ভয়ে সে এক বার এপাশওপাশে সন্দিগ্ধ ভাবে তাকাইয়া আবার অন্ধকারে ছায়ামূর্তিগুলির দিকে চাহিয়া থাকে।

কতক্ষণ যে এইভাবে কাটিয়াছে পিটার জানে না। হঠাৎ জনতিনেক সৈনিকের কথাবার্তায় তাহার ক্লান্তিজনিত অবসাদের ঘোর কাটিল। সৈনিকেরা তাহার কাছেই একটু আগুন জ্বালাইয়া একটা হাঁড়ি চাপাইয়া দিয়া কি যেন রান্না করিতে লাগিল। একটু পরে ভাজার ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ পিটারের কানে আসে। খানিকটা ধোঁয়াও হইয়াছে, কাঠের উনুনে রান্না হইতেছে ধোঁয়া হইবে বই কি। আপনার অজ্ঞাতে পিটার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তাহাতে সৈনিকেরা ভ্রূক্ষেপও করিল না, তাহারা নিজেদের গল্পে মশ্‌গুল।

হঠাৎ সৈনিকদের একজন তাহার দিকে ঘুরিয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি আবার কেগো মশাই?" লোকটির কথায় ভাবে মনে হয় যে, পিটার যদি নিজের

যোগ্যতা প্রমাণ করিতে পারে তাহা হইলে ইহারা কৃপা করিয়া কিছু খাস্ত তাহাকে দিলেও দিতে পারে।

—"আমি, আমি একজন নাগরিক, সেনা বাহিনীর সদস্য, অবিশ্যি আমার লোকেরা এ অঞ্চলে কেউ নেই, যুদ্ধের সময় আমি দল ছাড়া হয়ে পড়েছি।"

—"হুঁ, তা বেশ!" একজন বলিল এবং আর একজন মাথা নাড়িল।

তৃতীয় ব্যক্তিই বলিল, "আচ্ছা। ইচ্ছে করলে কিছু খেতে পারেন। নেবেন নাকি!" বলিয়া লোকটি একখানা কাঠের তাড়ু পিটারের দিকে আগাইয়া দিল, এতক্ষণ সে হাতাটি দিয়া চামচের কাজ করিতেছিল অর্থাৎ ইহার সাহায্যে খাইতেছিল।

খাইতে খাইতে পিটারের মনে হইল বাস্তবিক এত ভাল সে জীবনে কখনও খায় নাই। সৈনিকেরা বসিয়া বসিয়া তাহার খাওয়া দেখিতেছিল, ক্ষুধার্ত মানুষের লোলুপতা, সেই সঙ্গে তৃপ্তির স্নিগ্ধতা কাঠের আগুনের মৃদু আভাতে পিটারের মুখে এত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে উহারা তিনজনে তাহা উপভোগ করিতেছে।

—"তা এখন বলুন দেখি কোথায় যাবে বাপু!"

—"মোজেস্কে যাচ্ছি।"

—"তাহলে আপনি ভদ্রলোক নাকি মশায়?"

—"হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।"

—"আপনার নাম?"

—"পিটার কিরিলোভিচ্।"

—"তা বেশ, পিটার কিরিলোভিচ্ চলুন না আমরা সবাই একসঙ্গে যাই।"

তাহারা একসঙ্গেই চলিতে লাগিল।

ভোরের মুরগী তখনও ডাকে নাই, আকাশ একটু ফরসা হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে তাহারা মোজেস্কের খাড়াই পথে উঠিতে শুরু করিল। পিটার কিন্তু পথঘাট সব ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার সরাইখানাটা কোন্‌খানে তাহাও সে ঠাওর করিতে পারিল না, কে জানে হয়ত' এমনি করিয়া ঘুরিয়াই রাতটা ফুরাইয়া ফেলিবে সে—কিন্তু হঠাৎ তাহার চাকরটা মনিবকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল তাই সে যাত্রা পিটার বাঁচিয়া গেল। চাকরটা তাহার পরিচিত

চলনভঙ্গী দেখিয়া হাঁকিল, "হুজুর! হুজুর, তা আপনার যে কি হল আমরা ত' ভেবেই অস্থির—তা হেঁটে চলেছেন কোথায়? এদিকে আসুন।"

থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পিটার বলে, "হ্যা তাইত'!"

সৈনিকেরাও থামিয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "তা'হলে আপনি দলের লোক্‌ পেয়ে গেছেন? আচ্ছা, তা'হলে বিদায় পিটার কিরিলোভিচ্।" তাহারা সকলে মিলিত কণ্ঠে বলিল, "বিদায়!"

পিটারও তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিল, "বিদায়।"

পরক্ষণে তাহার মনে হয়, ইহাদের কিছু বকশিস করিলে হয়, পকেটে হাত দিয়া আবার মনে হইল, "না থাকগে দিয়েই বা কি হবে!"

সরাইখানা বোঝাই, কোথাও এতটুকু যায়গা নাই। অগত্যা পিটার গাড়ির ভিতরে গিয়া শুইয়া পড়িল। গদিতে মাথা ঠেকাতে যা দেরি, পরক্ষণে সে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে তাহার পাশেই গোলাবর্ষণের প্রচণ্ড গর্জন কানে গেল। তাহার মাথার উপর দিয়া সন্ সন্ করিয়া এক একটা গোলা উড়িয়া যাইতেছে, আশপাশে আহতের আর্তনাদ, কোন দিকে কান পাতিবার উপায় নাই, পিটার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, চারিদিক স্তব্ধ, কোথাও জনচিহ্ন নাই। কেবল তাহার পাশ ফেরার শব্দে কতকগুলি কবুতর ঝট্‌পট্‌ করিয়া ডানা নাড়িল। বাতাসে খড় আর আল্‌কাত্‌রার গন্ধ, তাহার সঙ্গে ঘোড়ার নাদা আর প্রস্রাবের উগ্রগন্ধ পাইয়া পিটার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হয়। এই গন্ধ সমবায়ের মধ্যে শান্তির বার্তা আছে। পিটারের আর ঘুম আসে না। শুইয়া শুইয়া ভাবে, যদি সাধারণ সৈনিকের জীবন হইত তাহার?

"যদি নিতান্ত সিপাই হ'য়েই কাটাতে হ'ত, নিম্নতম স্তরের সাধারণ সৈনিকের মত চলনে চিন্তায় নিজেকে চালানো কি সম্ভব হ'ত? কিন্তু তাতে হয়ত' আমার অন্তরের বেদনার জ্বালা মুছে ফেলতে পারতাম। অহরহ যে যন্ত্রণা আমায় নির্মম আঘাত করছে, সেই তীব্র দহনজ্বালা যা আজ আমার ঘর ছাড়া করেছে, যার জন্য ক্ষণে ক্ষণে পৃথিবীর সমস্ত সমাজ ও ব্যক্তিকে ইচ্ছে ক'রে ভেঙ্গে রেণু রেণু ক'রে দিই, যে যন্ত্রণা সইতে না পেরে একদিন দলোগভের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম—সাধারণ সৈনিক হ'তে পারলে কি তার নিরসন হ'ত না? হয়ত' হ'ত!" আস্তে আস্তে তাহার অতীত জীবনের ঘটনাগুলি

ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। ইংলিশ ক্লাবের আড্ডায় যাহাদের সঙ্গে নিত্য দেখা হইত তাহারা, পথে দেখা হওয়া সেই মুক্তিদূত দলের সেই মহাপুরুষ, অনাতোল, দলোগভ্‌ নেসীভটস্কি, দেনিসভ্‌ আরও অনেকর কথাই তাহার মনে পড়িয়া যায় উহারা সকলেই পিটারের দিকে চাহিয়া আছে, সবারই চোখে মুখে অপ্রসন্নতা, কিন্তু কই কেহত' তার সঙ্গে কথা কহিতেছে না। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন দিনের আলো উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মুখের উপর রোদ আসিয়া পড়িয়াছে, সে গলা বাড়াইয়া সামনের উঠানের দিকে চাহিয়া দেখিল কুয়ার চারিদিকে সৈনিকেরা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেহ বা ঘোড়াকে জল খাওয়াইতেছে। এক এক করিয়া তাহার চোখের সামনে অনেকগুলি গাড়ী সরাইখানা হইতে চলিয়া গেল।

•

পিটার মনে মনে বলিল, "না, আর এসব নয়, স্বপ্নে যা দেখেছি তাই সত্য। জীবের শান্তির চেয়ে বড় কিছু নেই। এত দিনের কোলাহল ছাড়িয়ে যে সব মূর্তি আমার সাম্‌নে নির্বাক চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে তারা অনেক বড়। জীবনে কথার চেয়ে নীরবতা অনেক মূল্যবান।" কিছুক্ষণ ধরিয়া সে স্বপ্নে দেখা ছবিগুলি মনে মনে দেখিবার চেষ্টা ক'রে কিন্তু সমস্তটা যেন আব্‌ছা রহস্যের আড়ালে লুকাইয়া পড়িয়াছে—পিটার কিছুতেই স্বপ্নের সবখানি স্পষ্ট দেখিতে পাইল না।

এদিকে তাহার চাকর আসিয়া খবর দিল যে ফরাসীরা এদিকে আগাইয়া আসিতেছে, সরাইখানার দ্বারবান আসিয়া পরামর্শ দিল এখানে আর থাকা ঠিক নয়, মোজেস্কের লোকেরা বাড়ী ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। পিটার বলিল "তা'হলে চল।"

রুশ বাহিনী পূর্ণ গতিতে পিছু হটিয়া চলিয়াছে। আহত সৈনিকদের মধ্যে দশ হাজার লোক পড়িয়া রহিল, তাহাদের সরাইবার কোন ব্যবস্থা হইল না।

পথ চলিতে চলিতে একজন আহত জেনারেলের সঙ্গে পিটারের দেখা হইয়া গেল, জেনারেলটি তাহার পরিচিত—পিটার তাহার নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইল, মস্কাউ-এর পথে পিটার শুনিল যে, তাহার শ্যালক এবং প্রিন্স এণ্ড্রু গোলার মুখে পড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

সেপ্টেম্বরের দশ তারিখে রাত্রিবেলায় পিটার মস্কাউ আসিয়া পৌঁছিল, শহরে ঢুকিয়াই গভর্ণরের এক সহকারীর সঙ্গে তাহার দেখা হইয়া গেল।

সহকারীটি তাহাকে বলিল, "আরে আপনাকেই যে আমরা খুঁজছিলাম। শুনুন গভর্ণর সাহেব আপনাকে এখুনি একবার দেখা করতে বলেছেন।"

পিটার গাড়ি ছাড়িয়া দিয়া কাউন্ট রোস্তপ্‌শীনের বাড়ির দিকে চলিল।

কাউন্ট রোস্তপ্‌শীনও এই সবেমাত্র তাঁহার পল্লীভবন হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বহু গণ্যমান্য নাগরিক অপেক্ষা করিতেছেন। বড় বড় মহারথীরা গভর্ণরের কাছে আসিয়া বলিতেছেন যে, মস্কাউ শহর রক্ষা করা সম্ভবপর নয়, অতএব অবিলম্বে নাগরিকদের শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হউক। অবশ্য একথাটা এখনও প্রচার হয় নাই, কর্তারা গোপনে শাসনকর্তার নিকট আসিয়াছেন পরামর্শ করিবার জন্য। কিন্তু রোস্তপ্‌শীনের পূর্ব প্রকাশিত ইস্তাহারগুলি দেখিয়া মনে হয় যে তিনি কিছুতেই এভাবে বিনা বাধায় শহর ছাড়িতে রাজি নহেন। তিনি বলিয়াছেন যে শহরের পথে পথে রুশ নাগরিকেরা যুদ্ধ করিবে, যতক্ষণ একটা মানুষও বাঁচিয়া থাকিবে ততক্ষণ শত্রুকে বাধা দিবে রুশ জাতি। অবশ্য একান্ত প্রয়োজন মনে করিয়াই সহকারী দপ্তর শহরের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, ভয় পাইয়া নহে। রোস্তপ্‌শীন লিখিয়াছেন—আমি আমার তরুণ সাহসী বন্ধুদের আহ্বান করি, জাতির চরম দুঃসময়ে তাহাদের দেশের জন্য সংগ্রামে ব্রতী হতে, ফরাসীদের শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই মুক্তির পরম আশীর্বাদ নাগরিকদের ভরসা দেবেই দেবে।

দুটি সামরিক সহকারী এই ইস্তাহারের সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিল, পিটারও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। সে বলিল, কিন্তু সামরিক মহলের কর্তাদের কাছে শুনেছি যে শহরের মধ্যে কোন যুদ্ধ হবে না, তা ছাড়া যা অবস্থা…

আমরাও ত' সেই কথাই বলছিলাম।

কিন্তু পরমুহূর্তে আলোচনার প্রসঙ্গটা পিটারের পারিবারিক দিকে মোড় ফিরিয়া যায়। একজন বলিল, "শুনলাম আপনার নাকি একটা পারিবারিক অশান্তি চলছে—মানে আপনার স্ত্রী নাকি…"

"তাঁর খবর আপাততঃ কিছুদিন আমার জানা নেই।" কতকটা তাচ্ছিল্য-ভরে পিটার বলিল, "তা, হ্যাঁ কি শুনেছেন আপনি?"

"আশ্চর্য, কত আজগুবি গুজবই যে রটে, আমি অবিশ্যি যা শুনেছি তাই বলছি, সত্যি মিথ্যে জানিনে মশাই।"

"কিন্তু গুজবটা কি বলুন ত'।"

"আপনার স্ত্রী নাকি আপনাকে ত্যাগ করেছেন ?"

"তা হতে পারে !" বলিয়া পিটার অন্যমনস্কভাবে একটি অপরিচিত লোকের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "উনি কে ? ওই যে লম্বা মত ভদ্রলোক ?" দীর্ঘকায় এক বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া পিটার কৌতূহলী হইয়া উঠিল হঠাৎ।

কিছুক্ষণ পরে কাউণ্ট রোস্তপ্‌শীন পিটারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহাকে দেখিয়া কাউণ্ট একটু হাসিয়া বলিলেন, "এই যে, এস এস বীর সৈনিক আমাদের। আমরা তোমার বীরত্বের খবর এখানে সগৌরবে প্রকাশ করছি। অবিশ্যি সে ইস্তাহারের ছাপা নমুনা বর্তমানে নেই। থাক গে, একটি জরুরী কথা ঠিক ক'রে বল দেখি, তুমি কি সত্যই মুক্তিদূত দলের সভ্য ?" প্রশ্ন করিবার সময় রোস্তপ্‌শীনের চোখ দুটি ছোট হইয়া আসে।

পিটার সেকথার কোন জবাব দেয় না।

"যাই হোক আমি যতদূর জানি তাতে মনে হয় তুমি মুক্তিদূত দলের একজন পাণ্ডা" বলিয়া রোস্তপ্‌শীন একটু হাসিলেন।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার যে, এই মুক্তিদূত দলের উপর রোস্তপ্‌শীন মোটেই প্রসন্ন নহেন, তাঁহার বিশ্বাস ইহারা ধর্মের নামে মানবতার দোহাই দিয়া দেশের সর্বনাশ করিতেছে। সে কথাটাই তিনি কৌশলে পিটারকে বুঝাইয়া দিলেন। অতএব পিটার যেন অবিলম্বে এই দল ছাড়িয়া দেয়, বর্তমানে রোস্তপ্‌শীন এই মুক্তিদূত দলের মাথা মাথা লোকগুলিকে হাজতে পুরিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে রীতিমত সাজা দিতেছেন। পিটারকে তিনি স্নেহ করেন বলিয়াই তাহাকে কাছে ডাকিয়া নানা ভাবে বুঝাইয়া এই দল হইতে সরাইয়া ফেলিতে চাহেন।

বাড়ি আসিয়া পিটার দেখিল অনেকেই তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের কথার একবর্ণও পিটার বুঝিতে পারেনা, তাড়াতাড়ি রেহাই পাইবার জন্য যা মনে আসিল জবাব দিয়া সারিল।

সবাই যখন চলিয়া গেল তখন একা নির্জনে বসিয়া স্ত্রীর চিঠিখানি খুলিল সে।

পড়া শেষ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "অন্তরকে পরিপূর্ণ-ভাবে দেখতে গেলে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়।...প্রয়োজন মত অনেক কথা ভুলতে পারা চাই, আর সহজেই সত্যটুকু ছেঁকে বার ক'রে নেবার মত নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয় ক'রে গড়ে তুলতে হবে মনকে। তা'হলে দেখা যাচ্ছে আমার পত্নী আর কাউকে বিয়ে করতে চায়।" অবশ্য ইচ্ছা করিলে পিটার তাহার স্ত্রীকে আটকাইয়া রাখিতে পারে, রাশিয়াতে ইংলণ্ডের মত আইনের সাহায্য লইয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ সেকালে সম্ভব হইত না, বিবাহ-সম্পর্কিত সব কিছুতে গির্জার বিশিষ্ট পুরোহিতদের মতামতই চরম বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু পিটার সে ধরণের মানুষ নহে। সে কাহাকেও জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহে না। বাহিরের কাপড়জামা না ছাড়িয়াই সে বিছানায় গা ঢালিয়া দিল।

তাহার ঘুম ভাঙ্গিতেই চাকর আসিয়া খবর দিল যে পুলিশের লোক আসিয়াছে কাউণ্ট রোস্তপ্‌শীন খবর পাঠাইয়াছেন যে পিটার যদি এখনও শহর ছাড়িয়া না গিয়া থাকে তবে যেন এখনই চলিয়া যায় নতুবা রোস্তপ্‌শীন তাহাকে খাতির করিবেন না। চাকরটা আরও খবর দিল, বৈঠকখানায় বহু লোক বসিয়া আছে হুজুরের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য।

বিছানা ছাড়িয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়াই খিড়কির দরজা দিয়া সেই যে পিটার বাহির হইয়া গেল আর তাহাকে দেখা গেল না। কোথায় যে সে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল বহু খুঁজিয়াও কেহ তাহার কোন খবর পায় নাই।

রোস্তভ্‌রা এতদিন মস্কাউতেই ছিল। যেদিন শত্রুসৈন্য মস্কাউ শহর আক্রমণ করিল তাহার আগের দিন পর্যন্ত শহর ছাড়িয়া যায় নাই তাহারা।

রোস্তভ্‌গৃহিণী কোলের ছেলে সেনাদলে যোগদান করাতে একেবারে মুষড়াইয়া পড়িয়াছেন। এতদিন বড়ছেলে কাছ ছাড়া ছিল বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল বড় ছেলেকেই তিনি ভালবাসেন, কিন্তু এখন মনে হয় পিটিয়াকেই তিনি বেশি ভালবাসেন। ওই বাঁদরটার দুষ্টুমিভরা আয়ত চোখের চাহনীতে যে কী যাদু আছে তাহা পিটিয়ার মা ছাড়া আর কেইবা জানে। যাই হোক পিটিয়া কাছ ছাড়া হইতেই তিনি কবার নিকোলাসকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, যখন সে ইচ্ছাও ব্যর্থ হইল তখন

কর্তাকে অনেক বলিয়া কহিয়া যাহাতে পিটিয়াকে বিপদ হইতে দূরে কোন নিরাপদ জায়গায় রাখা যায় তাহার ব্যবস্থা করিলেন।

কিছুদিন আগে নিকোলাসের চিঠি আসিয়াছে, তাহাতে মেরিয়ার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ার কথা লিখিয়াছে নিকোলাস—কিন্তু তারপর ইদানীং কোন খবরই তার পাওয়া যায় নাই। বর্তমানে কিছুদিনের জন্য পিটিয়া মস্কাউতে আসিয়া রহিয়াছে এই যা রক্ষা, নতুবা রোস্তভ গৃহিণীকে লইয়া বিপদ হইত। তবে পিটিয়া মায়ের আদুরে দুলাল হইয়া থাকিতে চায় না, কথায় কথায় সে যখন তখন বন্ধুদের বাড়ি গিয়া বসিয়া থাকে—কেন যেন অনবরত মায়ের আদর তাহার ভাল লাগে না, তাহার বিশ্বাস মা-ই তাহার জীবনের উন্নতির পথে সব চেয়ে বড় বাধা, পাছে মায়ের স্নেহবন্ধনে সে জড়াইয়া পড়ে এই ভয়েই সে আরও মায়ের কাছ হইতে দূরে দূরে থাকে। বাড়িতে থাকিলেও সে নাতাশার সঙ্গেই গল্পগুজব করে, দিদিকে তাহার খুব ভাল লাগে।

কাউণ্ট রোস্তভের চিরাচরিত অভ্যাসের তেমন কিছু পরিবর্তন হয় নাই। যেদিন তাঁহাদের সহর ছাড়িয়া যাইবার কথা, সেদিন দেখা গেল যে জিনিস-পত্র কিছুই গোছগাছ হয় নাই, তাছাড়া এত মালপত্র বোঝাই করিবার জন্য যে অনেক গাড়ির দরকার, বাড়ির কর্তা হইয়াও তিনি তাহার খবর রাখেন নাই, অবশেষে যখন সে কথাটা তাঁহার কানে উঠিল তখন আশেপাশের গ্রামে লোক পাঠান হইল গাড়ি আনিবার জন্য।

এদিকে শহরের লোকেরা যে যাহা পারিয়াছে তাহা লইয়া দলে দলে গাড়ি বোঝাই দিয়া মালপত্র ও মানুষে ঠাসাঠাসি করিয়া সামনের রাস্তা দিয়া চলিয়াছে, পথে গাড়ি আর মানুষ চলার কামাই নাই। ওদিকে বরোডিনো হইতে আবার আহত সৈন্যদের গাড়িও আসিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য রোস্তপ্‌চীনের ইস্তাহারের উপর ভরসা করিয়া কেহ আর শহরে থাকিতে প্রস্তুত নহে। গুজব রটিয়া গিয়াছে যে যাহারা চলিয়া যাইতেছে তাহাদের বন্দী করা হইবে। আবার একথাও শুনা যাইতেছে যে যাহারা অবিলম্বে শহর ছাড়িয়া না যাইবে তাহাদের জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। আসলে যে ব্যাপারখানা কি তাহা কেহই খবর রাখে না, তাহার প্রয়োজনও নাই। যাহারা যাইবার তাহারা চলিয়া যাইতেছে এবং এখনও যাহারা গেল না তাহারাও ভাল করিয়াই জানে যে শহর ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। আসন্ন দুর্যোগের

কয়াল কালো ছায়াটুকু কাহারও চোখ এড়াইয়া যায় নাই। পতন অনিবার্য।

তিনদিন ধরিয়া রোস্তভ্‌ বাড়ির মালপত্র বাঁধাছাঁদার পর্ব চলিল। বাড়ির কর্তা যখনই রাস্তায় বাহির হন তখনই নানারকমের গুজব শোনেন, এবং বাড়ি ফিরিয়াই বলেন, "আর নয় আজই যেতে হবে, যা সব কাণ্ডকারখানা চল্‌ছে, এখানে আর থাকা ঠিক নয়।" গৃহিণীর কিন্তু এসব দিকে নজর নহৈ, তিনি কেবল পিটিয়ার পিছু পিছু ঘুরিতেছেন, পাছে ছেলের যত্নআত্তি'র ত্রুটী ঘটে, এই ভাবিয়াই তিনি সর্বদা সশঙ্ক। নাতাশার উপরে তিনি মনে মনে অসন্তুষ্ট, কারণ পিটিয়াকে কিছুতেই নাতাশার কাছছাড়া করা যাইতেছে না। সারা বাড়ির মধ্যে একমাত্র কাজের মানুষ সোনিয়া, সে কেবল গোছগাছ লইয়াই আছে। কিছুদিন যাবৎ সোনিয়াকে একটু বিষণ্ণ দেখা যাইতেছে। যেদিন নিকোলাসের চিঠিতে মেরিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার খবর আসিল সেইদিন হইতেই সোনিয়া গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। চিঠিতে নিকোলাস হয়ত' মেরিয়ার প্রশংসা করিয়াছিল কিন্তু তার চেয়ে রোস্তভ্‌ গৃহিণীর কথায় আরও বেশি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে সোনিয়া। তিনি আজকাল যখন তখন বলিয়া থাকেন, "সত্যি বল্‌তে কি এণ্ড্রুর সঙ্গে নাতাশার বিয়ে হয় এটা আমি কোনোদিনই চাইনি। চিরটা কাল মনে মনে ইচ্ছে আমার, নিকোলাসের সঙ্গে মেরিয়ার বিয়ে হয়, সে কথা তিনি স্থানে থেকে কানে শুনেছেন। কথায় বলে জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে। সবই তাঁর "দয়া।" বলিয়া সেই অদৃষ্ট প্রবল শক্তিমান ভগবানের উদ্দেশে তিনি হাত তুলিয়া প্রণতি জানান। তারপর শুরু হয় মেরিয়ার প্রশংসা। মেরিয়ার মত অমন মেয়ে দেখা যায় না, যেমন রূপ তার তেমনি গুণ। মেরিয়াকে পাইয়া নিকোলাস যে কত সুখী হইবে তাহা বুঝাইয়া বলা যায় না—অবশ্য এ সুখের স্বপ্ন, নিকোলাসের মা নিজে দেখিয়াই ক্ষান্ত হন না, সোনিয়াকে দিয়াও সমর্থন করাইয়া ছাড়েন।

সোনিয়ার অন্তর বেদনায় পরিপূর্ণ। এই সময় হঠাৎ কিছু কাজের মধ্যে নিজেকে অন্যমনস্ক রাখিবার সুযোগ পাইয়া সোনিয়া যেন বাঁচিয়া যায়। কাজের কথা উঠিলেই বাড়ির কর্তা গৃহিণী সকলেই সোনিয়াকে ডাকে, পিটিয়া বা নাতাশাকে দিয়া এক কড়ার উপকার হয় না বরং বিপরীত ফল হয়, তাহারা কেবল অন্যের কাজ বাড়াইয়া দিতে পটু। অকর্ম করিয়া তাহারা নিজেই হো

হো করিয়া হাসিয়া ওঠে, তারপর শুরু হইয়া যায় তাহাদের ছুটাছুটি লাফালাফি! এ হাসির কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই, অকারণেই আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠে তাহাদের মন।

অনেকদিন বিষাদ-বেদনার পর পূর্বেকার মানসিক এবং দৈহিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়া নাতাশা সহসা প্রাণ-চঞ্চলতায় শরতের শাদা হাল্কা মেঘের মতই চপল হইয়া উঠিয়াছে। তাছাড়া ঘরের এতকাছে যুদ্ধ আঁসিয়া পড়িয়াছে একথাটি মনে হইলেও নাতাশা আনন্দে যেন দিশাহারা হইয়া পড়ে। অভিনবত্বের উত্তেজনায় তাঁর মন মুখর উদ্দাম। অবশেষে জিনিসপত্র মোটামুটি গোছগাছ শেষ হইল, দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলি খুলিয়া ফেলা হইয়াছে, আসবাবপত্র কতক বাঁধাছাঁদা হইয়াছে যেগুলি লইয়া যাওয়া হইবে না তাহা সরাইয়া একঠাঁই করিয়া রাখা হইয়াছে, দরজা জানালার পর্দা খুলিয়া ফেলা হইয়াছে—সব ঘরেই ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রা, খড় ও কেরোসিন কাঠের বাক্স ছড়ান, দেখিলেই বোঝা যায় যে বাড়ির লেকেরা চলিয়া যাইতেছে। বাহিরের উঠানে কতকগুলি গাড়ি ইতিমধ্যে মালে ভরিয়া গিয়াছে, কিছু বা খালি পড়িয়া আছে, চাকর-বাকররা হরদম ভারিভারি বোঝা আনিয়া ফেলিতেছে গাড়ির উপর।

নাতাশা নিজের বাক্সপত্র গোছগাছ করিতে ব্যস্ত। এক গাদা জামাকাপড় মেঝেতে ছড়ানো তাহার মধ্যে বসিয়া একটি একটি করিয়া বাক্সে সাজাইয়া তুলিতেছে। হঠাৎ একটা পুরানো জামা হাতে করিয়া নাতাশা স্তব্ধ হইয়া যায়। এ জামাটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মমতায় তার মন কোমল হইয়া আসে। এই জামাটি পরিয়া নাতাশা প্রথম বল্‌নাচের আসরে নাচিয়াছিল। সেদিনের এক একটা কথা মনে পড়িয়া যায়, আর নাতাশা জামাটি কোলের উপর রাখিয়া সেইদিকে চাহিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকে! কিছুক্ষণ পরে যখন সে আবিষ্কার করিল যে কোন কাজই হইতেছে না তখন নিজের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

বাহিরে কিসের গোলমাল হইতেছে দেখিবার জন্য নাতাশা জানালায় আসিয়া দাঁড়ায়। এ কী? তাহাদের বাড়ির সামনে পর পর অনেকগুলি গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, গাড়িগুলি বরোডিনোর যুদ্ধে আহত সৈনিকে বোঝাই। তাহাদের বাড়ির ঝি-চাকরেরা কৌতূহলী হইয়া গাড়িগুলির আশপাশে গিয়া

ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। নাতাশা একখানা রুমাল মাথায় দিয়া বেউড়ির সামনে গিয়া হাজির হইল। একটি তরুণ সৈনিক ক্ষীণকণ্ঠে নাতাশাদের বুড়ি দাসীকে কি যেন বলিতেছে, নাতাশা কুণ্ঠিত পদক্ষেপে একটু আগাইয়া গিয়া কথাটা শুনিবার চেষ্টা করে।

বৃদ্ধা সৈনিকটিকে বলিল, "তা হ্যাঁ বাছা মস্কাউতে তোমার বন্ধুটন্ধু কেউ নেই? তা এভাবে গাড়ি ক'রে যাওয়ার চেয়ে তোমার কারুর ঘরে থাকাই ভাল, এই ধর না আমরা ত' সব চলে যাচ্ছি, ঘরদোর পড়েই থাকবে!"

আহত তরুণটি বলিল, "কিন্তু ওপরওয়ালা কি থাকতে দেবে? একবার আমাদের মেজরকে বল না, যদি থাকতে দেয়—"বলিয়া সে ইসারায় একটি লম্বা গোছের প্রৌঢ়কে দেখাইয়া দিল।

নাতাশা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে একবার আহত সৈনিকটির দিকে চাহিল, তারপর সোজা সেই উপরওয়ালার কাছে গিয়া প্রশ্ন করিল, "দেখুন একটা কথা ছিল, মানে এই আহত লোকগুলিকে আমাদের এখানে রাখতে আপনার আপত্তি হবে কি? যদি…"

একটু হাসিয়া লোকটি বলিল, "এদের মধ্যে তুমি কাকে রাখতে চাও?"

লোকটির অর্থপূর্ণ হাসির জবাবে নাতাশা শান্তকণ্ঠে আর একবার বলিল যে, এইসব আহত সৈনিকেরা তাহাদের বাড়িতে থাকিতে পারে কি না! তাহার কথাবার্তা ও চেহারার মধ্যে যে গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া দ্বিতীয়বার হাসিয়া হাল্কা রসিকতা করিবার মত সাহস হয় না ওপরওয়ালার। সে বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ এতে আপত্তির কি থাকতে পারে?"

নাতশা বিদায়-নমস্কার করিয়া বৃদ্ধা দাসীর কাছে ফিরিয়া গিয়া বলিল, হ্যাঁ, ওরা থাকতে পারে, থাকতে পারে এখানে, বুঝলে!"

যে গাড়ীতে সেই তরুণ সৈনিকটি ছিল তাহার গাড়ি সব আগে নাতাশাদের উঠানে আসিয়া ঢুকিল, তারপর একে একে আরও দশবারোখানি গাড়ি ভিড়িয়া যায় তার পিছু পিছু।

হঠাৎ এই অভিনবত্বের আনন্দে নাতাশার মন খুশি হইয়া ওঠে। নিত্য দিনের বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে এ যেন এক উৎসবের আলোকসম্পাত।

বুড়ি দাসী তাহার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া প্রমাদ গণিতেছে, কি জানি যদি বাড়ির কর্তা বা গৃহিণী এই অঘটনের জন্য তাহাকেই দায়ী করেন? সে

তাড়াতাড়ি নাতাশার কাছে আসিয়া বলে, "দিদি দিদিমণি, বাবুকে একবার জিজ্ঞেস করলে হ'ত না ?"

নাতাশা তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, বলে, "তার কোন মানে হয় না, আর একটা দিন ত' আমরা কোনরকমে চালিয়ে নিতে পারব। কাল ত' চলে যাচ্ছি, এর জন্যে অত জিজ্ঞেসবাদ আবার কি ?"

—"তোমাদের ওই এক কথা, চাকরবাকরের ঘরে ওদের রাখতে হ'লেও একটা অনুমতি নেওয়া দরকার, তা জানো ?"

—"আচ্ছা, আমি জিজ্ঞেস ক'রে আসি।"

নাতাশা পা-টিপিয়া টিপিয়া মায়ের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

—"মা ঘুমোচ্ছ নাকি, ও মা, মাগো!

তাহার মা একটু তন্দ্রাকর্ষণে বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছিলেন কিন্তু সেকথা স্বীকার করিলেন না, ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "দিন রাত শুধু ঘুমোতেই দেখ তোমরা, ঘুমোব কেন ?"

নাতাশা মায়ের কাছে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মায়ের গালের উপর মুখ রাখিয়া বলে, "লক্ষ্মী মা আমার, রাগ ক'র না ঘুম ভাঙিয়েছি ব'লে, বল্‌ছি ত' আর কখনও এ কাজ করব না!...কিন্তু একটা কথা ছিল, কতকগুলি আহত সৈনিক আমাদের দোরে অপেক্ষা করছে তারা এখানে একটু আশ্রয় চায়, দেবে মা ওদের থাকতে ? আমি জানি তুমি নিশ্চয় 'হ্যাঁ' বলবে।"

—"কি! সৈনিক ? সে আবার কারা ? তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না!"

নাতাশা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার হাসির ছোঁয়া লাগিয়া মা-ও হাসিয়া ফেলিলেন।

"—আমি জানতাম তুমি রাজি হ'বে। যাই ওদের বলি গিয়ে।" বলিয়া নাতাশা প্রায় ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়।

আর একটু হইলে নাতাশা তার বাবার গায়ের উপর গিয়া পড়িত। কাউন্ট এই মাত্র বাড়ি ফিরিয়াছেন, মেয়েকে দেখিয়া রুষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, "ক'দিন ধরে তোমাদের গোছগাছ আর ফুরোচ্ছে না, ওদিকে ইংলিশ ক্লাব বন্ধ হয়ে গেছে জান ?"

—"বাবা, আমি সৈনিকদের থাকতে দিয়েছি বলে রাগ করনিত' !"

—"না, না মোটেই রাগ করব না। সেটা আমার কথা নয়, দয়া ক'রে তোমরা সবাই মিলে আজকের মধ্যে সব গোছগাছ সেরে ফেল, কাল সকালেই আমরা রওনা দেব বুঝলে।" এবং একথাটা বাড়ির সকলকেই তিনি একবার করিয়া শুনাইতে লাগিলেন।

খাবার সময় পিটিয়া খবর দিল যে ইতিমধ্যে ক্রেম্‌লিন হইতে লোকেরা নাকি অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছে, আগামী কাল নাগরিকেরা সেইসব অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শহরের তোরণদ্বারের কাছাকাছি তিনপাহাড় গিয়া শত্রু-সৈন্যকে বাধা দিবে। কথাটা শুনিয়া মা পিটিয়ার দিকে উৎকণ্ঠিত ভাবে চাহিয়া রহিলেন। তিনি জানেন যদি ছেলেকে এই তিন পাহাড়ে যাইতে নিষেধ করেন তবে সে হয়ত' বলিয়া বসিবে যে সে একজন পুরুষ মানুষ, দেশ দেশপ্রেম জাতির সম্মান প্রভৃতি অর্থহীন গাল-ভারি কথা শুনাইবে; ওভাবে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। এক যদি আজ রাত্রেই তাঁহারা চলিয়া যাইতে পারেন এবং পিটিয়াকে তাহাদের রক্ষক হিসাবে সঙ্গে লইতে পারেন, তবে অবশ্য একটা উপায় হয়। খাওয়া দাওয়ার পর রোস্তভ-গৃহিণী স্বামীর কাছে গিয়া সজলনেত্রে বলিলেন যে এখানে আর একদিনও তিনি থাকিতে পারিবেন না, আজই যাইতে হইবে নতুবা তিনি ভয়ে দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যাইবেন।

শেষ পর্যন্ত মালপত্র ষোলআনা গুছাইয়া তুলিতে অনেক রাত হইয়া গেল অতএব সেদিনের মত যাত্রা স্থগিত রহিল, কাজ শেষ করিয়া মেয়েরা সোফার উপর ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

সেদিন রাত্রে সেই বুড়ি দাসী আরও একটি আহত সামরিক কর্মচারীকে আশ্রয় দিল। এ লোকটির চাকরকে দেখিয়া তাহার মনে হইল ইহার মনিব নিশ্চয় উঁচুদরের লোক। চাকরটি গাড়ি হইতে নামিয়া নিজের মনেই বলিল, "এখনও বেঁচে আছেন কিনা ভগবান জানেন আমাদেরও মস্কাউতে বাড়ি রয়েছে তবে সে অনেকটা দূরে, তাছাড়া সেখানেও কেউ নেই।"

—"এস না বাবা, এখানেই থাক, আর আমরা ত' কালই চলে যাচ্ছি।…তা তোমার মনিবের কি খুব বেশি অসুখ!"

হতাশভাবে ঘাড় নাড়িয়া চাকরটি বলে, "কোন আশা নেই। যাই হোক ডাক্তারকে খবর দিই আগে।"

এই আহত সৈনিকটী আর কেহ নহে, প্রিন্স এণ্ড্রু।

মস্কাউ শহরের সেই চিরস্মরণীয় দিনটি আসিল। শরতের প্রভাতটি, মেঘহীন উজ্জ্বল আকাশ, পাড়ায় পাড়ায় উপাসনা মন্দিরগুলির ঘণ্টাধ্বনি, উপাসনার আহ্বান সঙ্কেত দেয়—কোথাও কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, নাগরিক জীবনের শান্তিময় স্বাভাবিক সহজ ছন্দটুকু হারাইয়া যায় নাই। কেহই বিশ্বাস করিতে রাজি নয় যে, নগরীর চরম দুঃসময় আসন্ন। তবে একটা চাপা উত্তেজনায় গুমোট জমিয়া উঠিয়াছে, বাজারের চেহারা দেখিলেই তাহা বোঝা যায়। বিশেষ কতকগুলি জিনিষের দাম চড়িয়া গিয়াছে, পথে ঘাটে দরিদ্র ভিখারীর দল ক্রমশঃ সংখ্যায় ভারি হইতেছে। রোস্তপ্‌শীনের আদর্শের ভরসায় বসিয়া না থাকিয়া কারখানার মজুরেরা, ছাত্রের দল এবং সাধারণ অসামরিক লোকেরা ভোর হইতে না হইতে তিন পাহাড়ের দিকে দলে দলে চলিয়াছে—সেখানে প্রচণ্ড সংগ্রাম হইবে। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল অস্ত্র-শস্ত্র গাড়ি-ঘোড়া এবং স্বর্ণমুদ্রার মূল্য ততই বাড়িতে লাগিল এবং কাগজের টাকা (নোট), বিলাস দ্রব্য প্রভৃতির দাম তেমনই কমিতে শুরু করিল। একদিনের মধ্যেই বাজারে এমন ওলোট-পালট হইয়া যাইতে পারে এ কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। একটা বাতগ্রস্ত বাজে ঘোড়া পাঁচশ টাকায় বিকাইয়া যাইতেছে আর একটা বড় আয়না হয়ত' জলের দামেও কেহ কিনিতেছে।

বাহিরে যে এত কাণ্ড হইতেছে রোস্তভ্‌দের বাড়িতে তার কোন ঢেউই পৌঁছে নাই। হ্যাঁ, তিনটি চাকর অবশ্য উধাও হইয়াছে বটে, তবে তাহারা কিছু অপহরণ করে নাই।

ত্রিশখানা গাড়ি তাহাদের উঠানে রহিয়াছে, অনেকেরই সেদিকে শ্যেন দৃষ্টি পড়িয়াছে। কোথাও গাড়ি পাওয়া যাইতেছে না, অথচ প্রত্যেকেরই প্রয়োজন, কাউন্টের কাছে কত লোক গাড়ি কিনিবার জন্য অজস্র টাকা পকেটে করিয়া আনা-গোনা করিতেছে, বলিতেছে, "অন্ততঃ একখানা গাড়ি আমায় বিক্রী করুন।" তাহারা যে দামে কিনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব সে মূল্যে হয়ত' অন্য সময়ে দশখানা গাড়ি পাওয়া যায়। এদিকে পাড়ার আর যে সব বাড়িতে আহত

সৈনিকেরা আশ্রয় পাইয়াছে, তাহারা দলে দলে আসিয়া ভিড় করিয়াছে উঠানে। বাড়ির বড় খানসামাকে তাহারা সুপারিশ ধরিয়াছে, "একখানা গাড়ি আমাদের দিন, কাউণ্টকে বলুন, এ অবস্থায় কোন রকমে যাতে আমরা মস্কাউ-এর বাইরে নিরাপদ জায়গায় পৌছতে পারি, এই অনুগ্রহটুকু করে দিন দোহাই আপনার।"

বড় খানসামা গম্ভীর হইয়া বলে, "মাত্র ত্রিশখানা গাড়িতে আমাদেরই কুলাবে না এসব বাজে আর্জি আমি হুজুরের কাছে পেশ ক'রে কি শেষে ধমক খেয়ে মরব? তা ছাড়া যদি একখানা গাড়ি দিই তবে, সবগুলো দিতেই বা আপত্তি কি—আমাদের আর গিয়ে কাজ নেই, না কি বলছ তোমরা। তোমাদের বাপু তিরিশ কেন তিন শ খানা গাড়িতেও কুলোবে না। বিপদের সময় আগে নিজেকে রক্ষা করা, তারপর অন্য কথা, বুঝলে? তোমাদের ওসব আমি পারব না বল্‌তে সরে পড়।"

ঘুম ভাঙ্গিবার পর কাউণ্ট আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির আসেন পাছে গৃহিণীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এই তাঁর ভয়। এখনও ভাল করিয়া ফর্সা হয় নাই। মনিবকে আসিতে দেখিয়া বড় খানসামা সৈনিকদের ইশারায় চলিয়া যাইতে বলিল।

কাউণ্ট চাকরকে বলিলেন. "কি হে তোমাদের সব তৈরী?"

—"আজ্ঞে হুজুর এখন গাড়িতে ঘোড়া জুড়তে যা দেরি, আর সব তৈরী।"

—"বাঃ, বাহাদুর বটে তুমি। এখন তোমাদের মা জননী উঠ্‌লেই ঈশ্বর ইচ্ছায় আমরা রওনা হব।"

ওদিকে একটি ফ্যাকাসে গোছের অল্প-বয়সী সামরিক কর্মচারী আসিয়া কাউণ্টকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। প্রত্যভিবাদন করিয়া কাউণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন!"

ছোকরা অফিসারটি মুখের চেহারা ক্ষণে ক্ষণে যন্ত্রণায় বিকৃত ও রক্তশূন্য হইয়া যাইতেছে। সে একপা দু'পা করিয়া কাউণ্টের কাছে আগাইয়া আসিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "মশাই, আপনার মালগাড়িতে এককোণে যদি একটু আশ্রয় দেন—আমার সঙ্গে কোনো জিনিস নেই, ঝাড়া হাত-পা, কেবল কোণে একটু বসতে পেলেই আমি ধন্য হয়ে যাব। দেখুন এটুকু যদি···"

আরও অনেকগুলি উৎকণ্ঠ-দৃষ্টি দু'পাশের জানালা হইতে কাউণ্টের দিকে

পড়িয়াছে। গতকাল যে-সব আহত সৈনিককে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে তাহারা সকলেই যেন কাউণ্ট-এর অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়া জানালায় দাঁড়াইয়া আছে।

ছোকরাটিকে কাউণ্ট আশ্বাস দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। বড় খানসামা কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "হুজুর একবারটি যদি ছবির ঘরে আসেন, ছবিগুলোর কি ব্যবস্থা হবে কিছুই ঠিক করতে পারিনি আমরা।"

কাউণ্ট সেকথার জবাব না দিয়া বলিলেন, "দেখ, একটা কি দু'টো গাড়ির মাল নামিয়ে খালি ক'রে দাও, আহত সৈনিকদের একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। দু'চারটে বাক্স নয় পড়েই থাক, ওদের প্রয়োজনটা অনেক বেশী।"

তারপর ছবির ঘরে যাইবার সময়ও আর একবার বলিলেন, "যা বল্লাম এখুনি সেটা ক'রে ফেল, যেগুলো তেমন দরকারী নয় সেই সব মাল কিছু কিছু নামিয়ে রেখে ওদের গাড়িতে জায়গা ক'রে দাও, বুঝলে?"

ন'টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া রোস্তভ্-গৃহিণী শুনিলেন, যে, কর্তার হুকুমে সব মালপত্র গাড়ি হইতে নামাইয়া সৈনিকদের জায়গা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কর্তাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গো এসব কি শুনছি।"

কাউণ্ট রোস্তভ্-গৃহিণীর ভাবগতিক দেখিয়া রীতিমত দমিয়া গিয়াছেন, তিনি ঢোক গিলিয়া কোনরকমে নিজের বক্তব্যটুকু শেষ করিলেন, "আমি তোমায় সেই কথাটা বলব মনে ক'রেই আসছিলাম। ব্যাপারটা কি জান, মানে হ'চ্ছে এই ওরা বার বার ক'রে কাকুতি মিনতি করতে লাগল, যুদ্ধে ওরা জখম হয়েছে সে ত' আমাদেরই জন্যে। আর যে সব জিনিস নামিয়ে ফেলা হয়েছে সেগুলো নিহাতই আজেবাজে। আহা বেচারীদের ফেলে রেখে যাব, আমরা যখন কাল ওদের আশ্রয় দিয়েছি, তখন একটা কর্তব্য আছে ত'।··· অবিশ্যি ও নিয়ে অত ব্যস্ত হবার দরকার নেই।" কথাগুলি তিনি অতি ক্ষীণ কণ্ঠেই বলেন।

কাউণ্টের সঙ্গে এতদিন সংসার করিয়া গৃহিণীর এসব কিছুই জানিতে বাকী নাই, তিনি কর্তাকে তিরস্কার করিলেন, "দেখ, যথাসর্বস্ব ত' উড়িয়ে দিয়েছ, এখন যা ধুলোকুঁড়োটুকু আছে সেগুলোও এইভাবে ফেলে ছড়িয়ে বিলিয়ে দিতে চাও! ছেলে মেয়েদের এমনিতেই ত' পথে বসিয়ে যাচ্ছ, যাহোক কিছু আসবাব ছিল, তার দাম নেই নেই করেও লাখো টাকা হবে, তা তোমার এমনিই মতিচ্ছন্ন সেটুকুও ভোগ করতে দেবে না তাদের? না, না, সে হবে না।

অবিশ্যি তোমার জিনিস তুমি যা খুশি তাই করতে পার তবে আমায় কোন কথা জিজ্ঞেস করতে এস না। ওই ত' তোমার সামনে লুপুকিনেরা চলে গেল, বলি ক'টা হাতী ঘোড়া রেখে গেছে? একখানা হাতা-খুন্তী পর্যন্ত বেঁধে নিয়ে গেছে। যার একরত্তি বুদ্ধি থাকবে সে-ই নিয়ে যাবে। হুঁঃ, আমাদের মত আহাম্মক আর কে আছে বল! নইলে আজ এ অবস্থাই বা হবে কেন?"

কাউণ্ট মাথা হেঁট করিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন।

—"বাবা, কি হয়েছে, ব্যাপার কি?" নাতাশা জিজ্ঞাসা করিল, অবশ্য আড়ালে থাকিয়া সে সব কিছুই শুনিয়াছে তবু একবার পিতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিল না।

কাউণ্ট বলিলেন, "কিছু না,—তোমার জানবার দরকার নেই।"

—"কিন্তু আমি সব শুনেছি বাবা, আচ্ছা মা কেন আপত্তি করছেন?"

—"তাতে তোমার কি?" বলিয়া কাউণ্ট ভ্রূকুটি করিয়া মেয়ের দিকে চাহিলেন।

নাতাশা চুপ করিয়া গেল। সে নির্লিপ্তভাবে জানালায় গিয়া দাঁড়ায়।

—"বাবা বার্জ আসছে।" হঠাৎ ভগ্নিপতিকে আসিতে দেখিয়া নাতাশা উল্লসিত হইয়া উঠিল।

বার্জ আজকাল কর্ণেল পদে উন্নীত হইয়াছে, তাহার জামার বুকে এবং কাঁধে গোটাকয়েক সামরিক সম্মানের তকমা আঁটা আছে। সবেমাত্র একদিন আগে সে মস্কাউতে আসিয়াছে কোন কাজে নয় এমনিই সবাই মস্কাউতে যাইতেছে অতএব সেও কেন না আসিবে! সকালে উঠিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া শ্বশুর বাড়িতে আসিল সে। বাড়িতে পা দিয়াই সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করে বার্জ, কিন্তু কাউণ্ট বলিলেন, "এখন স্বাস্থ্যের কথা বাদ দাও। কি রকম খবরাখবর তাই বল, যুদ্ধের খবর কি? লড়াই হবে নাকি?"

—"সে কথা বলা শক্ত, তবে আমাদের রুশ সৈন্য যেন হঠাৎ পুরাকালের বীরত্ব আবার ফিরে পেয়েছে। বরোডিনোতে যে সাহস আর বীরত্ব তারা দেখিয়েছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এমন অবস্থা হয়েছিল যে, সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখতে পারছিলাম না আমরা, এদের উৎসাহ দেবার দরকার হয় না, উল্টে আটকে রাখা দায়।…

বার্জ গল্প জুড়িয়া দিল, যতটুকু সে নিজে দেখিয়াছে তার চেয়ে ঢের বেশি শোনাকথা চালাইয়া দিল বার্জ। এক একবার অপাঙ্গে নাতাশার দিকে চাহিয়া লক্ষ্য করে, নাতাশা কতদূর মুগ্ধ হইয়াছে।

বার্জের শাশুড়ী আসিতে আর একদফা কুশল প্রশ্নের পালা চলিল। বার বার সে রোস্তভ-গৃহিণীর শারিরীক অসুস্থতা সম্বন্ধে উদ্বেগ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে বার্জ বলিল যে পথে একটা চমৎকার দেরাজ সে দেখিয়া আসিয়াছে, দেরাজটা খুব সুবিধা দরে পাওয়া যাইতেছে জিনিসটা খুব ভাল, অনেকগুলি টানা এবং চোরা কুঠুরিও আছে—অবশ্য বার্জের এসব জিনিসের তেমন শখ নাই তবে ভেরার খুব ঝোঁক, যদি তাহার শ্বশুর মহাশয় জামাতাকে এই দেরাজটি উপহার দেন ত' খুব ভাল হয়।

কাউন্টের মন-মেজাজ এমনিতেই খারাপ ছিল তিনি বলিলেন, "আমি এসব কিছু জানি না, তোমার শাশুড়ীকে বল, তিনিই ত' মালিক—"

বার্জ বলে, "অবিশ্যি আপনার অসুবিধে হয়ত' থাক। আমার তেমন ইয়ে নেই, কেবল আপনার মেয়ে বল্‌ছিল তাই…"

—"চুলোয় যাক সব, তোমাদের হাঙ্গামায় পড়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যাও, যাও, জানি না কিচ্ছু জানি না আমি।" বলিতে বলিতে তিনি ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

গৃহিণী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বেচারী বার্জ কাঁচুমাচু হইয়া বলে, "বড়ই দুঃসময়"—

বাবার পিছু পিছু নাতাশাও বাহির হইয়া যায়।

আহত সৈনিকদের গাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হইবে না শুনিয়া পিতা এবং কন্যা দু'জনেই অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছে। নাতাশা বাহিরে আসিয়া দেখিল পিটিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া পথিকদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র বিলাইয়া দিতেছে। পরক্ষণে ঘরে ফিরিয়া গিয়া বার্জের সামনেই নাতাশা তার মায়ের অবিচারের বিরুদ্ধে স-কলরবে প্রতিবাদ করে, "ছি, ছি, ছি, মা তুমি কি ক'রে পারলে? ওরা সবাই পড়ে থাকবে আর আমাদের সব আজেবাজে জিনিস-পত্তর যাবে, সেটাই বড় হ'ল?"

মেয়ের কথা প্রথমে বুঝিতে না পারিয়া রোস্তভ-গৃহিণী অবাক হইয়া চাহিয়া থাকেন। তারপর নাতাশা যখন আরও কড়া কথা শুনাইয়া শেষে

ফেলিল তখন তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা তোরা যা, ভাল বুঝিস্ তাই কর যা! বাবা, বেটির এত রাগ!"

নাতাশা মায়ের কাছে মার্জনা চাহিল।

রোস্তভ গৃহিণী ত্বরিতে কর্তার কাছে গিয়া বলিলেন, "ওগো, তুমি তাই কর, ওদের যাবার ব্যবস্থাই আগে হোক। আচ্ছা, বলত' কোন্ দিন আমি তোমার কাজে অমত করেছি! না, না, তোমার যা ইচ্ছে তাই কর!" বলিয়া তিনি স্বামীর কাঁধে মুখ ঢাকিয়া অশ্রু সংবরণ করেন।

নাতাশা লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল, উঠানে গিয়া চাকরদের হুকুম দিল, "মালপত্র নামাও।" নাতাশার কথা তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। তারপর যখন কর্তা আসিয়া বলিল তখনও তাহারা ঠিক বিশ্বাস করে না যে গৃহিণী এরকম অবিশ্বাস্য ফরমাস দিতে পারেন। অবশেষে গৃহিণী স্বয়ং নামিয়া আসিয়া যখন নিজে মুখে হুকুম দিলেন, তখন তাহারা মালপত্র নামাইতে শুরু করিল। এতক্ষণ তাহারা জানিত যে সৈনিকেরা পড়িয়া থাকিবে তাহাতে কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নাই এখন তাহাদের ধারণা হইল জিনিসপত্র যাক আর নাই যাক সৈনিকদের ব্যবস্থাটা সর্বাগ্রে হওয়া দরকার। অতএব উৎসাহিত ভাবে তাহারা গাড়ি খালি করিতে লাগিল।

সুসংবাদটা ছাদ ডিঙাইয়া পাড়ার শেষ প্রান্তে পৌছাইতে বিশেষ দেরী হইল না, আশপাশের বাড়ীতে যে সব আহত সৈনিক আশ্রয় পাইয়া ছিল তাহারা ভিড় করিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহারাও যাইবে। দেখিতে দেখিতে অনেক ক'খানা গাড়ি খালি হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সৈনিকেরা অধিকার করিয়া বসিল। কয়েক দিন ধরিয়া যে সব বাক্সপত্র বাঁধাছাঁদা করা হইয়াছে, গাড়ি হইতে নামাইবার সময় তাহার অনেকগুলিই খুলিয়া গেল, জিনিস-পত্র ওলট-পালট হইয়া গেল কিন্তু সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই—যে সব জিনিস এখানে রাখিয়া যাওয়া হইবে সেগুলি ভাল করিয়া গুছাইয়া রাখার দায়িত্ব সোনিয়া নিজেই গ্রহণ করিয়াছে।

কয়েকজন চাকরে মিলিয়া একটি বিরাট বাক্স গাড়ির পিছনে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু কিছুতেই সুবিধা করিতে না পারিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "এত বড় বাক্স কি বাঁধা যায়? এটার জন্যেই একটা গাড়ি দরকার, বাবাঃ!"

নাতাশা প্রশ্ন করে, "কি আছে এতে ?"

—"বই, লাইব্রেরীর সব বই ।"

—"রেখে দাও, ও দরকার নেই।"

শেষে দেখা গেল গাড়ির ভিতরে পিটিয়ারই বসিবার জায়গা নেই, কে যেন বলিল, "পিটিয়া কোচ-বাক্সে বসে যাবে, কি বল ? পারবে না।"

বেলা দুইটা নাগাদ গাড়ি বোঝাই দিয়া রোস্তভ্ পরিবার রওনা দিল। এণ্ড্রুর বড় গাড়িখানা দেখিয়া সোনিয়া একটু অবাক হইয়া যায়, এ গাড়িখানা ত' তাহাদের নহে! সে একটা দাসীকে জিজ্ঞাসা করে, "ও গাড়িতে কে যাচ্ছে ? কার গাড়ি ?"

দাসীটি বলিল, "ওমা—তুমি জান না দিদিমণি ? ও গাড়িতে আমাদের প্রিন্স আছেন, উনি জখম হ'য়ে কাল রাতে এখানে এসেছেন।"

—"কে প্রিন্স ? নাম কি ভদ্রলোকের ?"

—"কেন উনি যে আমাদের প্রিন্স এণ্ড্রু গো। নাতাশা দিদিমণির সঙ্গে যাঁর বিয়ের কথা হয়েছিল, মনে নেই! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দাসীটি বলিল, "শুনছি নাকি একেবারে মরণাপন্ন অবস্থা।"

সোনিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া গৃহিণীর কাছে গিয়া খবরটা দিল, "মা, শুনেছেন, এণ্ড্রু এখানে এসেছে। যুদ্ধে জখম হয়ে এখন তার মরণাপন্ন অবস্থা। সে নাকি আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছে।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে গৃহিণী তাহার দিকে চাহিয়া থাকেন, ব্যাপারটা তিনি যেন ঠিক বুঝিতে পারেন না। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মুখে কথা ফুটিল, উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় গলার স্বর কাঁপিয়া গেল, তিনি বলিলেন, "নাতাশা ?"

সোনিয়ারও প্রথমে মনে হইয়াছিল, সত্য, এখবর পাইয়া নাতাশার মনের অবস্থা কিরূপ হইবে ? হয়ত' এই সঙ্গে এণ্ড্রুর জন্য কিছু বেদনা-বোধও ছিল তাহাদের দু'জনের মনেই, কিন্তু নাতাশার জন্য উদ্বেগ দুশ্চিন্তা যে তার তুলনায় অনেক বেশি!

সোনিয়া বলিল, "নাতাশা এসব কিছু শোনেনি···কিন্তু প্রিন্সের গাড়ি ত' আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছে, সেই হয়েছে মুস্কিল।"

—"তুমি যে বললে তার আর বাঁচবার আশা নেই ?"

সোনিয়া ঘাড় নাড়িয়া সেকথা সমর্থন করিল, রোস্তভ্‌ গৃহিণী কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ একসময়ে সোনিয়ার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ঠিক এমনি সময়, হাসিতে খুশিতে উজ্জ্বল নাতাশা আসিয়া দাঁড়াইল, "হ্যাঁ মা, সব তৈরী ত' ?" পরক্ষণেই মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু ব্যাপার কি বল দেখি !"

—"না কই কিছু না ত' ! হাঁ সব তৈরী।" কোন কথা না বলিয়া সোনিয়া নাতাশাকে চুম্বন করিল। এবারে নাতাশা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সোনিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলে, "কি হয়েছে ? বল না কি হয়েছে !"

—"না, না কিছু নয়।"

নাতাশা অনুমান করিয়া লইল একটা কিছু ঘটিয়াছে নিশ্চয়—তাহার অনুভূতির সচেতনতা ছোট চারা গাছের মতই সহজ, সামান্য আভাষেই তাহার মন সচকিত হইয়া উঠে। কাজেই নাতাশা তার মায়ের কথা বা সোনিয়ার কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না।

গাড়ি ছাড়িবার আগে সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করিল। তারপর যেসব চাকর দাসী এখানে বাড়ি আগলাইবার জন্য রহিল তাহাদের উপদেশ দিয়া মিষ্ট কথা বলিয়া বিদায় লইবার পর্ব চুকিল।

রোস্তভ্‌ গৃহিণী হাঁকিলেন, "দেখ আবার কিছু ভুলে ফেলে যাচ্ছ কিনা। জানি একটা না একটা কিছু ভুল হবেই। ভাখ ভালো ক'রে দেখে শুনে নাও। শেষে যে বল্‌বে ওই যাঃ—তা হবে না বাপু।

অনেক দিন পরে যেন গাড়িতে চড়িয়া নাতাশার মন আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে, মায়ের পাশে বসিয়া সে রাস্তায় দুধারের বাড়িগুলির দিকে চাহিয়া থাকে, কখনও বা পথিকদের দিকে তাকায় অন্যমনস্ক ভাবে। মাঝে মাঝে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া এগুর গাড়ির দিকে তাকায় নাতাশা। সবার আগে এগুর গাড়ি চলিয়াছে তাই সেদিকেই তার লক্ষ্য—কিন্তু নাতাশা কিছুই জানিতে পারে না এই ঢাকা গাড়িখানার মধ্যে কে আছে।

শহরের নানা দিক হইতে অসংখ্য গাড়ি চৌরাস্তায় আসিয়া পড়িতেছে—ফলে সারি সারি গাড়ি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এমনি একটা চৌরাস্তার মোড়ে

রোস্তোভ্‌দের গাড়ি আটকাইয়া ছিল। নাতাশা ভিড়ের মধ্যে একজনকে দেখাইয়া বলিল, "ও যাচ্ছে সোনিয়া দেখেছ?"

—"কে? কার কথা বলছ?"

"কেন পিটার! সেই যে দেখতে পাচ্ছ না পিটার যাচ্ছে।" বলিয়া নাতাশা গাড়োয়ানের পোষাক পরা একটা লম্বা লোককে দেখাইয়া দিল কিন্তু সোনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল, বলিল "যাঃ, তুমি ভুল করছ।"

—"আচ্ছা বাজি হয়ে যাক! এই গাড়োয়ান গাড়িটা থামাও ত' একবার।"

গাড়ি ততক্ষণে চলিতে শুরু করিয়াছে, পিছনে অসংখ্য গাড়ী রহিয়াছে, এ অবস্থায় গাড়োয়ান থামিবে কি করিয়া! গাড়ি থামিল না দেখিয়া নাতাশ পিটারকে ডাকিল। প্রথমে তাহার কথাটা পিটার যেন কানে তুলিল না, তখন নাতাশা আরও জোরে হাঁকিল, "পিটার, পিটার এদিকে এস, একবার শোন না! কি চিনতে পারছ ত'!"

এবার পিটার তাহার দিকে তাকাইয়া একটু হাসিয়া আগাইয়া আসিল।

নাতাশা বলিল, "যাক তবু চিনতে পারলে! তা ওরকম অদ্ভুত সাজ কেন?" বলিয়া করমর্দন করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল।

পিটার হাতখানি ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে সে যেন কেমন একটু অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। গাড়ি কিন্তু থামে নাই, নাতাশার হাতখানা ধরিয়াই পিটার গাড়ির পাশাপাশি চলিতে লাগিল।

রোস্তভ গৃহিণী পিটারের আপাদ মস্তক দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "এসব কি হয়েছে!"

—"আমি, না কই কিছু না ত'! দোহাই, কোন কথা জানতে চাইবেন না, মিনতি করছি।" জবাব দিল পিটার। তাহার মন যেন নাতাশার রূপ-মাধুর্যের সুষমায় স্নিগ্ধ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে।

নাতাশা জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কি থাকবে এখানে, না যাচ্ছ?"

কিছুক্ষণ পরে সহসা স্বপ্নোত্থিতের মত পিটার প্রশ্ন করে, "মস্কাউতে? হ্যাঁ, হ্যাঁ থাকব, নিশ্চয় থাকব। আচ্ছা আসি।"

—"সত্যি আমি যদি তোমার মত পুরুষ মানুষ হ'তাম, ত' থেকেই যেতাম, তোমার সঙ্গে। মা যদি থাকতে দিতেন ত'—"

মেয়ের কথা শেষ হইবার আগেই রোস্তভ্ গিন্নী আর একটা কথা পাড়িলেন, "ভাল কথা তুমি নাকি যুদ্ধে গিয়েছিলে—যুদ্ধ দেখেছ তুমি ?"

—"হ্যা, আমি গিয়েছিলাম যুদ্ধে। আবার কাল আর একটা যুদ্ধ হবে।"

—"নাতাশা বলিল—" কিন্তু তোমার কি হয়েছে বল দেখি? তুমি যেন অন্ত রকম হয়ে গেছ!"

—"না না, আমায় কোন প্রশ্ন ক'রো না। জানি না, কিছু জানি না আমি। আচ্ছা, আর বাজে কথা নয়। বিদায় বিদায়।"

গাড়ি ছাড়িয়া দিয়া পিটার ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া যায়, নাতাশা সহাস্ত দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া থাকে।

সেদিন সকালে পিটার বাড়ি হইতে নিরুদ্দেশ হইবার পর আজ পর্যন্ত উদ্দেশহীন ভাবেই কাটাইয়াছে। তাহার বাড়ি হইতে উধাও হওয়ার সঠিক কারণ সে নিজেও বোধহয় ভাল করিয়া জানে না। মস্কাউতে ফিরিবার পরদিন সকালে উঠিয়া বোগুপ্শীনের সতর্কবাণীর কথা মনে পড়িয়া যাওয়াতে পিটার একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল—এখন সে কি করিবে? এমন সময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল যে বৈঠকখানা ঘরে কয়েকজন লোক বসিয়া আছে পিটারের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য—সেদিন যে ফরাসীটি হেলেনের চিঠি দিয়া গিয়াছিল সেও আসিয়াছে। এই খবরটুকু পাইয়া পিটার যেন কেমন হইয়া যায়, তাহার মনে হয় পৃথিবীতে তাহার প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে, এত বড় জগতে তাহার করিবার মত কোন কাজই নাই। আকাশ-বাতাশ, ঘর-বাড়ি, সমাজ-সংসার সব কিছু মুছিয়া গিয়াছে—একটি বিরাট মহাশূন্ত ছাড়া কিছু নাই, সমস্তার জটিলতা ডানা মেলিয়া জীবনের সমস্ত আলো শোষণ করিয়া অন্ধ অচল রাজ্য রচনা করিয়াছে। পিটার সোফার উপর বসিয়া জোর করিয়া হাসি টানিয়া আনে এ হাসি যেন নিজেকে সান্ত্বনা দিবার ক্ষীণ প্রচেষ্টা। একবার সোফা হইতে উঠিয়া দরজার দুই পাল্লার ফাঁক দিয়া লক্ষ্য করে বৈঠকখানায় কে কে রহিয়াছে। তারপর আবার নিজের আসনে বসিয়া একখানা বই পড়িবার চেষ্টা করে সে। কিছুক্ষণ পরে চাকরটি আর একবার হাজির হল—সেই ফরাসী ভদ্রলোক নাকি খুব ব্যাস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তা ছাড়া পিটারের এক বন্ধুর বিধবা স্ত্রী একখানি

চিঠি পাঠাইয়াছেন। পিটার চিঠিখানি খুলিয়া দেখিল, শহরে থাকা বিপদজনক বলিয়া সে ভদ্রমহিলা গ্রামে চলিয়া যাইতেছেন, এখন পিটারকে তাঁহাদের পাঠাগারের বইপত্রের সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

চিঠি পড়িয়া চাকরকে বলিল, "যাও বল গিয়ে আমি যাচ্ছি।"

পরক্ষণে সে টুপীটা মাথায় দিয়া খিড়কির দরজা দিয়া নামিয়া গেল। পাছে কাহারও সঙ্গে দেখা হইয়া যায় এই ভয়ে সে খিড়কি দিয়া সরিয়া পড়িল, এ যেন নিজের বাড়ি হইতে সে চুরি করিয়া পালাইতেছে। পথে নামিয়া ঘাড় নীচু করিয়া মুখ নামাইয়া সে হন্ হন্ করিয়া সেই বন্ধুর বাড়ির দিকে চলিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছে, অতগুলি দামী বই নষ্ট হইতে দেওয়া ঠিক হইবে না। একখানা ভাড়াটে গাড়ি সামনে আসিয়া পড়িতেই পিটার সেটাতে উঠিয়া বসিল। স্কুল পালানো দুষ্ট ছেলেদের মত গাড়িতে চড়িয়া পিটারেরও মনে খুব আনন্দ হয়। সে গাড়োয়ানের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল, ক্রেমলিন দুর্গের সামনে অস্ত্রশস্ত্র বিতরণের গল্প, তিন পাহাড়ের কাছে লড়াই-এর আয়োজনের বিবরণ আরও ঐ ধরণের টাট্কা গুজব লইয়া তাহাদের আলোচনা চলে।

এদিকে কিছুদিন আসাযাওয়া নাই বলিয়া বন্ধুর বাড়িটা চিনিতে পিটারের রীতিমত অসুবিধা হয়। কড়া নাড়িতেই বুড়ো চাকরটা বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া পিটার আশ্বস্ত হইল, তবে এই বাড়িই বটে!

—"বাড়িতে কে আছে?"

—"আজ্ঞে মা-ঠাকরুণ ত' ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গাঁয়ে চলে গিয়েছেন।"

—"আচ্ছা বেশ, এখন চল দেখি বইপত্তরগুলোর কি অবস্থা হয়েছে সেটা দেখা দরকার।"

—"আজ্ঞে আসুন, আসুন, সে কি কথা—বাড়িতে অবিশ্যি কাকাবাবু আছেন, কিন্তু জানেনই ত' তিনি যা মানুষ—"

পিটার এই কাকাবাবুটিকে ভাল করিয়া চেনে, দিনরাত মদে ডুবিয়া থাকে বলিয়া লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে ভোঁতা হইয়া গিয়াছে।

—"আচ্ছা চল দেখা যাক," বলিয়া পিটার বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। মাঝ পথে এক দীর্ঘকায় শীর্ণ প্রৌঢ়ের সঙ্গে দেখা হইল, বলা বাহুল্য যে ইনিই সেই কাকাবাবু। পিটারকে দেখিয়া লোকটা বিড়বিড় করিয়া কথা বলিয়া

শিরায় শিরায় রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। তিনি অধীর আগ্রহে মস্কাউ-এর [illegible] সেই বিশেষ মুহূর্তটির অপেক্ষা করেন।

—"ওই আমার সম্মুখে সেই গর্বিত জাতির রাজধানী, পরাজয়ের প্রতীক্ষারত। আজ কোথায় সম্রাট আলেকজান্দার! এখনও কি সে জয়ের আশা পোষণ করে? আমার সামান্য ইঙ্গিতে আলেকজান্দারের শেষ আশাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে ধূলায় মিশে যাবে-চিরতরে। কিন্তু বিজিত জাতিকে আমার প্রসন্নদৃষ্টি মুগ্ধ করবে বইকি! তাদের আমি মার্জনা করব। গ্রামে গ্রামে আমার ন্যায়পরতার বার্তা, মৈত্রীর বার্তা পাঠাব। বর্বর জাতির শুম্ভে ফলকে আমার ধর্মরাজ্যের বাণী বিজ্ঞাপিত হবে। ক্রেম্লিন দুর্গে আমার রাজমাহাত্ম্য বিঘোষিত হবে—এই সুপ্রাচীন বর্বর জাতি আমার কাছেই জানবে সভ্যতার সত্যরূপ কি! আগামী শতাব্দীতে আজকের এই বিজয়ের কাহিনী সকলে সগৌরবে স্মরণ করবে। পরাভূত জাতিকে যথাযোগ্য সম্মান, মর্যাদা দেবার মত উদারতা আমার রয়েছে। ওদের সঙ্গে শান্তিস্থাপনের প্রস্তাব পাঠাব আমি। এইত' আমার উদার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য।" আপন মনে এই সব কথা চিন্তা করিতে করিতে নাপোলেঅঁ হঠাৎ একজন পার্শ্বচরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"যাও রুশদের তরফ থেকে যে প্রতিনিধি দল আসতে চায় নিয়ে এস তাদের!"

সঙ্গে সঙ্গে একজন বাহির হইয়া পড়িল রুশ প্রতিনিধিদের খোঁজে।

দেখিতে দেখিতে দুই ঘণ্টা পার হইয়া গেল। নাপোলেঅঁ আহারাদি সারিয়া সেই পাহাড়ের উঁচু জায়গাটায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার বাণী মনে মনে গড়া হইয়া গিয়াছে। তিনি নিজেকে রুশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কল্পনা করিয়া কত কথাই যে ভাবেন—। মাঝে মাঝে অনাগত রুশ প্রতিনিধিদের আশায় এদিক ওদিক চাহেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাহাদের কোন চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না কেন!

এইভাবে নাপোলেঅঁ যখন অপেক্ষা করিতে করিতে ধৈর্যের শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছেন ওদিকে তখন তাঁহার প্রেরিত দূতেরা সারা শহরের সমস্ত রাস্তাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তেমন জুৎসই প্রতিনিধি জোগাড় করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সবাই রাজধানী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, পথে ঘাটে দু'চার জন মাতাল ছাড়া আর কেহই নাই। এই সত্য

কথাটা এভাবে সম্রাটের সামনে আসিয়া বলিবার মত দুঃসাহস কাহারও নাই। তাহাদের মধ্যে আলোচনা হইতেছে কি করা উচিত।

কয়েকজন বলিতেছে, "কোন রকমে জন-কয়েককে ধরে' নিয়ে এলেই ত' এখনকার মত নিশ্চিন্ত।"

কিন্তু যাহারা অপেক্ষাকৃত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন তাহারা বলে, "না, সে অসম্ভব ব্যাপারটা ত' এখানেই শেষ হবে না। এখন না হোক একটু পরে উনি টের পাবেন শহরে কেউ নেই, তখন কি হবে? তার চেয়ে জানিয়ে দেওয়াই ভাল।"

কিন্তু এই জানাইয়া দেওয়ার ভারটুকু কে লইবে?

যাই হোক অনেকক্ষণ এইভাবে আশাপথ চাহিয়া থাকিবার পর এই খবর যখন নাপোলেঁর কানে উঠিল তখন তিনি কামান চালাইবার হুকুম দিলেন। গোলাবর্ষণের হুকুম দিয়া সৈন্য-সামন্ত লইয়া সম্রাট নাপোলেঁ মস্কাউ শহরে প্রবেশ করিলেন।

শহর ছাড়িয়া সবাই চলিয়া গিয়াছে। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় বটে যে, এখনও প্রাণের স্পন্দন রহিয়াছে, এখনও দৈনন্দিন জীবনের নিয়মিত ছন্দ বজায় আছে বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু দূর হইতে যেটা ভিড় বলিয়া মনে হয় কাছে আসিয়া দেখা যায় সেখানে দু'তিন জন মানুষ। পতঙ্গদের মধ্যে একটা জিনিস দেখা যায়, মৌমাছিদের দলের মক্ষি-রাণীর অভাবে মৌচাকে যে শ্মশানভূমির চিত্র পাওয়া যায়—মস্কাউ শহরেও আজ সেই অবস্থা। দূর হইতে হয়ত' দেখা যায় মৌচাকের আশপাশে মৌমাছি গুঞ্জন করিতেছে, কিন্তু কাছে আসিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে মধুবিহীন, শুষ্ক, মোমের পিণ্ডটুকু গাছের ডালে ঝুলিতেছে সেখানে কোথাও প্রাণস্পন্দন নাই, জীবের কোন চিহ্ন নাই—সেখানে আঘাত করিলে সহস্র মক্ষিকার প্রচণ্ড বিদ্রোহের কলগুঞ্জন ওঠে না—হুল উঁচাইয়া কোন মৌমাছি ত' আক্রমণ করিতে আসে না। নিস্তেজ প্রাণহীন জড়ের মত শহরটা পড়িয়া আছে। শূন্য পথের কোন প্রান্তে হয়ত' একজন পথিক দৈবাৎ চলিয়া যায়, রাস্তার দু'পাশে সব বাড়িতেই তালা-চাবি, যে দু'একখানি বাড়িতে চাকর বাকর রহিয়াছে তাহারা ভয়ে ভয়ে ভিতর হইতে দুয়ার বন্ধ করিয়া নিরাপত্তার চিন্তায় ব্যস্ত।

যাহারা এখনও শহর ছাড়িয়া যায় নাই তাহারা যন্ত্রচালিতের মত

নিত্যদিনের অভ্যাসটুকু অপরিবর্তিত রাখিয়া খানিকটা আত্মপ্রসাদ পায়, মনে করে, "তবুত আমরা আছি।"

সকাল হইতে নগরীর পথে পথে রুশেরা পলায়নের জোয়ারে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, যাহারা যাইতে বাকী ছিল তাহারাও শেষ মুহূর্তে শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। আহত সৈনিকদের পিছু পিছু দলে দলে লোক চলিয়াছে, কিন্তু নদীর কাছাকাছি আসিয়াই সকলের গতিরোধ হইয়া যায়। ইহারই মধ্যে একদল সৈন্য এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করিতেছে, সুযোগ পাইলেই তাহারা সাধারণের জিনিসপত্র নিঃশব্দে সরাইয়া ফেলিতেছে। ঠিক এই মতলবে কত লোক শহরের রাস্তায় ঘুরিতেছে তাহার খবর কে রাখে।

আজ আর দোকানে দোকানে খরিদ্দার লইয়া টানাটানি নাই, পথে ঘাটে ফেরিওয়ালাও দেখা যাইতেছে না, দোকানদারদের সঙ্গে দরাদরি করিবার মত উৎসাহী ক্রেতারাও কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে—পথে যে সামান্য দু'চারজনে লোক চলাফেরা করিতেছে তাহাদের প্রায় সবাই সামরিক পোশাকে সজ্জিত। তাহারা খালি হাতেই পথ চলিতেছে, ফাঁক পাইলে কোন বাড়িতে চড়াও হইয়া কিছু মালপত্র লইয়া যাইতেছে। ব্যবসায়ীরা কখনও বা দোকানের দরজা খুলিয়া জিনিসপত্র বাহির করিয়া নিরাপদ জায়গায় পাঠাইয়া দিতেছে। বাজারে সামনের মাঠে ঢেঁড়া দিয়া জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলা হইতেছে—জনসাধারণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শত্রুর বিপক্ষে লড়াই করুক, দেশকে রক্ষা করার এছাড়া কোন পথ নাই। কিন্তু সেই ঢক্কা-নিনাদের দিকে কর্ণপাত করিবার মত দেশপ্রেমিক বড় একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে যার মতলবে ফিরিতেছে! অনেক সৈন্যদল ছাড়িয়া সরিয়া পড়িয়াছে চুরি করিবার জন্য।

দুইজন পদস্থ সামরিক কর্মচারী একটি মোড়ে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিল, তাহাদের কাছে একজন ঘোড়সওয়ার আসিয়া খবর দিল, "যা শুনছি সে ত' বড় সাংঘাতিক ব্যাপার, অর্ধেক লোক নাকি দল থেকে খ'সে পড়েছে।"

এমন সময়ে তিন চারটি সৈনিককে গা ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়িতে দেখিয়া ঘোড়সওয়ারটি হাঁকিল, "এই, এই তোমরা পালাচ্ছ কোথায়—এই—"

—"আচ্ছা বল দেখি এই ভাবে আর ক-টাকে খুঁজে পাওয়া যাবে? ওদিকে আবার পুলের সামনে সব আটকে গেছে, এগোবারও উপায় নেই।"

একজন বৃদ্ধ সামরিক কর্মচারী আসিয়া বলিল, "তোমরা এক কাজ কর, যত বাজে লোক পথে ঘোরা-ফেরা করছে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চল দেখি—"

ঢ্যাঁড়াওয়ালার কাছে গিয়া ইহারা দাঁড়াতেই ভিড়ের মধ্য হইতে কয়েকটি সৈনিক পলায়ন করিল। একটি দোহারা চেহারার দোকানী আগাইয়া আসিয়া সোৎসাহে বলিল, "হুজুর, আমাদের একটা ব্যবস্থা না করলে ত' আর চলে না, এ ভাবে অরক্ষিত অবস্থায় থাকলে সব মরবে যে! আমাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, পরণের কাপড়খানা থাকলেই আমরা খুশি। কিন্তু এ যে দেখছি ঘোর অরাজকতা—। পথে অন্তত পাহারা দেবার ব্যবস্থাটা ত' হওয়া দরকার, নিদেন আমাদের দোকানপাট বন্ধ করবার সময়টুকুও দিন—।"

দেখতে দেখতে আরও কয়েকজন দোকানী আসিয়া যোগ দিল।

একজন ভারিক্কী মেজাজে বলিল, "হুঃ তোমাদের এই সামান্য কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় হ'ল?—বলে, যখন মাথা কেটে বরবাদ হয়ে যাচ্ছে তখন কিনা চুলের শোকে কাঁদতে বসা—।"

—"তোমার মুখেই একথা শোভা পায়, তুমি ত' বলবেই—তুমি ত' বলবেই—" আর একটি লোক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দেয়, "কাজ গুছিয়ে নিয়ে অমন সাউকারী সবাই করতে পারে।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, থাম দেখি বাপু—কেন, গেলে আমারই কি কম যাবে নাকি? এই তিন দোকানে মিলে কম্‌সে কম আস্‌বাব পত্তর নিয়ে লাখো টাকার মালপত্র পড়ে আছে। আরে এটা বোঝো না যে, সৈন্য সরিয়ে নিয়েছে শহর থেকে, এখন আমাদের ভগবানের ভরসা করা ছাড়া আর কি করবার আছে কিছু!"

সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে একজন অপরকে কনুই-এর ধাক্কা দিয়ে বলে, "এস, এস!"

একটা দোকানের সামনে খুব হৈ চৈ গোলমাল হইতেছে। হঠাৎ একটি সামরিক কর্মচারীকে দোকানের খোলা দরজা দিয়া কাহারা সবেগে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কতকগুলি সৈনিক দোকানের ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছিল, জনসাধারণ তাহাদের দিকে হৈ হৈ করিয়া ধাওয়া করিল। এতক্ষণ গোলমাল হইতেছিল কেবল বাজারে এবং বাজারের আশপাশের গঞ্জ অঞ্চলে, কিন্তু এবারে

সমুদ্রের গর্জনের মত একটা বিরাট প্রচণ্ড কোলাহল ভাসিয়া আসিতে লাগিল নদীর সেতুর দিক হইতে। ব্যাপার কি?

অফিসার দু'টি গোলমালের শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে ছুটিল। কিছুদূর আসিবার পর তাহারা দেখিল যে দু'টি কামান আনিয়া বাজারের মাঠে রাখা হইয়াছে, এদিকে অনেক ঘোড়সওয়ার আসিয়া অসামরিক লোকদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িতেছে—আর যায় কোথায়, হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। এই ভিড়ের মধ্যে একটি গাড়ি আসবাবপত্র বোঝাই দিয়া চলিয়াছে, সেই আসবাবপত্রের মাথায় একটি স্ত্রীলোক কোনোরকমে একটা চেয়ারের হাতল ধরিয়া চলিয়াছে, মেয়েটির পা দুটি কিন্তু শূন্যেই ঝুলিতেছে, গাড়ির পিছনে চার চারটি কুকুরকে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কুকুরগুলি পরস্পর মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কেঁউ কেঁউ করিয়া উঠিতেছে। গাড়িখানার আপাদমস্তক বোঝাই, তার উপর ওই স্ত্রীলোকটির অবস্থা এবং কুকুরগুলির কাণ্ড-কারখানা যে দেখিতেছে সে-ই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে।

একটি সেনাপতির কানে সৈন্যদের এই দোকনপাট লুটতরাজের কথা উঠিতেই তিনি সাধারণের নিরাপত্তার জন্য একদল সৈন্য এবং এক জোড়া কামান পাঠাইয়া দিয়াছেন, কামান দেখিয়া জনসাধারণ ভয় পাইয়াছে, ভয় পাইয়া যে যেদিকে পারিতেছে প্রাণ হাতে করিয়া ছুটিতেছে, অতএব গোলমাল একটু হইতেই পারে।

৬

বাজার ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে পথ জনহীন। বিপণির কোন চিহ্ন নাই, কেবলমাত্র সরাইখানাগুলি আশেপাশে, মাতালেরা গান গাহিতেছে অথবা জড়িতকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, কিন্তু গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ কোথাও নাই, মাঝে মাঝে দীর্ঘ ব্যবধানের পর পথের মৌনতা ভঙ্গ করিয়া কোন এক পথচারী চলিয়া যায়। পরক্ষণে আবার নীরব নিস্তব্ধতায় রাস্তাটা ঢাকা পড়িয়া যায়। ধোস্তভ্‌দের বাড়ির কোথাও বা খড়ের কুটা, ছেঁড়া দড়ি খানিকটা পড়িয়া আছে। বাড়ির মূল্যবান আসবাবপত্র মোটামুটি রহিয়া গিয়াছে, ঘরদোর বেশ সাজানোই আছে। বৈঠকখানার ঘরে কে যেন পিয়ানো বাজাইতেছে, যে সব চাকরবাকরেরা বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আছে তাহাদেরই একজনের নাতি মনের আনন্দে পিয়ানোর ঘাটগুলি একধার হইতে টিপিয়া চলিয়াছে—এ

এক বিচিত্র সুরজাল। সুরকর্তা ছাড়া দ্বিতীয় সমঝদার বোধ হয় পৃথিবীতে আর মিলবে না। ওদিকে এবাড়ির দারোয়ানটি কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া বিরাট আয়নার সামনে নিজেকে নিরীক্ষণ করিতেছে। নিজেকে দেখিয়া সে খুশিতে দাঁত বাহির করিয়া হি-হি করিয়া হাসিয়া দেখিতেছে কেমন দেখায়—।

ছেলেটা দারোয়ানকে বলে, "দেখেছ খুড়ো আমার কি বুদ্ধি! কেমন বাজনা বাজাতে শিখে ফেলাম—"

আরও অভিনিবেশ সহকারে নিজেকে দেখিতে দেখিতেই দারোয়ানটি জবাব দেয়, "মাইরি তোমার কি বুদ্ধি!"

এমন সময় বৃদ্ধা দাসী আসিয়া তাহাদের ধমকাইয়া দিল, "ছি, ছি, ছি, কি কুঁড়ে রে তোরা! এই হতভাগা ওঠ্, পিয়ানোটা ভাঙবি নাকি? আর তুমি এখানে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে কি দেখছ শুনি—সব কাজ ফেলে রেখে এ্যাঁ!

বুড়ি ঝি আসবাবপত্র ঝাড়াপোঁছা করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াতেই দেখিল সামরিক পোষাকপরা একটা অল্পবয়সী ছেলে দেউড়ির সামনে আসিয়া থামিল। এবং তারপর বাহির দিক হইতে দরজাটা খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বুড়ি চেঁচাইয়া বলিল, "কে-গো ওখানে? কি চাই তোমার?"

—"কাউণ্ট, কাউণ্ট বাড়ি আছেন?"

—"কে, তুমি কে?"

—"আমি সেনাদলের লোক, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।" আগন্তুকের কণ্ঠস্বর খুব মধুর।

বুড়ি আগাইয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দেখিল, হাঁ সামরিক বিভাগের লোকই বটে, তবে নেহাত-ই ছেলে-মানুষ, খুব বেশী যদি হয়ত' ছেলেটির বয়স বছর-আঠারো হইবে। এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ইহার যেন সাদৃশ্য রহিয়াছে।

বুড়ি বলিল, "ওনারা সবাই চলে গিয়েছেন, এই কাল বিকেলে—"

—"ইস্, যাক গে কি আর হবে, আমার বরাতে নেই—কাল এলেই হ'ত!" ছেলেটি একটু হতাশ হইয়া পড়ে যেন।

বৃদ্ধা দাসীটি কথাবার্তায় বুঝিয়া লইল ছেলেটি তাহার মনিবের দূরসম্পর্কের

আত্মীয়, আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ, আত্মীয়ের কাছে কিছু সাহায্য পাইবার আশায় ছেলেটি আসিয়াছে। ছেলেটির কথা শেষ হইতেই বৃদ্ধা তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল এবং পরক্ষণে একটি রুমালে পঁচিশটি টাকা বাঁধিয়া আনিয়া ছেলেটির হাতে দিয়া বলিল, "অবিশ্যি তেনারা থাকলে ...অনেক বেশি...কিন্তু বুঝতেই ত' পারছ বাবা— ।" বলিয়া বুড়ি চুপ করিয়া যায়, তাহার মুখে আর কথা জোগায় না।

ছেলেটি কিন্তু টাকা পাইতে খুব খুশি হইল, আনন্দে তার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধা তাহাকে বাহিরে আগাইয়া দিতে দিতে বলিল, "আহা ভগবান তোমার ভাল করুন।"

নির্জন পথে ছেলেটি চলিতে থাকে। পিছন হইতে যতক্ষণ দেখা যায় বৃদ্ধাটি ছেলেটির দিকে চাহিয়া রহিল, তার চোখ দুটি অশ্রু-ছল-ছল হইয়া উঠিয়াছে। কখন যে ছেলেটি পথের বাঁকে হারাইয়া গিয়াছে বৃদ্ধা তাহা জানে না, তাহার অন্তর কেন যেন মাতৃস্নেহের সুষমায় সুরভিত হইয়া উঠিয়া মনে মনে সেই হঠাৎ-দেখা ছেলেটির চলমান মূর্তিটির দিকে করুণার্দ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

ষোলোআনা গাঁথা হয় নাই, এমন একটি বাড়ির নীচের তলায় একটি সরাইখানা। পান্থশালার আধভাঙা বেঞ্চিতে বসিয়া কয়েকজন লোক খুব সোরগোল তুলিয়াছে—বলা বাহুল্য ইহাদের মধ্যে সকলেই অল্পবিস্তর মাতাল, যাহাদের পানের মাত্রাটা আধিক্যের পর্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে তাহারা গান জুড়িয়া দিয়াছে। প্রত্যেকেরই চোখ জবাফুলের মত ঘোর লাল। জামার বোতাম একটাও দেওয়া নাই এবং সকলেই যথাসাধ্য উচ্চগ্রামে গলা চড়াইয়া বকিতেছে। ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুদর্শন একটি যুবক প্রকট গাম্ভীর্য সহকারে গায়কদলের দলপতিত্ব করিতেছে, প্রত্যেক বার ঝোঁকের মাথায় সে তাল দিতেছে। হঠাৎ সে দু'হাত তুলিয়া ইসারা করিয়া গান থামাইয়া দিয়া বলিল, "আচ্ছা এখন তোমরা একটু থামো দেখি, বাইরে যেন লড়াই হচ্ছে, হ্যাঁ।" বলিয়া যুবকটি জামার আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে বাহির হইয়া আসে, তাহার পিছু পিছু আরও অনেকে বাহির হইয়া পড়ে।

ইহারা সবাই দিন-মজুর, সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর এ যেন বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াই তাহারা আমোদ করিতে আসিয়াছে

—এদিকে হাঁপাইতেছে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, অবসাদে হাত পা শিথিল হইয়া পড়িতে চায় তবু ইহারা আমোদ করিবেই। এখানে পান ভোজনের মূল্য অবশ্য টাকা পয়সা দিয়া শোধ করিতে হয় না, সরাইওয়ালা মদের বদলে প্রত্যেকের কাছে খানিকটা করিয়া চামড়া অথবা ঐ ধরনের কিছু আদায় করিয়া লইতেছে দেখা গেল। অবশ্য এ সবই ইহারা গোপনে কারখানা হইতে চুরি করিয়া আনে। একটি কামার ওই পথ দিয়া যাইতে যাইতে ভিতরে গোলমাল দেখিয়া ভাবিল এখানে বুঝি কিছু তামাসা হইতেছে—লোকটি কৌতূহলী হইয়া ভিতরে ঢুকিতে যাইবে কিন্তু প্রবেশ পথে সে বাধা পাইল। এই সরাইওয়ালার সঙ্গে কিছু একটা লইয়া এক মুচির তক্‌রার হইতে হইতে শেষে হাতাহাতি শুরু হইয়া গিয়াছে, দেখিতে দেখিতে মুচিটাকে এমন ধাক্কা মারিল সরাইওয়ালা যে লোকটা ছিট্‌কাইয়া গিয়া রাস্তায় মুখ গুঁজিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মুচিদের একজন গিয়া সরাইওয়ালাকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসে। এমন সময় সেই আস্তিন ভাঁজ করা যুবকটি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া মুচিটাকে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারিয়া হাঁকিল, "ওহে তোমরা এধারে একবার এস, আমাদের লোককে মেরে ফেল্‌ছে।"

রক্তাক্ত মুখখানা তুলিয়া মুচিটা করুণ-কণ্ঠে বলে, "ওই দেখুন মশাই একজনকে খুন করেছে এই হতভাগা, দোহাই আপনার, সাহায্য করুন।"

পাশের বাড়ির জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া একটি রমণী আর্তনাদ করিয়া উঠিল, "সর্বনাশ, কি হবে—মানুষ খুন হয়েছে। হে ভগবান!" লোকটিকে ঘিরিয়া ভিড় জমিয়া গিয়াছে।

বোকার মত খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সেই যুবকটি ব্যাপারটা আন্দাজে অনুমান করিয়া লইয়া অবশেষে সরাইওয়ালাকে আক্রমণ করিতে আগাইয়া যায়, সে বলে, "ওরে শূয়ার কি বলছো, মানুষের রক্ত জল করা পয়সা খেয়েও তোর আশা মেটে না, তুমি মানুষ খুন করতে যাও—। বদ্‌মায়েস, শয়তান,—বাঁধো ওকে, পুলিশে দাও। হাজতে পুরে দাও—"।

সরাইওয়ালা হুঙ্কার দিয়া গর্জিয়া উঠিল, "কী, আমায় বাঁধবে?" বলিয়া সে প্রবল পরাক্রমে শত্রুব্যূহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া হঠাৎ মাথার টুপিটা খুলিয়া সজোরে ঘুরাইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। এইভাবে টুপিটা ফেলিয়া দেওয়ার যে কি অর্থ কেহই জানে না, তবে তাহার এই অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপে

তো সবাই বসিয়া গেল। আর যেইই কোন কথা বলে বড় অবশেষে সরাইওয়ালা হাত পা নাড়িয়া বলিতে শুরু করে, "হ্যা, হ্যা আইন আমার জানতে বাকী নেই, আইন আর শাসন এ ত' আমাদেরই জন্যে, তোমাদের কাছে আজ আইন শিখতে হবে আমার!—হুঁঃ! বেশ ত' চল না দেখি, ভেবেছ আমি যাব না? মোটেই তা নয়, দেখ না কি করি! রাস্তাঘাটে হল্লোড় করার মজাটা টের পাবে, চল না একবার।" বলিয়া সে মাটি হইতে টুপিটা কুড়াইয়া লইল।

—"বেশ ত' চল না।"

বলিয়া সকলেই চলিতে শুরু করিল।

পথের মোড়ে আসিয়া তাহারা দেখিল একদল মুচি একটা বন্ধ দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া পলাতক দোকানীর উদ্দেশ্যে গালি গালাজ করিতেছে, "দেখেছ শালা পালিয়েছে। ইচ্ছে করলে আমাদের মজুরীটা দিয়ে তারপর যেতে পারতনা? তা দেবে কেন! আমাদের রক্ত শুষে নিয়ে মনে করলি 'মার দিয়া কেল্লা'। সারা সপ্তাহটা গাধার খাটুনী খাটিয়ে নিয়ে আজ শালা তালা মেরে হাওয়া হয়ে গেলি? এই তোর বিচার!"

হঠাৎ এতগুলি লোককে এভাবে হৈ চৈ করিয়া যাইতে দেখিয়া প্রবঞ্চিত মুচিগুলি কৌতূহলী হইয়া উঠিল এবং যখনই শুনিল ইহারা পুলিশে যাইতেছে তখন উৎসাহিত হইয়া দলে ভিড়িয়া গেল।

ইহাদের গোলমালের সুযোগে সেই সরাইওয়ালাটি যে কোন মাহেন্দ্রক্ষণে ডুব দিয়া সরিয়া পড়িয়াছে তাহা কেহ টেরও পায় নাই। সবাই চলিয়াছে স্রোতের টানে। এদিকে সেই তরুণ যুবকটি খুব আস্ফালন করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে, "হ্যাঁ, বড় যে বলনেওয়ালা, 'আমার কাছে আইন দেখাতে এসেছ।' আইন আর শাসন কেবল তোমারই কেনা সম্পত্তি নাকি, আমাদের সে কথা বলবার এক্তিয়ার নেই? কি গো তোমরাই বল না সব, আমি ঠিক বল্‌ছি কি না! এঁ্যা? আলবৎ, রাজসরকার ছাড়া পৃথিবীর এক ইঞ্চিও চলে না। অরাজকতা পেয়েছে? লুঠতরাজ চলবে একদিক থেকে—"

ভিড়ের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "সব বাজে কথা, সব বাজে, তোমরা ভেবো না, মস্কাউ শহর এরকম অরক্ষিত থাকতেই পারে না। কেন,

ওই ত' কত চেষ্টা ক'রে পথে ঘাটে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, এখনও কি মনে করছে শহরে ঢুকতে পারবে? রাজসরকার থেকে কিন্তু সব রকমের ব্যবস্থা হবে।"

কে একজন ঝুঁকিল আলোকায় এক ইস্তাহার পাঠ করিতেছিল, সবাই সেইদিকে ঝুঁকিল, "পড় দেখি কি লিখছে গভর্ণর সাহেব, পড়, পড়—"

ইস্তাহারে বোস্তপ্‌শীন্ জানাইয়াছেন যে, সেইদিনই খাওয়াদাওয়ার পর তিনি সেনাপতির কাছে গিয়া পরামর্শ করিয়া কার্যপদ্ধতি স্থির করিবেন। এত বড় শহরের শাসনকর্তার বিজ্ঞপ্তির মধ্যে নিতান্ত সহজ ভাষা দেখিয়া জনসাধারণ দমিয়া যায়, এই গুরুতর সমস্যার মধ্যে 'খাওয়াদাওয়া' কথাটা লেখা কেহই সমর্থন করিতে পারে না।

কিছু দূরে পুলিশ কমিশনারের গাড়ি দেখিতে পাইয়া সবাই হৈ-হৈ করিয়া উঠিল, "চল, চল ওঁকে জিজ্ঞাসা করি ওই ত' যাচ্ছেন উনি। নিশ্চয় উনি সব বল্‌তে পারেন।"

বোস্তপ্‌শীনের নির্দেশ মত পুলিশ কমিশনার নগরীর পোতাশ্রয়ে আগুন লাগাইয়া দিয়া ফিরিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন দেহরক্ষী এবং কিছু সৈন্যও ছিল। বলাবাহুল্য জাহাজপত্রে আগুন দিবার সময়ে বেশ মোটা টাকা কামাইয়া ছিলেন কমিশনার সাহেব। তাই হঠাৎ এতগুলি লোককে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া তিনি ঘাব্‌ড়াইয়া গেলেন।

তিনি কতকটা ভীত শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "কি ব্যাপার হে?"

কথার কোন জবাব না পাইয়া তিনি আরও উদ্বিগ্ন হইয়া ওঠেন, "কি চাও তোমরা?"

"আজ্ঞে হুজুর, এই ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে, কিছু না। এরা সবাই হুজুরের হুকুম তামিল করবার জন্যে তৈরী হয়ে এসেছে, মানে জীবন পর্যন্ত পণ ক'রেও যদি হুজুরের কাজ করতে হয়, তা আমরা করব। মানে আপনার গিয়ে এই আমরা গুণ্ডা নই, আমরা রাজদ্রোহী নই, এই যে গভর্ণর সাহেব লিখে পাঠিয়েছেন......"

কমিশনার সাহেব এতক্ষণে কতকটা সুস্থ হইয়া বলেন, "লিখে পাঠিয়েছেন মানে? তিনি ত' কোথাও চ'লে যান নি এখানেই আছেন। তোমাদের কথা মনে রইল। এই গাড়ি হাঁকাও।" সঙ্গে সঙ্গে গাড়োয়ান গাড়ি হাঁকাইয়া দিল।

কমিশনার সাহেব কি বলিলেন সে কথাটা শুনিবার জন্য সবাই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে সেই সময়ে গাড়িখানা চলিয়া গেল। গাড়িখানা কিছু দূর চলিয়া যাইবার পর তখন ইহাদের খেয়াল হইলে, কে একজন বলিয়া উঠিল, "আমাদের ঠকিয়ে পালিয়েছে লোকটা, ঠকিয়েছে। চল আমরা সবাই গভর্ণর সাহেবের বাড়ি যাই। ধর দেখি,…এ ব্যাটাছেলে পালাচ্ছে,…গাড়িখানা ধরতে হবে, কিসের জন্তে ঠকিয়ে পালায়,…কৈফিয়ৎ চাই। আট্‌কাও…আট্‌কাও।" ততক্ষণে গাড়িখানা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

জনতা ছুটিয়াছে পুলিশের বড়কর্তাকে ধরিতে হইবে, তাহার শঠতার বিচার করবে তাহারা!

মস্কাউ শহর আক্রান্ত হইবার পূর্বদিন সন্ধ্যায় রোস্তপ্‌শীন প্রধান সেনাপতি কুতুজভের সঙ্গে দেখা করিয়া ফিরিলেন, তাঁহার চোখেমুখে বিষন্ন চিন্তার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। যেহেতু রোস্তপ্‌শীন সমরপরিষদের সভ্য নহেন বোধ হয় সেই কারণেই কুতুজভ্ তাঁহার মস্কাউ শহর রক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাবটা কানেই তুলিলেন না। এ ব্যাপারটা যেন এমন কিছু গুরুতর নহে।

রাত্রে আহারাদি করিয়া রোস্তপ্‌শীন তখন সোফায় গা ঢালিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, চাকর আসিয়া খবর দিল প্রধান সেনাপতির শিবির হইতে একখানা জরুরী চিঠি লইয়া লোক আসিয়াছে। এ চিঠিতে লেখা আছে যে, শহরের সমস্ত সামরিক শক্তি মস্কাউ হইতে রিয়াজানের রাস্তা ধরিয়া চলিয়া যাইবে, অতএব যাহাতে সৈন্যদের কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য শহরের শাসনকর্তা যদি বিশেষ বন্দোবস্ত রাখেন ত' ভাল হয়। এ চিঠি পাইয়া রোস্তপ্‌শীন মোটেই অবাক হন না, বোরোডিনোর যুদ্ধের পরদিন হইতেই তিনি অনুমান করিয়া বসিয়া আছেন যে, মস্কাউ শহর বিনা যুদ্ধে ছাড়িয়া দিবে রুশেরা, সেইমত রাজ সরকারের মূল্যবান সামগ্রী শহরের বাহিরে পাঠানো হইয়াছে। তবে এই গভীর রাত্রে এভাবে হুকুম তামিলের নির্দেশপত্র পাইয়া রোস্তপ্‌শীনের মাথা গরম হইয়া উঠে।

রাত্রে রোস্তপ্‌শীন ঘুমাইতে পারেন না। অবশেষে তিনি ইস্তাহার লিখিতে বসিলেন। তিনি যে দীর্ঘদিন ধরিয়া নাগরিকদের মনে শান্তি বজায় রাখিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে তাহাদিগকে শহর ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছেন এই কৈফিয়ৎ-ই তাঁহার বিজ্ঞপ্তির প্রধান বক্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক

পক্ষে তিনি যদি একাজ করিতেন তাহা হইলে অবশ্য রোস্তপ্‌শীনের বিরুদ্ধে বলিবার কিছু থাকিত না কিন্তু তিনি ত' তাহা করেন নাই।—দিনের পর দিন কে প্রচার করিয়াছে মস্কাউ শহর আক্রান্ত হইবে না? তাঁহার মত দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত লোকের কথা বিশ্বাস করিয়াই হাজার হাজার লোক নিজেদের সামন্ত বিত্তটুকু লইয়া এ শহরে আজও আছে। কই তিনি ত' রাজধানীর অস্ত্রাগার, শস্তভাণ্ডার, সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই করেন নাই; কেবলমাত্র কতকগুলি বাজে কাগজপত্র সরানো হইয়াছে আর সবই এখানে পড়িয়া আছে। বাস্তবিকপক্ষে রোস্তপ্‌শীন যাহা করেন নাই অথচ করা উচিত ছিল সেই সব কথাই এই ইস্তাহারে লিখিতেন।

এ অবস্থায় যদি একটা অন্তর্বিপ্লব বাধিত তবে আশ্চর্য হইবার কোন কারণ থাকিত না কিন্তু মস্কাউ-শহরের শান্তিপূর্ণ অবস্থা আজও বজায় রহিয়াছে। সেপ্টম্বরের তেরো এবং চৌদ্দ তারিখে সকলে চলিয়া যাইবার পরও সারা শহরে দশ হাজারের বেশি লোক থাকিয়া যায়।

সকালে ঘুম ভাঙিয়াই রোস্তপ্‌শীনের মনে পড়িয়া যায় কুতুজভের চিঠিখানার কথা, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মেজাজ বিগ্‌ড়াইয়া গেল। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা যেমন দাম্ভিক এবং অন্তঃসারশূন্য হইয়া থাকে রোস্তপ্‌শীন অবিকল সেই ধরনের মানুষ।

যেদিন শত্রুসৈন্য রুশ এলাকায় ঢুকিল সেইদিন হইতে রোস্তপ্‌শীন মনে মনে নিজেকে রুশ জন-জাগরণের নেতা বলিয়া কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন—হয়ত' তাঁর দেশপ্রীতির মধ্যে কোথাও কপটতা নাই, সত্যকার দেশপ্রেম হয়ত' তাঁহার অন্তরে রাহিয়াছে, তবু এটা ঠিক যে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় নাই। অবশ্য রোস্তপ্‌শীনের ধারণা অন্যরকম, তাঁহার ইস্তাহারের মধ্যে দিয়া তিনি যে দেশের লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহাই একদিন তাঁহাকে নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে এ আশা রোস্তপ্‌শীনের মনে স্বর্গস্বপ্ন রচনা করিয়াছে। কিন্তু তিনি জানেন না যে বিজ্ঞপ্তির মধ্যে সব হাল্কা চল্‌তি শব্দ ব্যবহার করার ফলে তাঁহার প্রতি কাহারও এতটুকু শ্রদ্ধা জন্মে নাই বরং জনসাধারণ তাঁহাকে অতিসাধারণ মানুষ বলিয়া একটু অবজ্ঞাই করে। কাজেই জননেতা হইবার কোন আশাই নাই।

সকালে উঠিয়া তিনি বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া শুনিলেন যে বিভিন্ন

[illegible] চলিয়া গেলেন। জনতার মধ্যে যেন একটা অসন্তোষের মৃদু গুঞ্জন ওঠে। "দেখে নিও সব ঠিক হয়ে যাবে, উনি ফরাসীদের জব্দ ক'রে দেবেন—" ইত্যাদি বলিয়া একে অপরের অনাস্থার প্রতি কটাক্ষ করে।

একটি নিতান্ত তরুণ যুবককে সামনে আনা হইল। তাহাকে দেখিবার জন্য সকলেই ঝুঁকিয়া পড়িল। ছেলেটিকে দেখিলে বোঝা যায় এক কালে তাহার সৌকুমার্য এবং লাবণ্য যথেষ্টই ছিল কিন্তু জেলখানার আসামীর ময়লা জামা-কাপড়ে এবং বহুদিনের সঞ্চিত গোঁফদাড়ির মধ্যে সবকিছু ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। দু'টি রক্ষী তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিতেছে,—তাহার পায়ে বেড়ি পরানো।

সিঁড়ির নীচের ধাপের দিকে ইঙ্গিত করিয়া রোস্তপ্‌শীন বলিলেন, "ওইখানে রাখ।" অপরাধীর দিকে না চাহিয়া তিনি অন্যদিকে তাকাইয়া থাকেন। তাঁহার কানে শৃঙ্খলের ঝন্‌ঝন্ শব্দ বাজিয়া উঠে। স্তব্ধ জনতা যেন নির্নিমেষ নেত্রে এই যুবকটির দিকে তাকাইয়া আছে, কাহারও চোখের পলক পড়ার সামান্যতম শব্দও যেন হয় না।

তীক্ষ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে রোস্তপ্‌শীন বলিলেন, "এই হচ্ছে সেই অপরাধী, যার জন্য আজ মস্কাউ শহরের এই দুর্দশা।"

কয়েদী মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, সে যেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নত-মস্তকে প্রণতি জানায়। রোস্তপ্‌শীনের কথা শুনিয়া সে আস্তে আস্তে ঘাড় তুলিয়া তাকাইল। সে যেন কিছু বলিতে চায়। তাহার গলার কাছে নীল শিরা উপশিরাগুলি যেন সরু সরু চাবুকের মত সাজান আছে বলিয়া মনে হয়—জনতার দৃষ্টি গিয়া পড়ে যুবকের দিকে। সে একবার বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া মাথা নত করিল।

রোস্তপ্‌শীন বলিলেন, "এই হতভাগ্য আমাদের গোপন কথা শত্রুদের কানে তুলে দিয়েছে, দেশের বিরুদ্ধে, সরকারের পক্ষে এ শত্রুতাচরণ ক'রেছে—রুশ জাতির কলঙ্ক! বোনাপার্টির কাছে আত্মবিক্রয় করেছে এই দুর্ভাগা। এখন তোমরা এর বিচার কর, তোমাদের হাতে সমর্পণ করলাম এর শাস্তি দেবার ভার—নাও।"

সমগ্র জনতা স্তব্ধ। প্রত্যেকেই অপরকে ঠেলিয়া নিজে দেখিতে চায়, ব্যাপারখানা কি? ক্রমশঃ ঠেলাঠেলি করিতে করিতে সমগ্র জনতা একটি

জমাট রক্তপিণ্ডের মত নিশ্ছিদ্র হইবার উপক্রম হয়, অনেকের শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসে। সামনে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহারা ভয়ে আতঙ্কে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকে, নিজের অজ্ঞাতেই তাহারা হাঁ করিয়া নিশ্বাস ফেলে।

রোস্তপ্‌চীন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হত্যা কর। চক্রান্তকারীকে শেষ ক'রে দাও তলোয়ারের ঘায়ে।—এই আমার আদেশ।"

পরক্ষণেই সম্মিলিত জনতা একস্বরে গুঞ্জন করিয়া উঠিল, সকলেই সমানে আগাইয়া আসিবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল কিন্তু আসামীর দিকে চাহিয়া হঠাৎ যেন তাহাদের গতি রুদ্ধ হইয়া গেল।

আসামী ধীর শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "কাউণ্ট রোস্তপ্‌চীন, তোমার এবং আমার বিচার করবেন সেই একমাত্র ভগবান।" এই কথা বলিয়া সে চুপ করিল।

"খুন কর! আমি বল্‌ছি মেরে ফ্যালো!" রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে রোস্তপ্‌চীন বলেন।

দেখিতে দেখিতে একখণ্ড মাংসের উপর যেন অসংখ্য কাক ঝাঁপাইয়া পড়িয়া টানাটানি করিতে শুরু করে।

কে যেন করুণ কণ্ঠে ভগবানের নাম স্মরণ করে বার বার—কিন্তু যাহার উপর এই বিরাট জনতার আক্রমণ চলিয়াছে সে মুখ বুজিয়া চুপ করিয়াই থাকে। অবশেষে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করিয়া তাহার শেষ কণ্ঠস্বর জন-কলরোলের মধ্যে ডুবিয়া যায়। ক্রুদ্ধ জনতার রক্তপিপাসা উন্মত্ত নেকড়ের চেয়েও যেন হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে—যুবকটির উপর তাহারা এমন ভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে যেন তাহার প্রতিটি শিরা-উপশিরা ছিন্নভিন্ন করিয়া তবে ক্ষান্ত হইবে। যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম আসামীকে আক্রমণ করিয়াছে (সেই সুদর্শন যুবকটি যে সরাইখানায় গায়কদলের সর্দারী করিতেছিল এবং পরে সরাইওয়ালাকে পুলিশে দিবার জন্য দল পাকাইয়াছিল সেই যুবকটিই প্রথমে কয়েদীটিকে আক্রমণ করিয়াছে) তাহার অবস্থা সঙ্গীন। মানুষের চাপে চাপে তাহার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাছাড়া উন্মত্ত জনতা অন্ধের মত না দেখিয়া তাহাকেও আক্রমণ করে বইকি—অনেক কষ্টে দু'জন প্রহরী যখন যুবকটিকে উদ্ধার করিল তখন সে আধমরা হইয়া গিয়াছে।

একগুলি লোকের প্রচণ্ড আক্রমণেও কিন্তু আসামীর প্রাণবায়ু নির্গত হয় নাই, ভিড়ের চাপে অনেকে আঘাতই লক্ষ্যচ্যুত হইয়া গিয়াছে।

জনতার চাপ একটু সরিলে দেখা গেল আসামীর শ্বাসক্রিয়া তখনও বন্ধ হইয়া যায় নাই। একজন বলিল—"মাথায় কুড়ুলের বাড়ি দিয়ে ওকে শেষ ক'রে দাও। শয়তান! দেশদ্রোহী! এখনও মরেনি? মার, মার—"

আসামীর মৃতদেহ সর্বাঙ্গ রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার দিকে চাহিয়া সকলের সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। সেই বিকৃতবীভৎস শবদেহের দিকে চাহিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠে।

একটি সৈনিক মৃতদেহটা টানিয়া আনিয়া মাঝ-রাস্তায় রাখিয়া দিল—কি জানি কেন বোধ হয় তাহার মনে হইয়াছে যে, এ ভাবে মৃতদেহটা গভর্ণরের বাড়ির অঙ্গনে পড়িয়া থাকাটা অশোভন। মৃতদেহটা টানিয়া হেঁচ্‌ড়াইয়া লইয়া যাইবার সময় কখনও পাথরে মাথা ঠুকিয়া যায়, কখনও কাদাজলে মাখামাখি হইয়া রক্তের লোহিত বর্ণ ধূসর হইয়া উঠে সেদিকে চাহিয়া হয়ত' কোন দর্শকের মনে বেদনা বাজিয়া ওঠে।

জনতার সামনে আসামীকে ফেলিয়া দিয়াই কাউণ্ট রোস্তপ্‌শীন বিবর্ণ মুখে ভিতরে চলিয়া আসেন। খিড়কির দরজা দিয়া গাড়িতে উঠিবার কথা তিনি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, কি জানি কেন একটা ঘরের ভিতর দিয়া আর একটা ঘরে এবং তারও পরে অন্য ঘরে উদভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার ঠোঁট দাঁত ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে।

একটি চাকর আসিয়া তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল, "হুজুর, এদিক দিয়ে নয় এইধার দিয়ে আসুন।"

রোস্তপ্‌শীন যন্ত্রচালিতের মত গিয়া গাড়িতে উঠিয়া গাড়োয়ানকে সোজা তাঁহার পল্লীনিবাসে যাইতে বলিলেন। গাড়ির ঘর্ ঘর্ শব্দের ফাঁকে ফাঁকে দূরাগত কোলাহল কানে আসিয়া পৌঁছায়। জনতার কাছ হইতে যতই তাঁহার গাড়ি দূরে চলিয়া আসিতেছে ততই যেন মনের মধ্যে জনতার উত্তেজনার ছবি, সমগ্র ঘটনা স্পষ্ট হইয়া মনকে আরও ভারাক্রান্ত আতঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে—"অরাজকতা কি ভয়ানক জিনিস! বিক্ষুব্ধ জনতা কি সাংঘাতিক!" ইহার চেয়ে বেশি কথা মনে করিতেও রোস্তপ্‌শীনের ভয় করে।

"মাংস চায় ওরা মাংস না পেলে শান্ত হয় না, নেকড়ে বাঘের দল।"

আসামীটির শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠস্বর এখনও তাঁহার কানে বাজিতেছে, "সেই একমাত্র ভগবান আমাদের হু'জনেরই বিচারক।"

আপন মনেই তিনি নিজের অপরাধ খালনের জন্ত বলেন, "এছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। জনসাধারণের ক্ষুধানিবৃত্তি করতে হ'লে গভর্ণরের জীবন রক্ষা করতে হ'লে, একটা মানুষ ত' বলি দিতেই হয়, এতে আমার কতটুকু অপরাধ! আজ যদি আমি সাধারণ মানুষ হ'তাম তবে এ সবের প্রয়োজন হ'ত না মোটেই। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে চেয়ে আমি একাজ করতে বাধ্য হয়েছি।"

অনেকক্ষণ পথ চলার পর রোস্তপ্‌শীন কতকটা সুস্থ বোধ করেন। মনের মধ্যে নিজের অপরাধের যে সূক্ষ্ম অনুভূতি খোঁচা দিতেছিল সেটুকু দমন করিতে তাঁহার বেশী সময় লাগে না। অবশেষে তিনি স্বগতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধী আসামীর বিচার ক'রে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, এতে কারও কোন দোষ নেই—সে ছিল দেশের শত্রু। এদিকে জনসাধারণের রোষবহ্নিকেও শান্ত ক'রে আমি এক ঢিলে তুই পাখি মেরেছি—"

আসলে যাহাকে আসামী বলিয়া এইভাবে হত্যা করা হইল তাহার কোন অপরাধই ছিল কি না। অপরাধের গুরুত্ব কতখানি সে সম্বন্ধে কাহারও কোন ধারণা ছিল না, সন্দেহের অভিযোগে তাহাকে একদিন বন্দী করা হইয়াছিল বটে, বস্তুতঃ তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ-প্রয়োগ আবিষ্কার করা যায় নাই।

আধঘণ্টার মধ্যেই রোস্তপ্‌শীন শোকোল্‌নিকির রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন, তাঁহার মন হইতে সেদিনের সমস্ত ঘটনা মুছিয়া গিয়াছে। এখন তিনি প্রধান সেনাপতির বিরুদ্ধে একটা ওজস্বী বক্তৃতা ভাঁজিতেছেন।

একটা খামারবাড়ির সামনে গাড়িটা আসিতেই দেখা গেল কিছু দূরে কতকগুলি লোক শাদা পোশাক পরিয়া ঘোরা-ফেরা করিতেছে,—ওখানে একটা পাগলা গারদ আছে।

কাউণ্টের গাড়িখানা কাছে আসিতেই একটা লোক তাঁহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, তার পর বলে, "গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও।"

গাড়ি চলে, সে-ও পিছু পিছু ছোটে। কিছুক্ষণ পরে সে আবার কাউণ্টের সামনে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলে, "জান আমায় ওরা

তিনবার খুন করেছে, তিন বারই আমি বেঁচে উঠেছি। আমি আবার জীবন্ত হয়ে উঠব। তিনবার ঈশ্বরের ধর্মরাজ্য ওরা নষ্ট করবে, আমি তিন বার সে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করব।" বলিতে বলিতে লোকটা কাঁদিয়া ফেলে। ভয়ে কাউন্টের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া যায়, তিনি গাড়োয়ানকে বলেন, "জলদি চালাও—"

আজিকার হত্যাকাণ্ডের সমস্ত অপরাধ কে যেন জোর করিয়া রোস্তপ্‌শীনের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চায়, কাউণ্ট বার বার বলেন, "আমার কোন দোষ নেই, এ ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না আমার!"

একটি সেতুর সামনে তখনও সেনাদলের ভিড় রহিয়াছে, তেমনি প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপ। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে কুতুজভ্‌ একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া নদীতীরের বালির উপর হিজিবিজি রেখা টানিতেছেন। এমন সময়ে একটি পদস্থ রাজকর্মচারী গাড়ি হইতে নামিয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে দেখা গেল—ইনি কাউণ্ট রোস্তপ্‌শীন।

প্রধান সেনাপতির কাছে মস্কাউ-এর অবস্থা বিবৃত করিবার সময় গভর্ণরের কণ্ঠে রীতিমত তিরস্কারের ঝাঁঝ ছিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আপনি যদি রাজধানী রক্ষার ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দিতেন তাহ'লে আজ এ দুর্গতি হ'ত না কিছুতেই।"

কুতুজভ্‌ বালিতে দাগ কাটিতে কাটিতেই জবাব দেন শান্ত স্বরে, "না, না, যুদ্ধ না ক'রে এমনিই মস্কাউ ছেড়ে দেব না আমি।"

কথাটা কি কুতুজভ্‌ অকারণেই অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, না ইহার অর্থ ও গুরুত্ব জানিয়া বলিলেন?

মিছামিছি এখানে দাঁড়াইয়া বাজে কথায় সময় নষ্ট করার চেয়ে আপনার পথে আগাইয়া যাওয়া রোস্তপ্‌শীনের মতে সুবিবেচনা বলিয়া মনে হয়, তাই তিনি সেতু পার হইবার জন্য আগাইয়া গেলেন।

সেইদিন অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের চৌদ্দ তারিখে সেনাপতি ম্যুরা বা তথাকথিত নেপ্‌ল্‌সের রাজা ম্যুরার সেনাদল বেলা চারটার সময়ে মস্কাউ শহরে প্রবেশ করিল। ম্যুরা স্বয়ং অশ্বারোহীর দল পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রেমলিন দুর্গের খবরাখবর করিতে লাগিলেন। কয়েকটি বেকার পথিক মজা দেখিবার জন্য তাহার পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ায়—মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গায়ে জরিদার চোগা আঁটা প্যান্টের এখানে ওখানে সোনার কল্‌কা কাটা, মাথার টুপীতে রঙবেরঙের পালক লাগানো এই অদ্ভুত বিদেশীর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইয়া পারে না।

কে একজন কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিয়া বসে, "এই কি রাজা নাকি?"

ফিস্ ফিস্ করিয়া কেহ বা বলে, "এই মাথার টুপী খোল রাজাকে সম্মান দেখাতে হয়, নইলে—"

একটি দোভাষী আগাইয়া আসিয়া এক বৃদ্ধ প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করে, "হ্যা হে ক্রেম্‌লীন্ আর কতদূর?"

প্রহরীটি তাহার কথা কিছুই বুঝিতে পারে না, দোভাষীর উচ্চারণ নৈপুণ্যেই প্রহরীটির কাছে মাতৃভাষাও অবোধ্য হইয়া উঠিল—বেগতিক দেখিয়া প্রহরীটি জবাব না দিয়াই ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিল। অবশেষে ম্যুরা দোভাষীর কাছে আসিয়া বলিল, খবর নাও, রুশ বাহিনী কোথায়, কতদূরে?"

ঠিক এই সময়ে একজন পদস্থ কর্মচারী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া জানাইয়া দিল যে দুর্গের তোরণদ্বার বন্ধ, সম্ভবত রুশেরা বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

"বহুৎ আচ্ছা।" বলিয়া ম্যুরা তার সহকারীকে ফরমাস করিলেন, কামান চাই। সঙ্গে সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনী আগাইয়া গেল।

ফরাসী বাহিনীকে বাধা দিবার জন্য কিনা জানি না, তবে তাহারা যখন আগাইয়া যাইতেছিল সেই সময়ে গোটা-দুয়েক গুলী ছোঁড়ার শব্দ শোনা গেল।

একটি তোরণের সামনে মোটা মোটা কড়িবরগা দিয়া অবরোধ সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহার কাছাকাছি ফরাসী সৈন্য যাইতেই ওদিক হইতে গুলি ছোঁড়া হইল। দলের অধিনায়ক কি যেন বলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ঘুরিয়া

দাঁড়াইল। পরক্ষণে আবার তাহাদের পিছনে হইতে সন্ সন্ করিয়া গোটা-তিনেক গুলী ছোড়ার শব্দ হয়। একটি সৈনিক আহত হইয়াছে দেখা গেল। অমনি সকলের মুখে চোখে প্রতিহিংসার ছায়া ফুটিয়া উঠিল। তাহারা ইহার জবাব দিতে পারে। এতক্ষণ যে শান্ত স্থির সহজ ভাবে তাহারা চলাফেরা করিতেছিল একমুহূর্তে সে পরিবেশ কোথায় যেন অন্তর্হিত হইল, এটা যেন মস্কাউ শহরের রাস্তা নহে, যুদ্ধক্ষেত্র। কিছুক্ষণের মধ্যে হয়ত' এই পথের ধূসর ধূলিরাশি রক্তে ভিজিয়া কাদা হইয়া যাইবে। দেখিতে দেখিতে কামান সাজান হইয়া গেল, গোলন্দাজেরা মশাল জ্বালাইল, সেনাপতি হুকুম দিল, "চালাও।" অমনি কামানের গোলা ছুটিল। দুইটি গোলার ধোঁয়ায় শরতের নির্মেঘ আকাশ ধূম্র-পুঞ্জে ছাইয়া যায়। পরক্ষণে দুর্গের মাথায় এক ঝাঁক পাখী ডানা ঝটাপটি করিয়া উড়িয়া শূন্যে পাক খাইতে লাগিল। অবরোধের আড়ালে মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে, ধোঁয়াটে ভাবটুকু কাটিয়া যাইতেই দেখা গেল, ওধার হইতে একটি লোক কামান দাগিতেছে। পুনরায় সেনাপতির আদেশ আসিল, "গোলা।"

এবারে আর কোন প্রত্যুত্তর আসে না দুর্গের ওদিক হইতে।

পদাতিক দল আগাইয়া গেল। কড়িবরগাগুলি সরাইয়া ফেলিল তাহারা। যাহারা দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল তাহারা সকলেই মরিয়াছে অথবা আহত হইয়াছে। হত ও আহতের বাছবিছার না করিয়া ফরাসীরা সকলকেই দুর্গের গড়খাই-এর ওপরে ফেলিয়া দিল। এতক্ষণ যাহারা দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল তাহাদের পরিচয় কেহ জানে না। ইহারা কোথা হইতে আসিল এবং কেমন করিয়া গোলা-গুলি সংগ্রহ করিয়াছিল তাহাও কেহ বলিতে পারে না। মস্কাউ-এর চরম দুর্দিনে, সামান্যতম প্রতিরোধ যাহাদের তরফ হইতে আসিয়াছিল তাহারা চিরকাল অখ্যাত এবং অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে—হয়ত' তাহাদের এই অবরোধে কোন ফল হয় নাই, খুব তুচ্ছ ইহাদের শক্তি—সব স্বীকার করিলেও ইহাদের দেশপ্রেম-প্রণোদিত প্রচেষ্টাকে তুচ্ছ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় না।

ম্যুরাকে খবর দেওয়া হইল দুর্গের তোরণ উন্মুক্ত। ফরাসীরা ক্রেম্লিনের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। অনেকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া জানালা দিয়া চেয়ার টেব্‌ল বাহিরে ফেলিয়া দিতে লাগিল, এগুলি জ্বালানী কাঠ হিসাবে কাজে

লাগানো হইবে। যে যেখানে পারিতেছে ফ্রেঞ্চদের ডাকা ঘরগুলিতে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া লইতেছে।

ফরাসী সৈনিকদের চোখেমুখে ক্লান্তি ও অবসাদ নামিয়া আসিতেছে। জামা-কাপড় যৎপরোনাস্তি জীর্ণ ম্লান, দেহের অবস্থাও দেহবাসের চেয়ে কোন অংশে ভাল বলা যায় না। মস্কাউ-এ আসিয়া মাথা গুঁজিবার প্রথম রাজকীয় বন্দোবস্ত দেখিয়া সৈনিকেরা গা ঢালিয়া দিল। দীর্ঘ দিনের শেখা সামরিক নিয়ম কানুনগুলি যে কোথা দিয়া কি ভাবে লোপ পাইল তাহা কেহই টের পাইল না। দেখিতে দেখিতে অতবড় ফরাসী বাহিনীর অস্তিত্বই নগরীর প্রশস্ত আয়তনের মধ্যে লোপ পাইয়া গেল। পাঁচ সপ্তাহ পরে যখন ফরাসীরা এই নগরীর তোরণ পার হইয়া স্বদেশের পথে যাত্রা করিল তখন প্রত্যেকেই কিছু না কিছু দরকারী জিনিস সঙ্গে লইতে ছাড়িল না। মনে পড়ে কথামালার গল্পে আছে, কোন এক বুদ্ধিমান বানর সরু মুখওয়ালা এক জারের ভিতর হাত ঢুকাইয়া খাদ্য-সংগ্রহ করিতে গিয়া যখন দেখিল মুঠা করিলে আর হাতটা বাহির করা যায় না, তখন সে হাতের মুঠা আর খুলিল না। ফরাসীদের অবস্থাও সেই বুদ্ধিমান বানরের মতই হইল, তাহারা ভরসা করিয়া কোন্ দ্রব্যই ছাড়িয়া যাইতে পারে না, ফলে বোঝা বাড়িয়া যায়।

দশ-বারো মিনিটের মধ্যে বিভিন্ন বাড়ির প্রাচীর এবং জানালা বাহিয়া সৈনিকেরা আসবাবপত্র পরখ করিয়া দেখিয়া মনে মনে খুশি হইয়া উঠে, তারপর খাবার পত্র খুঁজিতে থাকে। এখনও যে সব বাসিন্দা শহর ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই তাহাদের সঙ্গে ইহারা হাসি তামাসা করে, কিন্তু শিশুরা এই সব অপরিচিত অদ্ভুত আগন্তুকদের দেখিয়া ভয় পায়। এই ধরণের লোকে শহর ছাইয়া গেল। ইহারা দোকান পাট হাট্‌কাইয়া খাদ্য খাবার সংগ্রহ করে, সুবিধা পাইলে রমণীর খোঁজ করিতেও ছাড়ে না। সত্যকার সৈনিক বলিতে যাহা বোঝা যায় সেই ধরণের মানুষ একটিও পথে চলাফেরা করে না, সবাই বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। বার বার ফরাসী শিবির হইতে সতর্কবাণী প্রচারিত হইতেছে যে, কোন সৈনিক যেন শহরের পল্লীতে ঘুরিয়া না বেড়ায়, অথবা এখানকার অধিবাসীদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় অত্যাচার না করে, লুঠতরাজ যেন না করা হয়। কিন্তু সেসব কথা কেহই কানে তোলে না। মরুভূমি পার হইয়া আসিবার পর হঠাৎ কোন তৃণাবৃত সবুজ মাঠ পাইলে গোরুবাছুরের

জল যেভাবে সেইদিকে আকৃষ্ট হয়, অন্য কোনদিকে আর তাহাদের ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর থাকে না, মস্কাউ নগরীতে আসিয়া ফরাসী সৈনিকদেরও সেইরূপ অবস্থা হইল। তপ্ত বালির উপর জল পড়িলে যেমন নিমেষে সে জলের চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছিয়া যায়, সৈনিকদের অস্তিত্ব ঠিক সেই ভাবে লোপ পাইল। যে যেখানে পারিয়াছে আড্ডা পাতিয়াছে, যাহারা একটু বেশি আশা পোষণ করে তাহারা একটার পর একটা বাড়ি দেখিয়া যাইতেছে সবচেয়ে ভাল বাড়িতে থাকিবে বলিয়া। অনেকে আবার একসঙ্গে দু'তিনখানা বাড়ি অধিকার করিয়া, দরজার উপর খড়িমাটি দিয়া বর্তমান মালিকদের নাম এবং সেনাদলের পরিচয় সগৌরবে লিখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকে। বাড়ির অধিকার লইয়া যে দলে দলে ঝগড়া হয় নাই এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না।

প্রথম দিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা একটু সংযত হইয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহা নিছক নামেমাত্র চেষ্টা, শেষ পর্যন্ত তাহারা সামলাইতে পারে নাই। তাহারা গাড়ির আড্ডায় গিয়া পছন্দমত গাড়ি বাছিয়া লয় অথবা ওইরকম একটা অছিলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। যে সব বাসিন্দা পলাইতে পারে নাই তাহারা শত্রুর অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফরাসী পদস্থ কর্মচারীদের ডাকিয়া নিজের বাড়িতে জায়গা দেয়।

ফরাসীদের বিশ্বাস, নগরীর যে অঞ্চলে তাহারা এখনও যাইতে পারে নাই সেখানকার ঐশ্বর্য বুঝি আরও কত বেশি হইবে!

প্রবাদ আছে যেমন শুকনো মাটিতে জল পড়িলে সে জল এবং মাটি কোথায় আত্মগোপন করে, তেমনি যদি কোন ঐশ্বর্যময় নগরে ক্ষুধার্ত সেনানী প্রবেশ করে তবে সে নগরীর ঐশ্বর্য এবং ক্ষুধার্ত সেনাদল দুই-ই অন্তর্হিত হয়,—ফলস্বরূপ পাওয়া যায় কাদা, অগ্নিকাণ্ড এবং লুঠতরাজ।

মস্কাউ শহর পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল। ফরাসীদের হাতে পড়িয়া যে শহরের এই দুর্গতি হইবে তাহা কেহই আশা করে নাই, অবশ্য এই দুরবস্থার জন্য রুশ গভর্ণর রোস্তপ্‌শীনকেও যেমন দোষ দেওয়া যায় না, তেমনি বিদেশীদেরও অপরাধী করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। এই অবস্থায় পড়িলে অন্য যে কোন শহরেরই এই পরিণতি হইত।

সেপ্টেম্বরের চৌদ্দ তারিখে বিকাল বেলায়, পিটার যে পল্লীতে আত্মগোপন

করিয়াছিল সেই সকলে অভিযানের ঢেউ লাগিল। বর্তমান পিটারের বুদ্ধিবৃত্তি কি এক অজ্ঞাত আচ্ছন্নতায় ঢাকিয়া আছে, অতীতের কোন কথাই তাহার মনে পড়ে না, আশপাশে কি ঘটিতেছে তাহাও সে বুঝিতে পারে না। সবকিছুই যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় তার। বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার পর হইতে গভীর শান্তিতে সে যেন ডুবিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর কোথাও যেন কোন দুঃখ নাই, কোন অশান্তির কিছুমাত্রও নাই,—শুধু শান্তি; নিরবচ্ছিন্ন শান্তির রাজ্য এই পৃথিবী।

কিন্তু সহসা বরোডিনোর যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা, বীভৎস হিংস্রতার শেষ বিন্দুটুকু নিংড়াইয়া বীভৎসতম রূপে তাহার মনে আত্মবিস্তার করিল। সঙ্গে সঙ্গে পিটার স্থির করিয়া ফেলিল, শত্রুকে বাধা দিতে হইবে, তাঁহার মনে পড়িয়া যায় শহরের তোরণদ্বারের নিকটে তিনপাহাড়ে নাগরিকেরা সমবেতভাবে শত্রুর গতিরোধ করিবে—পিটার নিজেও যোগ দিবে সেই স্বেচ্ছাব্রতী সৈনিকদলে। নাপোলেঅঁকে হত্যা করিবে পিটার—মানব সভ্যতার কলঙ্ক নাপোলেঅঁ, তাহাকে পৃথিবীর বুক হইতে সরাইয়া দিতে না পারিলে কল্যাণগগন চিরতরে অন্ধকার রহিয়া যাইবে। নাতাশা প্রশ্ন করিয়াছিল তাহাকে, "তুমি মস্কাউতে থাকছ'?" অর্থাৎ নাতাশা মনে মনে সমর্থনই করিয়াছে তাহার এই থাকাকে। অতএব নগরী ছাড়িয়া সে যাইবে না, যদি শত্রুরা এ নগর অধিকার করে তবুও নিয়তির নির্দেশ মানিয়া লইয়া এইখানেই থাকিবে পিটার, কারণ তাহার যাওয়াটা ত' কেহ চাহে নাই।

বসিয়া বসিয়া তাহার মনে মনে কর্মপদ্ধতি স্থির হইয়া গেল। নাপোলেঅঁকে খুন করিতে হইবে। তাহার মনে আছে ভিয়েনাতে একটি জার্মান ছাত্র নাপোলেঅঁকে হত্যা করিতে গিয়া ধরা পড়ে এবং প্রাণ হারায়। নাপোলেঅঁকে হত্যা করিতে গিয়া যদি তাহার প্রাণ যায়, কারণ সে সম্ভাবনা ষোল আনাই আছে, তবু সে কথা মনে করিয়া সে সংকল্পচ্যুত হইবে না। ইউরোপকে অধঃপতনের হাত হইতে বাঁচাইবার এ ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

গতানুগতিক জীবনধারার মধ্যে পিটার কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পায় না, কেবলমাত্র খাইয়া পরিয়া আর পাঁচজনের মত জীবন কাটাইবার জন্য বাঁচিয়া থাকার কোন দরকার নাই—তার চেয়ে নিজেকে বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বৈচিত্র্যের অবতারণা করা ঢের ভাল। ধন-সম্পদ, যশ-খ্যাতি, প্রতাপ-প্রতিপত্তি

কিছুই পিটার চায় না—মাতাল যেমন নিজের শেষ সম্বলটুকু বিসর্জন দিয়া আকণ্ঠ সুরাপান করিয়া আনন্দ পায়, তাহার সে আনন্দের পশ্চাতে যেমন কোন যুক্তি বিবেচনা থাকে না তেমনি পিটারের অবস্থা, সে আপনাকে সর্বনাশের অকূলে ভাসাইয়া দিয়াই খুশি।

সে সাজপোশাক এমন কি আহারাদিতেও মনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া চলিতেছে।

পিটার লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া ভাবিতেছিল, ফরাসীরা শহরে প্রবেশ করিয়াছে, আর দেরি করা চলে না, এখনই তাহাকে বাহির হইতে হইবে। নাপোলেঅঁকে হত্যা করিবার জন্য পিস্তল লইবে না ছোরা লইবে ভাবিয়া ঠিক করা তাহার পক্ষে একটু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। অবশেষে স্থির করিল, 'যা হয় একটা নেব, ভগবানের নির্দেশে নিয়তির অস্ত্র হয়ে যাচ্ছি। এ হাত আমার নয়, এ দেহ আমার নয়, আমার সব কিছুই ঈশ্বরদত্ত।'

সে আপন মনে এইসব আজেবাজে কথা ভাবিতেছিল এমন সময়ে হঠাৎ সেই পাগলটা আসিয়া তাহার পিস্তলটা তুলিয়া লইল। তাহার দিকে চাহিলেই বোঝা যায় নেশা করিয়াছে। এবারে সে পিটারকে দেখিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল না, সোজাসুজি পিটারের দিকে চাহিয়া বলিল, "ওরা সবাই কি রকম ভয় পেয়েছে জান। মোদ্দা আমি বলে দিয়েছি, আমি কিন্তু কিছুতেই ধরা দেব না,—কেমন, ঠিক বলিনি?" বলিয়া সে পিস্তলটা হাতে করিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

চাকরটা মাতালের পিছনে ছুটিল পিস্তলটা কাড়িয়া লইবার জন্য কিন্তু কিছুতেই পারিল না। অনেক চেষ্টা করিয়া মাতালটাকে চাকরটা ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল, ঠিক সেই সময়ে বাহির হইতে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ভাসিয়া আসিল।

—"ও বাবা, চারটে লোক ঘোড়ায় চড়ে? ও মা গো।"

চাকরটা সেই কথা শুনিয়া মাতালকে ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া যায়।

পিটার মনে মনে সংকল্প করিয়াছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নাপোলেঅঁকে হত্যা করিতে না পারিবে ততক্ষণ সে ফরাসী ভাষা মুখে উচ্চারণ করিবে না, নিজের পরিচয়ও গোপন রাখিবে। তাই যখন শুনিল বাহিরে কয়েকটি ফরাসী আসিয়াছে তখন সে লাইব্রেরীর সামনে দাঁড়াইয়া রহিল, বাহিরে গেল না।

দুইটি ফরাসী সৈনিক এ বাড়িতে আসিয়া ঢুকিয়াছে। একজন প্রিয়দর্শন, খুব সম্ভব পদস্থ কর্মচারী এবং আর একজন অবসাদ-শীর্ণ, সম্ভবত এটি চাকর। পদস্থ ব্যক্তিটি একটি লাঠির উপর ভর দিয়া আগাইয়া আসিল, চারিধারে চোখ বুলাইয়া সে বেশ খুশি হইয়া বলে, "হ্যা, এখানেই আমরা থাকব, ওদের ঘোড়া টোড়া নিয়ে আসতে ব'লে দাও, বুঝলে!"

চাকরটা খবর দিতে গেল, মনিব একবার গোঁফে চাড়া দিয়া এবাড়ির বাসিন্দাদের দিকে চাহিয়া হাস্যমধুর কণ্ঠে বলিল, "সুপ্রভাত তোমাদের সবাইকে নমস্কার জানাই। তা তোমরা বুঝি এ বাড়ির কর্তাব্যক্তি, হ্যা গো মশাই?"

তাহার একথার কেহই জবাব দেয় না, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

ফরাসীটি অনেক করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল, "আমরা এখানে থাকব, অবিশ্যি তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না ফরাসীরা লোক ভাল, বুঝলে! তা বাবা, এখানে কি কেউ ফরাসী কথা জানে না!" পিটারের দিকে চাহিয়া শেষের কথাটি বলিল সে। পিটার একটু পিছাইয়া গেল।

হঠাৎ পিছন হইতে মাতালটা আসিয়া আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উচাইয়া ধরিল, পরমুহূর্তে গুলীর আওয়াজে ঘরখানা কাঁপিয়া উঠিল, ফরাসীটির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—তাহার কানের পাশ দিয়া গুলীটা চলিয়া গেল। সেই মুহূর্তে পিটারের সকল সংকল্প কোথায় ভাসিয়া গেল, পিটার উদ্বেগময় কণ্ঠে ফরাসীটিকে জিজ্ঞাসা করে, "কোথাও লেগেছে আপনার?"

ফরাসীটি দেওয়ালের সদ্য ভাঙা অংশটুকু দেখাইয়া বলিল, "মনে হচ্ছে এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। কিন্তু এ লোকটা কে?"

পিটার বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার পূর্বাপর জল্পনা-কল্পনার সব কিছুই যেন কোথায় তলাইয়া গিয়াছে সে বলে, "সত্যি বড় লজ্জিত বোধ করছি, আপনি কিছু মনে করবেন না, ও লোকটা মাতাল, ও পাগল, ও বুঝতে পারেনি ত'—"

ফরাসীটি পাগলের জামা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, তারপর অবশ্য পিটারের অনুরোধে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "আমরা ফরাসী, আমরা পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু চক্রান্তকারীকে সাজা দিতে ছাড়িনা।" পিটারের দিকে চাহিয়া বলে, "যাক যখন বারণ করছ—হাজার হোক তুমি

আমার প্রাণ রক্ষা করেছ,—তা তুমি নিশ্চয় ফরাসী।" পৃথিবীতে যা কিছু ভাল কাজ সবই ফরাসীরা করে, একথাটা ফরাসী মাত্রেরই বিশ্বাস।

পিটার জবাব দিল, "আমি ফরাসী নই—রুশ।"

ফরাসী কাপ্তেনটি সে কথা মানিতে মোটেই রাজি নয়, সে বলে, "তুমি যাই বল না কেন এখন, আমি জানি তুমি ফরাসী ছাড়া আর কিছু নও। তা সে যাক্‌গে, এখন এদের নিয়ে কি করি বল ত'।"

পিটার মনে মনে এখান হইতে চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল কিন্তু নবাগত ফরাসীটি তাহাকে ছাড়িতে চায় না, এ লোকটাকে হঠাৎ পিটারের বড় ভাল লাগে ইহার কথায় বার্তায়, হাসি তামাসায়, স্বভাবের মাধুর্যে পিটার যেন ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে।

পান ভোজনের পর্ব শুরু হইল। এ বাড়িতে যা পাওয়া গেল তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া ফরাসী তাহার চাকরকে পাঠাইয়া দিল, "যা ত' দেখে আয় পাড়ায় আর কোথায় কি পাস্‌।"

আসলে পিটার তাহাকে বাঁচাইবার জন্য এমন কোন কিছু করে নাই, তবুও ফরাসীটির বিশ্বাস হইয়াছে যে পিটার উপস্থিত না থাকিলে তাহার মৃত্যু হইত', তাই সে পিটারকে একটু খাতির করিয়া চলিতেছে।

সুরার পাত্র সামনে দেখিয়া পিটারের মন তৃষ্ণার্ত হইয়া উঠিয়াছে। কতদিন পরে আবার সে মদ খাইবে।

ক্রমশঃ তাহাদের আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল, কাপ্তেনটি নিজের নাম ধাম বলিল তাহার নাম কাপ্তেন র‍্যাম্‌বল্‌। পিটার কেবল মাত্র তাহার নামটুকু বলিল, তার বেশী পরিচয় সে দিতে চায় না।

খাইতে খাইতে কাপ্তেন পিটারের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, বলিল, "তা ত্থাখ পিটার, তুমি আমায় আজ খুব বাঁচিয়েছ। অবিশ্যি আমার সর্বাঙ্গে অলঙ্কারের অভাব নেই—এই ত্থাখ, এক নম্বর এটা ভাগ্রামের স্মৃতিচিহ্ন। আর দু' নম্বর এই, এটা স্মলেন্স্ক-এ পেয়েছিলাম।" বলিয়া সে কপালের ক্ষতচিহ্ন দেখায়, "আর এই যে দেখছ খোঁড়া পা, কোন কাজে আসে না, এটা বরোডিনোর যুদ্ধে গিয়েছে। মাইরি এই লড়াইটি তোমরা খুব দেখিয়েছিলে, উঃ সে কী আগুনের সমারোহ, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মনে হচ্ছিল, ত্রিভুবন ছেয়ে গেছে। তিন তিনবার ফরাসীদের হটে যেতে হয়েছিল। সে দৃশ্য যে চোখে

দেখল না তাকে ব'লে বোঝান যাবে না। আবার মশাই পা ত' গেল, কিন্তু সেই থেকে এক যে কাশি শুরু হয়েছে তা আর সারল না।"

—"আমি ওখানে ছিলাম সে যুদ্ধের সময়।" পিটার বলিল।

—"সত্যি! তা হ'লে দেখছত'। লোকে যাই বলুক তোমরা সে দিন সত্যি জিতেছিলে, আমাদের ক্ষতি হয়েছিল খুব। তিন তিনবার তাদের মত উড়িয়ে দিয়েছিল রুশেরা আমাদের দলকে। সে বজ্রপাতের প্রচণ্ড ধ্বনি আজও কানে বাজে যেন।...আচ্ছা একটা কথা শুনছি, তোমাদের এখানকার মেয়েরা নাকি শহর ছেড়ে চ'লে গেছে? দেখ দেখি কাণ্ড, আচ্ছা তাদের ভয় পাবার কি এত আছে যে দেশ ছেড়ে চলে গেল। ফরাসীরা যুদ্ধের সময় যেমন দুর্ধর্ষ, মেয়েদের কাছে তেমনি নম্র বিনত তা জান!"

পিটার সে কথার উত্তরে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা বলুন ত' যদি রুশেরা আজ পারিসে গিয়া হাজির হ'ত তাহলে আপনাদের মেয়েরা শহরে থাকত'?"

.একথা শুনিয়া ফরাসীটি সশব্দে হাসিয়া উঠিল, "হে—হো—এটা ভাল বলেছ, তা এত জায়গা থাকতে পারিসের নাম করলে কেন?"

—"কারণ পারিস্ হচ্ছে আপনাদের মতে পৃথিবীর রাজধানী, কি বলেন।"

নবাগত কাপ্তেন হাসি থামাইয়া বলিল, "তুমি যদি নিজে বারবার নিজেকে রুশ ব'লে পরিচয় না দিতে তাহ'লে আমি তোমায় পারিসের লোক মনে করতাম, সত্যি তোমার ধরণ ধারণ আমাদের মতই সুন্দর।

—"আমি ত' আট বছর পারিসেই ছিলাম—"

—"আরে তাই বল। আহা, পারিস্! যে জীবনে পারিস্ দেখলে না সে ত' অসভ্য বর্বর। আর তুমি অতদিন পারিসে থাকবার পরও নিজেকে রুশ ব'লে চালাতে চাও এঁ্যা"

দীর্ঘকাল একাকী কাটাইবার পর আজ একজন সঙ্গী পাইয়া পিটারের মদ খাওয়ার মাত্রা একটু বেশী হইয়া গিয়াছে। নেশার ঝোঁকে তাহার প্রফুল্লতা একটু মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে।

কাপ্তেনটি কথার সূত্র ধরিয়া বলে, "হ্যাঁ আমরা মেয়েদের কথায় ফিরে যাই। শুনেছি রুশ মেয়েরা খুব রূপসী, তা তারা এরকম বেরসিকের মত আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রইল, ছি—ছি! আরে তোমরা ত' জান আমরা কি রকম লোক,

কত রাজ্য জয় করেছি। আমাদের লোকে যেমন ভয় করে তেমনি ভালবাসে, তা ছাড়া আমাদের সম্রাট...”

বাধা দিয়া পিটার বলে, “সম্রাট, মানে সম্রাট...”

ক্যাপ্টেনও সঙ্গে সঙ্গে তাহার জের টানিয়া জবাব দেয়, “হ্যাঁ আমাদের সম্রাট উদার, আমাদের সম্রাট ক্ষমার অবতার, বিচারে তিনি ন্যায়নিষ্ঠ, বুদ্ধিতে তিনি অসাধারণ,—এমনই সে সম্রাট। আমি, এই শর্মা আজ থেকে আট বছর আগে তাঁর শত্রু ছিলাম কিন্তু আজ তাঁর পরম ভক্ত হ'য়ে পড়েছি, আমাকে তিনি জয় করেছেন, তাঁর মহানুভবতা, তাঁর বিরাট পুরুষকার আমায় মুগ্ধ করেছে। আমি বল্‌ছি তিনি অতীত এবং ভবিষ্যতেরও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব।”

একটু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে পিটার প্রশ্ন করে, “তিনি কোথায়? মস্কাউতে এসেছেন?”

একগাল হাসিয়া ফরাসীটি বলিল, “না, আসেন নি, কাল তিনি এখানে আসছেন।”

এই সময়ে চাকরটা আসিয়া খবর দিল যে, কতকগুলি বাজে লোক এ বাড়িতে ঢুকিতে চায়, তাহারা নাকি এ বাড়িতে থাকিবে। কথাটা শুনিয়া ক্যাপ্টেন সাহেব চটিয়া গিয়া বলিল, “কারা আসতে চায় তাদের সর্দারকে নিয়ে এসত' দেখি।

আগন্তুক সর্দারটিকে র‍্যাম্‌বল্‌ সোজা পথ দেখাইয়া দিয়া বলিল, “এখানে আমরা আগে থেকে এসে আছি, এগিয়ে ছাখ।”

পিটারের আবার মনে পড়িয়া যায় যে তাহার সংকল্প ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছে—সে মাথায় হাত দিয়া সেই কথাই ভাবিতে লাগিল! এখন কি করিয়া এই নব-পরিচিত বন্ধুটির মায়া কাটাইবে? তাহার ছদ্মবেশ, তাহার ছোরা, পিস্তল সবই ত' প্রস্তুত, কিন্তু গতকাল যে সংকল্পটা সত্যে রূপান্তরিত হইবার ভরসা ছিল আজ তাহা যেন দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। কেন? এ প্রশ্নের জবাব সে নিজেও দিতে পারে না।

অবশেষে পিটার মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিল র‍্যাম্‌বলের সঙ্গে আর কথা-বার্তা কহিবে না। এই লোকটা মিষ্টি কথায়, মদের নেশায় তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে চায়।

র‍্যাঁবল্‌ কিন্তু ফালতো লোকগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া উৎসাহিতভাবে ঘরময় পায়চারী করিয়া বেড়ায়।

সে আপন খুশিতে মশগুল হইয়া বকিয়া যায়। পিটারের দিকে চাহিয়া দেখে না, হঠাৎ এক সময়ে যখন খেয়াল হইল পিটার চুপ করিয়া আছে, তখন সে বলিল, "কই, পিটার তুমি মদ খাচ্ছ না? আরে এই মরেল্‌, নিয়ে আয় না আর এক বোতল, আমাদের শরীরটা একটু গরম হওয়া দরকার যে!"

তারপর পিটারের হাতটা নিজের মুঠার মধ্যে ধরিয়া সে বলিল, "আমরা যেন মিইয়ে গেছি। আচ্ছা পিটার আমার কোন কথায় তুমি ব্যথা পেয়েছ, কিছু মনে করেছ না কি?"

পিটার এমন ভাবে তাহার দিকে চাহিল যে মুখে কিছু না বলিয়াও সে জানাইয়া দিল যে, সে রকম কোন কিছু হয় নাই।

কাপ্তেন বলিল, "তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, সে জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ, যা বল্‌বে তাই করব। তোমার জন্য আমি মরতে প্রস্তুত আছি। বলিয়া সে বুক ঠুকিয়া তিন পা আগাইয়া আসিল।

—"ধন্যবাদ কিছুই দরকার নেই।"

—"বহুৎ আচ্ছা, তাহ'লে আমাদের বন্ধুত্বটা পাকাপাকি করবার জন্যে একটু মদ খাই কি বল।"

র‍্যাঁবল্‌ নিজের জীবনী বলিতে শুরু করিল, "সবই হচ্ছে ভাগ্যের খেলা ভাই, এই আমাকে নিয়েই ছাখ না. কে, জানত' যে আমি সৈনিক হব, কে জানত' আমার মত বড়লোকের ছেলে এই কাপ্তেন হয়ে রুশ দেশে আসবে। জান, ফ্রান্সের অতি প্রাচীন বংশের ছেলে আমি, এক ডাকে আমাদের সবাই চেনে। যাক গে, ওসব কথা বাদ দিয়ে অন্য কথা বলি শোন। —আসল কথা হচ্ছে প্রেমের স্পর্শ দিয়েই জীবনের মূল্য বিচার করা। কী, তুমি কি বল? আচ্ছা তার আগে এক গেলাস সুধা পান করা যাক।" বলিয়া র‍্যাঁবল্‌ আবার মদ ঢালিল।

তারপর পান শেষ করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলে, "ওঃ সারাজীবনটাই মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে কাটল—কেবল সুন্দরী আর রূপসী···" কথাটা শেষ করিয়া বিজয়ী বীরের ভঙ্গীতে সে একবার পিটারের দিকে তাকায়। তাহার চোখে মুখে লাম্পট্য দুর্নীতির ইতিহাসের ছায়া যেন রেখায়িত হইয়া ওঠে,

তবু তাহার ভাষায় কবিত্ব ও ভক্তিবাদের ভঙ্গি দিয়া সে বুঝাইতে চায় যে, পৃথিবীতে রমণী জাতির যোগ্য মর্যাদা একমাত্র সে ছাড়া আর কেহই দিতে পারে নাই, পারিবেও না।

পিটার শান্তভাবে সব শুনিয়া যায়। শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হয় ন্যাতাশাকে সে যে ভাবে ভালবাসে, ফরাসীদের প্রেমের সংজ্ঞা ঠিক সে ধরণের নহে। র‍্যাঁবুল্ বলে, "ভালবাসা দু'ধরণের—এক হচ্ছে গাড়োয়ানদের, আর এক হচ্ছে আহাম্মকদের।" তাহার মতে ভালবাসা বলিতে অস্বাভাবিক কিছু হওয়া চাই।

যথা—। এককালে র‍্যাঁবল্-এর জীবনে একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, কোন এককালে একই সঙ্গে সে এক জমিদার গৃহিণী এবং সেই জমিদারের মেয়ের সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধ হইয়াছিল। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, মাতা এবং কন্যা পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট উদারতা দেখাইত। মায়ের বয়স পঁয়ত্রিশ আর মেয়েটি সতেরো বছরের। অবশেষে মা মেয়ের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিল, ক্যাপ্তেনের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিল।…বহু যুগের ওপার হইতে সুরভিমধুর স্মৃতিকথা বলিতে বলিতে র‍্যাঁবল্ যেন মনে মনে সেই পুরাতন পরিবেশ রচনা করে।…এমনি কত ছোট-বড় প্রণয়ের কাহিনী তাহার চলার পথে গড়িয়া উঠিয়াছে।…একবার একটি পোলদেশীয় লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছিল র‍্যাঁবল্। লোকটি বিশ্বাস করিয়া তাহার উপর অল্পবয়সী রূপবতী স্ত্রীকে দেখাশুনা করিবার ভার দিয়া কি কাজে চলিয়া যায়। সেই তরুণী বধূটি র‍্যাঁবল্-এর সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ভাসিয়া পড়িবার জন্য বারবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত,—অবশ্য আজ বলিতে আপত্তি নাই যে, র‍্যাঁবল্-এর মনও সে প্রস্তাবে প্রলুব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কর্তব্য-বুদ্ধির দিক দিয়া বিচার করিতে গিয়া র‍্যাঁবল্ দেখিল বিশ্বাসঘাতকতা করা কিছুতেই তাহার দ্বারা হইবে না। অবশেষে সেই ভদ্রলোকের হাতে তার সহধর্মিণীকে সমর্পণ করিয়া সে বলিয়া দিল, "একদিন তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম আজ তোমার মান বাঁচালাম।"…এমনি আরও কত ইতিহাস সে বলিতে লাগিল।

অবশেষে প্রেমের সঙ্গে কর্তব্যের তুলনামূলক আলোচনা শুরু হইয়া গেল।

পিটার আপন মনে তাহার জীবনের পাতা উল্টাইয়া দেখিতেছে। ক্যাপ্তেনের এই দীর্ঘ আলোচনার ফলে কেবলই ন্যাতাশার কথা মনে পড়িয়া যায় তার।

সেদিন পথে হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া নাতাশা ডাকিয়া বলিয়াছে, "আমি ঠিক চিন্‌তে পেরেছি।" তবে কি নাতাশা—। সে কথায় কাজ কি।

হঠাৎ কাপ্তেনটি পিটারের প্রণয়-ইতিহাস শুনিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে।

পিটারের মতে প্রেম কখনও পার্থিব সম্পর্কের মধ্যে বাঁধা থাকিতে পারে না, যাহাকে কোনদিন পাইবার আশা নাই, যাহার সঙ্গে শুভদৃষ্টিতে কোন সম্পর্ক নাই, দূর হইতে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে একাগ্র মনে সেই রমণীকেই ভালবাসিয়া যাওয়া সত্যকার প্রেম।···পিটার ছেলেবেলা হইতে একটি মেয়েকে ভালবাসিয়া আসিয়াছে, তখন অবশ্ত তাহার কথা কল্পনা করিতে সাহস হইত না, কারণ মেয়েটি নিতান্ত ছেলে মানুষ ছিল, তা ছাড়া পিটারের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না, কারণ সে নিজে জারজ সন্তান। পরবর্তীকালে যখন তাহাকে সমাজ স্বীকার করিয়া লইল, প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হইল সে, তখন কেবলই মনে হইত সে যাহাকে ভালবাসে সে-রমণী সাধারণ মানব-ধর্মের অনেক ঊর্ধ্বে; অতএব সেই অলোকসামান্তাকে মানবীয় বন্ধনে বাঁধিতে গেলে প্রেমের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইবে। সে রমণীকে জয় করা, তাহার প্রসন্ন চোখের প্রেমগভীর আবেশমধুর চাহনী কি অত সহজে মিলিবে?—অসম্ভব।

দেখিতে দেখিতে পিটার তাহার জীবনের সুখদুঃখের আদি-অন্ত সব কিছুই বলিয়া ফেলিল। এমনকি তাহার নাম, বংশ-পরিচয় কিছুই বলিতে বাকী রাখিল না। নাতাশার প্রতি তাহার গোপন প্রণয়ের কথাও বলিয়া ফেলিল পিটার।

র‍্যাবল্‌ বুঝিতে পারে না, যাহার এই শহরে দু'টি প্রাসাদোপম অট্টালিকা আছে সে বাড়িঘর ছাড়িয়া এখানে ছদ্মবেশে কেন আত্মগোপন করিয়া আছে?

ওদিকে তমসাচ্ছন্ন রাত্রির আকাশে অকস্মাৎ লেলিহান অগ্নিশিখা সর্বনাশী সর্বগ্রাসী ভয়ঙ্কররূপে আত্মবিস্তার করে। এই অগ্নিরাশিই ক্রমশঃ মস্কাউ নগরীকে ধ্বংস করিয়া ভস্মস্তূপে পর্যবসিত করিয়াছিল। পিটারের কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নাই। পশ্চিম আকাশে একটি নক্ষত্র উজ্জ্বল হইয়া আছে, ওই গ্রহটির সঙ্গে পিটার নাতাশার প্রেমকে একাত্ম করিয়া দেখিয়া থাকে—বহুদিন আগে এমনি এক রাত্রে পথ চলিতে চলিতে ওই নক্ষত্রটার দিকে চাহিয়া সে নাতাশার কথা ভাবিয়াছিল, আজও সে দিনের কথা ভুলিতে পারে নাই পিটার।

সবাই আগুনের শিখার দিকে চাহিয়া আছে। যাহারা এখানে দাঁড়াইয়া দূরের অগ্নিশিখা দেখিতেছে এবং নিশ্চিন্ত মনে হাসি-তামাসা করিতেছে তাহাদের মনের কোণে নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই, তাহাদের বিশ্বাস ওই দূরের আগুন দূরেই থাকিবে, এতদূরে ধাইয়া আসিবে না।

নগরীর সমস্ত রক্ত কে যেন শোষণ করিয়া লইতেছে,—ওই অগ্নিশিখা সেই শোষিত রক্তপুঞ্জ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আকাশের প্রেমকল্প সেই উজ্জ্বল তারাটির দিকে চাহিয়া পিটার আবিষ্ট হইয়া যায়, "কি সুন্দর। এর বেশী আর কিছু চাই না।" সে নবলব্ধ বন্ধুটিকে কোন বিদায় সম্ভাষণ না করিয়াই নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

অগ্নিদেবতার তাণ্ডব-লীলার প্রতিচ্ছায়া বহু দূরের আকাশেও গিয়া পড়িয়াছিল। পলায়মান লোকেরা, পথচল্‌তি সৈনিকেরা আকাশের বুকে সেই রক্তবর্ণ দেখিয়া সর্বনাশের কল্পনায় শিহরিয়া উঠিল।

রোস্তভে্রা পথে বাহির হইল বটে কিন্তু প্রথম দিনে তাহারা বেশিদূর আগাইতে পারিল না—কিছুদূর যাইবার পর কাহারও মনে পড়িয়া যায় অমুক জিনিসটা ফেলিয়া আসা হইয়াছে, অতএব গাড়ি থামানো হইল, জিনিস আনিবার জন্য লোক ছুটিল বাড়িতে, তারপর আবার খানিকটা পথ যাইবার পর কেহ হয়ত' বলে, "ওই যাঃ, ওটা ত' আনা হয়নি—কি হবে!" এই ভাবে থামিতে থামিতে তাহারা প্রথম দিন আর মাইল পাঁচেকের বেশি যাইতে পারে না। সে রাত্রিটা এক গ্রামে রহিয়া গেল তাহারা। পরদিন সকলেরই উঠিতে একটু বেলা হইয়া যায়, সেদিনও রাত দশটা নাগাদ এক গ্রামে পৌঁছিয়া তাহারা এক চাষীর বাড়িতে আশ্রয় লইল।

কাল রাত্রে সদ্য হাত ভাঙ্গা এক এ-ডি-কং-এর পাশের ঘরে শুইয়া রোস্তভ্-গৃহিণী চোখের পাতা বুজিতে পারেন নাই। লোকটা সারারাত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়াছে, চীৎকার করিয়াছে প্রতিক্ষণে। তাই আজ রোস্তভ্-গৃহিণী একেবারে এক প্রান্তে তাঁহার শুইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং অপর প্রান্তের শেষ ঘরে সেই লোকটার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

চাকরদের মধ্যে একজন আকাশে সিঁদুর রং-এর আভা দেখিয়া সোরগোল তুলিল, মস্কাউ শহরে আগুন লাগিয়াছে, "ওই ছাখ, কোথায় আগুন লেগেছে, অনেক দূরে মনে হচ্ছে যেন, তবে কি মস্কাউতে আগুন লাগল?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মস্কাউতে বটে, শহর জলছে, নইলে এতদূর থেকে স্পষ্ট দেখা যেত না। মস্কাউ পুড়ছে—" বলিয়া আর একজন চাকর হৈ চৈ করিতে লাগিল।

কাউণ্টের খাশ চাপরাসী একজনকে ধমক দিয়া বলিল, "হ্যাঁরে তুই এখানে হাঁ ক'রে কি দেখছিস, এখুনি বড়কর্তা ডেকে সাড়া না পেলে কে কৈফিয়ৎ দেবে শুনি?"

আনারীটি কাচুমাচু হইয়া বলিল, "এই, আমি ত' জল খেতে এসেছি একটু!" বড় খানসামাকে আর একটি চাকর মুরুব্বি ধরিল, "আচ্ছা, ওটা মস্কাউ না হাঁ দাদা?" দিগন্তরেখায় রক্তবর্ণ আভা যেন ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে, সেদিকে চাহিয়া কাহারও মুখে কোন কথা সরে না—সবাই স্তব্ধ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া থাকে।

করুণ কণ্ঠে কে যেন স্মরণ করিল।

আর একজন সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "না না ভয় পাবার কিছু নেই, ওরা নিভিয়ে ফেল্‌বে এখুনি।"

বড় খানসামা হুম্‌কি দিয়া উঠিল, "কে নিভোবে?...ওই ছাখ আমাদের শহর পুড়ছে, মস্কাউ আমার মায়ের মত—সেই মস্কাউ পুড়ে যাচ্ছে।"

তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। সবাই যেন নীরবে কাঁদিতেছে দূর আকাশের রক্তাভা দেখিয়া। তাহাদের অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। ওই অগ্নিশিখায় শেষ পরিণতির কল্পনায় মানুষের মন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। সর্বনাশ!...গ্রামের ঘরে ঘরে রোল উঠিল, "রক্ষা কর হে ভগবান! এই সর্বনাশের হাত থেকে ত্রাণ কর হে বিধাতা!"

চাকরের মুখে খবর পাইয়া কাউন্ট দেখিতে আসিলেন—সত্যই কি মস্কাউ শহর জ্বলিতেছে? তাঁহার সঙ্গে সোনিয়া এবং আরও এক আধজন চলিল। নাতাশা আর তার মা ঘরে রহিয়া যায়। আজ সকালে পিটিয়া চলিয়া গিয়াছে বলিয়া সারাদিন ধরিয়া রোস্তভ্‌-গৃহিণীর মনটা ভারী হইয়াই ছিল, তার উপর এই অগ্নিকাণ্ডের খবর কানে উঠিতেই তিনি কাঁদিতে শুরু করিলেন। নাতাশা ওপাশে বসিয়া স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, ও যেন কী একটা গভীর চিন্তায় ডুবিয়া আছে।

সোনিয়া ফিরিয়া আসিল, "উঃ কী ভীষণ কাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে সারা শহরটা এক সঙ্গে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে, দেখবে এস নাতাশা!"

নাতাশা কথাটা না শুনিয়াই সোনিয়ার মুখের পানে তাকাইল। আজ সকালে সোনিয়ার কাছে নাতাশা শুনিয়াছে যে এণ্ড তাহাদের সঙ্গেই আছে সে নাকি সাংঘাতিক ভাবে আহত—যে মুহূর্তে এ কথা নাতাশা জানিয়াছে সেই মুহূর্ত হইতে তাহার মনের শক্তিকেন্দ্র শিথিল হইয়া গিয়াছে। নাতাশা যার

যার কান পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করে এণ্ডুর যন্ত্রণাকাতর আর্তস্বর। এখনও সেই কাতরাণীর শব্দটুকুই ও আগ্রহ সহকারে শুনিতেছিল।

নাতাশাকে এ কথাটা জানাইতে নিষেধ ছিল, তবু সোনিয়ার মনে হইল, কি জানি হয়ত' আর কোনদিন নাতাশা এণ্ডুকে দেখিতে পাইবে কি না—তার চেয়ে খবরটা দেওয়াই ভাল। অবশ্য এখবর দেওয়ার পর সোনিয়া তীব্র তীক্ষ্ণ বাক্য বাণে বিদ্ধ হইয়াছিল। রোস্তভ্-গৃহিণী তাহাকে কাঁদাইয়া ছাড়িয়াছিলেন।

তিরস্কারের পর হইতে নাতাশার প্রতি সোনিয়ার সহানুভূতি ও মনোযোগ বাড়িয়াই গিয়াছে, তাই নাতাশাকে বিমর্ষ দেখিয়া বার বার বলিল সোনিয়া, "ছাখ না, কি রকম জ্বলছে!"

—"কি জ্বলছে?"

—"কেন, মস্কাউ শহর—ওমা, তা বুঝি জান না তুমি!"

সোনিয়াকে খুশি করিবার জন্য নাতাশা একবার জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল কিন্তু কিছু না দেখিয়াই নিজের জায়গায় ফিরিয়া গিয়া বসিল।

—"তুমি কিছুই দেখতে পাওনি—"

—"হ্যাঁ, আমি দেখলাম ত', পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে!" কণ্ঠে অস্বাভাবিক জোর দিয়া নাতাশা বলিল। তার মা এবং সোনিয়া দু'জনেই বুঝিতে পারিল যে নাতাশার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। মেয়ের কাছে আসিয়া মা গায়ে হাত দিয়া অবশেষে মেয়ের কপালের উপর গাল রাখিয়া দেখিলেন জ্বর হইয়াছে কি না।

—হ্যাঁ মা তোর কি শীত শীত করছে! যাও লক্ষ্মী মেয়ে শুয়ে পড় গিয়ে!"

—"শোবো?" "হ্যাঁ এই একটু পরে যাচ্ছি মা।"

এণ্ডুর খবর পাইবার পর হইতে নাতাশার মন উন্মুখ হইয়া আছে তাহাকে দেখিবার জন্য। তাহার সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশ্ন করিয়াছে নাতাশা, কবে কি করিয়া এণ্ডু আহত হইল, এখানেই বা সে আসিল কেমন করিয়া, সে কি বাঁচিবে না। আরও কত প্রশ্নই করিয়াছে, সেই সঙ্গে তাহাকে দেখিতে যাইবার বাসনাও প্রকাশ করিয়াছে কিন্তু সবাই অমত করিল, এ অবস্থায় নাতাশা গেলে হয়ত' বিপরীত উৎপত্তি ঘটিতে পারে। এছাড়া আর কোন জবাব নাতাশা

পায় নাই। সারাদিন ধরিয়া নাতাশা এই কথাই ভাবিয়াছে, এণ্ড্রুকে দেখিবার জন্য তাহার মন উতলা হইয়া উঠিয়াছে। যেমন করিয়া হোক একবার নাতাশা যাইবে। মায়ের দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া নাতাশা মনে মনে এণ্ড্রুকে দেখিতে যাইবার উপায় চিন্তা করিতেছিল। মেয়ের চোখের দৃষ্টি মায়ের কাছে সুপরিচিত।, বেশ বুঝিতে পারেন যে মেয়ের মনে একটা কোন পরিকল্পনা লইয়া তোলপাড় চলিয়াছে।

কথাটা মনে হইতেই তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, কি জানি কি লইয়া মেয়ের এত দুর্ভাবনা—। তিনি বলিলেন, "নাতাশা, আয়, আমার কাছে বিছানায় শুবি আয়।"

একমাত্র গৃহিণীর জন্যই কেবল ভাল বিছানার ব্যবস্থা হইয়াছিল, আর সকলে মেঝেতে বিচালি বিছাইয়া তাহার উপর চাদর পাতিয়া রাত কাটাইবে ঠিক হইয়াছে।

মায়ের কথায় নাতাশা অধীর ভাবে ঘাড় মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, আমি মাটিতেই বেশ থাকব মা।"

পাশের ঘরে কাহার যন্ত্রণার আর্তনাদ শোনা যাইতেছে, নাতাশা সেইদিকে কান পাতিয়া থাকে। তারপর জানলাটা খুলিয়া ভিজা বাতাসের ঠাণ্ডা ছোঁয়া পাইবার লোভে সে মুখখানা বাহিরের দিকে আগাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ওপাশ হইতে তাহার মা অতি সহজেই টের পাইলেন মেয়ে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। একটি আহত সৈনিকের আর্তনাদে নাতাশার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, নাতাশা বেশ ভাল করিয়াই জানে যে ইহা এণ্ড্রুর কাতর-কণ্ঠ নহে, তবু যেন তাহার মন জানিতে চায় না। এণ্ড্রু কোন্ ঘরে আছে নাতাশা ত' সে কথা জানে, তবু অকারণে তাহার বুকের মধ্যে কান্নার তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিল।

রোস্তভ্-গৃহিণী একবার সোনিয়ার দিকে চাহিলেন তারপর কন্যাকে ডাকিলেন, "আয় ত' মা, শুবি আয়।" বলিয়া তিনি মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

—"এই চল যাচ্ছি।" বলিয়া নাতাশা সোজা গিয়া সেই মেঝেতে বসিয়া পড়িল।

খোপা খুলিয়া এলোচুলের মধ্যে শক্ত চাঁপা ফুলের পাপ্‌ড়ির মত কর্মা সুশ্রী

আঙুলগুলি চালাইতে চালাইতে শূন্য দৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে চাহিয়া নাতাশা যখন অন্য কথা ভাবিতেছিল তখন জ্বরে তাহার চোখ দুটি লাল হইয়া উঠিয়াছে।

"নাতাশা মাঝখানে গিয়ে শোও," সোনিয়া বলিল।

—"না, আমি শুয়ে পড়েছি, এখানেই শোবো আমি।" বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়ে নাতাশা।

সবাই শুইয়া পড়িয়াছে, ঘরের এককোণে টিম্‌টিম্ করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে, ওটা সারারাত জ্বলিবে। সারা ঘরের চেহারা অনেকদিন রোগভোগ করা শীর্ণ রোগীর মতই ফ্যাকাসে দেখাইতেছে।…নাতাশা কান পাতিয়া শোনে, সেই লোকটা এখনও কাত্‌রাইতেছে। ওদিকে বিছানায় বসিয়া তাহার মা এখনও ঠাকুর দেবতার নাম স্মরণ করিতেছেন, তার ফিস্‌ফিস্ শব্দ নাতাশার কানে বাজিতেছে। খুব সাবধানে সে কাঠ হইয়া শুইয়া থাকে। তাহাদের বিছানায় এক ভদ্রমহিলার নাক ডাকিতে শুরু হইয়া গিয়াছে, সোনিয়ার নিশ্বাসের মৃদু শব্দ শোনা যাইতেছে। কিছুক্ষণ নাতাশার নাম ধরিয়া ডাকিলেন গৃহিণী। নাতাশা সাড়া দিল না। সোনিয়া বলিল, "ও বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।"

আরও কিছুক্ষণ পরে গৃহিণী কি একটা কথা বলিলেন, এবারে আর সোনিয়ারও কোন সাড়া পাওয়া যায় না। একটু পরে গৃহিণীর ভারী নিশ্বাসের শব্দে নাতাশা বুঝিল মাও ঘুমাইয়া পড়িলেন। মেঝের কন্‌-কনে ঠাণ্ডায় মাঝে মাঝে পায়ে খুব শীত লাগে কিন্তু নাতাশা একটুও নড়ে না, একভাবে শুইয়া থাকে। দূরে একটা মুরগী ডাকিয়া উঠিল। ওপাশের ঘরে সেই লোকটির কাত্‌রানি এখনও বন্ধ হয় নাই।

সারাদিনের প্রতীক্ষার পর অভিসারের লগ্ন আসিয়াছে, আশায় আশায় দিনমান কাটিয়া গিয়াছে, নাতাশা একবারও ভাবিয়া দেখে নাই কি করিয়া সামনে গিয়া দাঁড়াইবে, কিংবা সেখানে গিয়া এণ্ড্রুকে কি অবস্থায় দেখিবে এসব একবারও তাহার মনে জাগে নাই—সে শুধু দেখিবার আশায় উন্মুখ হইয়াছে। কিন্তু এখন যাত্রার মুহূর্তে হঠাৎ তাহার মন কি এক অজ্ঞাত বিভীষিকায় শিহরিয়া উঠিল। আহত এণ্ড্রুর বিকৃত চেহারা দেখিতে পারিবে ত' সে?

নাতাশা উঠিয়া বসিল।

—"সোনিয়া, ঘুমলে নাকি?" আস্তে আস্তে নাতাশা প্রশ্ন করে।

কোন জবাব নাই। এবারে নাতাশা উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া এক পা করিয়া দরজার দিকে আগাইয়া যায়। তাহার লঘু পদক্ষেপের ভারেও যেন কাঠের মেঝেটায় কি রকম শব্দ হয়। আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া খিলটা খুলিয়া নাতাশা থম্‌কাইয়া দাঁড়ায়, তার বুকের ধুক্ ধুক্ শব্দটুকু হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনায় যেন হাতুড়ির মত বুকে ঘা দিতেছে, কি জানি হয়ত' ভয়ে, ভাবনায়, আগ্রহের আতিশয্যে, অন্তরের তীব্র পিপাসায় সে মরিয়া যাইবে।

খালি পায়ে ঠাণ্ডা মাটিতে চলিতে গিয়া পা যেন কন্ কন্ করে, বাহিরের স্যাঁত্-সেঁতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় নাতাশার চেতনা ফিরিয়া আসিল। অন্ধকারে আর একটু হইলে একটা লোককে নাতাশা মাড়াইয়া দিয়াছিল আর কি—খুব বাঁচিয়া গিয়াছে!

এণ্ড্রুর ঘরের দরজাটা খুলিয়া দেখিল, অন্ধকার। একটু পরে আস্তে আস্তে নাতাশার দৃষ্টি অন্ধকারের মধ্যেও সক্রিয় হইয়া উঠিল, তখন সে আন্দাজে বুঝিতে পারিল ওই কোণে এণ্ড্রুর বিছানা। বিছানার পাশে একটা বাতি জ্বলিতেছে বটে, তবে নিতান্তই ক্ষীণ ভাবে।

এণ্ড্রুর সুদর্শন চেহারার পরিবর্তে কী দেখিবে এই আশঙ্কায় নাতাশার গতি স্তব্ধ হইয়া যায়। নিজের মনের সঙ্গে অনেক দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের পর সহসা কী এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে নাতাশা মনে মনে এণ্ড্রুকে যে-কোন অবস্থায় দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আগাইয়া যায়। অতি সন্তর্পণে ছোটবড় নানা-রকমের জিনিস-পত্র ডিঙাইয়া ঘরের মাঝখানে পৌঁছিল। একটু দূরে একটা বেঞ্চের উপর একটি লোক শুইয়া আছে। এ সেই কাপ্তেন টিমোথিন্, টিমোথিনের পায়ে চোট লাগিয়াছিল। সে ঘুমায় নাই, অকস্মাৎ একটি যুবতীকে এ ঘরে এত রাত্রে দেখিয়া সে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া যায়, ভয়ে তাহার বাক্‌রোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, সে ক্ষীণকণ্ঠে বলে, "এ কী! কে ও?"

ফলে নাতাশা দ্রুতপদে আগাইয়া গেল। এইবারে সেই বস্তুটির কাছে সে আসিয়া পড়িয়াছে—যাহার বীভৎস চেহারার কথা মনে করিয়া নাতাশা ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছিল এখন সে তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া। সহসা ক্ষীণ দীপ-শিখাতে কে যেন নূতন করিয়া প্রাণ সঞ্চার করে। আলোটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নাতাশা চাহিয়া দেখে সেই এণ্ড্রু, যে এণ্ড্রুর চেহারা তাহার মনে

পড়ে, এ যেন অবিকল সেই মানুষটি। কোথাও কোন পরিবর্তন নাই, বরং জ্বরের উত্তাপে এণ্ড্রুকে যেন একটু বেশি রূপবান মনে হইতেছে। তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টি নাতাশার দিকে নিবদ্ধ, কি একটা জামা পরিয়া আছে এণ্ড্রু সেজন্য বোধ করি তাহাকে খুব ছেলেমানুষ দেখাইতেছে, তাহার নবীন যৌবনোদ্দীপ্ত তারুণ্যের বিকাশ যেন নাতাশার কাছে আজ নব আবিষ্কার। নাতাশা আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, হাঁটুর উপর ভর করিয়া এণ্ড্রুর বিছানার নীচে বসিয়া পড়ে।

এণ্ড্রুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে হাত বাড়াইয়া দিল।

এণ্ড্রু হাসপাতালে আসিবার পর আরও সাতদিন কাটিয়া গিয়াছে। ডাক্তার আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে পেটের মধ্য হইতে অস্ত্রোপচার করিয়া গোলার টুকরা বাহির করার পর এ রোগী বাঁচিবে না, তাই সাতদিন পরে যখন রোগী রুচি-সহকারে রুটি খাইল এবং তাহার দেহে উপশমের লক্ষণ প্রকাশ পাইল, তখন ডাক্তার খুব বিস্মিত হইয়া গেলেন। এণ্ড্রুর জ্ঞান-চৈতন্যের আচ্ছন্নতা কাটিয়া গিয়াছে, এখন সে বেশ সহজ ভাবে কথাবার্তা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

টিমোথিনকে দেখিয়া সে বেশ চিনিতে পারে, প্রশ্ন করে, "তোমার ঘা কি রকম?"

—"আজ্ঞে, আমার ও তেমন কিছু হয় নি, আপনি কেমন আছেন?"

প্রিন্স এণ্ড্রু চুপ করিয়া শুইয়া কি যেন একটি কথা খুঁজিয়া বেড়ায় মনে মনে, তারপর বলে, "আচ্ছা দ্যাখ, ওরা আমায় একখানা বই দিতে পারে না?"

—"কি বই?"

—"বাইবেল।—জান, আমার বাইবেল নেই।"

ডাক্তার তাহাকে একখানা বাইবেল দিবেন বলিয়া সান্ত্বনা দেন। তারপর প্রশ্ন করেন, "এখন কেমন বোধ হচ্ছে?"

এণ্ড্রু কতকটা কুন্ঠিতভাবে বলে, "ভালই আছি।" তারপর একটু থামিয়া সে বলে যে, ক্ষত-স্থানের নীচে একটা বালিশ দিলে বোধ হয় একটু আরাম হইত। সেই সুযোগে ক্ষত-স্থানটা পরীক্ষা করিবার জন্য ডাক্তার সেখানকার বাঁধনটা খুলিতেই একটা পচা দুর্গন্ধে ডাক্তারের গা বমি বমি করিতে থাকে,

ক্ষতের অবস্থা মোটেই আশানুরূপ সন্তোষজনক নহে। এই নড়াচড়ার ফলে রোগী পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

চেতনা ফিরিতে এণ্ড্রু বই বই করিয়া সকলকে উত্যক্ত করিয়া তোলে।

—"বই পড়লে আমার কোন ক্ষতি হবে না—অন্তত এক মিনিটের জন্যেও দাও—"

এই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া এণ্ড্রু যে এখনও কি করিয়া বাঁচিয়া আছে ডাক্তার তাহা বুঝিতে পারেন না।

সারাদিন এইভাবেই এণ্ড্রুর কাটিয়াছে। সন্ধ্যার পর আবছা আলোয় সে যেন একটু আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে। এক এক সময়ে পুরাতন কথা মনে পড়িয়া যায়, হয়ত' তাহার চিন্তাধারার স্বচ্ছতা ফিরিয়া আসে কিছুক্ষণের জন্য, কখনও তাহার সন্দেহ হয় বুঝিবা বিকারের ঘোরে অসম্ভব কল্পনার জাল বুনিতেছে। এমনি ভাবে কোন্ সময়ে যে সে নাতাশার কথা ভাবিতে শুরু করিয়া দিয়াছে খেয়াল নাই। তাই প্রথম দরজার সামনে নাতাশার মূর্তি দেখিয়া তাহার মনে হইয়াছিল, নিশ্চয় স্বপ্ন দেখিতেছে। যখন ওই ছায়ামূর্তি আস্তে আস্তে ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন এণ্ড্রু কয়েক মুহূর্তের জন্যে অচেতন হইয়া গিয়াছিল। জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেই সে দেখিল সত্যই নাতাশা তাহার বিছানার পাশে বসিয়া আছে,—হ্যাঁ এই নাতাশাকেই ভালবাসিবার জন্য, কাছে পাইবার জন্য তাহার সমস্ত সত্তা তৃষ্ণার্ত হইয়া আছে, হ্যাঁ সেই চেহারাই বটে, কোন ভুল নাই। এণ্ড্রু এতটুকু বিস্মিত হয় নাই, সে যেন জানিত নাতাশা আসিবে। তাহার চোখ-মুখ পরিপূর্ণ স্বস্তি ও আনন্দে এই মুহূর্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—। নাতাশা কাঠের পুতুলের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে, এতটুকু নড়িবার শক্তিও তার নাই; বুকের কূল ছাপাইয়া যে অশ্রুবন্যা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে তাহা অতি কষ্টে দমন করিয়া রাখে নাতাশা।

এণ্ড্রু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া একটু হাসিল, চাদরের মধ্য হইতে একটা হাত আগাইয়া দিয়া সে বলে, "তুমি? আঃ কী আনন্দ!"

নাতাশা অগ্রাহভরে আরও কাছে যায়, নিজের হাতের মধ্যে এণ্ড্রুর হাতখানা তুলিয়া লইয়া তপ্ত ওষ্ঠে চাপিয়া ধরে।

এণ্ড্রুর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে নাতাশা বলে, "আমায় মার্জনা কর—আমায় ক্ষমা কর।"

—"তোমায় ভালবাসি আমি।"

—"তুমি আমায় ক্ষমা করবে বল।"

—"কেন, ক্ষমা কিসের জন্যে?"

—"যে অপরাধ আমি করেছি···" অস্ফুট স্বরে ক্ষীণ কণ্ঠে নাতাশা মাথা নত করিয়া এই অসমাপ্ত কথা কয়টি বলিয়া চুপ করিয়া যায়।

—"তোমায় আমি আগের চেয়ে ঢের বেশি ভালবাসি।" জবাব দিল এণ্ড্রু। তারপর নাতাশার মাথাটা নিজের কাছে টানিয়া লইয়া ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করে। ওর চোখের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় না হইলে যেন তাহার ভাল লাগে না। আনন্দের প্লাবনে দুইকূল ছাপাইয়া অশ্রুধারা নামিয়াছে, নাতাশার ডাগর দুটি চোখ চক্‌চক্ করিতেছে—এক দিকে আনন্দ, অন্য দিকে বেদনা! নাতাশার চেহারা মলিন হইয়া গিয়াছে, সারাদিনের পরিশ্রান্ত ও চিন্তাক্লিষ্ট মুখে উদ্বেগের ম্লানস্পর্শ যেন তাহাকে নিষ্প্রভ করিয়াছে, কিন্তু এণ্ড্রুর চোখে সে-সব কিছুই ধরা পড়ে না। সে শুধু নাতাশার বড় বড় চোখে মুক্তার মত অশ্রু জমিয়া উঠিতে দেখে, আর সে দেখে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নাতাশার চোখ লাল হইয়া গিয়াছে!

এণ্ড্রুর চাকরটা ঘুম ভাঙিয়া এই সব দেখিয়া ডাক্তারকে ঠেলিয়া তুলিল। টিমোখিন মোটেই ঘুমায় নাই, সে সবই দেখিয়াছে, অবশ্য এখন সবাই জাগিয়া উঠিতে সে চাদরে মুখ ঢাকিয়া ঘুমাইবার ভান করিয়া পড়িয়া থাকে।

ডাক্তার চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "একী! এ সবের অর্থ কী? খুকী, তুমি এখনই এখান থেকে চলে যাও।"

ঠিক এই সময়ে ঘরের দরজা ঠেলিয়া নাতাশাদের দাসী ঢুকিল, গৃহিণী মেয়েকে খুঁজিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। নিশি-পাওয়া মানুষ হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেলে যেমন চম্‌কাইয়া ওঠে, নাতাশাও সেইরকম ভাবে শিহরিয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নিজের বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া নাতাশা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে শুরু করিল—সে কান্না তাহার থামিতে চায় না, চোখের জল শ্রাবণ-ধারার মত যেন কোন বাধা মানে না।

সেই হইতে যেখানেই বিশ্রামের জন্য তাহারা থামিত সেখানেই নাতাশা

দেখিতে যাইত এণ্ড্রুকে। অবশেষে ডাক্তারকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে অল্পবয়সী মেয়ে যে এত দরদ দিয়া, এত নিখুঁতভাবে রোগীর সেবাশুশ্রূষা করিতে পারে সেকথাটা এতদিন পরে নাতাশাকে দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল। এ সেবানৈপুণ্য অসাধারণ।

রোস্তভ-গৃহিণী জানেন যে এণ্ড্রুর বাঁচিবার আশা নাই, তাঁহার কন্যা এই ভাবে ওই মৃত্যুপথযাত্রীর দিকে আকৃষ্ট হইতেছে দেখিয়া তিনি ভয়ে শিহরিয়া ওঠেন কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও নাতাশার এই অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন না। নাতাশার দৃঢ় মনের কাছে মায়ের কল্যাণ-বুদ্ধি পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসে। তাহাদের এই নূতন করিয়া অন্তরঙ্গতা গড়িয়া ওঠার মধ্যে প্রাক্তন বিবাহের প্রস্তাবের কথাটা পাকাপাকি হইয়া যাইতে পারিত কিন্তু এণ্ড্রুর জীবন ও মৃত্যুর সমস্যাটাই যেন সকলের মনে সমস্ত চিন্তাটুকু জুড়িয়া রাখিয়াছে, অন্য কথা ভাবিবার অবসর নাই।

পরদিন সকালে পিটারের উঠিতে বেলা হইয়া যায়। শরীরটা ভাল নাই, মাথা ধরিয়া উঠিয়াছে, তার উপর গাস্তরাজের কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় তাহার মন মেজাজ খারাপ হইয়া গেল। ছি, ছি, নেশার ঘোরে বাঁবল্-এর কাছে নিজের মনের কথা সব বলিয়া ফেলিয়া কী অন্যায় যে হইয়াছে—লজ্জা ঢাকিবার আর কোন উপায় নাই। এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে আরও কিছুক্ষণ গড়াইয়া লইয়া যখন উঠিল তখন বেলা এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে! টেব্‌লের উপর পিস্তলটা দেখিয়াই কিন্তু তাহার আলস্য কাটিয়া গেল। নিজের সঙ্কল্প-সাধন সম্বন্ধে পিটার বদ্ধপরিকর হইয়া পিস্তলটা হাতে তুলিয়া লইল। কিন্তু পিস্তলটা লইয়া বাহির হইবার সময়ে তাহার হঠাৎ খেয়াল হইল, "তাইত', বন্দুকটা লুকিয়ে রাখব কি ক'রে ?" বন্দুকটাকে কোন উপায়ে গোপন করা যায় না। অবশেষে ঠিক করিল—ছোরা লইলে এ সমস্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।...সুষ্ঠুভাবে কাজটুকু সমাধা করার দিকে পিটারের সেরকম দৃষ্টি নাই, সে যে সঙ্কল্পচ্যুত হয় নাই এ কথাটাই নিজের কাছে প্রমাণ করা তাহার উদ্দেশ্য। একসময়ে সকলের চোখ এড়াইয়া পিটার পথে নামিয়া পড়িল।

গতকাল সন্ধ্যা হইতে নগরীর আকাশ যে অগ্নিশিখার রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল বর্তমানে তাহার ক্রমবিস্তার শহরের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কত পল্লীর বাড়িঘর ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে, আরও কত বাকী আছে। আগুন নেভে নাই, পূর্ণগ্রাসেরও তেমন বিলম্ব আছে বলিয়া মনে হয় না—পরম পবিত্র দেবতা নিকোলাসের উপাসনা-ভবন, নদীর বুকে জাহাজ ও নৌকাগুলি, সেতুর কাছে যে বিরাট কাঠগুদাম ছিল সেটা, পড্‌রাস্কায়া, গাস্তনয়ভ্‌ভর এগুলি সমস্তই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। পিটার মনে মনে কল্পনা করিয়াছিল যে নিকোলাসের মন্দিরের সামনে নাপোলেঁকে হত্যা করিবে কিন্তু তাহা হইল না।

রাস্তায় জনচিহ্ন নাই, দুধারের বাড়িগুলিতে কোনদিন মানুষের বসতি ছিল বলিয়া মনে হয় না, বাতাসের সঙ্গে ধোঁয়া আর পোড়া ছাই আসিয়া

কালো ধোঁয়ার ঘন কুণ্ডলীর আড়ালে হারাইয়া গেল, থাকিয়া থাকিয়া এক এক ঝলক অগ্নিশিখায় চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। আগুনের আঁচ বাঁচাইয়া একটু দূরে অনেক লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একটি ফরাসী সেনাপতি তাহার আশেপাশের লোকদের কি যেন বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল—পিটার তাহাকে ছাড়াইয়া আগাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই কয়েকটি সৈনিক তাঁহাকে বাধা দিল, বলিল, "এধার দিয়ে যেতে পারবে না।"

যে মেয়েটি তাহাকে পথ দেখাইয়া আনিতেছিল সে বলিল, "এই যে, এই পথ দিয়ে আসুন, এ পাশের গলি দিয়ে চলুন।"

তারপর কখনও ডান দিক দিয়া, কখনও বাঁপাশ ধরিয়া কিছুটা চলিবার পর মেয়েটি বলে, "এই যে, এবারে আমরা এসে গেছি।"

একটা উঠান পার হইয়া মেয়েটি দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিল, তারপর একটা ছোট বাড়ির দিকে আঙুল দেখাইয়া দিল। বাড়িখানা আগুনে ছাইয়া গিয়াছে, এক পাশের দেওয়াল ইতিমধ্যে পড়িয়া গিয়াছে, আর একধারের দেওয়াল এখনও জ্বলন্ত—আগুনের শিখা প্রতি মুহূর্তে বাড়িখানাকে গ্রাস করিতেছে। আগুনের তীব্র উত্তাপে পিটার পিছু হটিয়া গেল।

মেয়েটি বোনের নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকে—তাহার আর্ত, আকুল কণ্ঠে বেদনা ও মমতা মূর্ত হইয়া ওঠে।

পিটার আগুনের মধ্যে আগাইয়া যাইবার চেষ্টা করে কিন্তু প্রচণ্ড উত্তাপের আঁচ গায়ে লাগিতেই সে আবার পিছাইয়া যায়। এবারে সে একটু ঘুরিয়া একটা বড় বাড়ির সামনে গিয়া পড়িল, হয়ত' চেষ্টা করিলে এধার দিয়া ওই ছোট বাড়িখানার মধ্যে যাওয়া যাইতে পারে। এপাশের বড় বাড়িটাতে কতকগুলি ফরাসী সৈনিক সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করিতেছে। একটি ফরাসী আবার একটা চাষার পিঠে তলোয়ারের ভোঁতা দিক দিয়া দু'চার ঘা মারিয়া তাহার হাত হইতে শেয়ালের চামড়ার তৈরী থলি কাড়িয়া লইল। পিটার বুঝিতে পারিল ইহাদের উদ্দেশ্য লুঠতরাজ করা। ওদিকে দেওয়াল ভাঙিয়া পড়ার শব্দ, দরজা-জানলা পোড়ার আওয়াজ। মড়্ মড়্ করিয়া কোথায় যেন ছাদ ভাঙিয়া পড়িল। জনতার কোলাহল। কালো ধোঁয়ার পুঞ্জ পুঞ্জ কুণ্ডলী যেন নগরীর প্রাণশক্তি শোষণ করিতেছে। ধোঁয়ায়, গরমে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে।

এই অবস্থায় পিটার যেন কোন্ অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণায় আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা সহকারে চলাফেরা করিতেছে।

হঠাৎ যেন তাহার প্রথম যৌবনের চঞ্চল প্রাণময়তা ফিরিয়া আসিয়াছে। সে নিমেষে জলন্ত বাড়িখানা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। ভিতরে ঢুকিবার জন্য আগাইয়া যাইবে এমন সময়ে একটা গোলমাল শুনিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল। একদল ফরাসী বড় বাড়িখানার উপরতলা হইতে কি সব জিনিসপত্র ফেলিয়া দিতেছে, পথে দাঁড়াইয়া তাহাদের দলের লোকেরা সেগুলি কুড়াইয়া লইতেছে, হঠাৎ পিটারকে দেখিয়া তাহারাই হৈ-হৈ করিয়া উঠিল, "ব্যাপার কী? এ লোকটার মতলব কী?"

—"এই বাড়িতে একটি শিশু রয়ে গেছে, তোমরা কি কেউ দেখেছ তাকে?"

—"কি, ও লোকটা কী বল্‌ছে? এই—এই চলে যাও।" বলিয়া উপরের লোকগুলি পিটারকে ধমকাইয়া দিল। তাহাদের ভয়, বুঝি এ লোকটা তাহাদের লুটে ভাগ বসাইতে আসিয়াছে।

ওরই মধ্যে একজন হাঁকিল, "শিশু? হাঁ, শুনেছিলাম বটে, ওই বাগানের দিকে কী যেন কেঁউ কেঁউ করছিল। তাহলে সেটা তোমার বাচ্ছা? তাইত' দুঃখের কথা। তা বিপদের সময়ে আমাদেরও একটু সাহায্য করা উচিত। যাও ওই দিকে"—তারপর লোকটা বলিল, "আচ্ছা দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি।"

সত্যই শেষ পর্যন্ত ফরাসীটা আগাইয়া আসিয়া তাহাকে বাগানের মধ্যে লইয়া গেল।

—"ওই ছাখ, ওই যে—ইস্ বড্ড তাত লাগছে হে।" বলিয়া লোকটি দেখাইল, দূরে একটা বেঞ্চের উপর বছর-তিনেকের একটি মেয়ে শুইয়া আছে। "দেখো বিপদে আপদে দেখব বই কি—তোমার মত আমিও ত' মানুষ। সবাই একদিন মরবে, তা আসি ভাই।" বলিয়া লোকটি পিটারের পিঠে চাপ্‌ড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শিশুটি তার মায়ের মত কুশ্রী এবং শীর্ণ, পিটার তাহাকে কোলে তুলিতে চেষ্টা করিতেই মেয়েটা চীৎকার করিয়া পিছলাইয়া নামিয়া দৌড় দিল। তার পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া পিটার ধরিয়া ফেলিল। মেয়েটা রাগিয়া আঁচ্‌ড়াইয়া কামড়াইয়া এমন উত্যক্ত করিয়া তুলিল যে পিটারকে অতিকষ্টেই নিজের রাগ

সহ্য করিতে হয়। কেবলই মেয়েটাকে ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছিল তাহার। মেয়েটাকে কোলে করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া পিটার দেখিল, যে পথ দিয়া সে আসিয়াছিল সেখান দিয়া আর ফিরিবার উপায় নাই। সেই এ্যানিস্কা মেয়েটিকেও আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, সে সরিয়া পড়িয়াছে।

অন্য পথ দিয়া ঘুরিয়া পিটার ফিরিয়া আসিয়া দেখিল উক্ত পরিবারটিও উধাও হইয়াছে। যে মেয়েটি পিটারের কাছে এত কান্নাকাটি করিয়া নিজের সন্তানকে আনিতে পাঠাইয়াছিল সেও নাই। মাঠের মধ্যে অন্য অনেক নূতন মুখ দেখা যাইতেছে, রীতিমত ভিড় জমিয়া গিয়াছে আশ্রয়চ্যুত রুশ ছাড়া নানাধরণের অনেকগুলি লোক ঘোরা-ফেরা করিতেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও পিটার এই শিশুটির মাতাপিতা আবিষ্কার করিতে পারিল না। দ্রুত চলাফেরা করিয়া তাহার হাত পা গরম হইয়া উঠিয়াছে, তাহার যৌবনের পুরাতন উদ্যম ও উৎসাহ যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। এদিকে শিশুটি শান্ত হইয়াছে, সে আর কাঁদিতেছে না, আশপাশে এত লোকের ভিড় দেখিয়া সে পিটারকেই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় মনে করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। মেয়েটার ভীত চকিত চাহনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পিটারের মুখে সস্নেহ হাসি ফুটিয়া উঠিল। এই শীর্ণ, কুশ্রী মেয়েটির জন্য তার মন ভিজিয়া গিয়াছে, ইহার একটা ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না। কিন্তু কোন ব্যবস্থাই হয় না, যাহাদের মেয়ে তাহারা যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে সে খবর কেহই রাখে না। তাহাকে এভাবে ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়া অনেকেই নানারকম প্রশ্ন করিল, কিন্তু পিটার কাহারও কাছে এ মেয়েটির বাপ-মায়ের হদিস পাইল না।

ওদিকে একটি আর্মানী পরিবার তাহাদের মালপত্র লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, পিটার তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একটি অপূর্ব রূপসী তরুণীও ছিল, মেয়েটির বড় টানাটানা ডাগর চোখ, তার চোখের পাতা রেশমের মত চকচকে, নিজের রূপযৌবন সম্বন্ধে মেয়েটি খুব সচেতন বলিয়াই বোধ হয় মেয়েটি অমন নতনেত্রে দাঁড়াইয়া ছিল। দুটি ফরাসী সৈনিককে ওই আর্মানী পরিবারের আশেপাশে ঘোরা-ফেরা করিতে দেখিয়া পিটার সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতেছিল। হঠাৎ দু'জনের মধ্যে একটি ফরাসী করিল কি, ওই পরিবারের কর্তাটিকে জড়াইয়া ধরিল। অপরটি জামার পকেটে হাত দিয়া সেই তরুণীটির সামনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে কিছুক্ষণ।

পিটার একটি মেয়েকে বলিল, "এই মেয়েটাকে নাও দেখি, এর বাপ-মাকে খুঁজে তাদের হাতে দিয়ে দিও।" বলিয়াই পিটার শিশুটিকে মাটিতে রাখিয়া আর্মানী পরিবারটির দিকে ছুটিয়া চলিল।

ফরাসী সৈনিকটি ততক্ষণে বৃদ্ধের বুট জুতা কাড়িয়া লইয়াছে, বৃদ্ধটি অসহায় ভাবে ক্ষীণ-কণ্ঠে চীৎকার করিতেছে। কিন্তু পিটারের লক্ষ্য ওই মেয়েটির দিকে, দ্বিতীয় সৈনিকটি মেয়েটির গলার হার ধরিয়া টানাটানি করিতেছে।

পিটার লোকটার ঘাড় ধরিয়া প্রবল ঝাঁকানী দিয়া বলে, "ছেড়ে দাও বলছি।" লোকটা চট্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া দৌড় দিল।

এদিকে জুতা ধরিয়া যে লোকটা ব্যস্ত ছিল সে পিটারের দিকে তলোয়ার উঁচাইয়া আগাইয়া আসিল, "ও সব চালাকী শুন্‌তে চাইনা। দেখাচ্ছি—"

পিটার দুর্জয় ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া লোকটার ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তারপর দিল প্রচণ্ড এক ঘুসি বসাইয়া। জনতার মধ্যে হাততালি হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। অকস্মাৎ একদল বর্শাধারী ফরাসী আসিয়া বিজয়ী পিটারকে বাঁধিয়া ফেলিল। কখন যে ইহারা আসিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে পিটার জানিতে পারে নাই, সে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার যখন সম্বিত ফিরিল সে শুনিল, কে একজন বলিতেছে, "জানেন, এর কাছে আবার একটা ছোরা আছে।"

—"আচ্ছা বেশ, সেকথা বিচারের সময় বলো তুমি।"

—"হ্যাঁ হে, তুমি ফরাসীভাষায় কথা বল্‌তে পার?"

তার উত্তরে পিটার চুপ করিয়া থাকে, তারপর দোভাষী ডাকা হইল। দোভাষীটাকে দেখিয়াই পিটার চিনিতে পারিল, এখানকার কোন এক দোকানে তাহাকে দেখিয়াছে সে।

দোভাষীটি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলে, "আজ্ঞে, এ'কে ত' সাধারণ ভালমানুষ ব'লে মনে হচ্ছেনা।" ফরাসী পদস্থ কর্মচারীটি বলে, "হুঁঃ, ওই আগুন লাগানর কাজে ঘোরা-ফেরা করছিল, তা দেখেই বুঝতে পেরেছি। জিজ্ঞেস কর ওর নাম-ধাম সব।"

দোভাষী প্রশ্ন করে, "তুমি কে, তোমার নাম-পরিচয় সব দিতে হবে যে।"

—"আমি নাম বলব না। আমায় বন্দী করেছ, বেশ নিয়ে চল তোমাদের ইচ্ছেমত।"

তির্যক দৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া ফরাসীটি বলিল, "ও, তাই নাকি! চল।"

একদল কৌতূহলী ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, যার হাতে পিটার শিশুটিকে দিয়া আসিয়াছিল ইহাদের মধ্যে সেই মেয়েটিও ছিল।

—"আরে, ওরা তোমার কোথায় নিয়ে চল্‌ল? এখন এই বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে আমি কি করব?" ফরাসীটি দোভাষীকে প্রশ্ন করে, "মেয়েটি আবার কি বলে?"

শিশুটিকে দেখিয়া পিটারের মাথা গরম হইয়া উঠিল, সে উত্তেজিতভাবে জবাব দেয়, "কি আবার চাইবে? ওর কাছে আমার মেয়ে আছে, এই সত্ত আগুনের মধ্যে থেকে মেয়েটাকে টেনে এনেছি।" তারপর পিটার বানাইয়া একটা গল্প বলিয়া ফেলিল।

একদল লোককে ফরাসী কর্তৃপক্ষ পাঠাইয়াছিল। শহরের যত গুণ্ডাদের ধরিবার জন্য, পিটারকে তাহারাই ধরিয়াছিল। এত কাণ্ড করিয়া ফরাসীরা মোট একজন দোকানদার, দুটি ছাত্র, একটি চাষা এবং একজন চাকরকে লইয়া হাজতে পুরিয়া শহরের সমস্ত দুর্বৃত্তকে বন্দী করিয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। অবশ্য এদের সঙ্গে পিটারকে রাখা হইল না কারণ পিটার নাকি মারাত্মক জাতের অপরাধী। তাহাকে আলাদা ঘরে, কড়া পাহারায় রাখা হইল।

যখন মস্কাউ শহরে চরম দুর্দিন তখনও কিন্তু পিটার্সবার্গের আকাশ-বাতাস ভোগবিলাসে, আমোদপ্রমোদে এবং নাট্য-নৃত্যে মুরখিত। এখানকার অভিজাত মহলে অগ্নিদানবের দীর্ঘশ্বাসের করাল স্পর্শের কোন প্রভাব আসিয়া পৌঁছায় নাই। যাহারা অভিজাত সমাজের উচ্চতম মহলে বিহার করে, কেবল মাত্র আলাপ-আলোচনার সময়ে অপদস্থ হইবার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য, দেশের দুর্দশা সম্বন্ধে কিছু খবরাখবর রাখিবার চেষ্টা করে।

বরোডিনোতে যেদিন যুদ্ধ হইতেছে সেদিন আনা শেররের বাড়িতেও যথাকালে বৈঠক বসিয়াছিল। প্রিন্স বাসিল, তস্যপুত্র ইপোলিৎ, বিলিবাইন হইতে শুরু করিয়া সবাই আসিয়াছে। আজকাল হেলেনের অসুখ লইয়া সবাই আলোচনা করে, কিছুদিন যাবৎ এ প্রসঙ্গটা যে কোন ভোজসভাতেই শোনা যায়। হেলেন ছাড়া যেন কোন উৎসবই পূর্ণাঙ্গ হয় না।

কে একজন বলিল, "বেচারীর অসুখটা শেষে বেঁকে না দাঁড়ায়।"

—"শুনলাম এই অসুখের ফলে হেলেনের দু'টি হবু স্বামীই রীতিমত ঘাব্‌ড়ে গিয়েছে, বুড়োটা কেঁদে কেটে একাকার—"

—"সত্যি সে না হ'লে যেন ভাল জমে না। বাস্তবিক পক্ষে তার মত অমন রূপসী দেখা যায় না।"

—"শুধু কি রূপ? ওরকম মিশুকে, হাসিতে আলাপে মিষ্টি মানুষ—"

আনা বলিলেন, "হেলেনের কথা হচ্ছে বুঝি? আমি খবর নিয়েছি, সে আজ একটু ভাল আছে শুন্‌লাম। আহা বড় চমৎকার মেয়ে।"

সেদিনের ভোজসভার বিশেষ আকর্ষণ—গ্রীক ধর্ম-সম্প্রদায়ের* সর্বাধিনায়ক সম্রাট আলেকজান্দারকে এক অভিনন্দনপত্র পাঠাইয়াছেন, সেটি পাঠ করা হইবে। প্রিন্স বাসিলের আবৃত্তিতে কিছু খ্যাতি আছে, অতএব তিনি সেই

---

* ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্ট মতাবলম্বীদের মত খ্রীশ্চানদের মধ্যে আরও একটি শাখা আছে। বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্যে খ্রীশ্চান ধর্মের যে বিশেষরূপটি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাই সংক্ষেপে গ্রীক্ চার্চ নামে খ্যাত। পরে উহা ইউরোপের এদিক হইতে সম্পূর্ণ সরিয়া গিয়া রাশিয়ায় আশ্রয় পায়।

মানপত্রটি পাঠ করিলেন, কখনও গুরুগম্ভীর গলায়, কখনও আবেগে কণ্ঠস্বর কাঁপাইয়া—আবেগের আতিশয্যে কখনও বা কান্নাতে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসে।

তাহার পর অনেকক্ষণ সাম্রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা চলিল। অবশেষে সভা শেষ হইবার সময় আনা শেরর বলিলেন, "আসছে কাল সম্রাটের জন্মদিন, আশা করা যায় নতুন কোন শুভ-সংবাদ পাব আমরা।"

কথাটা মিথ্যা নয়। পরদিন যখন রাজপ্রাসাদে উপাসনা সভা বসিয়াছে তখন কুতুজভে্‌র নিকট হইতে এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল, এ বারের সংঘর্ষে রুশেরা মোটেই পিছু হঠে নাই, তাহাদের তুলনায় শত্রুপক্ষের ক্ষতির পরিমাণও অনেক বেশি। অমনি সবাই স্থির করিয়া ফেলিল, এবারে আর ভাবনা নাই, রুশেরা শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করিয়া দেশের গৌরব ফিরাইয়া আনিবে। যাহারা বেশি উৎসাহী তাহারা নাপোলেওঁকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ফ্রান্সের মস্‌নদে নূতন সম্রাট নিযুক্ত করিয়া এবং নাপোলেওঁকে বন্দী করিয়া তবে নিরস্ত হইল। জনসাধারণের বিশ্বাস, সম্রাট আলেকজান্দারের ভাগ্যবলেই আজ রাশিয়া বিজয়ী, নতুবা বিশেষ করিয়া সম্রাটের জন্মদিনেই বা এমন খবর আসিবে কেন।

প্রিন্স বাসিল সগৌরবে বলিলেন, "কেমন সেই গোড়াতেই বলিনি তখন, যে বুড়ো হ'লে কি হয়, কুতুজভ্‌ই একমাত্র যোগ্য লোক!" অবশ্য এইজাতীয় ভবিষ্যদ্বাণী তিনি কবে যে করিয়াছিলেন তাহা কেহই জানে না।

এরপরদিন আর কোন খবর আসিল না। জনসাধারণ উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে পরবর্তী সংবাদের জন্য। এভাবে সম্রাটকে মানসিক অশান্তির মধ্যে ফেলিয়া রাখার জন্য ইতিমধ্যে অনেকেই কুতুজভ্‌কে দুষিতে লাগিল।

সেদিন সন্ধ্যায় হেলেনের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল, এই খবরটায় অভিজাত সমাজে রীতিমত চাঞ্চল্য দেখা দিল। প্রকাশ যে হঠাৎ হৃদ্‌-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া হেলেনের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু গোপনে একদল লোক প্রচার করিয়াছে যে হেলেন তাহার ভাবী স্বামীদ্বয়ের দ্বন্দ্বে উত্ত্যক্ত হইয়া, পিটারের নিকট হইতে চিঠির কোন জবাব না পাইয়া এবং রোগের যন্ত্রণা সহ্য না করিতে পারিয়া অবশেষে বিষ খাইয়াছিল। অবশ্য ডাক্তারে যে ওষুধ দিয়াছিল তাহাতেই

নাকি বিষ ছিল, এবং সে বিষ পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার করিলে রোগের উপশমই হয়। হেলেন নাকি এক শিশি ওষুধ একেবারেই খাইয়া ফেলিয়া যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় বাছিয়া লইয়া ছিল। এইরূপ ওষুধ দেওয়ার জন্য বাসিল এবং হেলেনের স্বামীর প্রয়াসীগণ ডাক্তারকে নরহত্যার অপরাধে দোষী করিয়া শাস্তি দিবেন বলিয়া শাসাইয়াছিলেন। কিন্তু হেলেনের চিঠিপত্র হইতে কতকগুলি প্রমাণ-প্রয়োগ নজীর দেখাইয়া ডাক্তারটি এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছে।

বরোডিনোর যুদ্ধের খবর পৌছিবার ছুইদিন পরে মস্কাউ হইতে একজন জমিদার আসিয়া খবর দিলেন যে মস্কাউ শহর ফরাসীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাসিলের কাছে যাহারা তাঁহার কন্যাবিয়োগের জন্য শোক প্রকাশ করিতে আসিয়াছিল তাহাদের মুখে এ খবর শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ও লোকটা বুড়ো, অকর্মণ্য, ওকে দিয়ে কি আর কোন কাজ হয়। এ আমি গোড়াগুড়িই জানি,—এই সব লোকের হাতে পড়ে দেশের যে এ ছুর্দশা হবে তা আমি তখনই বলে ছিলাম।

অবশ্য এ খবর সেনাশিবির হইতে আসে নাই, কিন্তু ইহা অবিশ্বাস করিবারও কোন কারণ ছিল না, তার উপর পরদিন রোস্তপ্‌শীন এক চিঠি পাঠাইলেন এই মর্মে, "প্রিন্স কুতুজভে্‌র এক চিঠি পেলাম, তিনি আমায় অনুরোধ করেছেন যে সৈন্যদের সুশৃঙ্খলভাবে শহরের ভেতর দিয়ে যাবার সুব্যবস্থার জন্য আমি যেন পুলিশ মোতায়েন রাখি। তিনি মস্কাউ শহর রক্ষা করতে পারবেন না, তার জন্য ছুঃখ প্রকাশ করেছেন। এতদিনে রাশিয়ার একমাত্র গৌরব, সেই পুণ্যভূমি রাজধানী মস্কাউ নগরীর ভাগ্য সম্বন্ধে আশাভরসা সব শেষ হয়ে গেল। শত্রুরা আমাদের রাজধানীর শাসন ভার গ্রহণ করবে। অতএব আমি আর দেরি না ক'রে সৈন্যদলের পিছু পিছু যাত্রা করেছি। রাজধানীর প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সরানো হয়েছে।"

সম্রাট অবিলম্বে প্রিন্স ভল্‌কন্‌স্কিকে ডাকাইয়া একখানি চিঠির খসড়া করাইলেন, "প্রিন্স কুতুজভ্‌, ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে আজ পর্যন্ত আপনার কোন খবর পাইতেছি না। অদ্য তারিখে অন্যের নিকট হইতে এক পত্রে

জানিলাম আপনি নাকি আমাদিগের রাজধানী শত্রুহস্তে তুলিয়া দিয়াছেন—এ সংবাদ যৎপরোনাস্তি বেদনাদায়ক। এসংবাদে আমি কি পর্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি তাহা আপনি বুঝিতেই পারিতেছেন, তদুপরি আপনার এই দীর্ঘকাল নীরবতাও আমাকে বিস্মিত করিয়াছে। জেনারেল ভল্‌কন্‌স্কির হাতে এই পত্র প্রেরণ করিতেছি, তাঁহার উপর সামরিক বিভাগের সকল সংবাদ সংগ্রহ করার ভার অর্পণ করা হইল। আপনার এই রণনীতি-গ্রহণের সম্যক কারণ যথাযথ জানাইবেন।"

মস্কাউ শহর ছাড়িয়া দিবার নয় দিন পরে কুতুজভে্‌র নিকট হইতে লোক আসিয়া উপরোক্ত খবর সরকারী ভাবে সমর্থন করিল। এ লোকটি আসলে ফরাসী, কিন্তু জাতিতে ফরাসী হইয়াও ইনি নিজেকে মনে প্রাণে রুশ বলিয়া প্রচার করেন। আসিবামাত্রই তাহাকে সম্রাট নিজের কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

"আমাদের সুপ্রাচীন রাজধানী কি বিনা যুদ্ধেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?" প্রশ্নটা করিবার সময় সম্রাটের মুখেচোখে রোষবহ্নির রক্তাভা ফুটিয়া ওঠে।

দূত সসম্ভ্রমে বলিল, "রাজধানী রক্ষা করা যে কোন উপায়েই সম্ভব নয় একথা বুঝতে পেরেছিলেন উনি—মানে চারদিক প্রাচীর ঘেরা অবরোধের মধ্যে যুদ্ধ ক'রে জয়ী হওয়া যাবে না। যুদ্ধ ক'রলে শুধু শুধু আমাদের সৈন্যবল ক্ষয় হ'ত অথচ রাজধানীও রক্ষা হ'ত না। তাই তিনি বিবেচনা ক'রে দেখলেন সৈন্য এবং রাজধানী দুই-ই হারানোর চেয়ে রাজধানী ছেড়ে দিয়ে সৈন্যদের অন্ততঃ বাঁচানো যাক্। ভবিষ্যতে এই সৈন্য দিয়েই আবার শত্রুকে পরাস্ত করতে পারলে তখন রাজধানী ফিরে পাওয়া কঠিন হবে না।"

কথাগুলি নীরবে নত মুখে শুনিয়া তারপর সম্রাট প্রশ্ন করেন, "তাহ'লে শত্রুসৈন্য নগরে এসে গেছে?"

—"আজ্ঞে জাঁহাপনা।"

—"আমি দেখতে পাচ্ছি, দেশের আরও ক্ষতি হোক বৃহত্তর দুর্দিন আসুক এই বোধ হয় বিধাতার বাসনা। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য আমি সর্বতো ভাবে প্রস্তুত আছি—কিন্তু তুমি বল দেখি যে, সেনাবাহিনী আমার প্রাচীন রাজধানী বিনা রণে পরিত্যাগ ক'রে গিয়ে কি হতাশ হয়ে পড়েছে। তারা কি সাহসের সীমানা ছাড়িয়ে মনুষ্যত্বের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে আনন্দেই আছে?"

একথার কি জবাব দেওয়া উচিত দূতটি ভাবিয়া পায় না। আসলে সেনা-বাহিনীর কোন সংবাদই তাহার জানা নাই। সে ভূমিকা করিয়া বলে, "সম্রাট যদি অভয় দেন তবে সত্য কথা বলতে ভরসা পাই—।"

—"আমি সর্বদাই সত্যকথা শুনতে চাই—আমার কাছে কোন কথা গোপন করো না, যা জান সব খুলে বল।"

—"সম্রাট, আমি যখন আসি তখন দেখলাম সৈন্যরা সকলেই ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে আছে।"

কঠিন-কণ্ঠে সম্রাট বলেন, "সে কী? আমার রুশ সৈন্য কি কাপুরুষ হয়ে পড়েছে? ভয়ে? না, না, এ অসম্ভব—"

দূত তাহার বিনীত কণ্ঠস্বর মধুরতর করিয়া বলিল, "সম্রাট, তাদের ভয় হয়েছে যে, আপনি উদারতার বশবর্তী হয়ে পাছে সন্ধি করেন। তারা যুদ্ধ করবার জন্য অন্তরে অগ্নি সঞ্চয় ক'রে রেখেছে, তারা প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ ক'রে রুশশক্তির চরম নিদর্শন দেবার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু ভয় হয়েছে যে সন্ধি—"

তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া সম্রাট বলেন, "তাই বল, তুমি আমায় চিন্তামুক্ত করেছ।" তারপর রাজোচিত গাম্ভীর্য-সহকারে আলেকজান্দার বলেন, "ফিরে গিয়ে সেনানী সকাশে ঘোষণা ক'রে দাও, আমার বীর সৈন্যদের রাজভক্তি বিশ্ববিশ্রুত,—তারা যখন যেখানে থাকবে আমি তাদের সঙ্গে আছি। যখন দেখব সৈন্য আর নেই, তখন আমি আমার রাজ্যের শেষ সম্বলটুকু উজাড় ক'রে দেব—রাজন্য থেকে কৃষিজীবী পর্যন্ত সকলকে আহ্বান করব। তাতেও যদি বিধাতার বাঞ্ছা পূর্ণ না হয়, তখন আমি আমার নিজের প্রজাদের নিয়ে বনে বনে বন্য ফলে জীবন ধারণ করব তবুও সন্ধি করব না, আমার প্রজাদের অসম্মান যাতে হবে তা আমি করতে পারব না।"

আবেগ-গম্ভীর-স্বরে কথাগুলি বলিয়া সম্রাট যেন অশ্রু গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া লইলেন। কক্ষের অপর প্রান্ত পর্যন্ত ত্বরিত পদে চলিয়া গিয়া আবার দূতের দিকে চাহিয়া তিনি বলেন, "যা বললাম ভুলে যেও না যেন, হয়ত' একদিন এ কথাগুলো আমরা সগৌরবে স্মরণ করতে পারব। আমি আর নাপোলেঁও একসঙ্গে রাজত্ব করতে পারব না; আর কখনও সে আমায় প্রতারিত করতে পারবে না।"

দূত মুগ্ধ হইয়া বলিল, "সম্রাট, আপনার মহানুভবতা একাধারে রাশিয়া তথা সমগ্র ইউরোপখণ্ডের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনিবে একথা সুনিশ্চিত।"

যখন এইভাবে মস্কাউ ছাড়িয়া দূর গ্রামাঞ্চলে দেশের লোক পলায়ন করিতেছে, যখন দেশের প্রায় অর্দ্ধেকটা শত্রুদের করতলগত হইয়া গিয়াছে—আমরা হয়ত' মনে করিতে পারি, তখন দেশের লোকের মনে একটিই মাত্র সংকল্প ছিল, হয় দেশ উদ্ধার করিব, না-হয় মরিব।' কিন্তু আমাদের এ অনুমান যে সত্য নহে একথা প্রমাণ করিবার জন্য ইতিহাস সাক্ষ্য রহিয়াছে। যাহারা সে যুগে বাঁচিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকেরই একমাত্র লক্ষ্য ব্যক্তিগত ছোট বড় স্বার্থ ছিল তাঁহারা আপনার সুযোগ-সুবিধা লইয়াই উন্মত্ত। আবার যাহাদের মধ্যে দেশপ্রেমের সে বীজ ছিল, যাহারা বড় বড় কাজের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া বৃহত্তর কিছু করিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহারা নিতান্তই অপদার্থ। যেমন ধরা যাক্ পিটার এবং ম্যামনভ্-এর মত জমিদারের কথা, যথেষ্ট খরচপত্র করিয়া তাহারা নিজের প্রজাদের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে লাভ কিছুই হয় নাই। তাহারা বরং দেশের ক্ষতিই করিয়াছে, এইসব লোক কেবল গ্রামে গ্রামে চুরি ডাকাতি এবং লুটতরাজ করিয়া বেড়াইয়াছে। রমণীরা আহত সৈন্যদের জন্য যেসব শক্ত ব্যাণ্ডেজ তৈরী করিয়া পাঠাইত সেগুলিও যথাস্থানে পৌছিত না কোনদিনই।

যাহাদের উপর দেশরক্ষার ভার সেই সব সৈনিকেরা মস্কাউ ছাড়িয়া আসিবার পর পরিত্যক্ত রাজধানীর জলন্ত অগ্নিশিখার দিকে চাহিয়া অনুতপ্ত হয় নাই, দেশপ্রেমের বেদনায় তাহাদের অন্তর অধীর হয় নাই ক্ষণেকের জন্যও, শত্রু পরাস্ত করিবার কথা তাহারা একবারও ভাবে নাই—তাহারা কেবল পরের মাসের বেতন কবে পাইবে, এরপর কোথায় গিয়া বিশ্রাম পাওয়া যাইবে, এই চিন্তাই করিয়াছে।

যুদ্ধের শুরু হইতে নিকোলাস সেনাদলেই আছে, কাজে কাজেই দেশরক্ষার কাজে সে একজন সত্যকার কর্মী একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। কিন্তু কার্যকলাপ সম্বন্ধে তাহার নিজের কোন পরিকল্পনা নাই, ওসব লইয়া সে বিশেষ চিন্তাও করে না। যদি তাহাকে দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হয়

তাহা হইলে সে সোজাসুজি বলিবে, "এটা আমার ভাববার কথা নয়, তার জন্যে কুতুজভ্ আছেন।" সে মোটামুটি বলিতে পারে যে এখনও সৈন্য-সংগ্রহ চলিতেছে, আরও দীর্ঘদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিবে, এবং এ অবস্থায় আরও কিছুদিন থাকিলে তাহাকে বিরাট সেনাদলের কর্তৃত্ব দেওয়া হইবে।

বরোডিনোর যুদ্ধের সময় নিকোলাস অকুস্থলে ছিল না, তাহাকে ভরোনেজে ঘোড়া কিনিবার জন্য টাকাকড়ি দিয়া পাঠানো হইয়াছিল। হঠাত এভাবে সামরিকজীবনের দৈনন্দিন বাঁধা নিয়মের হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার যে কি আনন্দ তাহা একমাত্র সৈনিকেরাই অনুমান করিতে পারে।

ভরোনেজে পৌছিতে তাহার রাত্রি হইয়া যায়, তখনকার মত সরাইখানায় উঠিল। সেনা-তাঁবুতে যে-সব জিনিস হইতে তাহাকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল, মুক্তি পাইয়া নিকোলাস সর্বাগ্রে সেই সব নিষিদ্ধ আহার্য ও পানীয় আনিবার ফরমাস করিল।

পরদিন সকালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া নিকোলাস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। প্রথমে সে নাগরিক বাহিনীর সেনাপতির সঙ্গে দেখা করিল, তারপর এখানকার গভর্ণরের দরবারে হাজির হইল। এই গভর্ণর লোকটিকে নিকোলাসের বেশ ভাল লাগে, বেঁটে গোলগাল চেহারার মানুষটি, বেশ মিষ্ট কথা বলেন। ইনি বলিয়া দিলেন কোথায় গেলে ভাল ঘোড়া পাওয়া যাইতে পারে। এখান হইতে মাইল কয়েক দূরে এক জমিদার আছে, তার অনেক ঘোড়া আরও নানা জাতীয় জন্তু-জানোয়ারের ব্যবসায় আছে সেই জমিদারের।

অবশেষে গভর্ণর বলিলেন, "যখন যা দরকার হবে আমায় বললেই যতটুকু পারি সাহায্য করব আমি। আচ্ছা, তুমি কি কাউন্ট রোস্তভে্র ছেলে? আরে, তোমার মায়ের সঙ্গে আমার গিন্নীর খুব বন্ধুত্ব। আজ সন্ধ্যেবেলায় আমাদের বাড়ি এস, অবিশ্যি বিশেষ কোন আয়োজন নেই, বৃহস্পতিবারে আমাদের বন্ধুবান্ধবেরা সব দেখা করতে আসে কিনা তাই—

সেখান হইতে বাহির হইয়া নিকোলাস সোজা এই জমিদারটির সঙ্গে দেখা করিতে গেল। লোকটির বয়স হইয়াছে, তবে আজ পর্যন্ত সে বিবাহ করে নাই, খুব ভাল শিকারী এবং এক কালে সেনাদলে ছিল সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিকোলাসের সঙ্গে তাঁহার ভাব জমিয়া উঠিল, সতেরটা ভাল ঘোড়া নিকোলাসকে সে দিবে স্থির হইয়া গেল, দাম মাত্র ছ'হাজার টাকা। অবশ্য

এখনও প্রয়োজন হইলে আরও ঘোড়া সে যোগাড় করিয়া দিবে। আহার এবং প্রচুর মদ্যপান করিয়া সেখান হইতে বিদায় লইল নিকোলাস—পাছে গভর্ণরের বাড়ির আমন্ত্রণটা মাটি হইয়া যায় সেইজন্য সে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিল।

স্নান করিয়া পোশাক বদলাইয়া গভর্ণরের বাড়ি পৌছাইতে তাহার বেশ দেরি হইয়া গেল। ভরোনেজের স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রা কোথাও ব্যাহত হয় নাই, একটু বা ভিড় বাড়িয়াছে—মস্কাউ হইতে কয়েকটি ধনী পরিবার এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বলা বাহুল্য যে গভর্ণরের বাড়ির আড্ডাতে শহরের বিশিষ্ট অতিথি-সমাগম হয়। মেয়েদের মধ্যে অনেককেই নিকোলাস মস্কাউ-এর নাচের আসরে দেখিয়াছে।

কতদিন পরে সামাজিক জীবনের স্পর্শ পাইয়া নিকোলাসের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। ঘরে ঢুকিবার পরক্ষণেই নিকোলাস আজিকার এ আসরে সকলের বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র হইয়া উঠিল। সদ্য যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে আগত এই তরুণ ঘোড়সওয়ারটিকে সবাই যেন প্রীতির চোখে দেখে, সে আসিয়া দাঁড়াইতেই দু'একজন বলিয়া উঠিল, "একেবারে না আসার চেয়ে দেরি ক'রে আসা তবু ভাল—"

নাচ শুরু হইতেই নিকোলাস একটি রূপসী তরুণীকে বাছিয়া লইল। তরুণীটির স্বামী সেখানে উপস্থিত ছিল। মেয়েটির সঙ্গে নিকোলাস হাস্যে-লাস্যে যতই উদ্বেলিত হইয়া উঠে, ওদিকে স্বামী বেচারীর মুখে ততই আঁধার নামিয়া আসে। অবশ্য বহুদিন পরে সুযোগ পাইয়া নিকোলাস একটু বেশি চাপল্য প্রকাশ করিতেছে।

নাচের পর একটা বড় কেদারায় মেয়েটির পাশে বসিয়া নিকোলাস হাসি-ঠাট্টা করে, সে বলে যে, এ শহরের একটি মেয়েকে চুরি করিয়া লইয়া যাইবে সে।

মেয়েটি প্রশ্ন করে, "কা'কে ?"

—"সে এক অপরূপ সুন্দরী। দীঘল টানা কাল চোখ, তার ঠোঁটের পাতা সেও যেন প্রবালের মত টক্‌টকে হাল্‌কা কিছু দিয়ে গড়া, তার কটিদেশ পটে আঁকা দেবীদের মত !—পরীর দেশের সেরা পরীর মত তার রূপ !"

ঠিক এই সময়ে স্বামীটি গম্ভীর মুখে আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করে, "কি গল্প হচ্ছে ?"

নিকোলাস হাসিতে হাসিতে বলিল যে, এই দেশের একটি মেয়েকে চুরি করিয়া লইয়া যাইবে এই কথাই হইতেছে। তাহার কথায় মেয়েটি খুশিতে ঝল্‌মল্ করিয়া ওঠে, ওদিকে স্বামীটির বিস্মিত দশা। অবশেষে গভর্ণরের স্ত্রী আসিয়া নিকোলাসকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন, "একবার এস ত' আমার সঙ্গে, মেরিয়ার মাসি তোমায় দেখতে চান।"

—"তিনি আমায় চিনলেন কি ক'রে?"

—"কেন, তুমি যে তাঁর বোন্‌ঝিকে উদ্ধার ক'রেছিলে, সেকথা তিনি মেরিয়ার কাছে শুনেছেন।" মেরিয়ার এই বিধবা মাসিমা বরাবর ভারোনেজে থাকেন। তিনি মেরিয়ার বাবাকে মোটেই দেখিতে পারিতেন না। অবশ্য এণ্ড্রু সম্বন্ধে তাঁর কোন দুর্বলতা ছিল না, তবু এণ্ড্রুর খবর জিজ্ঞাসা করিলেন নিকোলাসের কাছে। তারপর নিকোলাসকে তাঁর বাড়ি যাইবার জন্যে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। বারবার মেরিয়ার নাম শুনিয়া নিকোলাসের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠে, নিজের অজ্ঞাতেই সে কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

মেরিয়ার মাসিমার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিকোলাস নীচের ঘরে চলিয়া যাইতেছিল, গভর্ণরের গৃহিণী তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "শোন, কথা আছে, তোমার জন্যে একটি পাত্রী স্থির করেছি আমি, বল ত' সম্বন্ধ করতে পারি।"

—"কার সঙ্গে সম্বন্ধ করতে চান।"

—"মেরিয়া। কেমন রাজি? অবিশ্যি তোমার মা এমন সুন্দর বৌ পেলে খুশিই হবেন। এত ভাল মেয়ে, দেখা যায় না। লোকে অবিশ্যি বলে মেরিয়া দেখতে ভাল নয়, তবে আমি বলি কি মেয়েটি দেখতে মন্দ নয়।"

—"না, না, সে দেখতে ভালই। লোকের কথা বলতে পারি না, তবে আমরা হচ্ছি সৈনিক, আমাদের পছন্দের সঙ্গে সবার মিল নাও হতে পারে।"

—"তামাসার কথা নয় বাপু, আমি তাহ'লে কথাবার্তা কই কিন্তু।"

নিকোলাস সেকথার জবাব দিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন সোনিয়ার কথা মনে পড়িয়া গেল তখন সে রীতিমত চিন্তিত হইয়া উঠিল, কে জানে হয়ত' গভর্ণর-গৃহিণী সত্যিই বিবাহের কথা পাড়িয়া বসিবেন। তাই বিদায় লইবার সময় যখন তিনি পুনরায় সেকথাটা ইঙ্গিতে স্মরণ করাইয়া দিলেন তখন সে

তাঁহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া বলিল, "তা'হলে আপনাকে সব কথা খুলেই বলি—"

আজ এই প্রায়-অপরিচিত মহিলাটির কাছে নিজের মনের সমস্ত কথা বলিতে নিকোলাসের এতটুকু বাধিল না, যে গোপন কথাটা সে তাহার মা, বোন বা নিকটতম বন্ধুর কাছেও বলিতে পারিত না, তাহাও সে বলিয়া ফেলিল।

অবশেষে বলিল সে, "এই হচ্ছে ব্যাপার, বহুদিন থেকে মা বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্যে ঝুঁকে পড়েছেন। কিন্তু আমি টাকাকে বিয়ে করব না এটা ত' ঠিক—"

—"তা আমিও বুঝি বাবা।"

—"কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেকথা খাটে না। সত্যি বলতে কি প্রিন্সেস্ মেরিয়াকে আমার খুব ভাল লেগেছে, তাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি একথা স্বীকার করতেও লজ্জা নেই। ঠিক এই ধরণের মেয়েই আমার স্বপ্ন-কল্পনার মানসী। হয়ত' ওই বিপদের মধ্যে আমাদের প্রথম দেখা হওয়ার মূলে বিধাতার কোন ইঙ্গিত ছিল। বহুদিন থেকে আমার মা এখানে বিয়ের জন্যে মনস্থ করেছেন, এর আগে আমাদের দেখা সাক্ষাৎও হয়নি। কিন্তু এরমধ্যে একটা কথা আছে—। আপনি সোনিয়াকে জানেন ত'? তাকে আমি ভালবাসি, তাকেই বিয়ে করব ব'লে সংকল্প করেছি। কাজে কাজেই আপনি আর ওখানে চেষ্টা করবেন না।" শেষের কথাগুলি বলিবার সময় নিকোলাসের মুখ রাঙা হইয়া উঠে।

গভর্ণরের পত্নী তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, সোনিয়ার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতেই পারে না, তাহার কারণ সোনিয়াকে বিবাহ করিলে রোস্তভ্‌দের আর্থিক অবস্থার কোন-ই উন্নতি হইবে না, তাহা ছাড়া নিকোলাসের মা সে বিবাহ সমর্থন করিতে না পারিয়া হয়ত' শেষে সেই দুঃখে মারা যাইবেন। এই-ভাবে সংসারের দুঃখ-দুর্দশা ডাকিয়া আনা মোটেই ঠিক নয়।

নিকোলাস চুপ করিয়া থাকে। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া সে বলে, "কিন্তু তা হয় না, অসম্ভব। কারণ প্রিন্সেস্ মেরিয়া ত' কোন কথা বলে নি! তা ছাড়া এখন তার সবে পিতৃবিয়োগ হয়েছে—ওসব এখন চিন্তা করাই ভুল।" মোটের উপর এই বিবাহের প্রস্তাবটা নিকোলাসের কাছে মন্দ লাগে না।

—"তুমি কি আমায় এতই বোকা ঠাউরেছ যে, আজকালের মধ্যেই তোমার ঘাড় ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেব? সব কিছুরই একটা পদ্ধতি আছে ত'।"

—"আপনি যে একেবারে বাস্তু ঘটকী দেখছি।" বলিয়া নিকোলাস হাসিয়া উঠিল।

মস্কাউতে পৌছিয়া মেরিয়া তাহার ভাইপোর লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল কিন্তু এণ্ড্রু এক চিঠি লিখিল যে, মস্কাউতে তাহাদের থাকা চলিবে না তাহারা যেন ভারোনেজে চলিয়া যায়। তাই সে এখানে মাসিমার কাছে আসিয়া উঠিয়াছে। জায়গাটা মেরিয়ার ভাল লাগে না। সবাই অচেনা, সবাই অজানা! নিকোলাসের সঙ্গে দেখা হইবার পর হইতে যে জীবনের প্রতি মেরিয়ার মন লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল আজ আবার সেই নবজীবনের স্বপ্নে তাহার মন নূতন করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছে। তার মন বিষাদ উদ্বেগে প্রতি ক্ষণে কণ্টকিত হইয়া আছে—দেশের এই চরম দুর্দিন, তার একমাত্র আপনার দাদার যুদ্ধজীবনের বিপদের আশঙ্কা, ছোট ভাইপোকে মানুষ করিয়া তুলিবার দায়িত্ব, এসবই মেরিয়ার চিন্তারাজ্য আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এসব ছাড়াইয়া অন্তরের গোপনতম প্রদেশে যে অন্তঃসলিলা ফল্গু-প্রবাহ দিবারাত্রির পল-অনুপলকে সিঞ্চিত করিয়া চলিয়াছে, সেই প্রেম তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সহচরী। একথা মেরিয়া ভুলিতে পারে না মুহূর্তের জন্যও।

নিকোলাসের সঙ্গে কথাবার্তা হইবার পরদিনই গভর্ণর-গৃহিণী মেরিয়ার মাসির বাড়ি গিয়া সব কথা বলিলেন। মেরিয়াকে মাসিমা সানন্দে এ বিবাহে সম্মতি দিলেন। তারপর অবশ্য মেরিয়ার সামনেই গভর্ণর-পত্নী নিকোলাসের প্রসঙ্গ তুলিয়া গল্প জুড়িয়া দিলেন—মেরিয়ার নাম করিতেই নিকোলাসের মুখ কিরকম রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, ইত্যাদি। একথা শুনিয়া মেরিয়া যেন একটু অস্বস্তিবোধ করে, তাহার শান্ত মনের কোণে কোণে আশা ও সংশয়ের, আনন্দ ও বেদনার বিচিত্র মেঘ জমিয়া ওঠে। আগামী জীবনের ছোট বড় সুখদুঃখ-জড়িত মুহূর্তগুলি চোখের সামনে এত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে মেরিয়া নিজের মনের স্বাভাবিক প্রশান্তি বজায় রাখিতে পারিতেছে না।

দুইদিন ধরিয়া মেরিয়া কত যে স্বপ্ন রচিল, কত ভাঙাগড়া করিল! নিকোলাসের সঙ্গে দেখা হইলে মেরিয়া কি করিবে, কি কথা বলিবে তাহাই

ভাবিতেছিল—একবার ভাবিল যে নিকোলাসের সঙ্গে দেখাই করিবে না, আবার পরমুহূর্তে তার মনে হয় সেটা অভদ্রতা হইবে। এই লইয়া নিজেকে খুব ধিক্কার দিল মেরিয়া।

সেদিন রবিবার। সকালে চাকর আসিয়া খবর দিল, নিকোলাস আসিয়াছে। কথাটা কানে যাইতেই মেরিয়ার মুখে চকিতে বিদ্যুত ঝলকিয়া গেল, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিকোলাস ঘরে আসিয়া ঢুকিতেই মেরিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল ক্ষণেকের জন্য। তারপর গ্রীবাভঙ্গিমা সহকারে মুখ তুলিয়া পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মেরিয়া নিকোলাসের পানে তাকাইল। তাহার কণ্ঠস্বরে নারীত্বের মর্ম ছানিয়া যে মাধুর্য ফুটিয়া উঠিল তাহা ত' সামান্য নহে, নারীর জীবনে তাহা দুর্লভ, মেরিয়ার কণ্ঠে সে মাধুর্য বুঝি আর কখনও জাগে নাই। নিকোলাস সে কণ্ঠের যাদুস্পর্শে মুগ্ধ হইয়া যায়। কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল বুরিএঁ, তাহার মত চটুল মেয়েও মেরিয়ার আজিকার ভাবভঙ্গি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। মেরিয়ার মত সরল, অনভিজ্ঞ নিতান্ত সাধারণ মেয়ে যে এই বিশ্বের মোহিনীমায়া কোথা হইতে পাইল বুরিএঁ ভাবিয়া পায় না। মেরিয়ার চোখের গভীর চাহনী, তাহার কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিক আবেগ-মুখরতা, তাহার আবেশ-মধুর চেহারা যেন তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার দেহের অণুতে অণুতে রসধারা সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে যেন নূতন করিয়া গড়িয়াছে। এই বুঝি তার জীবনে প্রথম জোয়ার আসিয়াছে, এই জোয়ারের টানে এতদিনের সঞ্চিত বেদনারাশি এতদিনের পুঞ্জীভূত সকল সম্বল ভাসাইয়া দিয়া মেরিয়া নূতন জীবনের উপকূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—এ রাজ্যের সে রাণী, তাহার হাস্য-মধুর মহিমময়ী মূর্তি শান্ত তপস্বীর তপোভঙ্গ করিবে। তাহাকে দেখিয়া নিকোলাসের মনে হয় সারাটা জীবন সে ইহাকেই মনে মনে দেখিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। এই রমণীকে দেখিয়াই সে চিনিয়াছে। মেরিয়াকে অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে এক আসনে বসাইয়া তুলনা করা যায় না, তাহাদের চেয়ে মেরিয়া অনেক বড়, এমন কি নিকোলাসের চেয়েও বড়!

সেদিন নানা বিষয় গল্প হইল।

একবার মেরিয়ার ভাইপো এঘরে আসিয়া দূর হইতে নবাগত অতিথিকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু নিকোলাস তাহাকে নিজের কোলের মধ্যে টানিয়া আনিয়া হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করে, "তুমি যাবে যুদ্ধ করতে? আমার

মত ঘোড়-সওয়ার হবে ?" মেরিয়া মুগ্ধ প্রশংসমান দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাইয়া থাকে। আপন দয়িতের কোলে স্নেহের ভাইপোর আদর দেখিয়া মেরিয়া আনন্দে, লজ্জায় রাঙাইয়া ওঠে। তাহার সে সলজ্জ দৃষ্টি নিকোলাসের চোখ এড়াইতে পারে নাই, সে চাহনীর অর্থ বুঝিতে পারিয়া নিকোলাস নিজেও মুখ নামাইয়া লইল, শিশুটিকে গভীরতর ভাবে বাহুবেষ্টনীর মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল।

কিন্তু তারপর আর নিকোলাস মেরিয়াদের বাড়ি যায় না, কারণ ঘন ঘন সেখানে যাওয়াটা উচিত কি না তাহা অনেক করিয়া ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারে নাই। অবশ্য গভর্ণর-গৃহিণী তাহাকে সেখানে পাঠাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মনে হয়, এই সদ্য মেরিয়ার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, শোকের সময়ে এ ভাবে গতায়াত করিয়া হয়ত' মেরিয়াকে বিড়ম্বিত করা হইবে।

অবশেষে গৃহিণীরা ব্যবস্থা করিলেন, একদিন প্রধান পুরোহিতের বাড়িতে পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ করাইয়া উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করা হইবে। নিকোলাসের ইহাতে আপত্তি ছিল, এভাবে বাক্যদত্ত হওয়ার আদৌ ইচ্ছা ছিল না তার কিন্তু তাহাকে একরকম জোর করিয়াই রাজি করানো হইল।

একটা চিন্তা তাহাকে অহরহ উৎপীড়িত করিতেছে, সোনিয়াকে বিবাহ করিবার কথাটা তাহার মনে পাষাণের মত ভারি হইয়া উঠিয়াছে। সে কথা উড়াইয়া দিবার মত দুঃসাহস নিকোলাসের নাই, এ ধরণের প্রবঞ্চনা করার মত ছেলে সে নয়। তাই এ অবস্থায় মেরিয়ার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবটা তাহার কাছে সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বার বার অপরের কথা ঠেলিবার ক্ষমতাও তাহার নাই, অবশেষে ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া দেওয়াই স্থির করিল সে। তাহার মনে হয় কি জানি, হয়ত' ইহার পশ্চাতে বিধাতার কোন হাত আছে।

একদিন বরোডিনের যুদ্ধের খবর ভরোনেজে আসিয়া পৌছিল, সেই সঙ্গে মস্কাউ-এর পতনের দুঃসংবাদ আসিল। একদিন খবরের কাগজে মেরিয়া দেখিল তাহার দাদা আহত হইয়াছে, কিন্তু এছাড়া দাদার আর কোন খবর নাই

সে ভাবিতে স্থির করিল দাদার খোঁজে বাহির হইয়া পড়িবে, এখানে আর থাকিবে না।

রাশিয়ার এই পরাজয়ের জন্য নিকোলাসের মনে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া হয় নাই। তাহার সৈনিক-মনে কোন হিংসা-পরায়ণতা জাগিয়া ওঠে নাই, তবে এখানে আর থাকা সমীচীন নহে এটুকু সে বুঝিতে পারিয়াছে। যে সব খবর তাহার কানে আসে তাহা সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, সেনাশিবিরে গিয়া নিজে যা দেখিবে তাহাই সে বিশ্বাস করিবে। রুশবাহিনীর সাফল্য সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে একদিন নাগরিকদের মিলিত উপাসনার ব্যবস্থা হইল। নিকোলাসও সে সভায় যোগ দিল। সে গভর্ণরের কাছাকাছি দাঁড়াইয়া উপাসনা করিবার ভঙ্গিতে গম্ভীর মুখে চোখ বুজিয়া নিজের খুশিমত কথা ভাবিতেছিল। প্রার্থনা শেষ হইবামাত্র গভর্ণর-পত্নী ইঙ্গিতে মেরিয়াকে দেখাইয়া বলিল, "ওই ভাখ।"

নিকোলাস অবশ্য তাহাকে দেখিয়াছে,—কাল পোষাক পরিয়া ওই যে ভক্তিপ্রণতা রমণী-মূর্তি একান্তে রহিয়াছে! মেরিয়ার একাগ্র ভক্তিতে তন্ময় মুখের দিকে চাহিয়া নিকোলাস স্তব্ধ হইয়া থাকে। তাহার শান্ত বিষাদমাখা ও ভক্তিতদ্গত মুখের দিকে চাহিয়া নিকোলাস আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল। এভাবে গির্জাতে মেরিয়ার সঙ্গে কথা কওয়া শোভন হইবে কিনা সে সব কিছুই চিন্তা না করিয়া নিকোলাস আগাইয়া গিয়া বলে, "দেখুন, আপনি অত ভাববেন না, সত্যিই যদি আপনার দাদার সেরকম কিছু হ'ত তাহ'লে খবরের কাগজে প্রকাশ হ'ত, তিনি ত' হাজার হোক একজন বড় অফিসার!" নিকোলাসের মনে হয়, এণ্ড্রুর জন্যই মেরিয়ার এত দুর্ভাবনা। সেদিন কে যেন বলিতেছিল যে, মেরিয়া তাহার দাদার খোঁজ-খবর লইবার জন্য এখান হইতে চলিয়া যাইবে—তাই প্রথমে কথা বলিতে গিয়া নিকোলাস মেরিয়াকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টাই করিল। এদিকে অপ্রত্যাশিত ভাবে অতি-পরিচিত সেই কণ্ঠস্বর কানে যাইতেই মেরিয়ার বুক আনন্দে দুলিয়া উঠিয়াছিল, নিকোলাস যে কি কথা বলিতেছে মেরিয়ার মনে সে বার্তা পৌঁছায় না, নিকোলাসের সহানুভূতির ষোলো আনা মেরিয়া আপন-দৃষ্টির মধ্য দিয়া গ্রহণ করে। অপলকনেত্রে সে নিকোলাসের দিকে তাকাইয়া থাকে।

নিকোলাস বলে, "আমি জানি অনেক ক্ষেত্রে আঘাতে তেমন সাংঘাতিক কিছু হয় না। ভালটাই আশা করা যাক্ না কেন!"

শেষের কথাগুলি কানে যাইতেই কি এক বিভীষিকায় মেরিয়ার মন শিহরিয়া উঠিল। সে বাধা দিয়া বলিল, "না! না! সে আমি ভাবতে পারি না! উঃ—"

পরক্ষণে বিদায়-নমস্কার করিয়া মেরিয়া অন্য দিকে ফিরিল। নিকোলাসের উপস্থিতির প্রভাবে মেরিয়ার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি মনোরম হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিনের মত নিকোলাস ভরোনেজেই থাকিয়া গেল, তাহার হিসাবনিকাশ প্রভৃতি চুকাইতে একটু রাত হইয়া গেল। এখন আর কোথাও বাহির হওয়া যায় না অথচ এত তাড়াতাড়ি শুইতেও ইচ্ছা করে না।

জীবনে আজ এই প্রথম নিকোলাস নিজের অতীতের কথা ভাবিতে বসিল,—অতীত কথা লইয়া চিন্তা করা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ, তবু আজ সে এই স্বভাবের বাঁধা পথ ছাড়িয়া চলিল।

স্মলেনস্কে মেরিয়াকে প্রথমবার দেখিয়াই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তার মা বার-বার এই ধনীকন্যাটিকে কুলবধূ করিয়া আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে এই মেয়েটির প্রতি মনে মনে একটা বিরক্তি ও বিরূপতা জন্মিয়াছিল নিকোলাসের, কিন্তু তবুও কেন যে মেরিয়াকে দেখিয়া নিকোলাসের ভাল লাগিয়াছিল সে কথা একমাত্র বিধাতাই জানেন। তারপর ভেরোনেজে আসিয়া সে ভাল লাগাটা হৃদয়ের গভীরতর মর্মমূলে আশ্রয় লইয়াছে।

আজ গভীর রাত্রে একটা কথার মীমাংসার জন্য নিকোলাস বার বার ভগবানের কাছে আবেদন করিতেছে। তাহার বিশ্বাস হইয়াছে, মেরিয়ার মত ওইরকম একান্ত গভীর ভাবে সমগ্র অন্তর দিয়া ডাকিলে ভগবানের কাছে আবেদন পৌঁছায়। তাই সে দরজা বন্ধ করিয়া নতজানু হইয়া একমনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, "আমায় মুক্তি দাও। সোনিয়ার কাছে যে বাক্যদান করেছি সেই বন্ধনের হাত থেকে আমায় মুক্ত কর হে ঈশ্বর।" সে বার বার মনে করিবার চেষ্টা করে, "ছেলেবেলায় আমি আর নাতাশা যে প্রার্থনা করতাম, 'হে ভগবান সমস্ত তুষার-মণ্ডলকে চিনিতে রূপান্তরিত ক'রে দাও' আজকের প্রার্থনা আমার সে রকম তুচ্ছ ও সামান্য নয়। সত্যি যে সমস্যার পাহাড় জীবনকে দুর্বহ ক'রে তুলেছে সেই বৃহৎ সমস্যার হাত থেকে নিষ্কৃতি দাও। হে ভগবান!"

এইভাবে একাগ্র আন্তরিক আহ্বানে নিকোলাস যখন ঈশ্বরের অটল মৌনতা ভঙ্গ করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে তখন দ্বারে কড়া-নাড়ার খট্‌খট্‌ শব্দ হইল। সে সবেগে দরজাটা খুলিয়া দেখিল চাকর লাভ্‌রুশ্‌কা একখানা চিঠি আনিয়াছে।

এভাবে তপোভঙ্গ হওয়ায় নিকোলাস চীৎকার করিয়া উঠিল, "হতভাগা। কে তোমায় ডেকেছে শুনি? রাত দুপুরে কি চাই—!"

লাভ্‌রুশ্‌কা চিঠিখানা দিয়া বলিল, "গভর্ণরের বাড়ি থেকে লোক এসেছিল এখানে দিতে।"

—"আচ্ছা, এখন যেতে পার।"

দু'খানা চিঠি। একখানা তার মায়ের আর একখানা সোনিয়া লিখিয়াছে। প্রথমেই সে সোনিয়ার চিঠি পড়িতে শুরু করিল। চিঠি পড়িয়া সে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করিতে পারে না—না না, এ অসম্ভব! সে আবার পড়িল, কিন্তু চিঠির মধ্যে কোন নূতন কথা পাওয়া গেল না। যাহা পড়িয়াছিল অবিকল সেই সবকথাই আবার পড়িল! উত্তেজনায়, আনন্দের আতিশয্যে নিকোলাস চঞ্চল-পদবিক্ষেপে সারা ঘরখানা কাঁপাইয়া তুলিল। তবে কি, তবে কি তাহার মিনতিভরা করুণ আকুতি সেই পরমকারুণিক শুনিয়াছেন? যে নাগপাশ তাহাকে অচ্ছেত্ত বন্ধনে জড়াইয়া ফেলিয়াছিল নিজের তপস্তাবলেই যেন তাহা হইতে মুক্তি পাইল নিকোলাস। সোনিয়া লিখিয়াছে যে, সম্প্রতি রোস্তভ্‌দের সম্পত্তির অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই আসন্ন দারিদ্র্যের হাত হইতে পরিবারটিকে বাঁচাইবার জন্ত রোস্তভ্‌-গৃহিণী বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে নিকোলাসের বিবাহ দিতে চান,—এ ক্ষেত্রে সোনিয়া তাঁহার পথের অন্তরায় হইয়াছে বলিয়া দীর্ঘদিন ধরিয়া সোনিয়াকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা, তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছে। আজ সোনিয়া স্বেচ্ছায় নিকোলাসকে প্রতিজ্ঞাপাশমুক্ত করিয়া দিতেছে। সোনিয়া একথাও লিখিয়াছে, "যে পরিবারের দয়ার দাক্ষিণ্যে আজ আমি এত বড়টা হয়েছি, আমার সর্বদা লক্ষ্য সে পরিবারের প্রত্যেকের আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে, তাদের সুখ-সুবিধার পথের কাঁটা হবার ইচ্ছা কোন দিনই নেই। আমার ভালবাসা দিয়ে আমার প্রিয়জনদের আনন্দপথ সহজ স্বচ্ছন্দ ক'রে দেব শুধু এই আমার জীবনের কামনা। তোমায় মুক্তি দিলাম, তোমায় ছেড়ে দিয়েও আমার প্রীতি, আমার ভক্তি তোমাতেই রইল। তুমি মুক্ত।

তবে একথাও বলে যাই তোমাকে আর কেউ এত ভালবাসতে পারবে না, যেমন পারবে তোমার—সোনিয়া।"

নিকোলাসের মায়ের চিঠিতে আছে ঘরকন্নার কথা, মস্কাউ হই .ত কিভাবে তাঁহারা আসিয়াছেন, পথে কোথা হইতে শহরের অগ্নিশিখার আভা দেখিয়াছেন, সম্পত্তির কি দুর্দশা হইয়াছে ইত্যাদি এবং সর্বশেষে তিনি লিখিয়াছেন যে প্রিন্স এণ্ড্রু সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে, সে তাঁহাদের সঙ্গেই চলিয়াছে, ডাক্তার বলিতেছে যে বাঁচিবার আশা আছে এখনও—সোনিয়া আর নাতাশা তাহার সেবাশুশ্রূষা করিতেছে।

পরদিন সকালে নিকোলাস মেরিয়াদের বাড়ি গিয়া মায়ের চিঠিখানা দেখাইল।

সোনিয়া যে চিঠিখানি লিখিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে কতকগুলি পারিবারিক ঘটনা। এত বাধা ও বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়াও নিকোলাসকে বড়লোকের জামাই করিবার ইচ্ছা ও আগ্রহ রোস্তভ্-গৃহিণীর এতটুকু কমে নাই। ইদানীং সোনিয়ার প্রতি নির্যাতন বাড়িয়া গিয়াছে এবং যেদিন শুনিলেন যে মেরিয়ার সঙ্গে তাঁর ছেলের দেখা হইয়াছে, সেদিন হইতে তিনি যখন তখন কারণে অকারণে সোনিয়াকে অপমান করিতে শুরু করিলেন। মস্কাউ হইতে চলিয়া আসিবার আগে একদিন তিনি সোনিয়াকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, সেদিন কিন্তু মোটেই তিরস্কার করিলেন না, অনুনয় বিনয় করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বার বার মিনতি করিয়া বলিলেন, "আমাদের সংসারটা রক্ষা কর।" সোনিয়াও অবশ্য তাঁহার চাইতে কিছু কম কাঁদে নাই সেদিন, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দিবার মত শক্তি তাহার ছিল না, নিকোলাসকে তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লইলে সে কি লইয়া বাঁচিবে! সহসা সোনিয়ার সমগ্র অন্তর সমাজ ও সংসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।" যাহারা তাহার বাল্যজীবনের দুর্দশা ও দুরবস্থার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে তাহারাই ত' অপরাধী, যদি তাহারা সোনিয়াকে না বাঁচাইত' তাহা হইলে আজ তাহাকে এ বঞ্চনার সম্মুখীন হইতে হইত' না। এতদিন সোনিয়ার যে প্রেম অন্তঃশীলা ফল্গুর মত শান্ত ধীর ছিল, আজ বাধা পাইয়া তাহার তীব্র খর-স্রোত সব কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চায়—আইন, শৃঙ্খলা, সমাজব্যবস্থা, ধর্ম ও মানবিকতার কোন বন্ধনই আজ সোনিয়া স্বীকার করে না। তাহার অন্তরের কামনা বহ্নিমান! কিছুতেই

সে নিকোলাসকে ছাড়িবে না, সম্ভব হইলে শতবন্ধনে আঁকড়াইয়া বেষ্টিয়া থাকিবে।

তারপর কয়েকদিন কাজের বন্যায় সোনিয়ার মন অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছিল।

মস্কাউ ছাড়িয়া রোস্তভ্-পরিবার চলিয়াছে গ্রামে। পথে রাত্রিবাস করে তাহারা এক একদিন এক-এক পল্লীতে। সেদিন তাহাদের আস্তনা পড়িয়াছে এক সরাইখানাতে।

পাশের ঘরে এণ্ড্রুর কাছে নাতাশা বসিয়া আছে। আজ তাহার অবস্থা অনেকটা ভাল। এঘরে কাউণ্ট এবং গৃহিণী এক পুরোহিতের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন, সোনিয়াও সেখানে ছিল। সোনিয়া অবশ্য অন্য কথা ভাবে, তাহার মনে হয় দিনরাত এণ্ড্রু আর নাতাশা এত কি গল্প করে? এমন সময়ে নাতাশা উদ্বিগ্নমুখে এ ঘরে আসিয়া সোনিয়ার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, ওদিকে পুরোহিতটি যে তাহাকে কুশল-প্রশ্ন করিলেন সেকথায় কানও দিল না নাতাশা।

মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মা প্রশ্ন করেন, "এদিকে আয় ত' মা, কি অত ভাবছিস্?"

মেয়েকে ডাকিয়া পুরোহিতের কাছে মেয়ের জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন গৃহিণী,—আশীর্বাদ সারিয়া পুরোহিতটি চলিয়া যাইতেই নাতাশা সোনিয়াকে টানিয়া লইয়া গেল পাশের ঘরে, "সোনিয়া ও বাঁচ্‌বে ত'! তোমার কি মনে হয়? জান, আমাদের মিটমাট হয়ে গেছে! আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে, কত দুঃখ! যদি ও বাঁচে, কিন্তু তা কি হবে···?" বলিতে বলিতে নাতাশা কাঁদিয়া ফেলে।

সখীর দুঃখের সমবেদনায় সোনিয়ার মন উদ্বেল হইয়া উঠে। নাতাশাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ধরিল।

সেইদিন নিকোলাসকে চিঠি পাঠাইবার একটা সুযোগ মিলিয়া গেল। ভগ্ন, জড়িত কণ্ঠে রোস্তভ্-গৃহিণী সোনিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিকোলাসকে তুমি চিঠি দেবে নাকি?"

সেকথার মর্ম সোনিয়ার বুঝিতে দেরি হয় না। তাঁহার চশমার ভিতর দিয়া যে মিনতি এবং আদেশের ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং চিঠি লিখিতে

রাজি না হইলে তাহার পর যে সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হইবে সোনিয়াকে, এ-সবই সে এক পলকে বুঝিয়া লইল। সোনিয়া তাঁহার কাছে গিয়া অশ্রুসজল নেত্রে বলিল, "হ্যাঁ মা লিখব।"

এ-চিঠি লিখিতে লিখিতে সোনিয়ার চোখে কতবার বাঁধ ভাঙিয়া ধারা নামিয়াছে, তাহার উদার মনের প্রতিটি অণু কেমন করিয়া পীষ্ট, দলিত, মথিত হইয়াছে তাহার খবর কেহ রাখিল না।

শুধু নিকোলাসের মন সে চিঠি পাইয়া বহুক্ষণ ভারি হইয়া রহিল।

পিটারকে যাহারা বন্দী করিয়াছিল তাহারা এই আসামীটির কার্যকলাপের পরিচয় পাইয়া যেমন্ ভয়ঙ্কর বলিয়া জানিয়াছে তেমনি সম্ভ্রমের চোখেও দেখিতে শিখিয়াছে কিন্তু তাহাদের পালা ফুরাইয়া গেল, নূতন প্রহরীদল আসিল, ইহারা ত' পিটারের কার্যকলাপের কোন নমুনাই পায় নাই, তাই নবাগত প্রহরীদল পিটারকে আর পাঁচটা বন্দীর মতই সমান অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করিতে লাগিল। তাদের কাছে সতেরো নম্বর কয়েদীর সঙ্গে দু' নম্বর কয়েদীর কোন পার্থক্য নাই। সেইদিনই বিকালের দিকে কোন্ এক অফিসারের ঘরের দরকার হওয়ায় পিটারকে আর সব আসামীদের সঙ্গে একই ঘরে চালান করিয়া এ ঘরখানা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। পিটারকে যাহাদের সঙ্গে রাখা হইল তাহারা নূতন সঙ্গীটিকে ফরাসী কথা বলিতে দেখিয়া, ইহার হাবভাব দেখিয়া সহজেই ভদ্রলোক বলিয়া বুঝিতে পারিল। ইহারা যতটা পারিত পিটারকে এড়াইয়া চলিত।

ইহাদের সকলেরই বিচার হইবে। অপরাধ—অগ্নিকাণ্ড করিয়া নগর ধ্বংস করার চেষ্টা। বন্দী হওয়ার পর তিনদিন কাটিয়া গেছে, আজ হঠাৎ কয়েদীদের লইয়া যাওয়া হইল নূতন জায়গায়। তাহাদিগকে এক জেনারেলের বাড়ি হাজির করা হইল, ইনিই সামরিক বিচারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। ইনি কয়েদীদের প্রশ্ন করেন বাঁধা গৎ-এ, "তোমার নাম কি? কোথায় যাচ্ছিলে? কি জান?" এই প্রশ্নের সঙ্গে অপরাধের যে কতটুকু সম্পর্ক আছে তাহা অনুমান করা যায় না। আসলে ইহা হইতে যে সত্যের কোন সন্ধানই পাওয়া যাইতে পারে না, তাহা যে-কোন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই বলিয়া দিতে পারে। কিন্তু তবু ইহারই মধ্যে জেনারেল সাহেব মস্ত বিজ্ঞতার পরিচয় দেন। গম্ভীরভাবে ইচ্ছামত বিচারের রায় দেন তিনি। শক্তি থাকিলেই শক্তির অপচয় হয়। এ বিচারও সেই শক্তিরই এক প্রকার অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

পিটার জানে, সে এখন ইহাদের হাতের মুঠার মধ্যে, এ ক্ষেত্রে যদি সে ইহাদের মন রাখিয়া না চলিতে পারে তবে এই শক্তি মদগর্বিতেরা তাহাকে

বুঝাইয়া দিবে তাহাদের ক্ষমতা কতখানি। তাহাকে যখন প্রশ্ন করা হইল, "তোমায় যখন বন্দী করা হয়, তখন কী করছিলে?" সে জবাব দিল যে, একটি শিশুকে আগুনের মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া শিশুটির পিতামাতার খোঁজ করিতেছিল।

—"তা তুমি ও ভাবে সেই চোরটাকে ধরতে গেলে কেন?"

—"কারণ সে একটি রমণীকে আক্রমণ করেছিল, মেয়েটিকে বাঁচানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল। যে-কোন সৎলোকই একাজ…।" পিটারকে কথা শেষ করিতে দেওয়া হইল না। বিচারক থামাইয়া দিলেন, যে কথা জানিতে চাওয়া হয় নাই তাহা বলিবার কোন অধিকার আসামীর নাই।

—"জলন্ত বাড়ির আঙিনায় কেন গিয়েছিলে তুমি? সেখানে কি কাজ ছিল?"

—"ওখানে কি হচ্ছিল তাই দেখবার জন্যে…"

আবার পিটারকে থামাইয়া দেওয়া হইল। সে কোথায় যাইতেছিল এ প্রশ্ন ত' করা হয় নাই, জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে সে কি করিতেছিল।

তাহার নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে জবাব দিল, "বলতে রাজি নই।"

—"আচ্ছা লিখে দাও, না, না, এটা ভাল দেখায় না, সত্যি খুব খারাপ হবে তাহ'লে।" সেদিন ওই পর্যন্তই হইয়া বিচার স্থগিত রহিল।

এদিকে আগুনের রাজ্য ক্রমশঃ বিস্তারিত হইয়া পিটারদের কয়েদখানার কাছ বরাবর আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহাদিগকে সরাইয়া এক খামার-বাড়িতে আনিয়া রাখা হইল। রাস্তা দিয়া চলিবার সময় ধোঁয়ায় তাহাদের চোখ জ্বালা করিতেছিল। এমনি দেখিয়া পিটার বুঝিতে পারে না যে, এ অগ্নির সীমা কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে, শুধু এই ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় তাণ্ডবের দিকে চাহিয়া তাহার বুক কাঁপিয়া ওঠে, আতঙ্কে সে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া থাকে এই ধূমপুঞ্জের গাঢ় মসীবর্ণ মেঘস্তূপের দিকে।

নূতন কয়েদখানায় পিটারদের আরও চারদিন রাখা হইল। এই চার দিনের মধ্যে কতবার তাহারা শুনিয়াছে যে, তাহাদের কি সাজা হইবে সে খবর শীঘ্রই জানা যাইবে। কিন্তু বিচারের ফল জানানো দূরের কথা, তাহাদিগকে পুনর্বার পরীক্ষা করিবার জন্য আবার টানিয়া লইয়া যাওয়া হইল।

কিন্তু সিপাই-সান্ত্রীর বহর দেখিয়া পিটার বুঝিল আজ কোন মহারথীর

সামনে তাহাদিগকে যাইতে হইবে। তাহার অনুমান মিথ্যা নয়, দাভুস্ত নিজে বিচার করিবে। অপরাধীদের নাম ডাকা হইল, পিটারের পালা আসিলে ডাক পড়িল, "যে লোকটি নাম বলবে না!"

আজিকার আকাশে মেঘের রেখা নাই। স্বচ্ছ সুন্দর দিনটি। নীচে কোথাও ধোঁয়া জমিয়া নাই, দূর আকাশের গায়ে গায়ে সরু সরু পাকান দড়ির মত সাপ খেলান ভঙ্গিতে ধোঁয়ার ঢেউ জমিয়াছে। সারা শহরটা দাবদগ্ধ বনস্পতির মত রিক্ত, শূন্য রুক্ষ পরুষতায় ছন্নছাড়া হইয়া পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে এক আধটা দেওয়াল কোন রকমে খাড়া হইয়া আছে, গায়ে তার কাল পোড়া দাগ। দূরে কোথাও একটি উপাসনা মন্দির যূথভ্রষ্ট তাল গাছের মত একাকী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এখনও ক্রেমলিন রাজপ্রাসাদের কাছে অগ্নি-যাত্রার রথ পৌঁছায় নাই, ওই দুর্গের মিনার-চূড়ার বকের মত সাদা রঙ এই পরিবেশে নিতান্ত খাপছাড়া দেখাইতেছে, যেন কঠোর পরিহাস। সহসা পিটারের মনে পড়িয়া যায় আজ রবিবার, উপাসনা মন্দিরে কি কেহ প্রার্থনায় গিয়াছে। এই ধ্বংসলীলার সীমানায় অন্য কোন পূজার মন্ত্র উচ্চারিত হইতে পারে না, এ প্রত্যয়টা তাহার মনে বাসা বাঁধিয়াছে।

তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিয়া যে দু-একজন লোক রাস্তায় চলিতেছিল তাহারা কোথাও লুকাইয়া পড়ে কিম্বা পলায়ন করে। আজকাল ফরাসীদের দেখিলেই বুঝি লোকের আতঙ্ক হয়। তবে কি রাশিয়ার জনশক্তি ব্যর্থ, পরাস্ত হইয়া গিয়াছে! তা হোক, আবার এই শত্রুর অত্যাচার-বন্যাবিধ্বস্ত দেশে নূতন পলিমাটি জাগিয়া উঠিবে, সেই নবোন্মেষিত চরে যে নূতন আশা ও উদ্যম, যে নবীন প্রাণশক্তি দেখা দিবে তাহার শক্তি অসীম, শক্তির সম্মুখে কোন শত্রু দাঁড়াইতে পারিবে না, কোথা দিয়া কি ভাবে এই নবজাগরণ হইবে পিটার তাহা জানে না কিন্তু এ সত্য ধ্রুব ; এ সম্ভাবনার মূলে যে কোন মন্দের অবকাশ থাকিতে পারে তাহা পিটার বিশ্বাস করে না। আপন মনের কল্পনাই পিটারের কাছে এখন সব চেয়ে বড় যুক্তি।

একখানা সাদা বড় বাড়ি, তার চারিধারে ফুলের কেয়ারী করা বাগান—এ-বাড়িটি পিটারের খুব পরিচিত, এ-বাড়ির মালিক তাহার বন্ধু। এই সাদা বাড়িটি বর্তমানে দাভুস্তের বাসভবনে রূপান্তরিত হইয়াছে। দাভুস্তের হাতেই ইহাদের চরম বিচারের ভার ন্যস্ত হইয়াছে।

পাঁচজনের পর পিটারের ডাক পড়িল। বিচারক তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "কি তুমি ?"

পিটার জবাব দেয় না। তাহার যেন কথা বলিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে। এই লোকটাকে সে কেবল খালাসী বলিয়াই ঘৃণা করে না, ইহার চোখে, মুখে, কপালের বলিরেখায় যে নিষ্ঠুরতার ইতিহাস লেখা রহিয়াছে তাহা দেখিয়া পিটার স্তম্ভিত হইয়া যায়। সে জানে এই জবাব না দেওয়ার জন্য তাহাকে কঠিনতর শাস্তি পাইতে হইবে, হয়ত' এই জন্যই তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইতে পারে। কিন্তু কি বলিতে হইবে পিটার বুঝিতে পারেনা। কিছুক্ষণ ধরিয়া কেহই কোন কথা বলে না। হঠাৎ চশমাটা খুলিয়া ফেলিয়া বিচারক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ, এ লোকটাকে আমি চিনি। আসামীকে ভয় দেখাইবার জন্যই বোধ হয় একথা বলেন দাভ্যুস্ত্।

—"না হুজুর আপনি আমায় চেনেন না, আপনাকে ত' কখনও দেখিনি আমি।" আসামী ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে।

আসামীর কথায় কান না দিয়া বিচারক অন্য একজন সেনাপতিকে বলেন, "এ লোকটা গুপ্তচর।" দাভ্যুস্ত্-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য পিটার অধীর হইয়া উঠিয়াছে। কথা বলিতে গিয়া তাহার কণ্ঠে অন্তরের করুণ আকুতি ফুটিয়া ওঠে, সে বলে, "না জাঁহাপনা আপনি আমায় চিনতে পারেন না, আমি হচ্ছি নাগরিক বাহিনীর অবৈতনিক কর্মচারী, জীবনে কখনও মস্কাউ-এর বাইরে আমি যাইনি।"

—"তোমার নাম ?"

—"বেসুখভ্।

—"তুমি যে সত্য কথা বলছ তার প্রমাণ কি ?"

—"হুজুর !" বলিয়া অসহায় ভাবে সে বিচারকের পানে তাকায়।

দাভ্যুস্ত্ তাহার দিকে চাহিলেন—কয়েক মুহূর্তকাল তাহারা পরস্পরের দিকে এইভাবে চাহিয়া থাকে। হয়ত' এই দৃষ্টিবিনিময়ের ফলেই পিটার রক্ষা পাইল সে যাত্রা। দীর্ঘদিন যুদ্ধের পরিবেশের মধ্যে থাকিবার পরও বোধ হয় মানবিকতার সূক্ষ্মতন্ত্রী একেবারে ছিঁড়িয়া যায় নাই তাই তাহারা পরস্পরকে চিনিতে পারে, তাই বোধ হয় পিটারের মুখে অভিজাত্যের ভাষাটুকু দাভ্যুস্ত্ পড়িতে পারেন।

দাভুস্ত পিটারকে প্রশ্ন করেন, "তুমি যে সত্যি কথা বলছ তার কিছু নজীর দিতে পারে?"

র‍্যাবল্-এর কথা মনে পড়িয়া যাইতেই পিটার চট করিয়া তাহার নাম ধাম বিবরণ দিয়া বলিল, কোন্ রাস্তায় কোন্ বাড়িতে সে এবং র‍্যাবল্ একসঙ্গে কাটাইয়াছিল।

—"তাহ'লে তোমার সাজপোশাক দেখে যা মনে হয় আসলে তুমি তা নও।"

এবারে পিটার রীতিমত ঘাবড়াইয়া যায়।

ঠিক এই সময়ে একজন এ-ডি-কং আসিয়া কি একটা খবর দিতেই দাভুস্তের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি উঠিয়া পড়িলেন। যাইবার সময় কয়েদীটির কথা তিনি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু এ-ডি-কং তাঁহাকে সে কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতেই তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, নিয়ে যাও ওকে।" ইহারা যে কোথায় লইয়া যাইবে পিটার তাহা অনুমান করিতে পারে না। আবার কি সেই খামার বাড়িতেই ফিরিয়া যাইতে হইবে? না, বধ্য ভূমিতে?

কি একটা কথার জবাবে দাভুস্তকে সে বলিতে শুনিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়!"

তারপর তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল।

কতক্ষণ যে তাহারা পথ চলিয়াছে পিটার তাহা বলিতে পারে না, বিষাদ-গম্ভীর মুখে তাহারা সঙ্গীরা যেমন পথ চলিতেছিল পিটারও তেমনি যন্ত্রচালিতের মতই পথ চলে: কোন দিকে সে তাকায় না, কারও কথা তার কানে যায় না, একবার সে দাঁড়াইয়াছিল কারণ আর সকলেই থামিয়া গিয়াছিল। একটা প্রশ্ন লইয়া তাহার মনে তোল্পাড় চলিয়াছে—তাহাকে এ মৃত্যুদণ্ড কে দিল? কোন্ বিধাতা—কি অপরাধে? যাহারা তাহার বিচার করিয়াছে তাহারা শাস্তি দেয় নাই, তাহাদের সে শক্তি নাই, সে অধিকার নাই। দাভুস্তের চোখে সে মানুষের মর্মলেখা দেখিতে পাইয়াছে, দাভুস্ত এ ভুল করিতে পারেন না। তবে? তাহার এই-আশা-কল্পনা স্বপ্নময়তা-মুখর জীবনকে সহসা কে শেষ করিয়া দিল! এ প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজিয়া পায় না পিটার। বিশেষ কোন ব্যক্তিকে এর জন্ত দায়ী করিবার মত কারণ নাই। তাহার মনে হয়, আবেষ্টনীর প্রভাবে, সময়ের প্রতিপথচক্রে অনাদিকাল হইতে মানুষ পীষ্ট হইয়া আসিতেছে। আজ সেই আবর্তের চক্রতলে পড়িয়াই তাহার ভাগ্যও দলিত হইবে ইহার

জন্য কোন মানুষকে দায়ী করা যায় না। ঘটনাচক্রের স্বাভাবিক গতিতেই সব কিছু চলে—তাহার ভাগ্য তাহার নিজের কাছে খুব বড় একটা কিছু হইতে পারে কিন্তু বিরাট সমগ্র বিশ্বের কাছে তাহার স্থান কোথায় ও মর্যাদা কতটুকু!

একটা বাগানের ভিতরে নূতন গর্ত খোঁড়া হইয়াছে, গর্তের চারিপাশে টাট্‌কা মাটির ঢিবি তাহারই চার পাশে গর্তের পাশে সারি দিয়া লোক জমিয়াছে, তাহারা ঝুঁকিয়া পড়িয়া কৌতূহলভরে কি যেন দেখিতেছে।

অপরাধী আসামীকে এই ভিড়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে, তারপর বাজনা বাজানো হইতেছে। বাজনার আওয়াজে পিটারের চিন্তাশক্তি লোপ পাইয়া গেল, অজ্ঞাত রহস্যের আতঙ্কে তাহার সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

কাপ্তেন হুকুম দিল, "এক-এক দফায় দু'জন ক'রে।" শান্ত সহজ নির্বিকার সে কণ্ঠে এতটুকু উত্তেজনার আভাস পর্যন্ত নাই।

সামনে মোতায়েন মন্ত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। এ চাঞ্চল্যের মূলে কোন উৎসাহের আনন্দ নাই। এতগুলি লোককে নির্মমভাবে হত্যা করাও যেন ইহাদের পক্ষে কষ্টকর, তাই বুঝি ফরাসী সৈনিকেরা জোর করিয়া নিজেদের মনে শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা করিতেছিল। একটু পরে একটি লোক আগাইয়া আসিয়া অপরাধীদের নাম-ধাম-বিবরণ পাঠ করিল,—অমনি চারজন সৈনিক দুটি কয়েদীকে টানিয়া আনিয়া কাঠগড়ায় তুলিল। কয়েদীদের চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হইল, পাছে তাহাদের মৃত্যুভয়শঙ্কিত চাহনী আর কাহারও মনে বিকার আনিয়া দেয়, বোধ হয় এই জন্যই চোখ বাঁধিয়া দেওয়া! কয়েদী দুটিকে শক্ত দড়ি দিয়া কাঠের খুঁটিতে বাঁধিয়া দেওয়া হইল, তারপর বারজন সৈনিক বন্দুক হাতে করিয়া কয়েদীদের কাছ হইতে হাত-দশেক দূরে দাঁড়াইল। এই পর্যন্ত দেখিয়া পিটার অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া লইল, এরপর যা ঘটিবে তাহা দেখিতে পারিবে না সে, কিছুতেই না।

সহসা পিটারের মনে হয় তাহার পাশেই বজ্রপাত হইয়া গেল, সে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল ধূম-পুঞ্জের মধ্যে একজন ফরাসী বিবর্ণমুখে সেই গর্তের সামনে কি যেন করিতে ব্যস্ত।

এবারে আর দুটি কয়েদীকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে দেখা গেল। ইহারা পিটারের দিকে করুণ কাতর দৃষ্টিতে তাকাইতেছিল, যেন তাহারা অসহায় ভাবে

মানবজাতির কাছে সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে। তাহারা ভাবিতেই পারে না, এই ভাবে তাহাদের জীবন কাড়িয়া লওয়া সম্ভব। এবারেও পিটার অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া থাকে। গুলীর শব্দ যেন এবারে আরো জোরে বাজিয়া ওঠে। তারপর ভীত চকিত দৃষ্টিতে পিটার আর সকলের দিকে তাকায়—সবাই কী এক আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া রহিয়াছে।

এবারে পাঁচ নম্বর এবং ছয় নম্বরের পালা। পিটার ছ-নম্বর কয়েদী। কিন্তু কেবল মাত্র পাঁচ নম্বরকে একাকী লইয়া যাওয়া হইল। পিটার এতই ভয় পাইয়াছিল যে সে বুঝিতেই পারে নাই যে, সে এবং তাহার পরবর্তী নম্বরের কয়েদীরা ফাঁসীর হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। এই পাঁচটি লোকের ফাঁসী দেখাইয়া শিক্ষা দিবার জন্যই তাহাদিগকে এখানে আনা হইয়াছে। পাঁচ নম্বর কয়েদীকে সৈনিকেরা ধরিতেই সে পিটারকে আঁকড়াইয়া ধরে। সহসা পিটারের প্রাণ কাঁপিয়া ওঠে, সে পাগলের মত লোকটাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল। কয়েদীটির বয়স অল্প, সে প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু যূপকাষ্ঠের সঙ্গে বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত চঞ্চলতা শুব্ধ হইয়া গেল, হয়ত' সে বুঝিতে পারিয়াছে যে এ ক্রন্দন বৃথা, অথবা এখনও আশা আছে যে ইহারা হয়ত' এবারে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে।

এতক্ষণে পিটারের মনে কৌতূহল ভয়কে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, সে এবারে আর অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া লইল না। আসামীর দিকে তাকাইয়া উগ্র উত্তেজনায় পিটারের হাত-পা কাঁপিতেছিল, সে যেন আর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। ওদিকে কয়েদীটি নিজেকে অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে, সে কোটের বোতাম আঁটিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, ঠোঁটের কোণে তার তীক্ষ্ণ ক্ষীণ হাসি। পিটার তাহার প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে, সেদিক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইবার শক্তি তাহার নাই। সহসা আদেশ আসিল, বারোটি বন্দুকের গুলী নিঃশেষিত হইল। কিন্তু পরক্ষণে পিটারের স্মরণ থাকে না আর কিছু, তাহার চোখের সামনে সেই তরুণ যুবকের রক্তময় বিকৃত দেহটি বিভীষিকার মত বাঁধনের দড়ি ছিঁড়িয়া মাটিতে লুটাইয়া শরাহত বিহঙ্গের মত ঝটপট্ করিয়া পরক্ষণে স্তব্ধ হইয়া যায়—দীর্ঘকাল এই দৃশ্যটি পিটারকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর সেই সদ্য খোঁড়া গর্তের মধ্যে সেই দেহটি ফেলিয়া দেওয়া হয়—যে সৈনিকেরা এই শাস্তি দিল তাহাদের চোখেমুখে অপরাধীর ক্লান্তি

ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই অপরাধের জন্য তাহাদিগকে হয়ত' আরও বড় বিচারের সম্মুখীন হইতে হইবে এই আশঙ্কাই তাহাদিগের মনকে সশঙ্ক করিয়া তুলিয়াছে। তাড়াতাড়ি মাটি চাপা দিয়া তাহারা হত্যার অপরাধকে গোপন করিতে চায় বোধ হয়।

পিটার ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে যায়, ছেলেটির পা দুটি উপর দিকে মাথাটা নীচের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে, এখনও হয়ত' উহার দেহে প্রাণের কিছু অবশেষ রহিয়াছে, ডানদিকের কাঁধটা একটু দুলিয়া উঠিতেছে থাকিয়া থাকিয়া—কিন্তু মাটি চাপা দিয়া সৈনিকেরা তাহার দেহ ঢাকিয়া দিল। একটি সৈনিক তাহাকে কয়েকবার ডাকিল, কিন্তু পিটার শুনিতে পাইল না রাগে তাহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল, সে স্থির নিশ্চল ভাবে সেখানেই দাঁড়াইয়া থাকে।

পিটার দল ছাড়া হইয়া পড়িল, তাহাকে একটি পরিত্যক্ত মন্দিরে একলা আটক রাখা হইল। সেইদিনই সন্ধ্যার দিকে একজন সহকারী আসিয়া বলিয়া গেল যে, পিটারকে কোন সাজা দেওয়া হইবে না, তাহাকে সামরিকবন্দীদের সঙ্গে রাখা হইবে। সকালের সেই মরণ বিভীষিকা দেখিবার পর হইতে পিটারের স্নায়ুমণ্ডলীতে বিপ্লব ঘটিয়াছে, কোন কথাই যেন তাহার মাথায় ঢুকিতেছে না। রাত্রে মন্দির হইতে একখানা আধপোড়া কুঁড়ে-ঘরে পিটারকে লইয়া যাওয়া হইল, ঘরখানা এতই অন্ধকার যে তার ভিতরে অন্য কোন প্রাণী আছে কি না তাহা বুঝিবার চাক্ষুস কোন সম্ভাবনা নাই। মধ্য হইতে তাহার পাশের লোক-টার গায়ের বিশ্রী গন্ধেই সব প্রথমে পিটার বুঝিতে পারিয়াছিল যে আশেপাশে আরও মানুষ আছে। অন্ধকারের মধ্য হইতে যে প্রশ্ন আসিল তাহার জবাবও সে অন্ধকারেই ছুঁড়িয়া দিল।

এই কুঁড়ে-ঘরেই পিটার তার নবলব্ধ তেইশজন সঙ্গীর সহিত এক মাস কাটাইয়াছিল। পরে অবশ্য একমাত্র প্লেটো ছাড়া ইহাদের কাহারও কথা তাহার মনে ছিল না। প্লেটোর গায়ের বিশ্রী গন্ধটুকু বাদ দিলে মানুষটি খুব সুন্দর রূপের বিচার নহে, গুণের বিকাশে। সকলের ফরমাস খাটিতে প্লেটো, গান শুনাইতে প্লেটো, গালিমন্দ হজম করিতেও সেই প্লেটো—রাশিয়ার মাটির খাঁটি মানুষ এই প্লেটো, ইহাকে কি করিয়া ভুলিবে পিটার!

নিকোলাসের কাছে দাদার অসুখের খবর পাইয়া মেরিয়া রোস্তভদের বাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল, তাহার মাসিমার নিষেধ সত্ত্বেও মেরিয়া যাত্রা করিল। মস্কাউ-এর পথ দিয়া যাওয়া যাইবে না সে পথে ফরাসীদের অত্যাচার চলিতেছে, অতএব অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইবে, তা হোক তবু মেরিয়া যাইবে। কে জানে হয়ত' এই অসুখ হইতে দাদা আর উঠিবে না, একবার চোখের দেখাটুকু অন্ততঃ দেখিতে পাইলেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিত মেরিয়া।

মেরিয়ার সঙ্গে তার ভাইপো যাইবে, দাদা যদি ছেলেকে দেখিতে চান! আর যাইবে বুরিএঁ, ভাইপোর মাষ্টার চাকরবাকর সবাই।

ভরোনেজের শেষ ক'টি দিন মেরিয়ার জীবনের সবচেয়ে মধুর, স্বপ্ন সমাচ্ছন্ন। এখন আর নিকোলাসের প্রতি প্রণয়ের উদ্দামতায় মেরিয়া বিপর্যস্ত হয় না, গভীরতার ভাবরাজ্যে তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে—এখন নিকোলাস মেরিয়ার আত্মার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশাইয়া গিয়াছে। পনেরদিন ধরিয়া পথ চলিবার সময়ে একদিকে ভাইয়ের মরণাপন্ন অসুখের চিন্তা, অন্যদিকে নবানুভূত প্রেমময়তার প্রভাব মেরিয়াকে ভরপুর করিয়া রাখে। মেরিয়া কখনই আশা করে না যে, নিকোলাস তাহাকে বিবাহ করিবে। তার দাদা সারিয়া উঠুন, নাতাশার সঙ্গে দাদার বিবাহ হউক, নিকোলাসদের পরিবারের সঙ্গে মেরিয়ার একটা সামাজিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠুক। দাদার সঙ্গে নাতাশার বিবাহ হইলে অবশ্য নিকোলাসকে মেরিয়া স্বামীরূপে পাইবে না—কারণ রাশিয়ার সামাজিক নিয়মে তাহাতে বাধে। মেরিয়া ভালবাসা দিয়া নিকোলাসকে বাঁধিতে চায় না, নিকোলাসের বন্ধুত্বটুকু পাইলেই সে খুশি।

দিন দিন মেরিয়ার চেহারা কেমন শুকাইয়া যাইতেছে। ঝি-চাকরেরা তাহার অবস্থা দেখিয়া ক্রমশ উদ্বিগ্ন হইয়া ওঠে, বুঝি বা এই দুশ্চিন্তায় মেরিয়া নিজেই শয্যাগত হইয়া পড়িবে।

রোস্তভদের বাড়ির কাছাকাছি গাড়ি আসিয়া পৌঁছিয়াছে, চাকর আসিয়া খবর দিল, "এই একটু আগিয়ে গিয়েই আমাদের বাড়ি দিদিমণি, একেবারে ভল্গা নদীর ধারের অমুক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ওনারা আছেন।"

মেরিয়া স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। যে কথাটা সে শুনিতে চায় তাহার কোন উল্লেখ নাই কেন? তবে কি—। এমন সময়ে বুড়িই প্রশ্ন করে, "আমাদের প্রিন্স কেমন আছেন?"

—"তিনি ওখানেই আছেন ওনাদের সঙ্গে—"

মেরিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইল, তাহ'লে দাদা বেঁচে আছে। লোকটিকে প্রশ্ন করল, "কেমন আছেন তিনি?"

—"চাকরেরা বল্‌লে, ওই একভাবেই চল্‌ছে।"

একভাবে চলিতেছে, একথায় তাৎপর্য কী? সে প্রশ্নটুকু করিতে মেরিয়ার সাহস হয় না। সে একবার ভাইপোর দিকে চাহিয়া দেখিল। ছেলেটি তখন অবাক হইয়া শহরের তাজ্জব চেহারা দেখিতে ব্যস্ত।

মেরিয়া আবার মাথা নীচু করিয়া কতরকম কথাই ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ এক সময়ে গাড়িখানা ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ আওয়াজ করিয়া থামিয়া যায়। গাড়ির সিঁড়ি জুড়িয়া দেওয়া হইল। বাঁদিকে চাহিতেই মেরিয়ার নজরে পড়িল জলের তরঙ্গ রেখা। ওইত ভল্‌গা নদী। ডানদিকে একখানা বাড়ির পৈঠার উপর কয়েকটি চাকর দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের পাশে একটি তরুণী দাঁড়াইয়া, বয়স তার অল্পই কিন্তু তার চেয়ে তাকে অল্পবয়সী দেখায়, রং খুব ফর্সা, ঠোঁটের ডগায় জোর করিয়া টানিয়া আনা হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সোনিয়া।

মেরিয়া আগ্রহভরে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া যায়, সোনিয়া আগাইয়া আসিয়া বলে, "এই যে এইদিকে আসুন।"

পরক্ষণেই এক বর্ষীয়সী মহিলা কতকটা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া মেরিয়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবেগভরে চুম্বন করিলেন, "এস মা, এস। কতদিন থেকে তোমায় দেখবার আশায় বসে আছি—"

মেরিয়া অনুমানে বুঝিতে পারে ইনিই নিকোলাসের মা। তাঁহার প্রীতির আতিশয্যের প্রত্যুত্তরে কিছু একটা বলা দরকার, কিন্তু কি যে বলিবে ঠিক করিতে না পারিয়া নিজের মনের প্রথম কথাটাই বলিয়াই ফেলিল, "দাদা, দাদা কেমন আছেন?"

—"ডাক্তার ত' বল্‌ছে বিপদ কেটে গেছে।" বলিয়া তিনি একবার অসহায়ভাবে ভগবানের উদ্দেশে ঊর্ধ্ব দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

—"কোথায় আছেন? একবার দেখতে পাই না?"

—"হ্যাঁ মা ; পাবে বই কি, এই এলে একটু ব'স। তা এইটি বুঝি আমাদের ইয়ের ছেলে ? বাঃ ভারি মিষ্টি চেহারা ত'। তা আমাদের বাড়ি বেশ বড়ই, কারুর কোন অসুবিধে হবে না মা।"

ছেলেটিকে আদর করিতে করিতে গৃহিণী তাহাকে পাশের ঘরে লইয়া গেলেন, সেখানে সোনিয়া বুরিএঁর সঙ্গে গল্প করিতেছিল।

পরক্ষণে কাউণ্ট আসিলেন মেরিয়াকে অভ্যর্থনা করিতে। আজকাল কাউণ্ট একেবারে বদলাইয়া গিয়াছেন, তাঁর চেহারার উজ্জ্বলতাটুকু নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে, সদাসর্বদাই শঙ্কিত হইয়া চলাফেরা করেন, তাঁহাকে দেখিলে মায়া হয়।

কতদূর হইতে কতদিনের আশা লইয়া মেরিয়া দাদাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছে কিন্তু এণ্ড্র কাছে আসিয়াও ইহাদের সৌজন্যের আতিশয্যে মেরিয়া এখনও পর্যন্ত দাদার দেখা পাইল না। এখন কাউণ্ট সোনিয়ার সঙ্গে মেরিয়ার পরিচয় করাইতে বসিলেন।

নাতাশা এতক্ষণ এণ্ড্রুর ঘরে বসিয়াছিল, খবর পাইয়া মেরিয়ার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। মেরিয়াকে দেখিয়া তাহার চোখে মুখে অগাধ প্রীতির আবেগ উদ্বেল হইয়া উঠিল তাহার প্রেমাস্পদকে যাহারা ভালবাসে তাহারা যে নাতাশার একান্ত প্রিয়। আজ তাহার চোখের কোমল মধুর চাহনী যেন সমগ্র পৃথিবীর আর্তপীড়িতের কল্যাণ কামনায় আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে, এখন শুধু এণ্ড্রুর জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিলিত করিবার কামনাই তাহার একমাত্র কামনা নহে, তাহার চেয়ে বৃহত্তর সেবার ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করাই যেন নাতাশার জীবনের চরম সার্থকতা। প্রথম দৃষ্টিতেই নাতাশাকে দেখিয়া মেরিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়, নাতাশার বিরুদ্ধে তাহার যত অভিযোগ, যাহা কিছু বিদ্বেষ সব মুছিয়া গেল।

নাতাশাই মেরিয়াকে এ যাত্রা বাঁচাইল, বলিল, "চল, ওর কাছে যাবে চল মেরিয়া।" মেরিয়া মুখ তুলিয়া চোখ মুছিয়া লইল, দাদার সামনে কোন রকম দুর্বলতা প্রকাশ হইয়া না পড়ে। যে কথাটা জানিবার জন্য মেরিয়ার মন উতলা হইয়াছিল যে কথার উত্তর ভাষায় মেলে না, নাতাশার চোখের পানে চাহিয়া তাহার উত্তর মিলিল।

মেরিয়ার জিজ্ঞাসু চোখের পানে চাহিয়া নাতাশা কি বলিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। যে কথাটা নাতাশা জানে তাহা বলা ঠিক হইবে কি ? কিন্তু ওই তীক্ষ্ণ চোখের আকুতিমাখা দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবার উপায় নাতাশা

দেখিতে পায় না। অবশেষে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল সে। মেরিয়া সবই বুঝিতে পারে কিন্তু আশা ছাড়িতে সাহসে কুলায় না, সে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কেমন আছে? কতদিন থেকে অবস্থা খারাপ হয়েছে?"

চোখ মুছিতে মুছিতে নাতাশা জবাব দেয়, "চল, চল দেখবে সবই।

মেরিয়ার প্রশ্নের উত্তরে নাতাশা সংক্ষেপে বলিল যে, রোগীর অবস্থা আজ ভালর দিকেই যাইতেছিল, জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল, যন্ত্রণাও অনেক কমিয়াছিল কিন্তু হঠাৎ আবার ঘা বিষাইয়া গিয়া নূতন করিয়া খারাপ উপসর্গ দেখা দিয়াছে।

—"এই আজ দুদিন হ'ল আবার জ্বর হচ্ছে—হঠাৎ কেন জানিনা। এস না তুমি, দেখবে এস।"

—"দাদা খুব দুর্বল হ'য়ে গেছে? খুব রোগা হয়ে গেছে নাকি?"

—"না, সে ধরণের কিছু নয়, এ তার চেয়েও খারাপ। জান মেরিয়া সে এত ভাল, সে এত সুন্দর—এ পৃথিবীতে সে থাকতে পারবে না কিছুতেই।"

আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া নাতাশা মেরিয়াকে আগে যাইবার জন্য পথ ছাড়িয়া দিল। ঘরে ঢুকিবার সময় মেরিয়ার কেবলই মনে হয়, বুঝি বা তাহার মনের সে শক্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া যাইবে, দাদার সামনে সে নিজেকে সংযত রাখিতে পারিবে না।

এণ্ড্রুর এই শান্ত করুণ মাধুর্য যেন মৃত্যুর অগ্রদূত বলিয়া আশঙ্কা হয়, তবু বহুদিন আগেকার বালক এণ্ড্রুর কথা মনে পড়িয়া যায়—এমনি ছোট্ট মুখখানি, এমনই হাসিমাখা মায়াভরা চোখ দুটি, কতকাল পরে আজ আবার মেরিয়া দেখিল। মেরিয়া ভাবিয়াছিল, তার বাবা যেমন শেষ কালে আবেগকম্পিত সান্ত্বনাসূচক কথা বলিতেন, এণ্ড্রুও বুঝি সেই ধরণের কথা বলিবে এবং মেরিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিবে। যাই হোক, মেরিয়া মরিয়া হইয়াই অগ্রসর হইল।

একটা বড় চওড়া সোফাতে আশেপাশে কতকগুলি বালিশ সাজানো রহিয়াছে তাহারই মধ্যে এণ্ড্রুর শীর্ণ দেহখানি পড়িয়া রহিয়াছে। তার হাতে

একখানা শাদা রুমাল, অন্য হাতখানা গালের উপর রাখিয়া, উপরের দিকে চাহিয়া আছে এণ্ড্রু। মেয়েদের ঢুকিতে দেখিয়া এণ্ড্রু সেইদিকে চাহিল। সহসা মেরিয়ার গতি শ্লথ হইয়া গেল, সে যেন আর চলিতে পারে না। ভাই-এর দিকে তাকাইয়া মেরিয়ার হাসিকান্না সকল অনুভূতিই স্তব্ধ হইয়া যায়—সে নিজেকে অপরাধী মনে করে। মেরিয়া নিজের মনেই প্রশ্ন করে, "আমি কি কোন দোষ করেছি?"

এণ্ড্রুর শান্ত শূন্য দৃষ্টি যেন বলিতে চায়, "হ্যা তোমার জীবন রয়েছে, রয়েছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা, সেটা অপরাধ বইকি!" তাহার চোখের গভীর চোখের চাহনী যেন ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে।

—"মেরিয়া, কেমন আছ? এখানে কি ক'রে এলে তুমি? এণ্ড্রুর কণ্ঠস্বরও তাহার চোখের উদাস দৃষ্টির মত নির্লিপ্ত, এ কণ্ঠস্বরের চেয়ে ভয়ার্ত চীৎকারও যেন ভাল ছিল।

—"খোকাকে এনেছ নাকি? আস্তে আস্তে বলে এণ্ড্রু।

—"আচ্ছা, এখন কেমন আছ দাদা?" একথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া অবাক হইয়া মেরিয়া চায়—এখনও তাহার কথা বলিবার শক্তি আছে?

—"সেটা ডাক্তরকে জিজ্ঞেস ক'র ভাই। তা তোমরা এসেছ, এটা খুব ভাল হ'ল বেশ!"

শেষ কথাটা শুনিয়া মেরিয়া বিচলিত হইয়া দাদার হাত চাপিয়া ধরিয়া হাতে চাপ দিল, বলিবার মত কোন কথাই তাহার নাই। এণ্ড্রুও চুপ করিয়া থাকে, একবার শুধু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তারপর স্থির উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে সে।

মেরিয়ার মনে হয়, এ দৃষ্টির মধ্যে জীবনের কোন সাড়া নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই—এ যেন ক্ষণেকের জন্য কোন্ দূর গ্রহলোকের ঊর্ধ্বাকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছে, আবার একটু পরেই মিলাইয়া যাইবে।

হঠাৎ এণ্ড্রু নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলে, "কোথা দিয়ে অদ্ভুত উপায়ে আবার আমাদের দেখা হ'ল।" নাতাশার দিকে চাহিয়া বলে সে, "ও আমার অনেক করছে, দেখতেই ত' পাচ্ছ। এ মিলন···"

মেরিয়া তাহার দাদার মুখে একথা শুনিয়া আরও বিস্মিত হইয়া যায়। কারণ এণ্ড্রু এই ধরণের কথাবার্তা ইতিপূর্বে কখনও বলে নাই, মনের কোমল অনুভূতিকে বাহিরে প্রকাশ করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়াই মেরিয়া জানে।

যে মেয়েকে সে ভালবাসে তাহার সামনে প্রেমের আলোচনা করা এণ্ড্রুর পক্ষে কতদূর অসম্ভব কাজ তাহা মেরিয়া ভাল করিয়াই জানে। তবে কি, আর বাঁচিবার আশা নাই বলিয়া এণ্ড্রু এইভাবে সবকথাই খোলাখুলি বলিতেছে? বোধ হয় তাহাই হইবে।

ক্রমশঃ কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল।

নাতাশা বলিল, "মেরিয়া রিয়াজানের মধ্যে দিয়ে এসেছে, ওদিকে মস্কাউ শহর পুড়ে গেছে কিনা, তাই—।"

নাতাশা যে এভাবে মেরিয়ার নাম ধরিয়া কথা বলিতেছে তাহাতে এণ্ড্রু কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না। সে শুধু বলিল, "ও তাই নাকি।...ইস্, শহরটা পুড়ে গেল, খুব অন্যায়—।"

হঠাৎ মেরিয়ার দিকে ফিরিয়া এণ্ড্রু জিজ্ঞাসা করে, "হ্যাঁ মেরিয়া তোমার সঙ্গে নিকোলাসের দেখা হয়েছিল, না? সে এখানে চিঠি লিখছে, তোমায় নাকি তার খুব ভাল লেগেছে। তা ছাখ তোমারও যদি তাকে তেমন ভাল লাগে ত' বেশ হয়—তুমি ওকে বিয়ে করলেই বেশ মানায়।" কথাগুলি খুব সহজেই এণ্ড্রু বলিল বটে, কিন্তু সামাজিক জীবনে ইহার যে কতখানি গুরুত্ব তাহা উপলব্ধি করিবার অবস্থা তাহার নাই!

—"আমার কথা এখন থাক দাদা।" বলিয়া মেরিয়া নাতাশার দিকে তাকায়।

আবার কিছুক্ষণ নীরবেই কাটে, কেহই কোন কথা বলে না।

এই ভাবে বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকাও যেন কেমন বিশ্রী মনে হয়। হঠাৎ মেরিয়া বলে, "দাদা, তোমার ছেলেকে দেখবে? ও কেবলই তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।" তাহার উত্তরে এণ্ড্রুর ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দেয়। এণ্ড্রু যেন বুঝিতে পারিয়াছে যে এই ভাবে ইহারা তাহার নির্বাণোন্মুখ প্রাণশক্তিকে চেতাইয়া তুলিতে চায়। তাহার ওষ্ঠে বিদ্রূপই ফুটিয়া উঠিয়াছে, আনন্দের অভিব্যক্তি নহে।

অবশেষে সে বলিল, "হ্যাঁ, তাকে দেখতে ইচ্ছা করে। তা, সে ভাল আছে ত'?"

এণ্ড্রুর ছেলে নিকোলাসকে সে-ঘরে আনা হইল। পিতার এই অবস্থা দেখিয়া সে ভয় পাইয়া যায়। বাবাকে কি কথা বলিবে নিকোলাস জানে না,

সে চুপ করিয়াই রহিল—এক একবার তাহার বুকের মধ্যে কান্না ঠেলিয়া উঠে, কিন্তু এ ঘরে আর যাহারা রহিয়াছে তাহারা কেহই কাঁদিতেছে না, তাই দেখিয়া নিকোলাসেরও কাঁদিতে ভরসা হইল না। সে যখন এ ঘর হইতে চলিয়া গেল তখন মেরিয়া তার দাদার বিছানার উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এণ্ড্রু তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলে, "তুমি ওর জন্যে কেঁদ না মেরিয়া, তুমি ত' বাইবেল পড়েছ। তোমার কি মনে পড়ছে না, যে ঈশ্বর জীবসৃষ্টি করেছেন সেই ঈশ্বরই আমাদের সকলের দায়িত্ব বহনের ভার নিয়েছেন। জীবের গতাগতি সুখ-দুঃখ এসবের জন্য তাদের কোন্ প্রাক্তনের কর্ম দায়ী নয়, সবই তাঁর দেওয়া।" শেষের কথাগুলি এণ্ড্রু মুখে উচ্চারণ করে নিজের মনেই ভাবে, "না এসব কথা বললে ওরা বুঝবে না, শুধুই দুঃখ পাবে, যারা বাঁচে তারা ত' জানে না যে, তাদের একান্ত প্রিয় বা অন্তরঙ্গ কোন কিছুর সঙ্গেই তাদের কোন সত্যকার সম্পর্ক নেই। ওদের সঙ্গে আমার যেন পার্থক্য বেড়ে যাচ্ছে।"

তারপর আর এণ্ড্রু কোন কথা বলে না।

এণ্ড্রু জানিত যে তাহার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। শুধু সেই চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় তার দিন কাটে। সেই অমোঘ অজ্ঞাত রহস্য-লোক, সেই চিরন্তন সত্য তাহার নিকটবর্তী হইতেছে, প্রতি ক্ষণে তাহা উপলব্ধি করে এণ্ড্রু। এই কিছুদিন আগেও মরণকে সে ভয় করিত। এর আগে মৃত্যুর সিংহদ্বারে পৌঁছিয়া সে বিভীষিকা দেখিয়াছিল—প্রাৎসেনের যুদ্ধক্ষেত্রে, সেই যেখানে সে দেখিয়াছিল উদার উন্মুক্ত অনন্ত আকাশ, মাথার উপরে নির্মেঘ নিঃসীম নীলিমা… কিন্তু এখন আর সেরকম কিছু মনে হয় না। এখন একদিকে যেমন পরলোকের কল্পনা তাহার মনকে জুড়িয়া রাখিতেছে তেমনি আর একদিকে এই পৃথিবীর প্রতি অনাসক্তি তাহার ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। তাহার মন কেবলই বলিত যে সারা পৃথিবীর মানুষকে ভালবাসিয়া কি হইবে? বিশেষ কোন একটি হৃদয়কে আপনার করিতে না পারিলে বাঁচিয়া লাভ কি? বরোডিনোর যুদ্ধে আহত হইয়া হাসপাতালে আসিয়া যখন জ্ঞান ফিরিল তখন হইতেই

তাহার মনে হইত, "বাঁচি অথবা মরি" তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না।···
তারপর অকস্মাৎ দৈবপ্রেরিতের মত সেদিন গভীর রাত্রে আলো-ছায়ায় মেশানো স্বপ্নের মত সেই রমণীর আবির্ভাব হইল, যাহাকে তাহার সমগ্র অন্তর একান্ত আপনার করিয়া পাইবার জন্য তৃষিত চাতকের মত এতদিন প্রতীক্ষা করিতেছিল। যখন নাতাশার ওষ্ঠ, নাতাশার চোখের জল এণ্ড্রুর হাত স্পর্শ করিল তখন তাহার প্রেম নবায়িত হইয়া এণ্ড্রুকে নূতন করিয়া জীবনের পানে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল। নূতন করিয়া কে যেন তাহার জীবনের বন্ধন দৃঢ়সম্বদ্ধ করিয়া দিল। আজ এণ্ড্রুর জানিতে ইচ্ছা করে আনাতোল বাঁচিয়া আছে কিনা—কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে না কাহাকেও। সেদিন যে আনাতোলকে সে কৃপা ও করুণা করিতে পারিয়াছিল, আজও দেখা হইলে তত সহজে তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিবে কি না এণ্ড্রু বুঝিয়া উঠিতে পারে না—নিজের কাছে এতটা দুর্জ্ঞেয় সে কোন কালেই ছিল না ত'!

জীবনের শেষ দুটি দিন এণ্ড্রু নাতাশাকে অত্যন্ত বেশি করিয়া কাছে চাহিতেছে, নিজের অজ্ঞাতসারে তাহাকে চোখের আড়ালে যাইতে দেয় নাই, এ যেন সেই রহস্যময় অজ্ঞাত শক্তির বিরুদ্ধে জীবধর্মের চরম বিদ্রোহ। নাতাশার দিকে চাহিয়া এণ্ড্রু জীবনের মোহে জড়াইয়া পড়িতে ছিল, কিছুতেই তা রক্তমাংসে গড়া দেহ মৃত্যুকে স্বীকার করিতে চায় না।

সেদিন সন্ধ্যায় এণ্ড্রু একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল জ্বরের ঘোরে রোগীর ঘরে সোনিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ এক সময়ে এণ্ড্রুর মনে হইল ঘরের মধ্যে এক ঝলক আলো আসিয়া পড়িয়াছে। সে বুঝিতে পারে নাতাশা আসিয়া টেব্‌লের পাশে বসিল। নাতাশা আসিয়া চুপিচুপি সোনিয়ার জায়গায় বসিয়া, মাথা দিয়া বাতির আলোটা আড়াল করিয়া বসিল—আলোটা গিয়া এণ্ড্রুর মুখের উপর পড়িতেছিল, পাছে তাহাতে এণ্ড্রুর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় তাই সে ও-ভাবে বসিয়া একটা মোজা বুনিতে লাগিল। কবে একদিন এণ্ড্রু বলিয়াছিল যে, রোগশয্যায় শুইয়া তাহার সেলাই করা দেখিতে খুব ভাল লাগে। সেইদিন হইতে নাতাশা এই মোজাটা বুনিতেছে।

লম্বা কাঁটা-জোড়াকে কেন্দ্র করিয়া নাতাশার সরু সুগঠিত আঙুলগুলি প্রতিনিয়ত চঞ্চলভঙ্গিতে ঘোরা-ফেরা করিতেছে, আর গালের একপাশে বাতির আলো পড়িয়া মুখখানা আরও সুন্দর দেখাইতেছে—এণ্ড্রু সেইদিকে একদৃ

চাহিয়া থাকে। হঠাৎ নাতাশার পশমের গোলাটা হাত হইতে মাটিতে
গড়াইয়া পড়িল, নাতাশা সচকিত হইয়া একবার অপাঙ্গে রোগীর দিকে
তাকাইল, এণ্ড্রুর চোখে আলো লাগিয়া পাছে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এই
ভাবিয়া নাতাশা হাত দিয়া বাতিটা আড়াল করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল গোলাটা
কুড়াইয়া লইবার জন্ম! এণ্ড্রু সবই লক্ষ্য করে, কিন্তু সাড়া দেয় না। নাতাশা
আবার আপনার জায়গায় যখন বসিল তখন তাহার যৌবনকুসুমিত
গুল্মোরগুচ্ছের মত বক্ষ ঘন ঘন নিশ্বাসের ঢেউ-এ দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল।...

পুনর্মিলনের গোড়ার দিকে তাহারা দু'জনে বলিত এই আঁহত হওয়ার
ফলেই আবার পরস্পরকে তাহারা ফিরিয়া পাইয়াছে, ভবিষ্যতে যখন ভাল
হইয়া উঠিবে, নূতন করিয়া নীড় বাঁধিয়া সুখে সংসার করিবে তখন মনে হইবে,
"ভাগ্যিস্ সেবারে অমন অসুখটা হয়েছিল।" কিন্তু আজ আর এণ্ড্রু সেকথা
মনে করিতে পারে না, আজ তাহার মনে শঙ্কা জাগিয়াছে, "তা কি সম্ভব
হবে?" ওই কাঁটা চালানোর সামান্য আওয়াজটুকুও সে শুনিতে পায়।
সেইদিকে চাহিয়া তাহার মনে হয়, "তা যদি না হয় তবে কেন ভগবান আবার
ওর কাছে আমায় টেনে আনলেন? মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওর
ওষ্ঠপ্রান্তে এই যে জীবন-মদিরা, একি তবে মিছে ছলনা? না, না, সেকথা
জানতে চাইনে—আমি যে ওকে এই পৃথিবীর চেয়েও বেশি ভালবাসি, না
বেসে থাকতে পারি না।" রোগীর আর্তনাদে নাতাশা উৎকণ্ঠিত ভাবে
চাহিল। তারপর এণ্ড্রুর মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি বুঝি
ঘুমোও নি!"

—"না, অনেকক্ষণ ধ'রে দেখছি তোমায়। তুমি ঘরে এসেছ টের পেয়েছি—
তুমি এলেই বেশ বুঝতে পারি। ভারি ভাল লাগে, এত খুশি হই, ইচ্ছে করে
একটা কিছু করি—"

নাতাশা আরও একটু কাছে সরিয়া গেল—এণ্ড্রুর মুখ খুশিতে কামনায়
রাঙা হইয়া ওঠে।

সে বলে, "আমি তোমায় খুব ভালবাসি, বড় বেশি। জীবনের চেয়েও
তোমায় ভালবাসি!

—"আর আমি—" বলিয়া মুহূর্তকাল নাতাশা অন্যদিকে চোখ ফিরাইয়া
রইল, "এত বেশি ভালবাস কেন?" প্রশ্ন করে নাতাশা।

—"কেন? আচ্ছা সত্যি কথা বল্‌বে, তোমার কি মনে হয় আমি বাঁচব?"

—"আমি জানি—জানি!" নাতাশা কাঁদিয়া ফেলিল, সে এণ্ড্রুর একটা হাত সজোরে চাপিয়া ধরে, উত্তেজনায় নাতাশা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। এণ্ড্রু কিছু বলে না।

—"তা হ'লে কত ভাল হবে।" নাতাশার হাতে একটি চুম্বনরেখা আঁকিয়া দিয়া এণ্ড্রু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

নাতাশা খুশিতে ঝলমল করিয়া ওঠে। কিন্তু তাহার মনে পড়িয়া যায় বেশি উত্তেজনায় সর্বনাশ হইতে পারে।

—"না, না এবারে তুমি একটু ঘুমোও, বলছি কথা শোন—একটুও না ঘুমোলে শরীর খারাপ হবে যে।"

এণ্ড্রু আর একবার নাতাশার হাত চাপিয়া ধরিল। তারপর নাতাশা নিজের জায়গায় গিয়ে বসে।

একটু ঘুমাইবার পর এণ্ড্রু আবার জাগিয়া উঠিল।

তাহার মনে হয়, "প্রেম—প্রেম কি। মৃত্যুকে অস্বীকার করার নামই প্রেম, জীবন! আমি যা কিছু জানি, যা কিছু শিখি সবই সেই ভালবাসার সহায়তায়। জীবনের সর্বত্র প্রেম পরিব্যাপ্ত। প্রেমই ঈশ্বর, প্রেমের একটি কণিকা চূর্ণ রেণু রেণু হয়ে যাওয়ার নামই মৃত্যু—সেই কণিকা আমি—প্রেমের মহাসমুদ্র হ'তে আমার জীবন এসেছে সেইখানেই লয় হবে!" এই সব স্বপ্নের মধ্যেই এণ্ড্রু সান্ত্বনা পায়। এই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে তাহার দুর্বল মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সে আবার ঘুমায়।...স্বপ্নের মধ্যে সে দেখে, তাহার শরীর সারিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে কতলোক দেখা করিতে আসিয়াছে, সে তাহাদের কত বড় বড় বই-এর বাণী শুনাইতেছে...কিন্তু আবার তাহার দৃষ্টি গিয়া পড়ে একটা দরজার দিকে, ওই দরজাটা সে কি বন্ধ করিয়া দিতে পারে না? তাহার সমস্ত সঞ্চিত শক্তির সাহায্যে কোনরকমে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবারে তাড়াতাড়ি গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, নতুবা মৃত্যু আসিয়া খোলা দরজা দিয়া ঢুকিয়া পড়িতে পারে। মৃত্যুভয়ে তাহার সমস্ত শক্তি কোথায় লুপ্ত হইয়া যায়, খোলা দরজাটা বন্ধ করা হয় না। একটি প্রাণী ঘরে আসিয়া ঢুকিল। এণ্ড্রু উহাকে চেনে, ওই ত' মৃত্যু। মৃত্যু তাহার কাছে আগাইয়া আসিতেছে এখনই তাহাকে পলায়ন করিতে হইবে নহিলে মৃত্যু—। বার বার শত চেষ্টা

করিয়াও মৃত্যুকে পরাস্ত করিতে পারে না এণ্ড্রু। এবারে এণ্ড্রুর মৃত্যু হইল।... কিন্তু পরক্ষণেই ঘুম ভাঙ্গিয়া সে চোখ মেলিয়া দেখিল, সে ঘুমাইতেছিল, মরে নাই...“হ্যাঁ মৃত্যু এসেছিল, নিশ্চয়ই সে এসেছিল। তবে কি মৃত্যুই জাগরণ?” এতদিন যে চেতনা সুপ্ত ছিল মৃত্যুর স্পর্শে তাহার কি জাগরণ হইল তবে!... আবার এই লইয়া এণ্ড্রুর মনে কল্পনার জাল-বোনা চলিল।

নাতাশা তাহার কাছে আসিয়া কি যেন জিজ্ঞাসা করিল, এণ্ড্রু তাহার কথা ঠিক বুঝিতে পারে না, শূন্য দৃষ্টিতে নাতাশার পানে চাহিয়া থাকে।

এণ্ড্রুর অন্তিম মুহূর্ত শান্ত, স্থিরভাবেই কাটিয়া গেল। পুরোহিতের কাছে আত্মনিবেদন করিবার সময়ও সে শান্তই ছিল। তাহার ছেলেকে যখন কাছে আনা হইল তখন পুত্রকে চুম্বন করিয়া সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইল। সকলে যখন বলিল, “ছেলেকে আশীর্বাদ কর।” সে আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সকলের মুখের পানে চাহিল, “আর কিছু বলবে আমায়?” তাহার দৃষ্টিতে এই প্রশ্ন। নাতাশা আর মেরিয়া তাহাকে ধরিয়া বসিয়াছিল, সেই অবস্থাতেই এণ্ড্রু শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

তার কিছু পরে মেরিয়া চুপিচুপি বলে, “শেষ হয়ে গেছে।”

নাতাশা ঝুঁকিয়া পড়িয়া আগ্রহভরে মৃতের চোখের দিকে চাহিয়া, শান্ত স্থির চোখ দুটি হাত দিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

শবাধারে শোয়াইবার সময় সবাই আসিল শেষ বারের মত এণ্ড্রুকে দেখিতে। এই ভয়াবহ দৃশ্যে শিশুপুত্রটি শিহরিয়া উঠিল। সবাই কাঁদিল। গৃহিণী এবং সোনিয়া কাঁদিল নাতাশার কথা ভাবিয়া। কাউণ্ট কাঁদিলেন নিজের জন্য—অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাকেও এইভাবে যাইতে হইবে। নাতাশা এবং মেরিয়াও কাঁদিল —তাহারা নিজের দুঃখে কাঁদে নাই, কি যেন এক অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে তাহারা না কাঁদিয়া থাকিতে পারিতেছে না।

ঐতিহাসিকেরা যে যাহাই বলুন না কেন, ঘটনার সংস্থানের মূলে কোন মানুষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটিয়াছে বলিয়া সেই ঘটনার জন্য সেই ব্যক্তিকে দায়ী করা যায় না। আপাতদৃষ্টি দেখিলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে নাপোলেঁওই, এতবড় অভিযানকে এতবড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কোন অদৃশ্য শক্তির বিধানে যে এই অবশ্য-সম্ভাব্য অভিযান সম্ভবপর হইয়াছিল তাহা আমরা সঠিক জানিনা, তবে এটুকু স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে, সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার ফলেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল, প্রকৃতির অজ্ঞাতনিয়মের অমোঘ ইঙ্গিত-ই ইহার একমাত্র কারণ—। এককালে মানুষের মনগড়া হিসাব দিয়া মানুষ বিচার করিত, পৃথিবী স্থির নিশ্চল এবং এই পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া সূর্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। কিন্তু একদিন তাহার সে ভ্রান্ত ধারণা অপসারিত হইয়া সত্য তথ্যটুকু ধরা পড়িল—এই আবিষ্কারের মূলে রহিয়াছে মানুষের জিজ্ঞাসা, মানুষের নিজের বিচারশক্তির উপর অনাস্থা এবং প্রকৃতির নিয়মকে জানিবার আগ্রহ। তেমনি আমরা যে দিন ইতিহাসের ঘটনার মূলে নিজেদের বিচারশক্তি প্রয়োগ করার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইবে সেইদিন হইতে সত্য আপনার স্বরূপে ধরা দিবে। আপন বিচার বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন মন লইয়া সত্যের সন্ধান করিতে গিয়া মানুষ আদিকাল হইতে ব্যর্থতার আবর্জনাই বাড়াইয়াছে। সে সব কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিই জানিবার চেষ্টা করিব, তাহার কারণ নহে—।

বরোডিনোর যুদ্ধের পর মস্কাউ শহর পুড়িয়া ভস্মস্তূপে পর্যবসিত হইবার পর ১৮১২ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের সবচেয়ে বড় ঘটনা (ঐতিহাসিকের মতে) রুশদের রিয়াজানের পথ ছাড়িয়া কালুগার দিকে যাত্রা। অবশ্য এই বিচক্ষণতার জন্য ঐতিহাসিকেরা রুশদের খুব প্রশংসা করেন। তবে তাহারা মোটেই অতশত ভাবিয়া কিছু করে নাই, তাহারা দেখিল খাদ্য-সম্ভার পাইতে হইলে রিয়াজানের দিকে তাকাইয়া লাভ নাই, অতএব তাহারা কালুগার পথে চলিল। বরোডিনোর যুদ্ধে যে রুশদের জয় হইয়াছিল একথাটা কুতুজভ্ বিশ্বাস করিতেন মনে-প্রাণে। তিনি জানিতেন যে নাপোলেঁও বরোডিনোতে রীতিমত জখম হইয়াছেন এবং

বর্তমানে ফরাসীদের নিষ্ক্রিয়তাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তারপর যখন লরিস্টনকে কুতুজভের কাছে পত্র দিয়া পাঠাইলেন তখন রুশ সেনাপতি আরও স্থির নিশ্চয় হইলেন। নাপোলেঅঁ যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতে ছিল—প্রিয় প্রিন্স, কুতুজভ, আমার এ-ডি-কং জেনারেলকে পাঠালাম কতগুলি দরকারী বিষয় আলোচনা করবার জন্য। ইনি যা যা বল্‌বেন সব কিছুই সত্য জানবেন। আপনার সম্বন্ধে বরাবরই আমি আস্থা পোষণ ক'রে এসেছি। আজও এই কামনাই করি যে পরমেশ্বর আপনার কল্যাণ করুন, ভগবান আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন থাকুন। এ পত্রের অন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নেই। ইতি—নাপোলেঅঁ", মস্কাউ, অক্টোবর।

"বর্তমানে রুশজাতির যে মনোভাব তাহাতে আমি আমাদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব করিতে অক্ষম। ভবিষ্যতে ইহার জন্য আমাকে অভিশাপ কুড়াইতে হইবে।" সংক্ষেপে কুতুজভ, এই জবাব দিলেন। কারণ তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন নাপোলেঅঁ মুখে যাহাই বলুন না কেন আসলে তাঁহার ক্ষমতা রীতিমত হ্রাস পাইয়াছে।

একমাস ধরিয়া পশ্চাদপসরণে রুশ বাহিনী যথেষ্ট বিশ্রাম পাইল। আর ফরাসী সৈন্যরা লুঠতরাজ করিতে করিতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। চারিদিক হইতে খবর আসিতে লাগিল যে ফরাসীরা আগেকার মত সুসম্বদ্ধ অবস্থায় নাই, তাহাদের মধ্যে ভাঙন ধরিয়াছে। মাঝে মাঝে ছোটখাট গরিলা যুদ্ধে রুশ চাষীরা ফরাসীদের পরাস্ত করিয়াছে এখবরও আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে রুশদের সাহস ও শক্তি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

পিটার্সবার্গ হইতে সম্রাটের নির্দেশ আসিতেছে এবং কুতুজভ, কতকটা সেই মতেই রুশ বাহিনী পরিচালনা করিতেছেন। তবে অতদূর হইতে যে আদেশ আসে তাহা ষোলআনা পালন করা কঠিন, এই কথাই কুতুজভ, বারবার বলেন। প্রধান সেনাশিবিরে আভ্যন্তরীণ অবস্থা অধুনা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে কুতুজভের সঙ্গে তাঁহার অব্যবহিত অধীনস্থ কর্মচারী বেন্নিগসেনের মতবিরোধ, তার উপর আর একদিকে সম্রাটের বিবিধ বিষয়ে হস্তক্ষেপ—আবহাওয়া ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছে। প্রত্যেকটি সেনাপতির মধ্যেও একটা রেষারেষি চলিতেছে, সুযোগ পাইলে একে অপরকে অপদস্থ করিতে ছাড়েনা। প্রত্যেকরই বিশ্বাস যে তিনিই এতবড় বাহিনীকে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহার শক্তিই সকলের চেয়ে বেশি।

৬ই অক্টোবর সম্রাট কুতুজভকে এক চিঠি লিখিলেন, সে চিঠি পৌছাইবার আগেই কিন্তু তারুটিনোর যুদ্ধ হইয়া গেল।

তিনি লিখিয়াছিলেন, "আজ একমাস কাল মস্কাউ শত্রু হস্তে। আজ পর্যন্ত আপনি আমাদের রাজধানী পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টাই করেন নাই বরং আরও পিছু হটিয়া গিয়াছেন। খবর পাইলাম যে, প্রায় দশ হাজার ফরাসী সৈন্য পিটার্সবার্গের পথে অগ্রসর হইতেছে, তাছাড়া শত্রু-বাহিনীরা একদল সৈন্য তুলা আক্রমণের আয়োজন করিতেছে—আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, তুলাতে আমাদের যুদ্ধাস্ত্রের বড় গুদাম আছে। আরও দুইটি দল দুই দিক দিয়া আমাদের বাহিনীকে বিপন্ন করিবে বলিয়া আসিতেছে। আমি জানি নাপোলেঁও নিজে এখনও মস্কাউতে আছে। এ অবস্থায় যদি শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ না করেন তবে ভুল করিবেন—কারণ এইভাবে বহুধাবিভক্ত শত্রুসৈন্য শক্তিতে নিশ্চয়ই রুশবাহিনীর কাছে দুর্বল প্রতিপন্ন হইবে। নতুবা বুঝিব আপনি এতদিন চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, শক্তিসঞ্চয়ের দিকে মনোযোগ দেন নাই।

ভবিষ্যতে রুশজাতি আপনার কাছে কৈফিয়ৎ চাহিবে—কেন বিনা যুদ্ধে রাজধানী ছাড়িয়া দিয়াছেন। অবশ্য আমি নিজে কোনদিন আপনার কাজের সমালোচনা করি নাই বরং আপনাকে পুরস্কৃত করিবারই চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আজ সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমার অনুরোধ, আপনি পূর্ণ শক্তিতে জাতির সাফল্যের জন্য চেষ্টা করুন। ইহা অনুরোধ নহে, দাবী। আপনার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাঁছে এ দাবী করিবার অধিকার আছে বই কি।"

এই পত্র প্রধান শিবিরে পৌছিবার আগেই কিন্তু যুদ্ধ হইয়াছিল কারণ কুতুজভ্ আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন নাই।

অক্টোবরের চৌদ্দ তারিখে একটি কশাক শিকার করিতে গিয়া বনের মধ্যে ফরাসী সৈন্য দেখিতে পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া সেনাশিবিরে খবর দিল। সেনাপতি মহলে এ সংবাদ রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল—সকলেই বেন্নিগ্সেনকে ধরিয়া বসিল প্রধান সেনাপতিকে যুদ্ধে রাজি করাইতে হইবে।

বেন্নিগ্সেন একটু হাসিয়া জবাব দিলেন, "তোমাদের কথায় মনে হচ্ছে, যদি বা যুদ্ধ হ'তে পারত' সেটা আর হবে না। আর আমি যা বল্‌ব তিনি তার বিপরীত কাজ করবেন, একথা কি তোমাদের জানা নেই।"

কশাকটির কথা কতদূর সত্য তাহা জানিবার জন্ত একজন স্কাউটকে বনের মধ্যে পাঠানো হইল, তাহারও ফিরিয়া আসিয়া জানাইল একদল ফরাসী সৈন্ত কাছাকাছিই ঘাঁটি করিয়াছে। পরে জানা গিয়াছিল সে দলটি ম্যুরার ছিল।

এদিকে, রুশ শিবিরের প্রত্যেকটি সৈন্ত ও সেনাপতি অনেকদিন বসিয়া থাকিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা যুদ্ধ করিতে চায় সে কথা বেন্নিগ্‌সেন সম্রাটের কাছে জানাইয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া কুতুজভ্ বুঝিলেন, এবারে আর যুদ্ধের আদেশ না দিলে চলিবে না। অগত্যা তিনি ইস্তাহার পাঠাইলেন যুদ্ধ হইবে।

১৭ই অক্টোবর যুদ্ধ হইবার কথা ছিল। তার আগের দিন সৈন্যদের প্রস্তত হইবার জন্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়া দিলেন। এই যুদ্ধের সময়ও কিভাবে যুদ্ধ হইবে না হইবে তাহার পূর্ব পরিকল্পনা প্রস্তত হইয়া গেল। কিন্তু কয়েকজন সেনাপতি ইচ্ছা করিয়াই, কুতুজভকে অপদস্থ করিবার জন্যই, এধার-ওধারে ফুর্তি করিয়া বেড়াইলেন এবং যথাসময়ে দেখা গেল যে সৈন্যদের প্রস্তত হইবার জন্ত তাঁহারা কোন আদেশ দেন নাই।

কুতুজভ্ তাহাদের এ চক্রান্ত বুঝিতে পারেন নাই, তিনি পরদিন ভোর বেলায় উঠিয়া প্রার্থনা সারিয়া সাজপোষাক করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। বলা-বাহুল্য যে যুদ্ধের উপরে তাঁহার কিছুমাত্র আস্থা নাই এবং তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আজিকার এই যুদ্ধ হইতেছে বলিয়া তিনি মনে মনে অপ্রসন্ন রহিয়াছেন।

তারুতিনোতে যুদ্ধ হইবার কথা। পথে যাইতে যাইতে কুতুজভ্ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া ঢুলিতেছিলেন, এবং মাঝে মাঝে তাহারই ফাঁকে কান পাতিয়া শুনিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন দূরে কামানের আওয়াজ হইতেছে কিনা। তারুতিনোর কাছাকাছি আসিয়া তিনি দেখিলেন কয়েকটি ঘোড়সওয়ার তাহাদের ঘোড়াকে জল খাওয়াইবার জন্ত হাঁটাইয়া লইয়া যাইতেছে। গাড়ি থামাইয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোন্ সেনাদলের? সেনাদলের নাম শুনিয়া তাঁহার মাথা গরম হইয়া গেল, "সে কী, এতক্ষণে তোমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হবার কথা।" কুতুজভ্ ভাবিলেন হয়ত' ভুল হইয়া থাকিবে, হয়ত' ইহাদের কাছে ঠিকমত ইস্তাহার পৌছায় নাই। কিন্তু আরও কিছুটা আগাইয়া তিনি

দেখিলেন একদল গোলন্দাজ স্বচ্ছন্দে বসিয়া বসিয়া খাবার খাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে ইহারা যুদ্ধের কথা কিছুই জানে না।

ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জন করিলেন কুতুজভ, "কি!" তখনই ইহাদের কর্ণেলকে ডাকাইলেন।

গাড়ি হইতে নামিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রধান সেনাপতি পায়চারী করিতে লাগিলেন—ঘন ঘন নিশ্বাসে তাঁহার বিপুল দেহ দুলিয়া উঠিতেছে। অতঃপর যখন কর্ণেলটিকে সামনে পাইলেন তখন দিক্‌বিদিক জ্ঞানরহিত হইয়া কুতুজভ তাহাকে যা নয় তাই বলিয়া গালাগালি দিলেন। কিছুক্ষণ বকিবার পর কুতুজভের মনে হইল, কে জানে হয়ত' আড়ালে ইহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবে, কথাটা মনে হইতেই তিনি নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইলেন। এদিকে রাগে তাঁহার সারা শরীরে যেন অসহ যন্ত্রণা হইতে লাগিল—সেই অবস্থায় তিনি গাড়িতে উঠিলেন।

পথেই তাঁর ক্রোধ সংযত হইয়াছিল। তিনি শান্তভাবেই বেন্নিগ্‌সেন ও অন্যান্য সেনাপতিদের কৈফিয়ৎ এবং অনুনয় বিনয় শুনিলেন। অবশেষে স্থির হইল পরদিন যুদ্ধ হইবে।

পরদিনও যথাসময়ে সব দল অকুস্থলে পৌছিতে পারে নাই। অবশ্য তাহারা আজ ভোর হইবার অনেক আগেই যাত্রা করিয়াছে, কিন্তু কেহই ঠিক গন্তব্য স্থানটি জানে না। আজিকার এই নৈশযাত্রায় আইনকানুন খুব কড়াকড়ি—কথা কওয়া, ধূমপান করা, এমনকি দিয়াশলাই জ্বালানো পর্যন্ত নিষিদ্ধ। একমাত্র ভারী ভারী আগ্নেয়াস্ত্রের কলকব্জার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না, ভিজা মাটির উপর দিয়া নীরবে সৈন্যদল চলিয়াছে। এই স্তব্ধতার মধ্যে যেন একটি মোহের আবেশ আছে, সকলেই বেশ খুশি মনে পথ চলিতেছে। সারারাত ধরিয়া সবাই চলে, এবং নিজেদের আন্দাজ মত কোন এক জায়গায় থামিয়া যায়, মনে করে এইখানেই যুদ্ধ হইবে। আসল জায়গায় একমাত্র সেনাপতি অর্লো পৌছিয়াছিলেন। সে তাহার সৈন্য লইয়া একটা ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করিতেছিল। অর্লো একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। একটা গোলমালে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি দেখিলেন একটি ফরাসী সৈনিককে ঘিরিয়া ধরিয়াছে অনেকগুলি রুশ সৈনিক। ব্যাপার কী। তারপর শোনা গেল, ফরাসীটি নিজের দল ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে—সে পোলদেশীয়

লোক বলিয়া নাকি তাহার উপরওয়ালারা তাহার সহিত দুর্ব্যবহার করে এবং সেইজন্যই তাহার পদোন্নতি হয় নাই। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে চলিয় আসিয়াছে ফরাসীদের উপর প্রতিশোধ লইবে বলিয়া। এখন তাহার বক্তব্য যদি রুশ সেনাপতি তাহাকে একশত সৈন্যও সঙ্গে দেন তাহা হইলে সে ম্যুরাকে বন্দী করিয়া আনিতে পারে। ম্যুরা নাকি এখান হইতে মাইল খানেকে মধ্যেই আছে। এ প্রস্তাবটি খুব লোভনীয়। অবশেষে আর সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অর্‌লো গেরকভ্-এর সঙ্গে দুই দল সৈন্য দিলেন এবং তাহাদে সঙ্গে লইয়া সেই পোল্‌দেশীয় লোকটি চলিয়া গেল।

গেরকভ্ চলিয়া যাইবার পর কিন্তু অর্‌লোর সন্দেহ হইল, লোকটা প্রতারণ করিল না ত'? ক্রমশই তাঁহার মনে সংশয় বাড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মনে হইল, এত দেরি হইতেছে কেন উহাদের। তিনি অনেক চে করিয়াও উহাদের কোন হদিস পাইলেন না, তখন আপন মনেই বলিলে "তাইত' বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে।" তাঁহার বিশ্বাস হইল যে পোলদেশীয় লোক তাঁহাদের ঠকাইয়াছে, এখন গেরকভকের কি অবস্থা হইবে এই ভাবিয়া অর্‌লো অস্থির হইয়া উঠিলেন। অমনি গের্‌কভদের ফিরাইয়া আনিবার জ লোক পাঠান হইল। কিছুক্ষণ পরে গেরকভ্ ফিরিয়া আসিল সদলবলে।

ফরাসী শিবিরে তখনও সবাই নিদ্রামগ্ন ছিল এমন সময়ে তাহাদের প্রহ সেনা সংবাদ দিল, রুশেরা আসিতেছে। কশাকদের দেখিয়া প্রহরীরা অনুম করিয়াছে যে, ইহার পশ্চাতে বৃহত্তর বাহিনী আছে। এখবর পাইয়া যেখানে ছিল কয়েক মিনিটের মধ্যে পাগলের মত হইয়া ছুটাছুটি করি লাগিল। হঠাৎ এই বিপদের মুখে পড়িয়া প্রথমে সকলেই হতচকিত হইয়া যা

অর্‌লোর বাহিনীই প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। তাহারা যদি সরাস ফরাসী শিবির আক্রমণ করিত তাহা হইলে অনায়াসেই ম্যুরাকে বন্দী করি পারিত। কিন্তু তাহারা আশে পাশের দিকে নজর দেওয়াতে ম্যুরা পলাইব সুযোগ পাইল।

কেহই কোন আদেশ কানে তোলে না, নিজের ইচ্ছামত ফরাসীদের ত ছাড়াইতে লাগিল। অর্‌লোর দল মোট দেড়হাজার ফরাসী সৈন্যকে ব করিল। আটত্রিশটি কামান, তাছাড়া ঘোড়া ও অন্যান্য জিনিসপত্র তাহা অধিকার করিয়াছিল। রুশ সৈন্যদের মধ্যে এইসব জিনিসপত্র ভাগবাঁটোয়

লইয়া গোলমাল বাধিয়া গেল। ইত্যবসরে ফরাসীরা নিজেদের অবস্থা সামলাইয়া লইয়া অর্লোকে আক্রমণ করিল। অর্লো আশা করিয়াছিলেন যে আরও সৈন্যবল আসিয়া যাইবে কিন্তু তাহা না আসিতে তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না।

গোলন্দাজেরা ভুল পথে অনেকদূরে চলিয়া যাওয়ার ফলে সৈন্যরা যে উদ্যম ও উৎসাহ লইয়া যাত্রা করিয়াছিল পুনরায় পথ উজাইয়া আসিবার সময় তাহাদের সে উৎসাহ নিভিয়া গেল এবং তাহারা এবারও যুদ্ধের ত্রিসীমানায় পৌছিতে পারিল না।

সেনাদলের মধ্যে এতরকমের গোলমাল দেখিয়া কুতুজভ্ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মিলোরাভোভিচ্কে বলিলেন, "তোমরা কেবল আক্রমণ করবার কথা ব'লে থালাস, কিন্তু কাজের বেলায় ত' দেখি না কাউকে।" আর একজনকে এক ধমক দিয়া বলেন তিনি, "কেন, আজ সকালে তোমরা ম্যুরাকে বন্দী করতে পারতে ত'। তা নয় বেলা বারোটা বাজিয়ে সব হাজির হ'লে!"

এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে ফরাসীদের পক্ষের আরও দু'জন সৈন্য আসিয়া গিয়াছে। সকাল হইতেই কুতুজভ্ তাঁহার বাহিনী লইয়া একটু দূরে দূরে ছিলেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে আজিকার যুদ্ধে কেবল লোকক্ষয় হইবে, লাভ হইবে না কিছু।

খবরটা শুনিয়া কুতুজভ্ চুপ করিয়া থাকেন। অন্যান্য সেনাপতিদের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আর আক্রমণের আদেশ দেন না।

তারপর যখন শুনিলেন ম্যুরার বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতেছে, তখন তিনি স্থির করিলেন এবারে সম্মুখে আগাইয়া যাইতে হইবে। কুতুজভ্ আদেশ দিলেন, "আক্রমণ কর। তবে একটা কথা প্রত্যেক একশ গজ এগিয়ে যাবার পর আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।"

সেদিন যুদ্ধের মূলে ছিলেন অর্লো, কিন্তু তাহার ফলভোগ করিলেন কুতুজভ্ আর বেন্নিগ্সেন্। যাহারা মরিল তাহাদের কথা কেহ জানে না, রাখে না, আর যাঁহারা পুরস্কৃত হইলেন তাঁহারা যুদ্ধ না করিয়াই পুরস্কার পাইলেন।

তারুতিনোর যুদ্ধে একটা কথা বোঝা গেল যে, ফরাসীদের শক্তি বিলক্ষণ হ্রাস পাইয়াছে। এই কথাটা সেদিন বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই পরবর্তী কালে রুশেরা সুবিধা করিতে পারিয়াছিল।

বরোডিনোর যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া নাপোলেওঁ সগৌরবে মস্কাউতে প্রবেশ করিলেন—বিজয়ী তিনি অবশ্যই হইয়াছিলেন নতুবা তাঁহার সেনাদল আগাইয়া আসে কি করিয়া! রুশেরা প্রচুর খাদ্য রসদ ও ঐশ্বর্য ফেলিয়া রাখিয়া রাজধানী ছাড়িয়া গিয়াছিল। তারপর একমাস সময় পাইয়াও নাপোলেওঁ নিজের বাহিনীকে সুসংবদ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন নাই বরং এই একমাসের নিষ্ক্রিয়তায় বিপরীত ফল ফলিয়াছিল। ফরাসী বাহিনীর মত কুশলী সৈন্যদলকে হাতে পাইয়াও যে নাপোলেওঁকে রাশিয়া ছাড়িয়া আসিতে হইল তাহার একমাত্র কারণ তাঁহার যোগ্যতার অভাব। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, মস্কাউতে যে খাদ্যবস্ত্র ছিল তাহাতে সমগ্র ফরাসী বাহিনীর অন্ততঃ ছ' মাসের ভরণ-পোষণ হইতে পারিত। এই অবস্থায় নাপোলেওঁর মত বিশ্ববিখ্যাত সুদক্ষ অভিযানকারী যে সে-সবের সুযোগ গ্রহণ করিলেন না কেন তাহা কেহ জানে না। যদি তিনি ফরাসী বাহিনীর লুঠতরাজ বন্ধ করিয়া পোষাক তৈরী করাইয়া দিতেন, ভাল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে সৈন্যরা সংঘবদ্ধ থাকিত, বিশ্রাম করিয়া নবোদ্যমে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিত, হয়ত' পিটার্সবার্গ পর্যন্ত আগাইয়াও যাইতে পারিত, নিতান্ত কিছু না করিলেও মস্কাউ অধিকার করিয়া দীর্ঘকাল থাকিয়া রুশেদের পদানত করিতে পারিত, কিন্তু নেপোলেওঁ সে-সব না করিয়া সেনাদলকে যথেষ্ট বিচরণের সুযোগ দিলেন। তাহারা লুটপাট করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর যাহারা কুতুজভকে আক্রমণ করিবার জন্য আগাইয়া গেল তাহাদের কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না, তাহারা যুদ্ধ না করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশ্য ইহার জন্য নাপোলেওঁর অযোগ্যতাকে দায়ী করা যায় না। আমরা যেমন স্বীকার করি না যে, একমাত্র নাপোলেওঁর দুর্জয় বাসনাবলেই ফরাসীবাহিনী মস্কাউ পর্যন্ত ধাবিত হইয়াছিল, তেমনি আমরা ফরাসী বাহিনীর শোচনীয় দুর্গতির জন্যও কেবলমাত্র নাপোলেওঁর অযোগ্যতাকে দোষী করি না। এই দুই ক্ষেত্রেই তাঁহার শক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব সামান্যতম সাধারণ সৈনিকের চেয়ে কিছুমাত্র বেশি নহে। সব কিছুর মূলে সেই এক অদৃশ্য শক্তির অমোঘ নিয়মানু-

স্থিতিকে স্বীকার করা ছাড়া আমাদের কোন পথ আছে বলিয়া জানা নাই।

ঐতিহাসিকেরা যদি মনে করেন যে এতদিন পর্যন্ত নাপোলেওঁর বিচক্ষণতা এবং দূরদৃষ্টিই ফরাসীদের বিজয়ী করিয়াছে এবং আজ মস্কাউতে আসিয়া সেই তীক্ষ্ণধার বুদ্ধিটুকু তাঁহার হারাইয়া গেল, তাহা হইলে তাঁহারা ভুল করিবেন। কারণ মিশরে নাপোলেওঁ যে নিপুণতার পরিচয় দিয়া সেখানকার প্রজাদের জয় করিয়াছিলেন রাশিয়াতে আসিয়াও তিনি অনুরূপ নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, যাহার বলে তিনি ইতালী, অস্ট্রীয়া, প্রাশিয়াকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন তাহার ষোলআনাই মস্কাউতে দেখাইতে ছাড়েন নাই।

আমরা রুশদেশবাসী আজ সগৌরবে তাঁহাকে বিচার করিবার অধিকারী। কারণ তাঁহার কাছে বশ্যতা স্বীকার করিতে হয় নাই আমাদের,—এই বিচারের যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে আমাদের দেশকে, আমাদের জাতিকে। আমাদের বিচার বুদ্ধি কোন দিক দিয়াই কৃপা-করুণার মোহে অস্বচ্ছ থাকিতে পারে না। আজ অকপটেই বলিতে পারিব মস্কাউতে নাপোলেওঁর স্বভাবসুলভ বুদ্ধি বিচক্ষণতার কোন অভাব ঘটে নাই। যথা নিয়মে ইস্তাহার, বিজ্ঞপ্তিতে দাক্ষিণ্য ও সুসংস্কারে বাণী দিয়া তাহার মহত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন—শহরে লোক নাই বলিয়া তিনি মোটেই দমিয়া যান নাই, রাজধানীর অগ্নিতাণ্ডবে তাঁহার মন বিচলিত হয় নাই, পরাভূত রাজ্যের প্রতিনিধিরা তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিতে আসে নাই বলিয়া তিনি হতাশায় ক্ষুব্ধ হইয়া পথ ভুল করেন নাই। শত্রুর গতিবিধির দিকে নাপোলেওঁর লক্ষ্য ঠিকই ছিল, সেনাবিভাগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল, নবলব্ধ রাজ্যের পরিচালনা পদ্ধতিতেও নিপুণতার পরিচয় দিয়াছিলেন তিনি।

মস্কাউতে পা দিয়াই নাপোলেওঁ তাঁর এক বিচক্ষণ সেনাপতির উপর শত্রুপক্ষের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখিবার ভার দিলেন এবং ম্যুরাকে পাঠাইলেন কুতুজভের অবস্থা বুঝিবার জন্য। তারপর ক্রেমলিন দুর্গ সুরক্ষিত করিলেন, পরে রুশরাজ্যের অভ্যন্তরে কিভাবে অভিযান চালান হইবে সে সম্বন্ধে আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সম্রাট্‌ আলেকজান্দারকে, "প্রিয় ভাই, বন্ধু" সম্বোধন করিয়া এক পত্র

লিখিলেন, এই পত্রে তিনি মস্কাউ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার জন্ত রোস্তপ্‌শীনকে তিরস্কার করিলেন। সেই সঙ্গে লিখিলেন কি ভাবে বর্তমানে মস্কাউ-এর উন্নতি সাধন ও শান্তিবিধানে সময় অতিবাহিত করিতেছেন।

তিনি রুশ-রাজদরবারে দূত পাঠাইলেন সন্ধি স্থাপনের জন্ত। এদিকে রোস্তপ্‌শীনের উপর প্রতিশোধ লইলেন তাহার বাড়ি পুড়াইয়া দিয়া। মস্কাউ শহরে নূতন মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া নাপোলেওঁ এক বিজ্ঞপ্তি দিলেন, "মস্কাউ-এর অধিবাসীবর্গ! তোমাদের অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে, এজন্তে সম্রাট্ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। অবশ্য যত শীঘ্র সম্ভব সম্রাট্ প্রজাদের অসুবিধা অপসরণের ব্যবস্থা করিবেন। ইতিমধ্যে তিনি অপরাধীদের শান্তিবিধানের দ্বারা প্রজাদের কল্যাণ করিয়াছেন, প্রজাসাধারণের নিরাপত্তার জন্ত ইহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল বই কি। শীঘ্রই শহরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত এক মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হইবে, পুলিশের ব্যবস্থাও করা হইতেছে। ধর্ম উপাসনার সুব্যবস্থার জন্ত বিভিন্ন মতাবলম্বীদের গির্জা খোলা হইয়াছে, সেখানে যে কেহ গিয়া স্বচ্ছন্দে উপাসনা করিতে পারে। দেখা যাইতেছে যে বহু প্রজা আবার শহরে ফিরিয়া আসিতেছে, তাহাদের সাহায্য-কল্পে সম্রাট্ যথেষ্ট আয়োজন করিতেছেন। এইসব বিষয়ে নাগরিকদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে নগরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিবে।"

তা ছাড়া চাষীরা যাহাতে শহরে আসিয়া জিনিসপত্র কেনাবেচা করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া নাপোলেওঁ প্রতিশ্রুতি দিলেন তৎসত্ত্বেও কেহ আসিল না। তিনি বিজ্ঞপ্তি দিলেন, ফরাসী সৈন্তরা যেন নিয়মিতভাবে প্রত্যহ নিজের দলে থাকিয়া প্রত্যহ কুচ-কাওয়াজ করে, কিন্তু তাহাও যথাযথ-রূপে প্রতিপালিত হয় নাই।

সেনাদলের মধ্যে উৎসাহ উজ্জীবিত করিবার জন্ত নাপোলেওঁ মাঝে মাঝে রাস্তায় বাহির হইতেন, পুরস্কার বিতরণ উৎসব করিতেন। নাট্যশালায় অভিনয়ের ব্যবস্থাও তিনি করিতে ভোলেন নাই। মহানুভবতার পরিচয় দিতে গেলে যাহা করা সম্ভব তাহার কোনটাই নাপোলেওঁ করিতে ছাড়েন নাই। এমন কি শেষে নিজের সেনাদলের অত্যাচারের কথা শুনিয়া অনবরত এই বিজ্ঞপ্তি দিতে লাগিলেন যে, যদি কোন সৈনিক লুঠতরাজ করিয়া রুশদের ক্ষতিগ্রস্ত করে তবে তাহাকে কঠোর শাস্তি পাইতে হইবে।

তবু এত করিয়াও কিন্তু কোন ফল হইল না। সম্রাট্ আলেকজান্দার নাপোলেঅঁর প্রেরিত কোন দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই, তাঁর চিঠির কোন জবাবও আলেকজান্দার দেন নাই। এদিকে নগরীর অস্থায়ী অত্যাচারীদের শাস্তি দেওয়ার পর মস্কাউ শহরের বাকী অংশ পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও লুঠতরাজ বন্ধ হইল না, এই সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মাথায় যাহাদের বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহারাও লুঠতরাজ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ধর্মায়তনের অবস্থাও আগের মতই রহিল, একদিন একটি পুরোহিত প্রার্থনা করিতেছে দেখিয়া কোথা হইতে জনৈক ফরাসী সৈনিক তাহাকে চড় মারিয়াছিল। আর একটি ঘটনায় প্রকাশ যে, একদিন রাত্রে এক মন্দিরে ফরাসীরা দরজা ভাঙিয়া ভিতরে ঢুকিয়া বইপত্র ছিঁড়িয়া নষ্ট করিয়াছিল, তাহার ফলে ধর্মমন্দিরগুলি পরিত্যক্ত জনশূন্যই থাকিয়া যায়, সেখানে উপাসনা করিবার লোক নাই, মন্ত্রপাঠ করিবার পুরোহিতও নাই। নাট্যশালায় অভিনয়ের অবস্থাও ইহার চেয়ে কম শোচনীয় নহে, যাহারা অভিনয় করিতে আসিয়াছিল তাহাদের সামান্য যা কিছু ছিল তাহাও ফরাসীরা কাড়িয়া ছিনাইয়া লইয়াছিল। নাপোলেঅঁ যে কাগজের টাকা চালু করিবার চেষ্টা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা চলে নাই, কাগজের টাকা ত' দূরের কথা রূপার টাকাও কেহ আজকাল লইতে চায় না, একমাত্র সোনার মোহর ছাড়া প্রসন্ন মনে কোন মুদ্রা কেহ গ্রহণ করে না মস্কাউতে।

নাপোলেঅঁর শাসনতন্ত্র যে কতদূর অক্ষম ছিল তাহার সব চেয়ে বড় প্রমাণ, তিনি নিজের সৈন্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে পারেন নাই। তৎকালীন সামরিক ইস্তাহারে দেখা যায়, "শহরে অরাজকতা এখনও রহিয়াছে। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। ব্যবসায়-পত্র বন্ধ রহিয়াছে। যে সব জিনিস কেনা বেচা হইতেছে তাহার ষোল আনা চোরাই এবং বিক্রেতারা সামরিক বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।"

"শহরের অবস্থা অপরিবর্তিত। সৈনিকেরা এখনও জিনেভুপুরে রাহাজানি করিয়া বেড়াইতেছে।"* (৯ই অক্টোবর)

"লুঠতরাজ পুরাদস্তুরে চলিতেছে। আমাদের এ অঞ্চলে একদল ডাকাত ভীষণ অত্যাচার করিতেছে, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য সশস্ত্র সেনাদল প্রয়োজন। (১১ অক্টোবর)।"

"বারবার তাঁহার কঠোর আদেশ অমান্ত করাতে সম্রাট্ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। সম্রাটের রক্ষী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত সৈন্যদের মধ্যেও ইদানীং নীচতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।"

"বারবার" বারণ করার পরও কয়েটি সৈনিক ক্রেম্‌লিন্ দুর্গের মধ্যে, সম্রাটের জানালার সামনেই জঘন্যরকমের নোংরামি করিতেছে, তাহাদের এই ঔদ্ধত্যে সম্রাট্ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এই ভাবে আবহাওয়ার প্রভাবে এতবড় একটা বাহিনী নষ্ট হইতে লাগিল। তাহারা নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডাকিয়া আনিল। যদি সংযত ভাবে তাহারা থাকিত তাহা হইলে হয়ত' ফরাসীদের ইতিহাস কলঙ্কিত হইত না।

এই অবস্থার কোন পরিবর্তনই হয় নাই, একভাবেই লুঠপাট অরাজকতা চলিতেছিল কিন্তু হঠাৎ যখন খবর পাওয়া গেল যে স্মলেন্‌স্ক-এর পথে একদল ফরাসী সৈন্যকে রুশেরা বন্দী করিয়াছে তখনই ফরাসীদের মনে কেমন ভয় ঢুকিল। তারপরই তারুতিনোর যুদ্ধের খবর আসিল।

আর অপেক্ষা করিতে ভরসা হইল না। নাপোলেওঁ হুকুম দিলেন, 'এবারে যাত্রা কর।'

দেখিতে দেখিতে মানুষের চেয়ে সম্বলের বোঝা ভারী হইয়া উঠিল। যে যাহা পারিল সঙ্গে লইল। নাপোলেওঁও রত্নাদি অসবাবপত্র সব আত্মসাৎ করিলেন। এতদিনের অভিজ্ঞতায় তিনি ভাল করিয়াই জানেন যে, পথ চলিতে গেলে এত লটবহর সঙ্গে নেওয়া উচিত নহে, কিন্তু লোভ সংবরণ করা তাঁহা পক্ষে সম্ভবপর হইল না।

ভীত সন্ত্রস্ত পশু যেমন প্রাণভয়ে পলায়ন করে তেমনিভাবেই ফরাসীবাহিনী মস্কাউ হইতে যাত্রা করিল। তারুতিনোর যুদ্ধের কথা শুনিয়া বীর নাপোলেওঁ বুদ্ধি-ভ্রংশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ মনে হইয়াছিল, কে যেন তাঁহার তলপেটে ছুরি বসাইয়া দিয়াছে। তাই ঝড়ের মত যেমন তিনি আসিয়াছিলেন তেমনি বেগে পুনর্যাত্রা করিলেন। সেই রণবিধ্বস্ত শ্মশান প্রান্তর দিয়া ফরাসী বাহিনী মৃত্যুযাত্রা হইল, ফিরিবার পূর্বে নাপোলেওঁর একবারও একথা মনে হয় নাই যে পথে যাইতেছেন সে পথের আকাশবাতাস তাঁহারই বাহিনী প্রচণ্ড আঘাতে মরুভূমিতে পরিণত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে—সে পথে করাল কঠিন মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছে।

অক্টোবরের আঠার তারিখ। সকালে উঠিয়া পিটার তাহাদের বন্দীশালার দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটা খোঁড়া কুকুর লইয়া খেলা করিতেছিল। কুকুরটা কবে কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। সে নিত্য রাত্রিবেলায় প্লেটোর পায়ের নীচে পরমানন্দে ঘুমায় এবং দিনের বেলায় শহরে অভিযানে বাহির হয়—তবে রাত্রিবেলায় এই বন্দীশালায় ফিরিতে তাহার কোন দিনই ভুল হয় না। যার যা খুশি সেই নামেই ইহাকে ডাকে। ইহার গলায় বকলস দেওয়া নাই, নামেরও বালাই নাই, কিন্তু তাহাতে হতভাগার এতটুকু মন খারাপ হয় না।—না আছে একটা মনিব, না আছে নাম, অথচ দিনরাত ইহার আনন্দেই কাটে। তিন পায়ের আনন্দেই কুকুরটা মশগুল, সর্বদা উহার চোখে কৌতুকের হাসি।

কুকুরটাকে সবাই পছন্দ করে, বৈচিত্র হিসাবে ইহার সঙ্গ ভালই লাগে।

বর্তমানে পিটারের পোশাকের অবস্থা শোচনীয়, পূর্বকালের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ছেঁড়া ময়লা শার্টটা এখনও রহিয়াছে, পরনে একটা সৈনিকদের প্যাণ্ট, গোড়ালির উপর দড়ি বাঁধা—প্লেটোর পরামর্শে পিটার বাঁধিয়াছে, ইহাতে নাকি শরীরটা গরম থাকে। বলাবাহুল্য যে, তাহার চেহারার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, গালভর্তি দাড়ি, মুখের সে ঔজ্জ্বল্য আর নাই তবে দেহের পুরুষোচিত গঠন এখনও অপরিবর্তিতই আছে, টুপীর পাশ দিয়া ময়লা চুলের জটা নামিয়াছে, চোখের চাহনী আগের চেয়ে অনেক শান্ত, তাহাকে দেখিলে আর অনায়াসে বিলাসী বলিয়া মনে হয় না বরং সুস্থ, স্বাস্থ্যবান, শ্রমশীল মানুষ বলিয়া মনে হয়। সে খালি পায়ে দাঁড়াইয়া আছে। দৃষ্টি তাহার সম্মুখের এই রাস্তার দিকে, যে পথ দিয়া সৈন্যরা চলিয়াছে ঘোড়ায় চড়িয়া, চলিয়াছে বড় বড় গাড়ি মাল বোঝাই দিয়া, তার ওপাশে ওই যে নদীর স্বচ্ছ ধারা বহিয়া যাইতেছে, চকচকে রূপালী সে জলের রং, পিটার সেইদিকে চাহিয়া আছে। এদিকে কুকুরটা খেলার ছলে তাহার হাতটা কামড়াইতেছে।

আকাশ-বাতাসে একটা হাল্কা শরতের উজ্জ্বল চাপল্যের আভাষ। কোথাও কোন মেঘের চিহ্ন নাই পরিষ্কার নীল আকাশ একমাত্র শরতেরই আকাশ,—

যেদিকে চাহিলে মানুষের মন স্বভাবতঃই একটা কিছু করিবার জন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে, যে আকাশের প্রতিচ্ছায়া দিক্‌দিগন্তরেখায় আপনার প্রভাব ছড়াইয়া দেয় এ সেই আকাশ, এ আকাশ একমাত্র শরতের নির্মেঘ রৌদ্র-করোজ্জল দিনেই আত্মপ্রকাশ করে। ওই দূরে পাহাড়ের সারিতে রোদ পড়িয়াছে, পাহাড়তলীর গ্রামগুলি জাগিয়া উঠিয়াছে, মন্দিরের শিখরদেশ দেখা যাইতেছে নদীর ওপারে, পথের ধূলায় রোদ পড়িয়া বালুকণা চিক্‌চিক্ করিতেছে। স্বচ্ছ আকাশের নীচে কৃষ্ণ নিষ্প্রভ গাছগুলি দেখিলেই মনে হয় এ দৃশ্য মনোরম, কিন্তু তারপর যখন দৃষ্টি গিয়া পড়ে ওই বাড়িগুলির ভগ্নস্তূপের দিকে তখন মনে হয় কোন্ বহু পুরাতন ভগ্ন, বিধ্বস্ত, ইতিহাস জীর্ণ কঙ্কাল-রাজ্যের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম।

একটি ফরাসী সৈনিক তামাক খাইতে খাইতে পিটারের কাছে আসিয়া বলে, "দেখেছ আজ সকালটা ভারি সুন্দর। আহা এইরকম দিনে কি আমাদের কথা বলার সময় পাব?" তারপর সে মুখের পাইপটা পিটারের দিকে আগাইয়া দিয়া বলে, "একটু তামাক ইচ্ছে কর?"

তাহার উত্তরে পিটার জবাব দেয়, "না।"

রোজই এই সৈনিকটি পিটারকে তামাক খাইতে বলে এবং একই জবাব দেয় পিটার।

তারপর পিটার জিজ্ঞাসা করে, "আজ কি খবর আছে?"

সৈনিকটি বলিল যে, শহর হইতে সৈন্তরা চলিয়া যাইতেছে, হয়ত' বন্দীদের কোন একটা বন্দোবস্ত আজই হইয়া যাইবে। সে কথা শুনিয়া পিটার বলিল "তোমার মনে আছে সোকোলভের কথা! বেচারী বড্ড ভুগছে, ওর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।"

"তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমাদের অনেক গাড়ি রয়েছে এই সব জরুরী কাজের জন্তে। তুমি একটিবার শুধু কাপ্তেনকে মনে করিয়ে দিয়ো তার কিছু ভুল হয় না। বিশেষ ক'রে তোমার জন্তে সে সব কিছু করতে পারে।"

যে কাপ্তেনটির কথা হইতেছিল সে প্রায়ই পিটারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, পিটারকে তার বেশ ভাল লাগে। কাপ্তেনের বিশ্বাস পিটার একজন পণ্ডিত এবং উঁচু বংশের ছেলে।

সৈনিকটির সঙ্গে পিটারকে কথা বলিতে দেখিয়া অনেকে আসিয়া দাঁড়াইল

খবর শুনিবার জন্য। ওদিক হইতে আর একটি ফরাসী সৈনিক আসিয়া পিটারকে নমস্কার করিয়া বলিল, "প্লেটো আছে। প্লেটো মানে যাকে আমি জামা তৈরী করতে দিয়েছিলাম, সে কি এই ঘরে থাকে?" সপ্তাহ খানেক আগে সৈনিকদের জামার কাপড় এবং জুতা তৈরীর জন্য চামড়া দেওয়া হইয়াছে, সৈনিকেরা রুশ বন্দীদের দিয়ে নিজের কাজ গুছাইয়া লইতেছে।

প্লেটো একটা শার্ট হাতে করিয়া হাজির হইল, "এই নাও তোমার জামা, তৈরী হ'য়ে গেছে।" গায়ে তার একটা শতছিন্ন যৎপরোনাস্তি ময়লা শার্ট ছাড়া আর কিছু নাই, মাথার চুলগুলি একফালি ন্যাকড়া দিয়া ওপর দিকে ঝুঁটি বাঁধা।

ফরাসীটি জামা হাতে লইয়া একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তারপর চারিদিকে চোখ বুলাইয়া চট্ করিয়া গায়ের কোটটা খুলিয়া নূতন শার্টটা গায়ে চড়াইয়া যেন একটু খুশি হইয়া উঠিল।

প্লেটো সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলে, "বাঃ বেশ মানিয়েছে।"

ফরাসী বলিল, "ঠিক আছে, এখন দাও দিকিন্ কি ছাঁট্ কাপড় বাঁচল।"

প্লেটো যেন তাহার কথা শুনিতেই পায় না, সে আপন মনে বলে, "দু'দিন যাক গায়ে দিতে দিতে, তখন আরও ভাল মানাবে!"

ফরাসীটিও ছাড়িবার পাত্র নহে, তাহার কথা সে ভুলিতে রাজি নহে, সে বলে, "কই হে, যা ছাঁট্ কাপড় বেঁচেছে সেটা দাও।"

পিটারের মনে হইল প্লেটো বুঝি ফরাসী কথাটা বুঝিতে পারিতেছে না, তাই সে প্লেটোকে নিজের ভাষায় বুঝাইয়া দিল কথাটা। তখন নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্লেটো ট্যাক হইতে ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া দিয়াই পিছন ফিরিল। ফরাসীটি এই সামান্য এতটুকু পুঁটলি হাতে করিয়া পিটারের দিকে চাহিয়া নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িল। তারপর সে ডাকিল, "শোন, এই প্লেটো এটা তুমি রাখ।"

প্লেটো কাপড়ের টুকরাগুলি পাইয়া খুশি হইয়া উঠিল, "এই ন্যাখ লোকে ওদের নিন্দে করে, কিন্তু মানুষের মত মানুষ আছে বই কি। সত্যিকার ধার্মিক না হ'লে কি নিজের পরনের কাপড় জোটে না! এমন দুর্দিনে লোকটা আমার এই টুকরোগুলো উপহার দিয়ে যেতে পারে!"

খুশিমনে প্লেটো কুঁড়ের মধ্যে চলিয়া গেল।

আজ চারসপ্তাহ কাল পিটার এই বন্দীশালায় রহিয়াছে। অবশ্য ফরাসীরা তাহাকে এই সাধারণ বন্দীদের দল হইতে সরাইয়া উচ্চতম অফিসার মহলের বন্দীশালায় লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল কিন্তু পিটার তাহাতে রাজি হয় নাই। ফলে তাহাকে চরম দুর্গতির মধ্যে দিন কাটাইতে হইয়াছে, তবুও তাহার স্বাস্থ্যসম্পদ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই, সবই সহিয়া গিয়াছে। কোন্ মাদুমন্ত্রের প্রভাবে পিটারের মানসিক স্থৈর্য ও শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে—সে যেন নূতন মানুষ হইয়াছে, এতদিন ধরিয়া তাহার মন যে শান্তির সন্ধানে ঘুরিয়া মরিয়াছে সেই অভীপ্সিত প্রশান্তি অযাচিতভাবে আজ কি আপনা হইতেই ধরা দিল। আজ পিটারের বিশ্বাস হইয়াছে যে, মানুষের যত অশান্তি, যত অস্থিরতা তাহার মূলে রহিয়াছে ধন-সম্পদ প্রাচুর্যের অভিশাপ। দীর্ঘদিন ধরিয়া মুক্তিদূতদলের সেবা করিয়া, জনকল্যাণের চেষ্টা করিয়া, আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া, আনন্দ উৎসবের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়া, কিম্বা নাতাশার প্রতি গভীর আকর্ষণের মধ্য দিয়া পিটার যে মানসিক শান্তির যে ব্যর্থ সন্ধান করিয়াছে, তাহার দেখা পাইল এই প্লেটোর মধ্যে। যেদিন তাহার চোখের সামনে বন্দীদের গুলী করিয়া মারিতে দেখিয়াছে সেইদিন হইতে পিটারের মনে চঞ্চলতা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন আর সে বড় বড় কথা লইয়া মাথা ঘামায় না, রাশিয়ার বর্তমান অবস্থা, রাজনীতির সূক্ষ্ম তত্ত্ব, অথবা নাপোলেঁওকে খুন করার বাসনা কিছুই আর তাহাকে লুব্ধ করে না। আজ তাহার স্ত্রীর কথা মনে হইলে রাগ হয় না—ব্যাভিচার করিয়া যদি তাঁর পত্নী পিটারের পরিবারকে কলঙ্কিত করে তাহাতেই বা পিটারের কি আসিয়া যায়! আজ যদি প্রচারিত হইয়া পড়ে যে পিটার বেজুখভ্ বন্দী হইয়াছে তাহাতেও পিটার কিছুমাত্র বিচলিত হইবে না।

আজ একটা কথা পিটারের বার বার মনে পড়ে, সেটা এণ্ড্রুর কথা। বেচারী এণ্ড্রুর ধারণা পৃথিবীতে কোথাও আনন্দ নাই, শান্তি নাই—এই যে মানুষের শান্তি ও আনন্দের প্রতি সহজাত আকর্ষণ তাহার মূলেই বিধাতা অশান্তি ও অতৃপ্তির বীজ রোপণ করিয়া দিয়াছেন। এণ্ড্রু বলে সেই বাসনাকে অতিক্রম করিলেই হয়ত' শান্তি মিলিতে পারে। কিন্তু পিটার আজ সে কথা অস্বীকার করে—এণ্ড্রুর মতবাদ বিষাদময়তার প্রভাবে আচ্ছন্ন। তাহার আজ ধারণা

হইয়াছে মানুষের কেবলমাত্র সামান্য সাধারণ প্রয়োজনগুলি সাধিত হইলেই মানুষের মন প্রফুল্ল থাকে, সে সুখী হয়,—আতিশয্যের চাপে তাহার স্বাভাবিক স্থৈর্য হারাইয়া যায় বলিয়াই এত অশান্তি বিশ্বময়।

বন্দীজীবনের প্রথম রজনী পোহাইয়া যে প্রভাত হইল সেই প্রভাতই তাহার নবজীবনের উদয়তীর্থ। সেদিন সকালে দরজার সামান্য ছিদ্র দিয়া পৃথিবীর যে বিরাট মহিমময় সৌন্দর্য সে দেখিল, সেদিন ধূলিধূসর তৃণদলের শিশিরবিন্দুতে যে মুক্তার সন্ধান পাইল সে, সেদিনের সূর্যোদয়ের কিরণবিচ্ছুরণে তৃণদলকে যেমন হাসিতে দেখিল, ওই দূর পাহাড়ের শিখর চূড়ায় মেঘ কুয়াসা অতিক্রম করিয়া যে প্রভাতের প্রথম রজত শুভ্র আলোক-সম্পাত পিটার দেখিল তাহার তুলনা নাই, তুলনা নাই!...সেই নবোদিত জীবনের আনন্দ আলোক তাহার মনকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে, তাহার শক্তি যেন দিন দিন শতগুণ বাড়িতেছে। এই শক্তির বলেই সে আজ তাহার বন্দীজীবনের সঙ্গীদের প্রতি দরদী।

ফরাসীদের পশ্চাদপসরণ শুরু হইল ১৮ই অক্টোবর রাত্রিবেলায়। তাহারা কুঁড়ে, তাঁবু যা যেখানে ছিল সমস্ত ভাঙ্গিয়া গুটাইয়া মালগাড়ি বোঝাই করিতে লাগিল। পরদিন সকাল সাতটায় সৈন্যরা জুতাজামা পরিয়া, পিঠে মালপত্রের ঝুলি ঝুলাইয়া পংক্তিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। ওদিকে বন্দীদের কুঁড়েতেও সবাই নিজের নিজের যৎসামান্য পুঁজিপাটা গুছাইয়া লইয়াছে, কেবল কর্তৃপক্ষের আদেশের অপেক্ষা করিতেছে তাহারা। বেচারী শকোলভ্ করুণ, আর্দ্র নয়নে চাহিয়া আছে। সে বিছানায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। তাহার কাতরকণ্ঠের আর্তনাদের দিকে কেহই ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না, সে অবসর কই! একমাত্র পিটার তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে। পিটারের পায়ে এক জোড়া জুতা, এটা প্লেটো নিজে হাতে তৈরী করিয়া উপহার দিয়াছে তাহাকে।

পিটার বলিতেছে, "তুমি আমার কথা শোন, বুঝলে শকোলভ্, ওরা ত' আর একেবারেই চ'লে যাচ্ছে না। এখানে হাসপাতালে রেখে যাচ্ছে ওরা, তুমি বরং সেখানেই থাক, শুধু শুধু আমাদের সঙ্গে গেলে কি যে হ'ত তোমার তার ঠিক নেই, তার চেয়ে এ বেশ ভাল হবে, তুমি থেকেই যাও।"

—"হায় ভগবান, শেষে আমার কপালে এই ছিল। বেঘোরে প্রাণটা

গেল। দোহাই ভগবান আমায় বাঁচাও।" বলিয়া সে চীৎকার করিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, "আমি যাব আমি যাব,—যাই গিয়ে বলি, নিজেই যাই—"

পিটার বাধা দিয়া বলে, "না, না আমি যাচ্ছি। দেখি ব'লে ক'য়ে কিছু করা যায় কিনা।"

ঠিক সেই সময়ে একটি সৈনিক আসিয়া বন্দীদের নাম হাজিরা লইতে লাগিল। গতকাল যে সৈনিকটি পিটারকে ধূমপানে আপ্যায়িত করিতে চাহিয়াছিল এ সেই লোকটি—কিন্তু আর তাহাকে চেনা যাইতেছে না, এমন সাজ পোশাকের বহর।

পিটার তাহাকে বলিল, "তা হ'লে সেই অসুস্থ লোকটির কি ব্যবস্থা হবে ?

সৈনিকটি এমন ভঙ্গিতে চাহিল যেন পিটারকে আজ এই প্রথম দেখিতেছে সে। তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিড় বিড় করিয়া কি যে বলিল ভাল বোঝা গেল না। তবে তাহার হাবভাব দেখিয়া পিটার তাহা অনুমান করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপন মনেই বলিল, "আবার সেই পাশবিক প্রভাবে এরা আচ্ছন্ন হয়েছে!" মানুষের এ চেহারা দেখিলে পিটার শিহরিয়া ওঠে, এ চেহারায় মানুষকে খুন করিতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে সেই কাপ্তেনটি আসিল। তাহাকে দেখিয়া পিটার মনেমনে কিছুটা আশান্বিত হইয়া বলিল শকোলভের কথা। কিন্তু কাপ্তেনও তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না, কঠিন দৃষ্টিতে পিটারের দিকে চাহিয়া কাপ্তেন বলিল, "চল জলদি।"

তবু পিটার আর একবার কাপ্তেনের করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করে।

এবারে কাপ্তেন গর্জিয়া উঠিল, "তা আমি কি করব ?"

—"লোকটা মরণাপন্ন!" পিটার বলে।

—"যা বল্‌ছি তাই কর তুমি।" কাপ্তেন আবার গর্জন করে।

তারপর দামামা ভেরীর আওয়াজে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল।

পিটারের মনে হয়, এ মানুষগুলির অন্তর কঠিন আঘাতে চূর্ণবিকৃত হইয়া গিয়াছে—নতুবা ইহারা এমন হৃদয়হীন হইল কেমন করিয়া।

২৩

বহুদিন পরে বন্দীরা পথে বাহির হইয়া রাজধানীর ধ্বংসস্তূপ দেখিয়া কেহ বা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, কেহ চীৎকার করিয়া খেদোক্তি করিতে লাগিল, কেহবা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। একটি উপাসনা মন্দিরের দেওয়ালে একটি মৃতদেহ খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে, মুখে তার কালি মাখানো দেখিয়া অনেকে দাঁড়াইয়াছিল। পিছন হইতে ফরাসী কাপ্তেন হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "চল, চল হাঁ ক'রে দেখছ কি?" বলিয়া, যা নয় তাই গালাগালি দিতে লাগিল এবং একজনকে তলোয়ারের ভোঁতা দিক দিয়া কয়েক ঘা পিটাইয়া দিল।

পিটারকে আজ অপেক্ষাকৃত উঁচুদরের বন্দীদের দলে দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ অফিসারদের সঙ্গে কিছুক্ষণ তাহারা বিনা বাধায় আগাইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা গুদামের সামনে আসিয়া আটকাইয়া গেল, পাশের সরু পথটা দিয়া কতকগুলি গাড়ি আসিয়া সম্মুখে রাস্তা আটকাইয়াছে। তারপর আবার সেতুর সামনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। সামনে এবং পিছনে যতদূর দৃষ্টি যায় মালগাড়ি, ঘোড়া, আর ঘোড়-সওয়ার ছাড়া কিছু দেখা যায় না।

পুল পার হইয়া ফাঁকা জায়গায় পড়িয়া পথের পাশে বন্দীদের আরও কয়েক-ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। রাস্তা দিয়া শকটসমারোহের অবিশ্রান্ত ঘর্ ঘর্ শব্দ বাতাসকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। একটা পোড়াবাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়া পিটার সেই শব্দ শোনে, তার দু'চারজন সঙ্গী আবার দেওয়াল বাহিয়া খানিকটা উঁচুতে উঠিয়া চারিধারে চোখ বুলাইয়া লইতেছে।

"উঃ কী ভিড়, যেন জনসমুদ্র! মাইরি কামানের গাড়িতেও এতটুকু ফাঁক নেই! দেখেছ কি রকম সব দামী দামী 'ফার কোট'—শালারা লুঠ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে! ইস্! আবার এই ভাখ, একটা দেবীমূর্তি—এ আর দেখতে হবে না, এই ছোটলোক জার্মানদের কাজ! বদমায়েস! এমন ক'রে বোঝাই করেছে যে গাড়ি মানুষ কিছুই নড়তে পারছে না। আচ্ছা, এর পর কী? এর শেষ নেই রে বাবা! সারা দিনরাত ধ'রে চলবে। ওরে, বাপ্ রে, মেয়েছেলেও রয়েছে দেখছি! ওই ভাখ সব রুশ মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছে গাড়ি বোঝাই ক'রে!

বন্দীরা সবাই একসঙ্গে হুমড়ি খাইয়া ঝুঁকিয়া পড়ে, পিটারের অবশ্য তার দরকার হয়না, সে দলের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা, এমনিতেই সে দেখিতে পায়, তিনটি গাড়িতে শুধু স্ত্রীলোক, খুব সাজগোজ করিয়া রঙ্ মাখিয়া চীৎকার করিতেছে। এসব দেখিয়া পিটার আর বিচলিত হয় না, যে মুহূর্ত হইতে তাহার মন বুঝিতে শিখিয়াছে যে, কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবেই মানুষ কাজ করে, সেই মুহূর্ত হইতে সে কিছুতেই বিস্মিত হয় না, দুঃখ পায় না; ওই যে, গির্জার দেওয়ালে মৃতদেহ খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে, এই যে মেয়েগুলি চলিয়াছে বিদেশীর সঙ্গে নিরুদ্দেশে, ওই দগ্ধ নগরীর চিহ্ন দেখা যাইতেছে, এ সবই পিটার বেশ সহজভাবে দেখিতেছে। এ সবের দিকে তাকাইয়া তাহার মন যেন বৃহত্তর যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে চায়। মেয়েদের গাড়িগুলি চলিয়া গেল তারপর একদল সৈন্য, মাল-গাড়ি, যাত্রীবাহীগাড়ি কামানের গাড়ি, তারপর আরও অসংখ্য সৈন্য আসে, তাদের মধ্যে কিছুকিছু রমণীও রহিয়াছে।

অনেকক্ষণ এইভাবে অপেক্ষা করিতে হয়। আস্তে আস্তে পিটারের মন এই জনতা হইতে সরিয়া, আত্মস্থ হইয়া পড়ে—পিটার যেন আর কিছুই দেখিতে পায় না, মাঝে মাঝে বিপুল কোলাহলের একটা ঢেউ আসিয়া তাহার সমাধি ভঙ্গ করে।

অবশেষে তাহাদের কাপ্তেন আগাইয়া আসিলে সঙ্গে সঙ্গে বন্দীদের আবার পথ চলা শুরু হইল। তাহারা স্মালুগার পথ ধরিল, এবারে আর কোথাও দাঁড়ান নয়, বিশ্রাম নয়, সূর্যাস্ত পর্যন্ত পথ চলিতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় তাহারা থামিল। ঘোড়ার লাগাম খুলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল, আর মানুষেরা চীৎকার করিতেছে। পরস্পর ঝগড়া গালাগালির বিরাম নাই। আজ রাত্রে মুক্ত তারা-ভরা আকাশের নীচেই ঘুমাইবার ব্যবস্থা।

হঠাৎ একটা মারামারির ধুম পড়িয়া গেল। একটি চাকার ধাক্কা লাগিয়াছিল—অমনি দল পাকাইয়া মারামারি শুরু হইয়া গেল। ফলে একটি জার্মান অফিসারের মাথা ফাটিল। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যেন এতটুকু সুযোগ পাইলে মারমূর্তি হইয়া উঠিতেছে, কথা কহিতেও ভয় করে। সারাদিন পথ হাঁটিয়া সবাই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সকালে বন্দীদের সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করা হইয়াছিল, রাত্রে তার চেয়ে ঢের বেশি দুর্ব্যবহার শুরু হইল। বন্দীদের ঘোড়ার মাংস খাইতে দেওয়া হইয়াছে।

ছোট বড় সকলেই যেন বন্দীদের দেখিলেই বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাকায়। তারপর বন্দীদের নাম ধরিয়া হাজিরা লইয়া যখন দেখা গেল যে, একজন উধাও হইয়াছে তখন কাপ্তেন ক্ষেপিয়া গেল। আর একজন বন্দী বুঝি দলছাড়া হইয়া একটু দূরে ছিল, ব্যাস, যত রাগ গিয়া পড়িল তাহার উপর। বন্দীটিকে মারিয়া আধমরা করিয়া তবে কাপ্তেন খানিকটা স্বস্তি পাইল। কাপ্তেনটি তাঁহাদের তত্ত্বাবধায়ক সৈনিককে শাসাইয়া বলিল, "তোমার এজন্যে শাস্তি পেতে হবে।"

সৈনিক বলিল যে, সে লোকটার পেটের যন্ত্রণা হইতেছে বলিয়া পিছাইয়া পড়িয়াছিল, তারপর আর তাহার খোঁজ কেহ লয় নাই। একথা শুনিয়া কাপ্তেন বলিল, "তাকে গুলী ক'রলেই পারতে! এবারে কাউকে পালাতে দেখলেই গুলী করবে।"

খাওয়াদাওয়ার পর পিটার তাহার সঙ্গীদের সহিত গল্প করিতে লাগিল। একটা মজার কথা এই যে, কেহই যুদ্ধের কথা অথবা বর্তমান দুরবস্থার কোন কিছু লইয়া এতটুকু আলোচনা করিতেছে না, সবাই সেই পুরাতন কালের নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ছোটখাট স্মৃতিকথা শুনাইতে পারিয়াই খুশি।

সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে, অস্তসূর্যের রক্ত আভাও দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে, একটি দু'টি করিয়া নক্ষত্র দেখা দিতেছে, পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের সীমানায় স্বপ্নজাল সৃষ্টি করিয়াছে।

পিটার আর বসিয়া থাকিতে পারে না; তাহার নবলব্ধ সঙ্গীদের ছাড়িয়া রাস্তার ওপারে যাইবার চেষ্টা করিতেই কে একজন বাধা দিয়া বলিল ওপারে সব সাধারণ বন্দীদের রাখা হইয়াছে, তারপর একজন সান্ত্রী আসিয়া তাহাকে হঠাইয়া দিল। পিটার সেখান হইতে চলিয়া আসিল বটে, কিন্তু অফিসারদের কাছে না গিয়া, একটা গাড়ির পিছনে পা ভাঁজ করিয়া বসিয়া নিজের মনে যা খুশি তাই ভাবিতে লাগিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক তার আশপাশের সবাই তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল কিন্তু হঠাৎ পিটার হো-হো করিয়া অট্ট হাসিয়া উঠিল। তাহার সেই বালকের মত প্রাণখোলা হাসির শব্দে কাছাকাছি যাহারা ছিল তাহার সকলেই একবার ফিরিয়া তাকাইল।

হাসিতে হাসিতে পিটার আপন মনেই বকিতেছে, "হা-হা-হা-হা বলে কিনা আমায় যেতে দেবে না! আমায় ধরে নিয়ে এসেছে ওরা, আমি বন্দী!

আমি—কে আমি'? আমার আত্মা অমর, আমায় কিনা মারবে ব'লে ভয় দেখায়! হাঃ-হাঃ-হাঃ!" হাসিতে হাসিতে পিটারের মাথা হইতে পা পর্যন্ত দুলিতেছে।

একটি সৈনিক কৌতূহলী হইয়া উঠিয়া আসিল,—হঠাৎ এই লম্বাচওড়া লোকটা এত হাসছে কেন? ব্যাপার কী? তাহাকে দেখিয়া পিটার চুপ করিয়া গেল, তারপর দাঁড়াইয়া দেখিল চারিধারে সুপ্ত তাঁবুগুলি দাঁড়াইয়া আছে, কিছুক্ষণ পূর্বে যে কোলাহল আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহার কোন চিহ্ন নাই। মাঝে মাঝে আগুনের পোড়া কাঠের পট্-পট্ শব্দ উঠিয়া গভীর স্তব্ধতার সমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইতেছে। মাথার উপরে চাঁদ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। একটু আগে যে-বন মাঠ সব একাকার হইয়াছিল, এখন জ্যোৎস্নার আলোয় তাহা পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে। পিটার উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল, অসংখ্য তারা মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে।

সে আপন মনেই ভাবে, "আমার যা আছে তা আমারই। আমার অন্তরের মধ্যে যা আছে তার একটি কিছুও ওরা কেড়ে নিয়ে কোথাও বন্দী ক'রে রাখতে পারে কি? কি ক'রে পারবে? তাই কি কেউ পারে?"

অক্টোবর মাসেই হঠাৎ একদিন নাপোলেঁও-র চিঠি লইয়া এক দূত কুতুজভের কাছে হাজির হইল—এই চিঠিতেই নাপোলেঁও সন্ধির আভাস দিয়াছিলেন এবং ইহারই উত্তরে কুতুজভ্ কড়া জবাব দিয়াছিলেন। যদিচ নাপোলেঁও-র চিঠিতে মস্কাউ-এর ঠিকানা দেওয়া আছে বস্তুত এই চিঠি লিখিবার বহু পূর্বেই নাপোলেঁও মস্কাউ ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, ইহার তারিখ ও ঠিকানা সর্বৈব কল্পিত। শত্রুকে ঠকানোই ইহার আসল উদ্দেশ্য।

দু' একদিন পরেই খবর পাওয়া যায় যে, ফরাসীদের একটি বাহিনী দলছাড়া হইয়া এই অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছে—অতএব সকলে মিলিয়া প্রধান সেনাপতিকে ধরিল, যুদ্ধের অনুমতি দিতে হইবে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ভাল লাগে না, তা ছাড়া ফরাসীদের হাতের মধ্যে পাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া মোটেই অভিপ্রেত হইবে না। কিন্তু প্রধান সেনাপতি অটল। তাঁহাকে কত করিয়া বোঝান হইল যে, তারুতিনোর মত এবারেও অনায়াসেই তাহারা ফরাসীদের কায়দা করিয়া ফেলিবে—কিন্তু তিনি রাজি হইলেন না। অবশেষে

স্থির হইল ছোট একটা দল পাঠান হইবে ফরাসীদের বিরুদ্ধে। এবারের যুদ্ধভার এমন কোন নামজাদা লোকের হাতে দেন নাই কুতুজভ, যাহারা সত্যকার কাজের লোক, নাম কিনিবার জন্ত ব্যস্ত নহে তাহারাই এ যুদ্ধের ফলাফল নির্দ্ধারণ করিয়াছিল।

যেদিন তাহারা যাত্রা করিল শত্রু সৈন্তকে আক্রমণ করিবার জন্ত, সেদিন সন্ধ্যায় পথমধ্যে একটি সন্ত বন্দী ফরাসীর মুখে সংবাদ পাইল, আজ পাঁচ দিন হইল নাপোলেঅঁ মস্কাউ ছাড়িয়া এইদিকেই অগ্রসর হইতেছেন। এ লোকটির কথা শুনিয়া ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি রীতিমত চিন্তিত হইয়া পড়িল। তারপর একটি চাষীর মুখে খবর পাওয়া গেল যে, বিরাট একটি বাহিনী ফমিনস্ক্‌ শহরে প্রবেশ করিয়াছে। একজন সীমান্তরক্ষীও ইহাদের কথা সমর্থন করিয়া বলিল, হ্যাঁ নূতন একটি বাহিনী শহরে আজই আসিয়াছে। এক্ষেত্রে কি করা উচিত স্থির করিতে না পারিয়া ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি প্রধান সেনাশিবিরে পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইল। অবশ্য পূর্বের আদেশ অনুসারে তাহার আক্রমণ করাই বিধেয়, তবু নূতন করিয়া যে সেনাদল আসিল তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া লড়াই যুক্তিসঙ্গত হইবে না, কারণ অপরপক্ষে সমগ্র ফরাসী বাহিনীই যে আসিয়া পড়িয়াছে। নাপোলেঅঁও সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

শরতের শান্ত স্তব্ধ রাত্রি, অন্ধকার পথ। ত্রিশ মাইল রাস্তা মাত্র দু'ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অতিক্রম করিয়া দূত আসিয়া পৌঁছিল প্রধান সেনাশিবিরে। রাত্রি তুইটা। একটী কুটীরের সামনে একটা বিজ্ঞাপন টাঙানো রহিয়াছে— "প্রধান সেনাশিবির"।

দূত ঘোড়া হইতে নামিয়া, বেড়া ঠেলিয়া যে ঘরে প্রবেশ করিল তাহা সম্পূর্ণ অন্ধকার। আঁধারের মধ্যেই সে হাঁকিল, "শুনছেন, জেনারেল মশাই?" একটি ছায়ামূর্তি তাহার কণ্ঠস্বরে যেন চমকাইয়া উঠিল।

ছায়ামূর্তি জবাব দেয়, "এখন যাঁর পালা, তিনি অসুস্থ। আজ তিন দিন তিন রাত তাঁর ঘুম নেই।"

তাহা হইলে এটি আরদালি! দূত বলিল, "তবে এক কাজ কর বাপু, কাপ্তেনকে ডাক। খুব জরুরী দরকার, বুঝলে! আমি আসছি সীমান্ত থেকে খবর আছে। জলদি কর।"

আরদালি ভিতরের দিকের আধখোলা দরজা দিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল

দূতও হাত ড়াইয়া হাত ড়াইয়া তাহার পিছু পিছু চলিল। আরদালি হাঁকিল "হুজুর! একটি দূত এসেছে।"

"এঁ্যা? ব্যাপার কি? কোথা থেকে লোক এল?" বিরক্তিভরে চীৎকার করিয়া উঠিল কাপ্তেন।

দূত জবাব দিল, "ক্রমিন্স্ক্ থেকে আসছি। কর্তা, নাপোলেঁ আমাদের সাম্‌না সাম্‌নি সমগ্র ফরাসী বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত।"

কাপ্তেন বলিল, "কিন্তু তাঁকে ঘুম ভাঙিয়ে তুলতে ভরসা হয় না, জেনারেলের শরীর অসুস্থ। তা ছাড়া তোমাদের এসব গুজব ছাড়া ত' কিছু নয়।"

"এই দেখুন চিঠি। আমার ওপর হুকুম হয়েছে যে, জেনারেল সাহেবের হাতে এ চিঠি দিতে হবে।"

"আচ্ছা একটু দাঁড়াও, আলোটা জ্বালি।" তারপর চাকরটাকে উদ্দেশ করিয়া কাপ্তেন গালাগালি দিয়া বলিলেন, "এই হতভাগা, আলোটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস! হ্যাঁ পেয়েছি, পেয়েছি।"

আলো জ্বালিয়া দেখা গেল তাহারা দু'জনেই পরস্পরের পরিচিত। ঘরের আর এক কোণে বিছানায় জেনারেল সাহেব ঘুমাইতেছেন। আলোটা জ্বালিতেই গোটা দুইতিন আরশুলা মোমবাতির গা বাহিয়া নামিয়া গেল।

দূত এতখানি পথ ধূলাকাদার মধ্য দিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আপাদ মস্তক কর্দমাক্ত হইয়া গিয়াছে। মুখের কাদাটুকু মুছিবার চেষ্টা করিতে আরও খানিকটা কাদা লাগিয়া গেল তাহার মুখে।

চিঠিখানা হাতে লইয়া কাপ্তেন প্রশ্ন করে, "এখবর পেলে কি ক'রে?"

"খবরটা খাঁটি তাতে কোন ভুল নেই। বন্দীর কাছে, গুপ্তচরের মারফতে কশাক্ চাষীর মুখে সকলের কাছে একই খবর পেলাম কি না তাই বলছি, এ বাজে কথা নয়।"

কাপ্তেন এবারে জেনারেলকে ডাকিয়া তুলিল।

জেনারেল কোনোভ্‌নিৎসিন বিছানায় উঠিয়া বসিয়া প্রশ্ন করেন, "কি ব্যাপার? কোথা থেকে এসেছ?"

দূতের মুখে সব শুনিবার পর তিনি চিঠিখানা পড়িলেন। তারপর জুতাজামা

পরিয়া চুল আঁচড়াইয়া টুপীটা মাথায় চড়াইয়া বলিলেন, "তুমি বহুক্ষণ বেরিয়েছ ? হ্যাঁ এবারে আমরা বড়কর্তার কাছে যাই !"

সেনাপতি কোনোভ্‌নিৎসিন্‌ বুঝিতে পারিয়াছেন যে এ খবরটা এখনই কুতুজভকে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

বাহিরের ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়াতে সেনাপতির মাথার যন্ত্রণা বাড়িয়া গেল, তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। শরীর তাঁহার বাস্তবিকই অসুস্থ, কিন্তু কর্তব্যটুকু পালন করিতেই হইবে। এত বড় একটা খবর যে সেনাপতিমহলে অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবে তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানেন। বিশেষ করিয়া বেন্নিগ্‌সেন প্রভৃতি যে কয়জন পাণ্ডা তারুতিনোর যুদ্ধের পর হইতে কুতুজভের সঙ্গে রীতিমত রেষারেষি করিয়া চলিতেছেন তাহারা এখবরে উল্লসিত হইয়া উঠিবেন এবং তাহাতে একটা নূতন সমস্যার উদ্ভব হইবে।

কুতুজভ্‌ বৃদ্ধ হইয়াছেন, কাজেই তাঁহার বয়সোচিত নিয়মে রাত্রে ঘুম অল্প হয় এবং দিনের বেলায় তিনি ঝিমাইয়া থাকেন। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কত কথাই তিনি চিন্তা করেন। শুইয়া শুইয়া তাঁহার মনে হয়, "আমরা অকারণে ব্যস্ত হ'য়ে মরি। আসলে সময় যখন হবে তখন অল্প আয়াসেই ফল লাভ হবে। এখন যদি নিজেরা আক্রমণ করতে যাই তাহ'লে আমাদের ক্ষতি হবে অনেক। এই দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি আহরণ করিয়াছেন ধৈর্য ধরিয়া, সময়ের হাতে লাগাম ছাড়িয়া দিয়া প্রতীক্ষা করিলেই সাফল্য লাভ করা যায়। বিচক্ষণ শিকারী কুতুজভ্‌, তিনি জানেন যে বরোডিনোর যুদ্ধে নাপোলেওঁ জখম হইয়াছেন, মস্কাউতে আসিয়া সেই আঘাতের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া শেষে ঘরে ফিরিবার জন্য মরিয়া হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এই যে এত লোক যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে কোন উদারনৈতিক দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণার আদর্শ নাই, আছে শুধু স্বার্থসিদ্ধি, আপন খ্যাতি ও পদোন্নতির কামনা। তিনি এ সবই জানেন এবং আরও জানেন যে, শত্রুপক্ষ গৃহগতপ্রাণ, তাহাদের যুদ্ধ করিবার সে উদ্যম ও অধ্যবসায় নাই, আপন নিয়মে তাহারা এদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু অনেকরকম চিন্তার মধ্যে কুতুজভ্‌ কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, নাপোলেওঁর বিশ্ববিজয়ী বাহিনী কখনও ধ্বংস হইতে পারে।

রাত্রে শুইয়া শুইয়া কুতুজভ্ গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন এমন সময়ে দূতসহ কোনোভ্‌নিৎসিন আসিয়া সংবাদ দিল। খবরটা কানে শুনিয়াও প্রধান সেনাপতি ঠিক যেন বিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "কই, কে এনেছে এ খবর? কই কাছে এস, সরে এস আমার কাছে।"

যে কথাটা শুনিবার জন্য তাঁর অন্তর তৃষিত আকুলতায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল এ যে সেই সত্য! এ কি সত্যই! সপ্রশ্ন ব্যাকুল দৃষ্টিতে কুতুজভ্ দূতকে বার বার দেখিতে লাগিলেন। মিষ্ট, শান্ত কণ্ঠে প্রধান সেনাপতি বলিলেন, "বল আবার বল। আমার কাছে এসে আবার বল। সত্যি নাপোলেঅঁ রাজধানী ছেড়ে চলে গেছে?"

দূত পুনরায় আদ্যোপান্ত বিবরণ দিতে লাগিল।

"না, না বেশি কথায় বিলম্ব হবে, তার চেয়ে সংক্ষেপে সার কথাটা শোনাও আমার আর দেরি সইছে না।" কুতুজভ তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন।

বক্তব্য শেষ করিয়া প্রধান সেনাপতির নির্দেশের আশায় চুপ করিয়া দূত অপেক্ষা করিতেছিল।

কুতুজভ্ ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার কৃপায় আজ রাশিয়া রক্ষা পেল!" তারপর তাঁহার চোখ বাহিয়া অশ্রুধারা নামিল।

ইহার পর কুতুজভ্ অনবরত চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে আক্রমণমূলকনীতি অবলম্বন করিয়া রুশ বাহিনী অকারণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তিনি বুঝিয়াছেন যে ফরাসীরা আপন নিয়মে বিনষ্ট হইবে।

এদিকে ফরাসীদের যুদ্ধপরিষদের এক অধিবেশনে স্থির হইয়া গেল যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পশ্চাদপসরণ করিতে হইবে। এই পরামর্শের বিপক্ষে কেহ কোন কথা বলিল না, নাপোলেঅঁ নিজেও নীরবে সম্মতি জানাইলেন।

এই অধিবেশনের পরদিন, ভোর বেলায় নাপোলেঅঁ অনুচরবর্গ লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়া ছিলেন। কিছুদূর আসিবার পর তাঁহারা একদল কশাকের হাতে পড়িলেন, সৌভাগ্যবশতঃ কশাকেরা তাঁহাদের বিশেষ কিছু বলিল না, তাহাদের উদ্দেশ্য লুঠতরাজ করা। যদি তাহারা সেদিন নাপোলেঅঁকে

বন্দী করিতে তাহা হইলে ফরাসীদের দুর্গতির চরম হইত। এইভাবে বাঁচিবার পর আর একদণ্ডও রাশিয়ায় থাকিতে নাপোলেঁয়র ভরসা হইল না, তিনি আদেশ করিলেন, সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যে পথ ধরিয়া এদেশের বাহিরে যাওয়া যায় সেই পথে যাইতে হইবে।

ফরাসীরা রুশরাজ্যে যখন প্রবেশ করিয়াছিল তখন তাহাদের লক্ষ্য ছিল রাজধানী-মস্কাউ-এর দিকে, এখন তাহাদের গন্তব্য স্থান ফ্রান্স, আপনার শান্ত গৃহকোণ। কিন্তু সে দেশ অনেক দূরে।

যে দেশে যুদ্ধ আপন জাতির সম্মান এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশের মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলি দল গড়িয়া ওঠে, এই দলগুলি গঠনের জন্য কাহাকেও বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না। দেশের চাষীমজুর হইতে শুরু করিয়া ছোট-খাট জমিদার পর্যন্ত প্রত্যেকেই আপনার স্বাদেশিকতার তাগিদে শত্রুদের বিপক্ষে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। এইসব ছোট দলগুলি কাহারও আদেশের অপেক্ষা রাখে না, ইহারা স্ব-স্বপ্রধান, নিজেদের ইচ্ছামত শত্রুপক্ষের সৈন্যদের অতর্কিতে আক্রমণ করে, তাহাদের মালপত্র লুঠিয়া লইয়া যায়, ইহাদের সাহস অসীম, ইহারা কৌশলী এবং অব্যর্থ-সন্ধানী। এবারের যুদ্ধে এই ধরনের বহু সেনাদল রাশিয়ায় দেখা দিয়াছে, ইহারা আগে হইতে শত্রুর পথের আড়ালে বনে জঙ্গলে ওৎ পাতিয়া থাকে।

নভেম্বর মাসের গোড়ার কথা দেনিসভও এই গরিলাযুদ্ধের নীতি অনুসরণ করিতেছে। তাহার ছোট দলটি লইয়া ভোর বেলায় বাহির হইয়াছে। তাহার একটি অনুচর আসিয়া খবর দিল, অমুক রাস্তা দিয়া শত্রুর একটি সেনাদল আসিতেছে, তাহাদের সঙ্গে কতকগুলি রুশবন্দীও রহিয়াছে, তাছাড়া রসদও রহিয়াছে, তবে খুব কড়া পাহারা। বড় রাস্তার ধারেই জঙ্গল, তাহার মধ্যে দেনিসভ্ সদলবলে অপেক্ষা করিতে লাগিল। এবং সে দলোগভের কাছে খবর পাঠাইল, দলোগভও সদলে আসিয়া তাহাকে সাহায্য করুক। দলোগভ্ জানাইল, সে রাজি আছে। সন্ধ্যার পূর্বে সে তাহার লোকজন লইয়া, বনের ইজারাদারের ঘাঁটির কাছে দেখা করিবে ইহাও স্থির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে এক জার্মান জেনারেলের নিকট হইতে লোক আসিয়া জানাইল, যদি দেনিসভ্ এই জার্মানটির সঙ্গে যোগদান করে তাহা হইলে ফরাসীদের সহজেই পরাস্ত করিয়া কাজ হাসিল করিতে পারা যায়। তারপর এক 'পোল' সেনাপতি দেনিসভের কাছে অনুরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন— দেনিসভ্ জার্মান্‌টিকে জানাইল যে, সে পোল-সেনাপতিকে কথা দিয়াছে সেই-জন্য আর কাহারও সঙ্গে সহযোগিতা করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে, আর পোল সেনাপতিকে লিখিল যে বহুপূর্বেই সে জার্মান-জেনারেলের সঙ্গে চুক্তি

করিয়াছে। [illegible] রকমের [illegible]।

শরৎ কাল, আকাশ কখনও পরিষ্কার মেঘহীন, হাল্কা রোদ, পথ চলিতে ভাল লাগে—আবার কখনও মেঘ করিয়া আসে, সামান্য বৃষ্টি হয়। একবার খুব জোরে বৃষ্টি নামিল, পথের মধ্যে ঘোড়ায় চড়িয়া দেনিসভ্ খুব ভিজিতে লাগিল, ঘোড়াটা ঘাড় নামাইয়া একটা গাছের সঙ্গে আরোহীকে ঠাসিয়া ধরিল, বৃষ্টির প্রচণ্ড ধারায় তাহার দৃষ্টি ধাঁধাঁইয়া গিয়াছে। দেনিসভ্ গালাগালি দিয়া ঘোড়ার পিঠে ঘা-কতক চাবুক কষাইয়া দিল, "ভবে রে বাঁদর।"

এদিকে বেলা বহিয়া যাইতেছে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, শ্রান্তিতে দেনিসভের মন মুষড়াইয়া পড়িয়াছে, তার উপর আবার দলোগভের কোন খবর না পাইয়া তাহার মেজাজ আরও বিগড়াইয়া গেল। সে বসিয়া বসিয়া গজ্‌রাইতে থাকে, "হুঁঃ, এরকম মওকা আর মিলবে না, আমাদের যা কপাল—। কাল সকালে এই শালারা আমার চোখের সামনে লুটপাট করবে।…অবিশ্যি একাই আমি পারি কিন্তু ভরসা হয় না, ব্যাটাদের কাছে হাতিয়ার পাতি রয়েছে যে।" এক একবার সতৃষ্ণভাবে দূর বনরেখার যে পথ হারাইয়া গিয়াছে সেই দিকে তাকাইয়া কাহাকেও দেখিতে পায় না, ইহাতে আরও হতাশ হইয়া দেনিসভ্ বিমর্ষ মুখে বসিয়া থাকে।

হঠাৎ দূরের দিকে উৎসুক ভাবে তাকাইয়া সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আরও ভাল ভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আরে, কে যেন আস্‌ছে।"

তাহার সঙ্গী কশাকটি বলিল, "হ্যাঁ, মনে হচ্ছে দু'জন আছে। একটি কশাক্ আর একজন অফিসার—কিন্তু আমাদের দলোগভ্ নয়।"

আরোহী দুইজন যখন তাহাদের কাছে আসিয়া নামিল তখন দেখা গেল যে তাহাদের ঘোড়াগুলির কষ বাহিয়া ফেনা ঝরিতেছে, খুব দ্রুত আসার ফলে ঘোড়াগুলি রীতিমত হাঁপাইতেছে।

অফিসারটি নেহাত ছেলেমানুষ গালের কচি লালিমা এখনও মাখান রহিয়াছে, কোথাও এতটুকু পরিণত মানুষের চিহ্ন নাই। সে পকেট হইতে ভিজা একখানি খাম বাহির করিয়া দেনিসভের হাতে দিয়া বলিল, "সেনাপতির কাছ থেকে আসছি। চিঠিখানা ভিজে গেছে তার জন্যে কিছু মনে করবেন না যেন।" তারপর সে দেনিসভের সঙ্গীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "ওরা সবাই

ভয় দেখালে এ পথে নাকি খুব বিপদ, তাই আমরা দু'টো ক'রে পিস্তল সঙ্গে নিয়েছি।"

ততক্ষণে দেনিসভ্ খাম খুলিয়া চিঠি পড়িতে শুরু করিয়াছে।

হঠাৎ সে মুখ তুলিয়া হাঁকিল, "রোস্তভ্! আরে, পিটিয়া তুমি? তা এতক্ষণ কই বল নি যে তুমি এসেছ? এ্যাঁ, তাই বল পিটিয়া—।" বলিয়া দেনিসভ্ পিটিয়াকে জড়াইয়া ধরিল।

আসিবার সময় সারা পথ ধরিয়া পিটিয়া মনে মনে নিজেকে অনেক তালিম দিয়াছে—সে এখন বড় হইয়াছে, দস্তুরমত উঁচুদরের অফিসার সে, কাজে কাজেই এক্ষেত্রে দেনিসভের সঙ্গে পূর্বপরিচয়ের কথা ভুলিয়া গিয়া সামরিক রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী আচার আচরণ করাই তাহার পক্ষে শ্রেয়। এ ক্ষেত্রে সামাজিকতার কোন স্থান থাকিতে পারে না, ইহাই পিটিয়ার ধারণা। কিন্তু দেনিসভের সাগ্রহ বাহুবেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হইবার পর-মুহূর্তে পিটিয়ার সকল সংকল্প কোথায় হারাইয়া গেল, সে সহজভাবে দেনিসভের সঙ্গে আগেকার মত কথাবার্তা কহিতে লাগিল। পিটিয়া তাহার সামরিক কৃতিত্বের কথাও কিছু উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে বলিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যেই সে ভিয়াজ্‌মাতে ফরাসীদের সঙ্গে সামনাসামনি লড়াই করিয়াছে।

—"তোমায় দেখে সত্যি খুব খুশি হয়েছি। বলিল দেনিসভ্। তাহার উৎকণ্ঠ দৃষ্টি কিন্তু সেই দূর বনরেখায় যে পথ মিলাইয়া গিয়াছে সেই পথের দিকে নিবদ্ধ।

সঙ্গীর পানে চাহিয়া দেনিসভ বলিল, "এই দ্যাখ, এই ছেলেটি আবার এসেছে সেই জার্মান জেনারেলের কাছ থেকে। সে ভদ্রলোক এখনও রাজি আছেন আমার সাহায্য নিতে,—এখন কথা হচ্ছে যে, যদি আমরা কিছু না করতে পারি, ধর দলোগভ্ যদি নাই এসে পড়ে, তবে ওই জার্মানটি আমাদেরই চোখের ওপর কাজ হাসিল করবে, আর জুল্ জুল্ ক'রে তাই দেখব আমরা! এখন বল, ভেবে দ্যাখ কি করা যায়।

পিটিয়ার দিকে পিছন ফিরিয়া দেনিসভ্ তাহার সঙ্গীর সহিত পরামর্শ করিতে ব্যস্ত, তাহাতে পিটিয়ার মনে হইল দেনিসভ্ বোধ হয় তাহার অবশিষ্ট আচরণে বিরক্ত হইয়াছে। তাড়াতাড়ি গুটানো আস্তিনটা খুলিয়া জামার হাতের বোতাম লাগাইয়া ফেলিল।

তারপর সামরিক কায়দায় সেলাম ঠুকিয়া সে দেনিসভ্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর, আপনার কিছু বলবার থাকে ত' জানিয়ে দিন। আর যদি—আমায় অপেক্ষা করতে হয় তাও বলুন।" বলিয়া পিটিয়া তাহার পূর্বপরিকল্পিত সরকারী কায়দায় আচারব্যবহার শুরু করিয়া দিল।

অন্যমনস্কভাবে দেনিসভ্‌ বলে, "বলবার কথা? হ্যাঁ, ভাল কথা, কাল সকাল পর্যন্ত তুমি আমার এখানে থাকতে পারবে?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব পারি।" সাগ্রহে পিটিয়া জবাব দেয়।

—"কিন্তু তোমার জেনারেল কি আজই এখনই ফিরতে বলেছিলেন? না অন্য কোন—।"

একথায় পিটিয়ার মুখে রক্তিম লজ্জার আভা দেখা দেয়। সে বলে, "এ-সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেননি যখন তখন থেকে যেতে আমার আপত্তি নেই।"

—"আচ্ছা, সেই ভাল।"

দেনিসভ্‌ লোক পাঠাইয়া দিল দলোগভের খবর লইবার জন্য। শেষ পর্যন্ত দলোগভ্‌ আসিবে কি না সেটা জানা দরকার, যদি সে না আসে তবে হয়ত' জার্মান সেনাপতির সঙ্গে ভিড়িয়া যাইবে দেনিসভ্‌।

ইতিমধ্যে একটি ফরাসী ভেরীবাদককে বন্দী করা হইয়াছে, আশা আছে যে এই বন্দীর মারফতে এই বিভিন্ন বাহিনীর ভিতরের খবর সব জানা যাইবে।

দলগভের কাছে লোক পাঠাইয়া দিয়া দেনিসভ্‌, পিটিয়া এবং দেনিসভের সঙ্গী সেই কশাকটি আগাইয়া চলিল। তাহারা একবার ফরাসীদের অবস্থা নিজে চোখে দেখিবে। আগে আগে কশাকটি তাহাদের পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল।

বৃষ্টি আসিয়া গিয়াছে, কিন্তু গাছের ডালে পাতায় এখনও কুয়াশা এবং জল জমিয়া রহিয়াছে।

কিছুদূর আসিয়া, ঢালু জমির কিনারায় দাঁড়াইয়া গাছের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া তাহারা ফরাসীদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। এই ঢালু জমির নীচেই যে গ্রাম শুরু হইয়াছে সেখানে ফরাসীরা তাঁবু ফেলিয়াছে। ভাঙা সেকেলে বাড়ির পাশে একটা ডোবায় কয়েকটি ঘোড়াকে জল

খাওয়াইতেছে ফরাসীরা। আর একটু দূরে বিদেশী ভাষায় কয়েকটি লোক কথা কহিতেছে।

দেনিসভ্ চাপা গলায় ফরমাস করিল, "সেই বন্দীটিকে নিয়ে এস এখানে।"

কশাকটি ঘোড়া হইতে নামিয়া চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই বন্দীটিকে লইয়া ফিরিল।

দেনিসভ্ বন্দীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এরা কোন্ দল? তোমার সামনে ওই যে ঘোরাফেরা করছে ওদের চেনো তুমি?"

বন্দীর বয়স খুব অল্প। ছেলেমানুষ, বেচারী যেন বড় বেশী ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখে কোন কথা জোগাইতেছে না। সে মনে মনে দেনিসভের সব প্রশ্নেরই সদুত্তর দিতে প্রস্তুত, কিন্তু মুখে তাহার কোন কথা সরিতেছে না। মোটামুটি কতগুলি প্রশ্নের জবাবে 'হাঁ না' বলিয়াই সে শেষ করে।

কশাকের দিকে ফিরিয়া দেনিসভ্ বলিল, "দোল্দা দলোগভ্ আসুক আর না-ই আসুক কাজ আমাদের করতেই হবে।"

কশাকটি সম্মতি জানাইয়া বলে, "আর এ হচ্ছে একেবারে ঠিক জায়গা, এখান থেকে আক্রমণ করা ভারি সুবিধে।"

দেনিসভ্ সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ছকিয়া ফেলিল কি ভাবে আক্রমণ করা হইবে, "আমরা সোজা তাড়া ক'রে ওদের ওই ঢালু জমির দিকে ঠেলে নিয়ে যাব, তাল সামলাতে না পেরে বাছাধনেরা হুড়মুড় ক'রে গিয়ে পড়বে ওই বাগানগুলোর মধ্যে—আর তুমি ততক্ষণে উল্টোদিক থেকে তাড়া ক'রে আসবে…।"

—"কিন্তু একটা ছোটো নদী আছে সেটি ডিঙোতে পারবেন না যে, নীচের দিকে যে জলা আছে সেখানে গিয়ে পড়লে আপনার ঘোড়া এজন্মে উঠতে পারবে না—খুব কাদা কিনা, তার চেয়ে আমাদের আরও বাঁ-দিক চেপে এগুতে হবে।"

তাহারা যখন গম্ভীরভাবে এইসব আলোচনায় ব্যস্ত সেই সময়ে হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হইল। বন্দুকের শব্দে সবাই সচকিত হইয়া উঠিল—তবে কি তাহাদের দেখিতে পাইয়া শত্রুপক্ষ গুলী ছুঁড়িয়াছে? ওদিকে শতাধিক ফরাসী কণ্ঠের কোলাহল উঠিল। একটু পরে তাহারা বুঝিতে পারিল যে,

ফরাসীরা তাহাদিগকে দেখিতে পায় নাই, উহাদের লক্ষ্য অন্যদিকে। লাল পোষাক পরা একটি লোক চকিতে খরগোসের মত দুরন্ত গতিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল জলার দিকে।

কশাকটি বলিল, "আরে আমাদের টিকোন না? ব্যাটাছেলেকে ওরা দেখে ত' ফেলেছে।"

দেনিসভ্ বলে, "হ্যাঁ, ও আর দেখতে হচ্ছে না—সে হতভাগা ছাড়া আর কে ওখানে মরতে যাবে।"

—"তবে আর ভাবনা কি, ও ঠিক পালাবে।"

টিকোন এদিকে নদীতে পৌঁছাইয়া গিয়াছে। জলে লাফাইয়া পড়িয়া এমন ভাবে জলটা তোলপাড় করিয়া দিয়া টিকোন পরক্ষণে একডুবে নদীর ওপারে গিয়া হাজির হইল যে, যাহারা তাহার পিছু পিছু ধাওয়া করিয়াছিল তাহারা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া টিকোনের কাণ্ডকারখানা দেখিতে লাগিল। কেহ আর তাহাকে ধরিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিল না।

কশাকটি বলিল, "ব্যাটাছেলে ভারি ধূর্ত।"

—"ওটা একটা হতভাগা। এতক্ষণ এখানে ব'সে কি কাজ করছিল?" বলিল দেনিসভ্।

—"ব্যাপার কী? পিটিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—"ও আমাদের একজন গোলন্দাজ। ওকে পাঠিয়েছিলাম যদি পারে ত' কাউকে ধরে আনবার জন্যে।"

—"ও এই কথা," বলিয়া পিটিয়া বিজ্ঞভাবে ঘাড় ফিরাইল। এসব ব্যাপারের সে কিছুই বোঝে না, কিন্তু দস্তুর মত বিজ্ঞতা দেখাইবার কায়দাটুকু সে শিখিয়া লইয়াছে। পাছে তাহাকে ছেলেমানুষ মনে করিয়া ইহারা তাচ্ছিল্য করে এই আশঙ্কায় পিটিয়া বেশিরকম গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়াছে।

যাহাকে লইয়া এত কথা হইতেছে সেই টিকোন ব্যক্তিটি যে অতিশয় ধূর্ত তাহার প্রচুর প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। একদা কোন এক ফরাসী দলের গতিবিধির খোঁজ লইবার জন্য কোন একটি গ্রামে গিয়া দেনিসভ্ এই অমূল্য রত্নটি পাইয়াছিল। প্রথমে সে গিয়াছিল গ্রামের মোড়লের কাছে, মোড়ল মহাশয় নেহাত ভালমানুষ তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, "এ পথ দিয়ে কোন ফরাসী সেনাদল গেছে কি? তাদের দলে কত লোক?

অস্ত্রশস্ত্র কি রকম আছে বল্‌তে পার ?" তখন তার উত্তরে মোড়ল জবা দিয়াছিল, এসব খবর জানিতে হইলে টিকোন-এর কাছে যাইতে হইবে টিকোন এসব বিষয়ে খোঁজখবর রাখে, তাছাড়া টিকোন অত্যন্ত চতুর ফরাসীদের উপর তাহার খুব আক্রোশও আছে, দু' একবার ফাঁকতালে দু চারজন ফরাসীকে ঘায়েল করিয়াছে সে।

দেনিসভ্‌ তাহাকে ডাকাইয়া দু' চার কথা জিজ্ঞাসা করিতে সে সবিনয়ে বলিল, "আজ্ঞে হুজুর, আমরা সম্রাটের একান্ত অনুগত প্রজা, দেশকে আমরা ভালবাসি সেইজন্যেই ফরাসীদের ওপর একটু আক্রোশ আছে। আমরা ত' তাদের ওপর কোন অন্যায় করিনি, অনর্থক তারা আমাদের দেশের এ সর্বনাশ করছে কেন! হঁ্যা, এপথ দিয়ে গিয়েছে বটে কিছু ফরাসী। তবে আমরা তাদের কোন অনিষ্ট করিনি, একটু তমাসা মস্করা ক'রেছি মাত্র। লুটতরাজের চেষ্টা করেছিল, দু'চার কুড়ি ফরাসী, তাই তাদের বাধা দিতে গিয়ে খুন করেছি—এর বেশি কোন ক্ষতিই করিনি আজ্ঞে।"

সে গ্রামের খোঁজখবর শেষ করিয়া দেনিসভ্‌ পরদিন সকালে নিজের কাজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল এমন সময়ে টিকোন আসিয়া জানাইল, "দয়া ক'রে যদি এ অধীনকে সঙ্গে রাখেন আপনারা হুজুর!" দেনিসভ্‌ তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেল।

প্রথম প্রথম টিকোনের ঘাড়ে যত সব নোংরা কাজ দেওয়া হইল। তাহাকে গাধার মত খাটাইতে লাগিল সকলে মিলিয়া—উনুনে আগুন দেওয়া, জল তোলা ঘোড়ার কাজ করানো, ইত্যাদি। কিন্তু টিকোন দমিবার পাত্র নহে, সে সব কাজই বেশ নিপুণতা সহকারে সম্পন্ন করে। রাত্রিবেলায় সে সবকাজ সারিয়া বাহির হইয়া পড়ে, পরদিন ভোরে সে যখন ফেরে তখন দেখা যায় যে হয়ত' কোন অস্ত্রশস্ত্র কিম্বা ফরাসীদের জামা-কাপড় লইয়া আসিয়াছে। টিকোন কখনও খালিহাতে ফেরেনা। কোন কোনদিন সে এক আধটি ফরাসী সৈন্যকেই বন্দী করিয়া আনে। এইভাবে সে দক্ষতার পরিচয় দিয়া আজ সকলের বিশ্বাস-ভাজন হইয়া উঠিয়াছে। এখন দেনিসভ্‌ তাহাকে বাছিয়া বাছিয়া দুরূহ কাজের ভার দেয় যাহাতে বেশি বুদ্ধির দরকার সেই সব কাজই টিকোনকে দেওয়া হয়। তাহার পদোন্নতি হইয়াছে।

টিকোন ঘোড়ায় চড়িতে চায় না, পায়ে হাঁটিয়া সে অনায়াসেই ঘোড়-

[স]ারদের সঙ্গে সমান তালে পথ চলে। তার গায়ে অসীম শক্তি, এক ঘুষিতে [ম]াটা তক্তা ভাঙিয়া ফেলে সে। টিকোনকে সবাই খাতির করে। যে কাজ [আ]র কেহ পারিবে না সেই কাজে টিকোন আগাইয়া যায়। সবাই বলে, "ওর [অ]ছুতেই কিছু হয় না।"

আজও টিকোন্‌কে পাঠান হইয়াছিল এই গ্রামে ফরাসীদের খবরাখবর [ল]ইবার জন্য। হয়ত' ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে থাকিতে সে ঘুমাইয়া [প]ড়িয়াছিল, তাই ফরাসীরা তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর-[ও]য়ালার সামনে সে এভাবে ধরা পড়িয়াছে ইহা কম লজ্জার কথা নয়।

কিভাবে আক্রমণ করা হইবে সে বিষয়ে পরামর্শ শেষ করিয়া দেনিসভ্‌ [পে]টিয়াকে বলিল, "চল হে, এবারে আমরা যাই। গায়ে জামাকাপড়গুলো শুকিয়ে নিতে হবে।"

বনের ইজারাদের কুঁড়ের কাছাকাছি আসিয়া তাহারা দেখিল টিকোন বনের মধ্যে কি একটা জিনিস ঝুপ করিয়া ফেলিয়া দিয়া মনিবের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। টিকোনের আপাদমস্তক তখনও রীতিমত ভিজা। তাহার মুখে বসন্তের দাগ, চোখদুটি কৌতুকময়—দেখিলেই হাসি পায়।

দেনিসভ্‌ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "হতভাগা সারাদিন কোথায় ছিলে?"

—"কোথায় ছিলাম? কেন, ফরাসী ধরতে বসেছিলাম হুজুর!" হেঁড়ে গলায় অকুণ্ঠভাবে জবাব দেয় টিকোন।

—"উল্লুক, তা দিনভ'র ওই জঙ্গলে বসে থাকবার কি দরকার ছিল? ওভাবে কি লোক ধরা যায়?

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, ধরেছিলাম ত' একটাকে।"

—"তা সেটা কোথায় গেল শুনি?"

—"আজ্ঞে একটাকে ধরেছিলাম ঠিকই, কিন্তু দেখলাম তাকে দিয়ে আপনার কোন কাজ হবে না। বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দেখেশুনে তাকে আমার পছন্দ হ'ল না"

সে ব্যাটা একেবারে খাজা উজবুক। তাই মনে হ'ল তাহ'লে আর একটা ধরা দরকার, তাকে দিয়ে আমাদের ঠিক কাজ হবে।"

"—ও ভাই বল্, উল্লুক! তা সেটাকে নিয়ে এলে না কেন?"

—"আনলাম না কেন? আজ্ঞে তাকে এনে বেফয়দা হায়রানি। আজ্ঞে আমি ত' জানি যে আপনার কি রকম লোক চাই!"

—"গাধা-কাঁহাকা! আচ্ছা, তারপর?"

"—তারপর?, আমি গেলাম আর একটার খোঁজে। গিয়ে আপনার ওই ঝোপের ভেতরে এই এমনি ক'রে—" এই বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া পড়িয়া হাঁটু মুড়িয়া গুঁড়ি মারিয়া দেখাইল কিভাবে বনের মধ্যে লুকাইয়া ছিল! "তারপর আপনার হামাগুড়ি দিয়ে একবার টুঁটি টিপে ধরেছিলাম, একলাফে। ঠিক লোকই পাকড়াও ক'রেছিলাম কিন্তু ব্যাটা এত গোলমাল ক'রলে—।"

টিকোনের ভাবভঙ্গি দেখিয়া পিটিয়ার হাসি পাইয়াছিল, তাহার পরে আর গম্ভীর হইয়া থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু আর সকলেই গোমড়ামুখ করিয়া আছে, সে দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া তাহার হাসিতে সাহস হয় না, কি জানি হাসিলে হয়ত' তাহার মর্যাদা খর্ব হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের এই অকারণ গাম্ভীর্যের কোন তাৎপর্য সে খুঁজিয়া পায় না।

অবশেষে টিকোনকে যখন দেনিসভ্ কড়া কথা বলিয়া তিরস্কার করিল তখন টিকোন এমন একপ্রকার মুখভঙ্গি করিল যে দেনিসভ্ নিজেই হাসিয়া ফেলিল, তারপর কপট গাম্ভীর্য টানিয়া বলিল, "ব'স, তোমার জন্যে একশ বেত বরাদ্দ ক'রে তবে আমি কাজ করব হতভাগা! ভাঁড়োমোর আর জায়গা পাওনি।"

টিকোন বলিল, "আজ্ঞে হুজুর রাগ ক'রে কি লাভ বলুন দেখি। আপনি একটু সবুর করুন। আঁধারটা একটু জমাট হোক, তারপর দেখবেন নিদেন তিনটে ফরাসীকে আপনার শ্রীচরণের তলে এনে হাজির করবে এ অধীন।"

"আচ্ছা হয়েছে এখন থাম দেখি।"

টিকোন তাহাদের পিছু পিছু ইজারাদের কুঁড়ের দিকে চলিল। তখন চট্ করিয়া বনের মধ্যে যে বস্তুটি ফেলিয়া দিয়াছিল টিকোন সেটা একজোড়া বুট জুতা। জুতাজোড়া সে আবার কুড়াইয়া লইয়াছে। এবারে পিটিয়া বুঝিল, যে বন্দীটিকে হাজির না করার জন্য টিকোন বকুনি খাইল, সে বন্দীটিকে মারিয়া ফেলিয়াছে, এ জুতাজোড়া সেই ফরাসীটির। কথাটা বুঝিবার পরক্ষণে পিটিয়ার মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি হইতে লাগিল। সে একবার নিজের অজ্ঞাতে

ভেরীবাদক কশাকটির পানে চাহিল। তাহার মনটা যেন কোন্ অব্যক্ত বেদনা ভারী হইয়া উঠিয়াছে। পরক্ষণে নিজের এ দুর্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া পিটিয় কশাকটির সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল।

যে লোকটিকে দলগোভের কাছে পাঠানো হইয়াছিল সে ফিরিয়া আসিয়াছে তাহার কাছে জানা গেল যে দলোগভ্ আসিতেছে। এ-সংবাদে দেনিসভের মনমরা ভাবটা কাটিয়া যায় সে পিটিয়াকে আপনার কাছে ডাকিয়া পাশে বসিতে বলিল।

—"তারপর, এবারে বল ত' শুনি, বীরত্বের কাহিনী শোনাও।"

মস্কাউ হইতে যাত্রা করিয়া পথের মধ্যেই পিটিয়া মা বাপের নিকট বিদায় লইয়া সেনাদলে যোগ দেয়। তারপর কিছুদিনের ভিতরেই কর্মকুশলতার জন্য পিটিয়ার পদোন্নতি হইল। সে একটি বড় সেনাদলের কর্ণেলের সহকারী হিসাবে কাজ করিতেছে।

বলা বাহুল্য যে, পিটিয়া এইসব বিবরণ দিবার সময়ে নিজের গৌরব করিবার মত কোন ঘটনাই বাদ দেয় নাই। ভিয়াজমার যুদ্ধের সময় হইতে তাহার এক অদ্ভুত মনোভাব দেখা দিয়াছে। সব সময়েই সে যেন উৎসাহের ঘোড়সওয়ার হইয়া বসিয়া থাকে, কথায় কথায় তাহার মন কোন একটা দুঃসাহসিক কাজ করিবার জন্য উন্মুখ। সব কিছুতেই তার আনন্দ। আর কেবলই মনে হয় সে যেখানে হাজির থাকিতে পারিল না সেখানেই সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হইয়া গেল সাহস এবং শৌর্য দেখাইবার সুযোগ বুঝি এমনি করিয়াই তাহাকে ফাঁকি দিতে চায়। তাই, যখন জার্মান জেনারেল, দেনিসভের কাছে লোক পাঠাইবার কথা ভাবিতেছিলেন তখন পিটিয়া নিজে হইতে যাচিয়া এ কার্য ভার লইয়াছে তাহার উপরওয়ালা তাহাকে ভাল করিয়াই চেনেন। তিনি তাহাকে পাঠাইতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, এই ছেলেমানুষ অফিসারটি ভিয়াজ যুদ্ধে অসমসাহসিকতা সহকারে ফরাসীদের সামনাসামনি লড়াই করিয়াছে। তিনি বারণ করিলেন পিটিয়াকে, যেন দেনিসভের সঙ্গে ভিড়িয়া গিয়া লুঠতরাজ না করে। তাই দেনিসভের কাছে থাকিতে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিল। কিন্তু এতবড় একটা নূতন অভিজ্ঞতা লাভের লোভ সংবরণ করা তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। সে তাহার জেনারেলকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত এবং এখনও করে, তবু তাই বলিয়া এমন সুযোগ ছাড়িয়া দি

[illegible] পালন করা সম্ভব নহে। তাহার চোখে এখন একমাত্র বীর দেনিসভ, দেনিসভের পরেই নাম করা যায় কশাক কাপ্তেনটির, টিকোনের। এতগুলি বীরের সঙ্গে থাকিয়া একটা অভিযান করা যে কত গৌরবের তাহা কি ওই আহাম্মক জার্মানটি বুঝিবে।

ইজারাদারের বাসভবনটি ঠিক কুঁড়েঘর নয়। এখান হইতেই অভিযাত্রীরা খাওয়া দাওয়া করিয়া রওনা হইবে। একজন কশাক বসিয়া ভেড়ার মাংস ছাড়াইতেছে, ওদিকে ঘরের মধ্যে জনতিনেক অফিসার একটা কব্জা ভাঙ্গা দরজার পাল্লা টানিয়া আনিয়া টেবিল বানাইবার চেষ্টায় রত। পিটিয়া হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে বলিয়া উঠিল, "হাত লাগাব? দরকার থাকে ত' বলুন।"

দশ মিনিটের মধ্যে টেবিলে ধোয়া চাদর পাতা হইয়া গেল,—মদ, মাখন, নুন সব কিছুই টেবিলে সাজানো, প্রস্তুত। এমন কি ঝলসানো মাংসও তৈরী হইয়া গিয়াছে।

সকলের সঙ্গে এভাবে খাইতে বসিয়া পিটিয়া হঠাৎ বাল্যকালের মত আমোদে মাতিয়া উঠিল।

সে আপন মনেই বলিল, "তুমি কি মনে করেছ যে, আমার ওপরওলা খুব চটে যাবে এখানে একটা দিন কাটিয়ে গেলে?" তারপর নিজের স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা করিয়া সে বলিল, "কিন্তু তোমায় খুঁজে বার ক'রে তবে ত' চিঠি দেব। এখন তুমি আমায় যা বলবে তাই করব। যত কঠিন কাজই দেও না কেন আমি রাজি আছি। পুরস্কারের লোভ আমার নেই, এমনিই করতে চাই—"

দেনিসভ্ হাসিয়া বলে, "কিরকম কঠিন কাজ?"

—"সে তোমার যা খুশি, যা তোমার ইচ্ছে।" ওদিকে একটি অফিসারকে মাংস লইয়া টানাটানি করিতে দেখিয়া পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া পিটিয়া বলিল, "দাঁড়ান আমার ছুরিটা কাজে লেগে যাবে, অত কষ্ট করবার কি দরকার।" মাংসটুকু কাটা হইয়া গেল, অফিসারটি ধন্যবাদ দিল। বলিল, "খুব ধারালো ছুরি ত' মশাই।"

—"যদি কিছু মনে না করেন ত' বলি ছুরিখানা আপনি রেখে দিন। হ্যাঁ, হ্যাঁ রাখুন না, সত্যি খুশি হব তাতে। আমার ওরকম অনেক ছুরি

আরও কয়েকটা আছে।" পিটিয়ার মন সহসা ঔদার্যের মমতায় [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। সে উচ্ছ্বসিত, তাহার মন কিছু একটা করিবার জন্য উৎসুক।

হঠাৎ সে সবাইকে বসিতে বলিয়া একবার বাহিরে চলিয়া গেল এবং পরক্ষণে এক কৌটা সন্দেশ আনিয়া হাজির করিল, "আমি সন্দেশ খেতে ভালবাসি—মিষ্টি যা কিছু তাই আমার প্রিয়। এগুলো আপনাদের জন্যে আমি নিয়ে এসেছি। আমাদের তাঁবুতে এসব খাবার খুব পাওয়া যায়। ভারি চমৎকার সন্দেশ, পরখ ক'রে দেখুন। এগুলো সবই আপনাদের জন্যে, নিন্ না, খান।"

সহসা তাহার মনে সন্দেহ জাগে, ছেলেমানুষী হইয়া গেল না কি? কথাটা মনে হইতেই সে নিজেকে সংযত করিয়া লইল। পরক্ষণে মনে পড়িয়া গেল সেই ভেরীবাদক বন্দীটির কথা। আহা বেচারী হয়ত' কিছুই খাইতে পায় নাই, বাহিরে ঠাণ্ডাতে বেচারীর বড় কষ্ট হইতেছে। পিটিয়ার একবার ইচ্ছা হইল যে সকলের মত লইয়া বন্দীকে ঘরের ভিতরে আশ্রয় দিতে পারিলে বেশ হয়। কিন্তু পাছে কেহ তাহার এই দুর্বলতা লইয়া বিদ্রূপ করে এই আশঙ্কায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল পিটিয়া। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়, সে নিজেকে শক্ত করিয়া লইল 'যে যাই মনে করুক আমি তার পরোয়া করিনা, যা মনে হয়েছে তা বলবই।' সে দেনিসভের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি কথাটা বলতেই দেনিসভ্ খুশি মনে জবাব দিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ ত' ডাক না তাকে, তার নাম ধ'রে ডাক।"

পিটিয়া বাহির হইয়া গেল, "যাই তাকে ডেকে আনি।"

—"আহা বেচারীকে ডেকে আন, বড় কষ্ট তার।"

সবাই পিটিয়ার ব্যবহারে খুশি হইয়া উঠিল। বাস্তবিক একটা মানবতার পরিচয়ে তাহাদের সকলের মনই নরম হইয়া পড়িয়াছে। বন্দীর নাম ধরিয়া সবাই ডাকিতে লাগিল।

পাশের ঘর হইতে একটি কশাক সাড়া দিল, "সে ওই বাইরে একটু আগুন পোয়াচ্ছে হুজুর, দাঁড়ান ডেকে দিচ্ছি।

ফরাসী বাহিনীর ভেরীবাদক এই তরুণ বন্দীটির জন্য পিটিয়ার মন কাঁদিয়াছে। কত কথা বলিবার জন্য পিটিয়ার বুকের ভিতরে আকুলিবিকুলি

[illegible] কিন্তু কিছুই সে বলিল না, নিজের মুঠার মধ্যে বন্দীর একটি হাত [illegible] ধরিয়া সে মৃদুস্বরে বলিল, "এস, ভেতরে এস। সত্যি তোমার জন্যে কি করতে পারি তাই ভাবছি।"

তারপর দরজা ঠেলিয়া তাহাকে লইয়া ভিতরে ঢুকিল পিটিয়া।

পিটিয়া নিজে সঙ্গে করিয়া বন্দীকে ঘরে আনিল বটে, তাহার প্রতি পিটিয়ার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে একথাও মিথ্যা নয় কিন্তু সে বন্দীকে নিজের পাশে বসাইল না। একটু দূরে একেবারে দেনিসভের ওপাশে গিয়া সে বসিল।—বন্দীকে বেশি যত্ন করিতে ভরসা হয় না পিটিয়ার। কেবলই তাহার আশঙ্কা হয়, এই বুঝি বড়দের কাছে তাহার ছেলেমানুষী ধরা পড়িয়া গেল। পিটিয়া সকলের অলক্ষ্যে নিজের পকেটে হাত পুরিয়া গণিয়া দেখিল কত পয়সা আছে, "আচ্ছা, পয়সাগুলো বন্দীটিকে দিলে কি ও কিছু মনে করবে!"

দলোগভ্ আসিয়া পড়িল। পিটিয়া দলোগভের দুঃসাহসিকতার অনেক কাহিনী শুনিয়াছে। কাজেই সে দলোগভের দিকে একাগ্র ভাবে চাহিয়া থাকে, দলোগভের প্রতিটি অঙ্গুলি সঙ্কেত পিটিয়া লক্ষ্য করে।

দেনিসভের চেয়ে পিটিয়ার দলোগভ্‌কে বেশি ভাল লাগে। কারণ, দেনিসভ্ কশাকদের মত দাড়ি কামায় না, কেমন যেন এলোমেলো ভাবে থাকে—আর দেনিসভ্ পদস্থ অফিসারের যোগ্য সাজে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে। মস্কাউতে সে যেমন নিখুঁত পারস্য দেশীয় পোশাক পরিয়া বেড়াইত আজও তেমনই নিপুণভাবে অফিসার সাজিয়া আসিয়াছে। সে ঘরে ঢুকিয়া সোজা দেনিসভের পাশে গিয়া বসিল, কোন দিকে তাহার লক্ষ্য নাই। বাজে কথা সে একটাও বলিল না, সরাসরি অভিযানের প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করিল। দেনিসভ্ তাহাকে বুঝাইতে লাগিল, কি ভাবে আক্রমণ করা যাইতে পারে। এদিকে কাজটা তাড়াতাড়ি হাসিল না করিলে বিপদ আছে, বৃহত্তর সেনাদলের নজর আছে এই শিকারের দিকে, এবং পিটিয়া যে জার্মান জেনারেলের দূত একথাটাও বলিয়া দিল দেনিসভ্।

সব কথা শুনিবার পর দলোগভ্ বলিল, "আচ্ছা, খুব ভাল কথা। কিন্তু তার আগে আমাদের জানা দরকার, ওদের কিরকম শক্তি সামর্থ্য, তা না জেনেই অমনি কিছু করা ঠিক হবে না। অন্ধের মত কাজ করা আমার রীতি নয়, কেউ গিয়ে দেখে আসুক ওরা মোট কত লোক আছে। এঁদের মধ্যে একজন কেউ আমার সঙ্গে শত্রু শিবিরে যেতে নিশ্চয় রাজি হবেন। অবিশ্যি আমি একটা পোশাক দিতে পারি তাঁকে।"

—"আমি—আমি যাব। আমি আপনার সঙ্গে।" চেঁচাইয়া উঠিল পিটিয়া।

দেনিসভ্ প্রতিবাদ করিল, "তার কোন দরকার নেই। আমি ওকে যেতে দেব না।"

পিটিয়া সে কথা শুনিতে রাজি নয়, সে বলে, "কেন যেতে দেবেন না শুনি? কেন আমি যেতে পাব না?"

—"কারণ তার কোন প্রয়োজন নেই।"

—"আমি এ অপরাধের জন্য মাপ চাচ্ছি, কিন্তু আমি যাবই, ব্যস্!" তারপর দলোগভের দিকে মিনতি করুণ দৃষ্টিতে তাকায় পিটিয়া, "আমায় আপনি নিয়ে যাবেন না?"

অন্যমনস্ক ভাবে দলোগভ বলিল, "কেন, নিয়ে না যাবার কি থাকতে পারে?"

ভেরীবাদকটির দিকে চাহিয়া দলোগভ প্রশ্ন করে, "এটাকে ক'দিন ধ'রে রেখেছ?"

—"এই আজই ওকে পাওয়া গেছে। কিন্তু নিয়ে কোন কাজ হ'ল না। ভাবছি ওকে রেখেই দোব।" দেনিসভ্ বলিল।

—"ফরাসী বন্দীদের দেনিসভ্ মারিয়া ফেলে না, প্রধান সেনাশিবিরে পাঠাইয়া দেয়।" একথা শুনিয়া দলোগভ্ একটু ঠাট্টা করিল, বলিল, "এখনও তোমার সেইসব বাজে ছেলেমানুষী গেল না! এসব সাজে আমাদের বোলোবছরের এই কাউন্টের, তোমার কিন্তু এতদিনে ওসব ভাবালুতা কেটে যাবার কথা।"

পিটিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "কিন্তু আমি ত' সেরকম কিছু বলি নি, আমি শুধু আপনার সঙ্গে যেতে চেয়েছি।"

দেনিসভ্ চটিয়া যাইতেছে এটা ভাবিতে দলোগভের খুব মজা লাগে, তাই সে আবার বলিল, "ওই সব ছেঁদো আদর্শবাদ আমাদের আর মানায় না। ধর না, তুমি যে এই ছেলেটিরে আটকে রেখেছ, কেন? কারণ তোমার মায়া লাগে ওকে মারতে। বেশ কথা, কিন্তু রসিদ নিয়ে একশ' বন্দীকে তুমি যে পাঠিয়ে দিলে, তাদের মধ্যে থেকে বড় জোর তিরিশটি সেখানে পৌঁছবে। তার চেয়ে একেবারে না পাঠানোই ভাল।

কশাক কাপ্তেনটিও এ কথায় সায় দিল।

দেনিসভ্ কিছু বলিবার আগেই দলোগভ্ কপট গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তার জন্যে ত' আর আমি দায়ী নই। আমি ত' আর তাদের নিজে হাতে মারি নি, আমার দায়িত্ব চুকে গেল পাঠিয়ে দিয়ে। তারপর যা খুশি হোক না তাদের।" বলিয়া দলোগভ্ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—"আরে তুমি কি মনে কর যে ওরা আমাদের হাতে পেলে ছেড়ে কথা কইবে? আচ্ছা যাক, ওসব বাজে কথা আর নয়।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া দলোগভ্ বলিল, "তাহলে কাউণ্ট তুমি আমার সঙ্গে যাবে? পোশাক আনতে বলি।"

—"হ্যাঁ, আল্‌বৎ কতবড় একটা মওকা পাওয়া গেছে বলে—" বলিয়া পিটিয়া দেনিসভের নিষেধ না মানিয়া ফরাসীদের ঘাঁটিতে চলিয়া গেল দলোগভের সঙ্গে।

ফরাসী সাজে সজ্জিত হইয়া পিটিয়া এবং দলোগভ্ পথে বাহির হইল—ঘন অন্ধকারের সামনে কিছু দেখা যায় না, শুধু নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা, স্তব্ধ জমাট অন্ধকার।

সেতু পার হইবার সময় ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজে স্তব্ধ রাত্রি যেন চম্‌কাইয়া উঠিল। পিটিয়া কি একটা কথা বলিতে দলোগভ্ চাপা গলায় বলিল, "চুপ কর। ফরাসী ভাষায় কথা বল, একটা রুশ উচ্চারণ করা চল্‌বে না।

তাহাদের গলার আওয়াজের প্রত্যুত্তরে অন্ধকারের ভিতর হইতে বিদেশী কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন হইল, "কে? কে ওখানে?" সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক উচাইয়া ধরার শব্দ হইল।

দলোগভ্ জোর গলায় বলিল, "আমরা ছ নম্বর বাহিনীর বর্শাধারী।" ঘোড়ার গতিবেগ কিছুমাত্র সংযত করিল না সে।

সেতুর মাঝখানে প্রহরীর ছায়ার মত দেখা গেল—অন্ধকারের মধ্যে একটা আবছা মানুষের মূর্তি।

—"সাঙ্কেতিক শব্দে কথা কও।"

দলোগভ্ ঘোড়ার রাশ টানিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল।

—"আচ্ছা বল্‌তে পার, কর্ণেল গেরার্ড এখানে কোথায় আছেন?"

—"সাঙ্কেতিক শব্দ জানা নেই?" তাহার কথার জবাব না দিয়া প্রহরী পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

—"কোন অফিসারকে পথেঘাটে সাঙ্কেতিক শব্দ জিজ্ঞেস ক'রে না। আমি যে কথা জান্‌তে চাচ্ছি তার জবাব দাও। কর্ণেলকে এখানে পাওয়া যাবে কি?" বলিয়া দলোগভ্ লোকটিকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া আগাইয়া চলিল। আর একটু আগাইয়া আসিয়া একটি সৈনিকের সঙ্গে দেখা হইল, দলোগভ্ তাহার কাছেও ওই একই প্রশ্ন করিল, তাহার জবাবে সৈনিকটি সরল ভাবেই

বলিল যে আর একটু আগাইয়া গেলেই অফিসারদের সঙ্গে দেখা হইবে, এক কালে যে বাড়িটা এ গাঁয়ের মোড়লের বাড়ি ছিল এখন সেইটাই অফিসারদের বাসস্থান।

পথের দুপাশে লোকজন গল্পগুজব করিতেছে, তাহারা কেহই ইহাদের লক্ষ্য করিল না। হঠাৎ দলোগভ্ একটি বাড়ির দরজার সামনে আসিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া উঠানের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল—সেখানে বিরাট একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, আগুনের আশপাশে বসিয়া কয়েকটি লোক একটা কোন বিষয় লইয়া রীতিমত তর্ক করিতেছিল। ছোট একটি পাত্রে মাংসের ঝোল চড়িয়াছে, ঘন নীল পোশাক পরা, একটি সৈনিক পাঁচন লাঠি দিয়া মাংস নাড়িতেছে।

একটু দূরে আবছা আলোতে বসিয়াছিল যে লোকটি সে হাসিয়া বলিল, "একখানা মাংস যা পাকাচ্ছে—একেবারে খানদানী কাণ্ড!"

আর একজন হাসিয়া জবাব দিল, "মাইরী মাংসেরা ডানা গজিয়ে উড়ে চলে যাবে দেখে নিও।"

হঠাৎ আগন্তুকের পায়ের শব্দে সকলেই চুপ করিয়া গেল। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সকলেই দলোগভকে লক্ষ্য করিতেছে।

যে লোকটা রান্না করিতেছিল সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই?"

দলোগভ্ বুঝাইয়া বলিল, "আমরা একটু বিপদে পড়েছি। আমরা ছনম্বর দলের লোক, দলছাড়া হয়ে পড়েছি। তা আপনারা কি কেউ খোঁজ দিতে পারেন কোথায় গেলে আমরা ঠিক দলে গিয়ে পড়ব?"

বলাবাহুল্য যে ফরাসীরা ষষ্ঠবাহিনী সম্বন্ধে কোন খবরই দিতে পারিল না।

এদিকে পিটিয়ার কেবলই আশঙ্কা হইতেছে, অফিসারগুলি তাহাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছে।

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটিল।

ফরাসীদের মধ্য হইতে একজন রসিকতা করিয়া বলিল, "যদি আপনারা কিছু খাবার আশায় এসে থাকেন ত' বলি, সে-সব সাবা হয়ে গেছে।"

দলোগভ্ জবাব দিল, "না আমাদের খাওয়া হয়েছে, এখনই চলে যাব। দেখি এগিয়ে কোথাও কোন হদিস যদি পাই।"

যে অফিসারটি তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিল তাহার পাশে গিয়া বসিয়া দলোগভ্ কথা কহিতে লাগিল। একটি প্রসঙ্গ সে বারবার সুকৌশলে এড়াইয়া যাইতে লাগিল, সেটি তাহার সেনাদলের কথা, কোন্ বাহিনীতে কি কাজ করে এসব কথা শুনিলেই দলোগভ্ যথারীতি অন্যমনস্ক হইয়া যায়, শুনিতে পায় না, অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া বসে। সামনের পথে তেমন কোন বিপদ আপদ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল দলোগভ্। এদিকে পিটিয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ভয় হইতেছে ইহারা যদি বুঝিতে পারে? আর এই লোকটি কেমন স্বচ্ছন্দে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে, নড়িবার নাম করে না।

একসময়ে দলোগভ্ সোজাসুজি প্রশ্ন করিল, "তা এখানে আপনাদের কত লোক আছে? বন্দীই বা কত?"

আপনার কাজ গুছাইয়া লইয়া যখন তাহারা সত্য সত্যই ফিরিতে পারিল তখনও পিটিয়া যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না এত সহজে কাজ হাসিল হইতে পারে। হাঁ, সাহস বটে দলোগভের।

পথ চলিতে চলিতে দলোগভ্ বলিল, "ওই শোন!"

পিটিয়া শুনিতে পাইল রুশভাষায় কাহারা গল্প করিতেছে—এরা নিশ্চয় ফরাসীদের হাতে বন্দী।

সেতু পার হইয়া আসিয়া দলোগভ বলিল, "তাহ'লে এখন আসি। তুমি দেনিসভকে বলতে পার, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রথম কামান ছুঁড়ব। পিটিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত দলোগভের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল, বলিল, "সত্যি! আপনার কি দুর্জয় সাহস, অদ্ভুত! আমি অবাক হয়ে যাই আপনার কথা ভেবে।

—"আচ্ছা ঠিক হ্যায়!" বলিয়া দলোগভ্ চলিয়া যাইতে উদ্যত হয়। কিন্তু পিটিয়া তখনও তাহার হাত ধরিয়া আছে দেখিয়া দলোগভ্ অনুমান করিয়া লইল পিটিয়ার মনের কথা। সে একটু ঝুঁকিয়া আগাইয়া দিল বুকের ছাতিটা। পিটিয়া তাহাকে একবার আলিঙ্গন করিল। দলোগভ্ একটু হাসিল তারপর চলিয়া গেল।

ইজারাদারের বাড়িতে ফিরিয়া পিটিয়া দেখিল দেনিসভ্ তখনও জাগিয়া বসিয়া আছে। তাহার চোখে মুখে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট; এভাবে

পিটিয়াকে যাইতে দিয়া সে খুব ভুল করিয়াছে—এ জন্য প্রতিক্ষণে মনে মনে সে নিজেকে ধিক্কার দিতেছে।

এমন সময়ে পিটিয়াকে দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "বাঁচালে—যাক, ভগবান রক্ষে ক'রেছেন। ভগবান আছেন তাই রক্ষা। তুমি একটা আস্ত হতভাগা, গোল্লায় যাও—উঃ দু'চোখের পাতা এক করবার উপায় নেই,—যাক্ ভগবান বাঁচিয়েছেন।" পিটিয়া উৎসাহিত ভাবে পথের কাহিনী বলিতে যায় আর দেনিসভ্ বাধা দিয়া বলে, "থাম, ঢের হয়েছে। এখন দয়া ক'রে শুয়ে পড়, এখনও একটু পিঠটা ফেলে নেবার সময় আছে। নাও শুয়ে পড়।"

পিটিয়া বলিল, "আমার একদম ঘুম পাচ্ছে না। আর যদি একবার পড়ি তাহলে কারো সাধ্য নেই কাল সকালে আমার ঘুম ভাঙায়। তাছাড়া যুদ্ধের আগের রাত্রে আমি ঘুমইনা।"

পিটিয়া বসিয়া থাকে। চুপ করিয়া বসিয়া সে ভাবে আজিকার অভিযানের সকল কথা। আর মনে মনে কল্পনা করিতে চেষ্টা করে আগামীকাল যে অভিযান তাহারা করিবে তার চেহারা। যখন সে বুঝিতে পারিল দেনিসভ্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তখন আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল পিটিয়া। সামনে কোথাও এতটুকু আলোর চিহ্ন নাই, ঘন অন্ধকারে পথ আর বন মিশিয়া গিয়া একটা কাল যবনিকায় ঢাকিয়া দিয়াছে এই পৃথিবীর অস্তিত্বটুকু। মাঝে মাঝে দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে। একটু দাঁড়াইয়া থাকিবার পর পিটিয়া আন্দাজ করিতে পারে—ওই ওখানে কশাকদের তাঁবু, আর তার পাশে ঘোড়াগুলি দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় এখনও দু'চার জন কশাক জাগিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মৃদুগুঞ্জন পিটিয়ার কানে আসিয়া বাজিতেছে, ঘোড়াগুলি ঘাস চিবাইতেছে তারও শব্দ শুনিতে পায় পিটিয়া।

পিটিয়া আস্তে আস্তে নিজের ঘোড়ার কাছে গিয়া দাঁড়ায়। তারপর সেটিকে আদর করিয়া বলিল সে, "ভাখ কারাবাক আমাদের কাল বিরাট কাজ আছে, বুঝলে?" বলিয়া ঘোড়াটির নাকে নিজের মুখ ঘর্ষণ করিয়া চুম্বন করিল সে।

—"আজ্ঞে আপনি এখনও ঘুমাননি হুজুর!" পিটিয়ার কশাক চাকরটি প্রশ্ন করিল।

—"না। এইত সবে ফিরলাম, আমরা ফরাসীদের দেখতে গিয়েছিলাম।" বলিয়া পিটার সবিস্তারে তাহাদের চমকপ্রদ অভিযানের বিবরণ দিল এবং সেই সঙ্গে বুঝাইয়া দিল সে কেন গিয়াছিল। সে বলিল, "আমরা গিয়েছিলাম, নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে আমাদের দলকে বাঁচাবার জন্য। যদি সেরকম কিছু দেখতাম যে, ওদের শক্তি খুব বেশি তাহ'লে ক্রমে সেই মত ব্যবস্থা করতে পারা যেত। আর এই ধর না, যদি আন্দাজে খোঁজখবর না নিয়ে আক্রমণ ক'রে দেখা যেত ওদের রীতিমত ব্যবস্থা আছে তাহ'লে বেঘোরে এতগুলি লোক মরত আমাদের। তার চেয়ে একজনের জীবনের মায়া কাটিয়ে খোঁজ নিয়ে আসাই ত' উচিত।

কশাকটি বলিল, "কিন্তু হুজুর এবারে ঘুমিয়ে নিন একটু।"

পিটিয়া ঘুমাইতে গেল না। কশাকটিকে কি একটা জিনিস উপহার দিতে চাহিল। লোকটা মুখ বাড়াইয়া পিটিয়ার দিকে ভাল করিয়া তাকাইল—সে একটা মালগাড়িতে শুইয়াছিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পিটিয়া বলে, "আচ্ছা, তুমি তলোয়ার শানিয়ে দিতে পার? আমার তলোয়োরটার ধার প'ড়ে গেছে।"

—"যে আজ্ঞে, দিচ্ছি।" বলিয়া কশাকটি নামিয়া আসিল।

পিটিয়া গাড়িতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল কশাকটির তলোয়ার শানানোর কৌশল।

—"আচ্ছা, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে?"

—"আজ্ঞে কেউ কেউ ঘুমিয়েছে, কেউ বা জেগে আছে।"

—"আচ্ছা, সেই ছেলেটি কোথায় জান?"

—"কে? সেই ফরাসী বন্দীটার কথা বলছেন? সে ওই কুঁড়েতে দরজার পাশে এক কোণে শুয়ে জ্বরে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে শেষে ঘুমিয়ে পড়েছে।"

পিটিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকে,—তলোয়ার শানানোর শব্দটা শোনে সে।

হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দ শুনিয়া সে মুখ তুলিয়া তাকাইল, দেখিল একটি ছায়ামূর্তি।

—"হ্যাঁ হে, তুমি আবার কিসে শান দিচ্ছ"?

—"এই, হুজুরের তলোয়ার শানাচ্ছি ভাই।"

পিটিয়া আপনার কল্পনার রঙে হারাইয়া ফেলিয়াছে বাস্তব জগতের সব কিছু। কোন্ যাতুকরের মায়া-কাজল তাহার চোখে স্বপ্নপুরীর খাসমহলে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায়। ওই যে একটু দূরে যে কুঁড়েঘরের ছায়া দেখা যায়, ও ত' কুঁড়ে নয় পৃথিবীর নীচের বিচিত্র গহ্বরদেশে প্রবেশের সিংহদ্বার ওটা। আর যে গাড়িটার গায়ে পিটিয়া হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এটা বোধকরি কোন্ গগনস্পর্শী মীনারের চূড়া—এখান হইতে লাফাইয়া পড়িলে, হাওয়ায় উড়িয়া মাটিতে পৌঁছিতে কত দিন রাত্রি পার হইয়া যাইবে, মেঘের দল বাহিয়া নক্ষত্র সমুদ্র পার হইয়া হালকা বায়ুলোক অতিক্রম করিয়া, তবে নীচের মাটিতে ছোঁয়া যাইবে···।" পিটিয়া একবার উপরে আকাশের পানে চাহিল, সেখানে তারার মালা ঝক্‌ঝক্ করিয়া ফুলিতেছে। ওই তারার আলো দেখিয়া পরীর দল রাত্রে পথ চিনিয়া চলে। তাহার মনে হয় সে ইচ্ছা করিলেই ওই দূর আকাশের গায়ে হাত ছোঁয়াইতে পারে।···এমনি করিয়া পিটিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার মাথা দুলিতেছে এপাশ হইতে ওপাশ। এখনও টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। ওপাশে কোন্ সৈনিকের নাকডাকার শব্দ শোনা যায়—আর সেই কশাকটি পাথরের উপর ঘসিয়া ঘসিয়া সামনের তলোয়ার শানাইতেছে তার শব্দ। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া পিটিয়া শুনিতে পায় বাযুস্তর বাহিয়া অপূর্ব ঐকতানে মধুর ঝঙ্কার, এ সুরের মাধুর্য বেদনায় বিষন্ন কোমলতায় অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সহসা কি এক অজ্ঞাত রহস্যের আবেশে তাহার অন্তরে কাব্যের সুর মাধুর্যের জোয়ার আসিয়াছে। সে গায়ক। সমগ্র পরিবেশ সঙ্গীতের দোলায় মোহনীয়। অগণিত কিন্নরীর কণ্ঠে এ সুরের তরঙ্গ লহর তুলিতেছে।

হঠাৎ মাথাটা বেশি ঝুঁকিয়া পড়িতে পিটিয়া চমকাইয়া সোজা হইয়া বসিয়া আপন মনে বলে, "আরে এ যেন স্বপ্ন দেখছি মনে হচ্ছে। কিন্তু কানে যে এখনও গানের শব্দ লেগে আছে। তবে কি কোন অজানা গায়কের দল আমারই ডাকে গান শোনাচ্ছে? আচ্ছা এস, তোমরা আবার গান গাও—" বলিয়া পিটিয়া একটু গুছাইয়া বসিয়া চোখ বুজিল। আবার সে সুরস্বপ্নে ডুবিয়া গেল।

এবার বাধা দিল কশাক চাকরটি, সে মনিবকে ডাকিল, "হুজুর, এই নিন, এবারে এক কোপে ছুটো ফরাসীর মাথা কাটতে পারবেন।"

পিটিয়া জাগিয়া দেখিল দিনের আলোর আভাস জাগিয়াছে বনশীর্ষে। পত্রবিহীন রিক্ত বৃন্তগুলির গায়ে দিনের প্রথম আলো, প্রথম জাগরণ। একে একে ঘোড়াগুলি আলস্য চঞ্চল হ্রেষাধ্বনি করিতেছে। পিটিয়া লাফাইয়া গাড়ি হইতে নামিয়া পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া কশাকটিকে বকশিস দিল। ওদিকে অনেকে জাগিয়া উঠিয়া ঘোড়ার লাগাম পরীক্ষা করিতেছে, অভিযানের আয়োজন সুরু হইয়া গিয়াছে।

দেনিসভকে দেখিয়া চাকরটা বলিল, "আজ্ঞে এখানে আছেন আমাদের কাপ্তেন।"

দেনিসভ্‌ পিটিয়াকে খুঁজিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া বলিল, "নাও তৈরী হও, আর দেরী নেই।"

অশ্বদল নিমেষে প্রস্তুত হইল, প্রত্যেকে নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল। পদাতিক দল সর্বাগ্রে যাত্রা করিল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাহারা ঘন কুয়াশার গহ্বরে তরুশ্রেণীর অন্তরালে মিলাইয়া গেল,—কুয়াশার ওপার হইতে থাকিয়া থাকিয়া পদাতিক দলের জলকাদার মধ্যে পথ চলার অতি পরিচিত একটা শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে।

মুখহাত ধুইয়া পিটিয়া বেশ সুস্থ বোধ করিতেছে, তাহার চোখে মুখে অস্বাভাবিক দীপ্তি, সমুজ্জ্বল। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে একটু শীত শীত ভাব পিটিয়ার গায়ে কাঁটা দেয়।

দেনিসভ্ জিজ্ঞাসা করে, "সব তৈরী ?"

পিটিয়া রেকাবে পা দিয়া সওয়ার হইবার সময় একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া লইল লম্বা ঘোড়সওয়ারের দলটা।

দেনিসভকে সে বলিল, "আমায় একটি কিছু করবার আদেশ দিও। যাহোক কিছু একটা হুকুম—"

দেনিসভ্ বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিল পিটিয়ার কথা। তাহার গলার আওয়াজ পাইয়া একটু অবাক হইয়া ফিরিয়া চাহিল, এবং দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "তোমায় একটা কথা বলে রাখছি, আমি যা বলব কেবলমাত্র সেটুকু ক'রো তাহলেই হবে। তার বেশি কিছু করতে যেয়ো না।"

বনান্তের প্রান্তদেশে আসিয়া পড়িয়াছে সেনাদল। ওদিকে দিনের আলো আরও ফর্সা হইয়া উঠিয়াছে।

দেনিসভ্ বলিল, "এবারে প্রথম কামানের সঙ্কেতচিহ্ন এঁকে দাও—"

অমনি দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইল একটি গুরুগম্ভীর গর্জন।

কশাকের দল চারিদিক ঘিরিয়া ছড়াইয়া পড়িল।

পিটিয়ার গায়ের কাঁপুনি যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে, সে তার অধিনায়কের পাশাপাশি চলিতেছে।

ঘোড়সওয়ার ছুটিল বিদ্যুৎগতিতে।

আরও কামানের গর্জন দিকে দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইল। আচম্বিতে

যেন বনপ্রান্তে প্রলয়ের হুঙ্কার উঠিয়াছে। পিটিয়া তাহার ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষাইয়া দিল। তীরবেগে তাহার ঘোড়া দলছাড়া হইয়া সকলের আগে বাহির হইয়া যায়। পিছনে পড়িয়া রহিল দেনিসভ্ এবং আর সকলে। সেতুর উপরে পড়িল পিটিয়া। তাহার সম্মুখে একটি পলায়মান ফরাসী—। পিটিয়া দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া আগাইয়া চলিয়াছে। ওই যে কতগুলি লোক তাহার সম্মুখে ডানদিকের পথ হইতে বামের পথে পার হইয়া যাইতেছে ওরা নিশ্চয় ফরাসী। হঠাৎ ওদের একজনের ঘোড়া পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। আরও দূরে কশাকেদের দল একটি চাষীর ঘর ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, সেখানে আর্তের করুণ রোল উঠিয়াছে। পিটিয়া আরও আগাইয়া গেল, দেখিল—মৃত্যুভয়ে বিবর্ণ একটি ফরাসী শত্রুর উদ্যত বর্শার তীক্ষ্ণ ধারাল অগ্রভাগ হইতে নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে।

সে ঘোড়ার রাশ ছাড়িয়া দিয়াছে। ঘোড়া চলিয়াছে বাতাসের আগে। উৎসাহের আনন্দে পিটিয়া চীৎকার করিল, "সাবাস, বাহাদুর।"

ওদিকে অগ্নিবর্ষণের কামাই নাই। কশাক, অশ্বারোহী, রুশ বন্দী, যে যেদিকে পারিতেছে পাগলের মত অর্থহীন ভাবে ছোটাছুটি করিতেছে—চীৎকার করিতেছে। একটি ফরাসী সৈন্য বন্দুকের সঙ্গীন উচাইয়া তিন চারটি শত্রুর হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে।

তাড়াতাড়ি পিটিয়া সেখানে গিয়া পড়িল। কিন্তু তার আগেই কাজ ফুরাইয়া গিয়াছে। সে মনে মনে একটু দমিয়া গেল, আপন মনে বলিল, "ইস্, আর একটু আগে যদি আসতে পারতাম—।

যে অঞ্চলটা অগ্ন্যুৎপাতে বিপর্যস্ত, পিটিয়া তাহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কাল রাত্রে দলোখভ্ যে উঠানে দাঁড়াইয়া ইহাদের খোঁজ খবর লইয়াছিল সেখানেই প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে। ফরাসীরা ওই বাড়ির পিছনের বাগানে, ঝোপে জঙ্গলে লুকাইয়া কশাকদের লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইতেছে। কশাকরা বাড়ির সম্মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

—"পিছনদিক থেকে আক্রমণ কর—পদাতিকদল, ওখান থেকে সরবে না তোমরা।"

—"হাঁ, কিছুতেই সরবে না। সাবাস।" পিটিয়া হাঁকিল। পরমুহূর্তে সে আগুনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

ধুমপুঞ্জে বাতাস কাল হইয়া উঠিল। বুলেটের শব্দে কানে তালা লাগবার উপক্রম হইল। দলোগভ্ এবং কশাকের দল সশব্দে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ধোঁয়ার মধ্য দিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ফরাসীরা অস্ত্রশস্ত্র ছাড়িয়া আত্মসমর্পণের জন্য আগাইয়া আসিতেছে, ওদিকে কেহ কেহ ঢালু জমি ধরিয়া পুকুরের দিকে চলিয়া যাইতেছে।

পিটিয়া এখনও সেই উঠানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সে ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়া দিয়াছে, হাত দুইটা দুদিকে ছুঁড়িতেছে। হঠাৎ একটা অগ্নিকুণ্ডের সামনে আসিয়া তাহার ঘোড়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া গেল, পিটিয়া ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল মাটিতে। একবার মাত্র তাহার মাথাটা নাড়িল, হাত-পা নাড়িল, তারপর শক্ত হইয়া গেল। তাহার মাথার ভিতরে গুলী লাগিয়াছে।

একজন ফরাসী অফিসার বাহিরে আসিয়া তলোয়ারের মাথায় সাদা রুমাল বাঁধিয়া উঁচুতে তুলিয়া নাড়িতে লাগিল, অর্থাৎ তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছে একথা জানাইয়া যুদ্ধ থামাইতে অনুরোধ করিল।

দলোগভ্ ঘোড়া হইতে নামিয়া পিটিয়ার কাছে গেল। দুই হাত দুদিকে মেলিয়া পিটিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দলোগভ্ স্বগত ভাবে বলে, "সব শেষ!"

দেনিসভের কাছে আগাইয়া যায় দলোগভ্।

দূর হইতেই আন্দাজ করিয়াছিল দেনিসভ্। এতদিনের অভিজ্ঞতায় সে এটুকু বুঝিতে পারে। সে চীৎকার করিয়া শুধাইল, "মরে গেছে?"

দলোগভ বলে, "সব শেষ।" বলিয়া সে কশাকদের দিকে চলিয়া গেল— কশাকদের চারপাশে রুশবন্দীরা ভিড় করিয়াছে কেন সেটা দেখা দরকার। যাইবার সময় সে দেনিসভকে বলিল, "ওকে আমরা ওখানে রেখেই বিদায় নেব, কি বল।"

সে কথার কোন জবাব দিল না দেনিসভ্।

কম্পিত হস্তে পিটিয়ার মাথাটা আপনার কোলে তুলিয়া রক্তমাখা অসহায় মুখখানার দিকে তাকায় দেনিসভ্। তাহার কানের কাছে সেই অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর বাজিয়া ওঠে, "মিষ্টি যা কিছু তাই আমার প্রিয়···এগুলো সবই আপনাদের জন্যে, সবগুলোই···।" তাহার ছোট গভীর দীর্ঘশ্বাসে কশাকেরা

অবাক হইয়া ফিরিয়া চাহিল। এ দীর্ঘশ্বাস দেনিসভের বুক ভাঙিয়া কুকুরের আর্তনাদের মত প্রবল শব্দে বাহির হইয়াছে—এ শুধু দীর্ঘশ্বাস নয়, তাহার হাড়-পাঁজরা ভাঙিয়া যাওয়ার আর্তনাদ। সহসা সে উঠিয়া সোজা হইয়া একটা খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল।

আজ যে রুশবন্দীরা ফরাসীদের হাত হইতে মুক্তি পাইল এই দলে পিটার বেস্থভও ছিল।

বন্দীদের জন্য ফরাসীরা কোন যানবাহনের ব্যবস্থাই করে নাই। বলা বাহুল্য যে এই অবাঞ্ছিত কতকগুলি পোষ্যকে অকারণে বহিয়া বেড়ান সকলের কাছেই রীতিমত বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। বন্দীদের জন্য ঘোড়ার মাংস বরাদ্দ, তাহাদের তেমন অসুখবিসুখ হইলে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলিবার ঢালা বন্দোবস্ত আছে, আর যাহারা অনাহারে মরিতেছে তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিবারও কোন প্রয়োজন বোধ করে না কেহ, যাহারা পিছাইয়া পড়ে অনাহারক্লিষ্ট দুর্বল-দেহ লইয়া পলায়মান বাহিনীর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারে না তাহাদিগকেও মরিতে হয় বন্দুকের গুলীতে। মস্কাউ হইতে যে তিনশ ত্রিশজন বন্দী যাত্রা করিয়াছিল আজ তাহাদের সংখ্যা একশতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। বলা বাহুল্য যে ইহাদের মধ্যেও অধিকাংশের জীবনই কোনরকমে টিকিয়া আছে। এই সব অনশনক্লিষ্ট বন্দীদের দিকে চাহিলে পাছে মনের কোন কোমলতন্ত্রীতে সহানুভূতির বেদনা বাজিয়া ওঠে এই আশঙ্কায় ফরাসীরা ইহাদের উপর বিরক্ত। এই রুশ হতভাগ্যেরা পাছে তাহাদের খাদ্য ও পানীয়ের অংশীদার হয় এই ভয়েই ফরাসীরা সন্ত্রস্ত?

ফরাসী সৈন্যরা বন্দীদের একটা আস্তাবলে তালাচাবি দিয়া আটকাইয়া রাখিয়া গোপনে নিজেদের আহার্যের ভাণ্ডার লুঠ করিতে যায়। চুরি করে। সামান্য কারণে রুখিয়া দাঁড়াইয়া নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা বাধায়, আপন দলের লোককে গুলী করে ইহারা অতি তুচ্ছ অছিলায়।

সাধারণ বন্দীদের সঙ্গে অফিসারদের যে পার্থক্য বজায় রাখা হইয়াছিল ইদানীং সে সব উঠিয়া গিয়াছে। আবার প্লেটোর সঙ্গে পিটার গল্প গুজব করে, প্লেটোর সেই খোঁড়া কুকুরটাকে লইয়া খেলা করে!

হঠাৎ একদিন প্লেটোর জর হইল। সেইদিন হইতে পিটার আর প্লেটোর কাছে যায় না, দূরে দূরে থাকে—কি জানি কেমন একটা আতঙ্ক জাগে তাহার

মনে। জ্বরের ঘোরে প্লেটো যন্ত্রণায় ছটফট্ করে, তাহার গায়ে একটা অম্ল গন্ধ, এ সবই পিটারের অসহ্য বোধ হয়।

বন্দীজীবনের প্রথম দিনে পিটার আনন্দের যে স্বচ্ছ সহজ অনুভূতি পাইয়াছিল সে আনন্দ আজও তাহার মনে বিরাজমান। সে বুঝিতে শিখিয়াছে মানুষের মনেই রহিয়াছে আনন্দ,—সে নিজেই আপন আনন্দের মূলাধার, বাহ্যিক কোন অভাব অনুপপত্তির প্রভাব সেখানে কিছু করিতে পারে না। যাহারা মনে করে ঐশ্বর্যের আতিশয্যেই আনন্দের নিরীক্ষা তাহারা ভ্রান্ত, তাহারা বিপথ চালিত। পিটারের আনন্দ ধরা দিয়াছে চরম দুর্দিনে কুটীর-জীবনে, বন্দীর দুঃসহ নির্যাতনের মধ্যে। সে বুঝিতে শিখিয়াছে ঐশ্বর্য মানুষের লালসা বাড়াইয়া দেয়, অশান্তির বজ্র হানে প্রাচুর্যের অভিশাপ।...ইদানীং আরও একটা কথা নূতন মনোভাব তাহার মধ্য দেখা দিয়াছে, সে পরের কথা মোটেই ভাবে না। এই যে প্লেটোর অসুখ হইয়াছে কই এক দণ্ডও তাহার মনে সে জন্য কোন বেদনা বোধ হয় নাই। কিন্তু তার চেয়েও সে কম মাথা ঘামায় নিজেকে লইয়া। আজকাল রোজ রাত্রে তাহার পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, পরদিন সকালে হয়ত' পথ চলা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। পিছাইয়া পড়িলে ফরাসীরা গুলী মারিয়া তাহাকে শেষ করিয়া দিবে, কিন্তু এজন্য সে এতটুকু ভাবে না। এ ধরনের নিশ্চিন্ত ভাব ইতিপূর্ব্বে তার কোন দিন ছিল না।

আবার পরদিন সকালে উঠিয়া কোনরকমে পিটার জুতাজোড়া পায়ে গলাইয়া হাঁটিতে শুরু করে। প্রথমটা রীতিমত কষ্ট হয়। সহনশক্তির চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে একথাটা পিটার ভুলিবে না। তাই সে জোর করিয়া হাঁটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে যন্ত্রণার তীব্রতা যেন আপনি কমিয়া যায়। সে পরের কথা ভাবেনা, নিজের কথাও ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছে। চারিদিক হইতে ভাগ্যের পীড়ন যতই বাড়িতেছে পিটারের মনে প্রশান্ত সৌম্যতা যেন ততই উজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে।

সেদিন তখনও সূর্য ওঠে নাই, সবে ভোর হইয়াছে। এমন সময় চারিদিকে সোরগোল পড়িয়া গেল।—"কশাক এসেছে'। ওই যে কশাক—" ফরাসীরা চীৎকার করিতেছে। অগ্নিবর্ষণের তাণ্ডবে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল। ব্যাপারটা কি, পিটার ভাল করিয়া বুঝিবার আগেই দেখিল তাহাদের তাঁবুতে আনন্দের কোলাহল উঠিয়াছে। "এসো বন্ধুরা, দেশের

ভাইসব, আমাদের বন্ধু !"—বলিয়া সন্তোমুক্ত সৈনিকরা সজলনেত্রে ছুটিয়া গিয়া কশাকদের কাছে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। কেহ বা নিজের জামাকাপড় কেহ বা জুতা, যে যাহা পারিল বিলাইতে লাগিল। আজ তাহারা মুক্তি পাইয়াছে —এ মুক্তি অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয়, সমগ্র জীবনের প্রতিমুহূর্তের একান্ত কামনা।

পিট্যর একপাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, তাহার মুখে কথা নাই, কণ্ঠে ভাষা নাই, সে মুগ্ধ বিহ্বল, আবেগে তাহার মন অবশ হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম যে কশাকটিকে সে দেখিল তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

দলোগভ্ বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়াইয়া নিরস্ত্র ফরাসী সৈন্যদের দিকে চাহিয়া ঘোড়ার চাবুক দিয়া জুতার ধূলা ঝাড়িতেছিল। ফরাসীরা তখন মনে মনে উত্তেজিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পাশ দিয়া যাইবার সময় যতদূর সম্ভব বিনীত নম্র ভঙ্গীতে চলিয়া যাইতেছে। একটু দূরে একজন কশাক দাঁড়াইয়া বন্দীদের সংখ্যা গণনা করিতে, শ' পুরিয়া গেলে দেউড়ির মাথায় খড়ি দিয়া একটা দাগ দিতেছে।

দলোগভ্ হাঁকিল, "কত হ'ল ?"

—"আজ্ঞে ছ'শ।"

মাথার টুপী খুলিয়া দেনিসভ্ বিষণ্ণ বিরক্ত মুখে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিতেছে, কয়েকটি কশাক ইতিমধ্যে পিটিয়াকে সমাধি দেবার জন্য মাটি খুঁড়িয়াছে, এবারে তাহারা মৃতদেহ লইয়া চলিয়া গেল। অপস্রিয়মান লোকগুলি বাগানের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। দেনিসভ্ শূন্য দৃষ্টিতে সেইদিকে অর্থহীন ভাবে চাহিয়া থাকে।

নভেম্বর মাসের শেষের দিকে, রীতিমত শীত পড়িল। এবারে ফরাসীদের চরম দুর্ভাগ্যের দিনগুলি ঘনাইয়া আসিল। অনেকে শীতের প্রকোপে প্রাণ হারাইল। আর কেহ বা শীতের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যে আগুন জ্বালিয়াছিল সেই আগুনেই পুড়িয়া মরিল। এদিকে সম্রাট্ তাঁহার প্রিয় অনুচরবর্গ, বড় বড় বীর সেনাপতি বলিয়া যাঁহাদের নাম ইতিহাসের পাতা জুড়িয়া আছে তাঁহারা শীতনিবারণের জন্য পশুর লোমে তৈয়ারী পোশাক পরিয়া, গাড়ি চড়িয়া চোরাই মালে গাড়ি ভরিয়া লইয়া পলায়ন করিতেছেন।

মস্কাউ হইতে ভিয়াজ্‌মা আসিবার পথে ত্রিয়াত্তর হাজার সৈন্য গিয়া ঠেকিল ছত্রিশ হাজারে। এবং ইহার পর ভিয়াজ্‌মা হইতে স্মলেন্‌স্ক যাইতেও সমান অনুপাতে লোকক্ষয় হইয়াছিল। ফরাসী বাহিনীর মধ্যে সকলরকম নিয়মানুবর্তিতাই লোপ পাইয়াছে, যে যেদিকে পারিতেছে ছড়াইয়া পড়িতেছে, সেনাপতিরা নিজেদের সম্পত্তি লইয়াই ব্যস্ত। ওদিকে পিছন হইতে রুশেরা ধাওয়া করিয়া আসিতেছে এই আতঙ্কে সবাই সদা সশঙ্ক।

স্মলেন্‌স্ক-এ পৌঁছিয়া ফরাসীরা নিজেদের মধ্যেই হানাহানি শুরু করিল, খাদ্য চাই, বাঁচিতে হইবে এবং বাঁচিতে হইলে অপরকে মারিয়া তাহার অংশ কাড়িয়া লওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। তাহারা জানে না এ নৃশংস অরাজকতার কোথায় শেষ, কবে তাহারা নিজের দেশে পৌঁছিবে একথাও কেহ জানে না। তাঁহার মত বীর পৃথিবীর ইতিহাসে আজও পর্যন্ত জন্মায় নাই বলিয়া ঐতিহাসিকেরা প্রচার করেন, সেই নাপোলেঁঅ আজ দিশাহারা, যে-কোন সাধারণ সৈনিকের মতই তাহার মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হ'তাশার অন্ধকার। তবু আজও যথারীতি সম্রাটের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় কিন্তু সে বিজ্ঞপ্তি অর্থহীন, কেহই তাঁহার আদেশ মানিয়া চলে না। আজ সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে যে শেষের দিন আসন্ন, যে বীজ বপন করা হইয়াছে এই দীর্ঘপথের অভিযানে তাহার ফলাফল এবারে সুদে আসলে বহন করিবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে। এখন যদি ইহাদের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া ঝড়ের বেগে নিজেকে লইয়া পলায়ন করিতে পারা যায় তবে হয়ত' বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে, নতুবা নহে।

ফারাসীরা পলায়মান, এ অবস্থায় রুশেরা অনায়াসেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের প্রতিহিংসা লইতে পারিত—একথা অনেকেই বলিতে পারে। এবং কুতুজভ্‌ সে ধরনের কাজ করিতে সম্মত ছিলেন না বলিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে কুতুজভকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। ফরাসী পলায়ন করিতেছে তাহাদের প্রাণপণ করিয়া, যথাসাধ্য দ্রুত গতিতে তাহারা এদেশের সীমানা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চায়—আর রুশ সৈন্য বার বার যুদ্ধ করিয়া এবং পশ্চাদনুসরণের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এ অবস্থায়

ফরাসীদের সঙ্গে ঝড়ের বেগে আগাইয়া যাওয়া তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। তাছাড়া, ফরাসীরা যে রুশদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে না বলিয়াই রুশদের যতদূর সম্ভব এড়াইয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট। এই সঙ্গে আরও একটা কথা কুতুজভ্ ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন, অনর্থক পলায়মান শত্রুকে বাধা দিতে গিয়া নিজেদের শক্তিক্ষয় করার কি দরকার? একদল স্বার্থান্বেষী নিজেদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এবং পদোন্নতির জন্য যুদ্ধ বাধাইয়া সৈন্য ক্ষয় করিবার জন্য উদগ্রীব কুতুজভ্ তাহাও জানিতেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও কিন্তু কুতুজভ্ রুশ সৈন্যকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। ভিয়াজমা এবং তারুতিনোতে লড়াই হইয়াছিল।

তারুতিনো হইতে ক্রাশনো আসিবার পথে রুশপক্ষের পঞ্চাশ হাজার সৈন্য শীতে এবং রোগে মরিল, কিছু বা পলায়ন করিল। ইহার মধ্যে কোন যুদ্ধ হয় নাই, শুধু অকারণে এতগুলি মানুষ প্রাণ হারাইল। তাহাদের পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা শতছিন্ন, আহার ও শয্যার কোন ব্যবস্থাই নাই। বরফ পড়িতে শুরু করিয়াছে, দিনের আলো সাত আট ঘণ্টার বেশি থাকে না, তারপর শুরু হয় হিমশীতল অনন্ত রাত্রি—সে রাত্রির বুঝি শেষ নাই। এই অবস্থায় বরফের মধ্যে রাত কাটাইতে হয় উন্মুক্ত আকাশের নীচে। যেখানে মানুষ নিজের জীবন মরণের সমস্যার সম্মুখীন সেখানে নিয়ম শৃঙ্খলা কোন শাসনেই তাহাকে বাঁধিতে পারে না। যে ঐতিহাসিকেরা যুদ্ধের গতিবিধি সম্বন্ধে পরবর্তীকালে যে উপদেশগুলি দিয়া বিজ্ঞতা জাহির করিয়াছেন তাঁহারা যদি জানিতেন কি কঠিন পণ লইয়া এইসব বীর দেশপ্রেমিক তিলে তিলে প্রতিমূহূর্তে দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছে! এই উপদেশের শুকডালি ফিরাইয়া লইয়া তাঁহারা এইসব সৈনিককে গৌরবের স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলে যথার্থ সত্য কথা বলা হইত।

সামান্য একটি জীবের মৃত্যু দেখিলে মানুষের মনে বিষণ্ণতা আসে, ভয়ের ছাপ পড়ে তার সারা মনে। যে জীবজগতের মধ্যে তাহার বাস সেই জাগতিক নিয়মে তাহারও যে একদিন মৃত্যু হইবে একথা মনে করাইয়া দেয় বলিয়াই তাহার এ আতঙ্ক। কিন্তু কোন প্রিয়জনের মৃত্যুতে মানুষ ভয়ের চেয়ে বেশি পায় আঘাত। এ আঘাতে অনেক সময়ে মানুষের মৃত্যু হয়।— আবার কেহ কেহ বা বাঁচিয়াও যায়।

প্রিন্স এণ্ড্রুর মৃত্যুতে মেরিয়া এবং নাতাশা দু'ইজনেই ভাঙিয়া পড়িল। দীর্ঘদিন ধরিয়া যে করাল মেঘ আসন্ন গর্জনে মনের আকাশে আতঙ্ক জাগাইয়া তুলিত সে বজ্রের আঘাতে তাহারা হতচকিত হইয়া গেল। মাথা তুলিয়া পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া তাকাইবার শক্তিটুকুও তাহাদের আর অবশিষ্ট নাই। পাছে বাহিরের নূতন কোন উপসর্গের ঘর্ষণে তাহাদের ব্যথা-কাতর অন্তরের রক্ত ক্ষরণ বাড়িয়া যায় এই আশঙ্কায় তাহারা পৃথিবীর সব কিছু হইতে নিজেদের দূরে সরাইয়া রাখে, সযত্নে আহত অন্তরকে লালন করে। এতটুকু শব্দ হইলে, রাস্তা দিয়া গাড়ি যাওয়ার ঘর্ ঘর্ আওয়াজ পাইলেও তাহাদের গভীর মৌনতা ব্যাহত হয়, তাহারা বিরক্ত হয়। সমগ্র অন্তরের সঞ্চিত একাগ্রতা দিয়া যে রহস্য লোকের উপকূলে অবতীর্ণ হইবার উপায় সন্ধান করিতেছিল বাহিরের কোন বাধায় সে পথের দিশা হারাইয়া গেল মনে করিয়া মেরিয়া এবং নাতাশা বিরক্ত হয়। তাহারা কাহারও সঙ্গে কথা বলে না, কেহ তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি দেখাইতে আসিলেও অসহ্য বোধ হয়। এ বেদনা তাহাদের দুজনের একান্ত আপনার, তাই তাহারা দু'জনে কাছাকাছি থাকিয়াও সান্ত্বনা পায়। একসঙ্গে থাকিয়াও হয়ত' কেহ কোন কথা বলে না—সেই না বলা বাণীর অনাহতনাদে অন্তরের গভীর গহনে এক সূক্ষ্মতন্ত্রী বীণার স্পন্দন ধ্বনিত হয়। শুধু দুই রমণীর হৃদয়ের কথা হৃদয় দিয়াই বলা হইয়া যায়, বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই। পাছে কথার মুখর আঘাতে অনুভূতির গম্ভীর স্তব্ধতা ব্যাহত হয় এই আশঙ্কায় তাহারা কথা বলে না। এই নীরবতায় তাহাদের বেদনার তীব্রতা আরও বাড়িয়া যায়।

মেরিয়া প্রথমে বাহিরের দিকে ফিরিয়া চলিল। তাহার এভাবে আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হইয়া থাকা চলে না। দিন পনের কাটিয়া যাইবার পর তাহার দায়িত্বভার আসিয়া বাহির পানে তাহাকে টানিয়া আনিল। এখন মেরিয়ার মাথার অবিভাবক বলিতে কেহ নাই, তার উপর ভাইপোকে মানুষ করার দায়িত্ব রহিয়াছে। আল্‌পাতিশ আসিয়াছে তাহাকে মস্কাউতে লইয়া যাইবার জন্য। হিসাবপত্রগুলি মেরিয়ার একবার দেখা দরকার, বেচারী আল্‌পাতিশ একা কতদিক সামলাইবে! সে বলিল যে, এখন মেরিয়ার মস্কাউতে গিয়া থাকিলেই ভাল হয়, তাঁহাদের বাড়ীঘরের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই, একআধটু সারাইয়া লইলেই চলিবে।···বাঁচিয়া থাকিলে দিন কাটিয়া যায়, কালের গতি রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। তাই নাতাশার কাছ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে কষ্ট হইতেছে বুঝিয়াও মেরিয়া স্থির করিল মস্কাউ যাইবে। নাতাশাকে এভাবে একলা ফেলিয়া যাইতে তার মন চায় না, কিন্তু উপায়ই বা কি!···অতএব মেরিয়ার মস্কাউ যাত্রার আয়োজন হইয়া গেল।

অমনি নাতাশা মেরিয়ার কাছ হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া লইল। এবং মেরিয়া যখন নাতাশাকে নিজের সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিল তখন সে জবাব দিল, "আমি কোথাও যাব না। তোমারা আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও!" বলিয়া চোখের জল সামলাইয়া কোনরকমে সে ঘর হইতে চলিয়া গেল। তাহার মা-বাবা আশা করিয়াছিলেন মেয়ের স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এ অবস্থায় হাওয়া বদল করিলে হয়ত' সুফল ফলিতে পারে, তা ছাড়া মস্কাউ শহরের ডাক্তারবৈদ্য রহিয়াছে সেখানে গেলে একটা কিছু সুব্যবস্থা হওয়া কঠিন নয়। কিন্তু নাতাশার কথার উপরে কথা বলে এমন সাধ্য কাহারও—নাই।

মেরিয়া এভাবে তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারে এই কথা ভাবিয়াই নাতাশার মন মেরিয়ার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। নাতাশা নিজের ঘরেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, জানালা দিয়া বাহির পানে শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইয়া থাকে। এই নিঃসঙ্গ নীরবতার মধ্যে তাহার মন অবসাদগ্রস্ত হইয়া দিন দিন যেন দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু এ ছাড়া আর কিছুই যেন করিবার নাই নাতাশার। তাহার মনে হয়, তরী বাহিয়া তাহার মন সেই রহস্যলোকের তীরে আসিয়া পড়িতে আর বেশি দেরি নাই, ওই বুঝি পথে দেখা যায়!

এই অবস্থায় যদি কেহ এঘরে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে নাতাশা কঠিন দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে তাকাইয়া মুখ নীচু করিয়া ঘাড় গুঁজিয়া অপেক্ষা করে কতক্ষণে সে বাহির হইয়া যাইবে।

ডিসেম্বর মাসের শেষ। একদিন নাতাশা এমনি ভাবে নিজের ঘরে আধশোয়া অবস্থায় শোফায় বসিয়া জানালার শার্সিটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। দীর্ঘ দিনের অযত্নে তাহার রুক্ষ এলোচুলের গোছা আসিয়া কপালের প্রান্তে পড়িয়া আছে, মুখে শীর্ণ পাণ্ডুরতা, গায়ে কাল জামা। দৃষ্টি তাহার ওই দরজার দিকে, যেন কেহ ওই পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে এই একটু আগে। নাতাশার দৃষ্টি ওই দরজা ছাড়াইয়া সেই দূর অজ্ঞাত রহস্যলোকের দিকে নিবদ্ধ—এই পৃথিবীর দুঃখ, জীর্ণ ক্রন্দন-জর্জ্জর, অন্তঃসারশূন্য জীবনের প্রতি নাতাশার কোন আকর্ষণ নাই। এণ্ড্রু যে মহাপথে যাত্রা করিয়াছে নাতাশাও সেই পথের আশায় উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। নাতাশার চোখের সামনে এণ্ড্রুর শেষ ক'দিনের ছবি জাগিয়া উঠিয়াছে। আস্তে আস্তে নাতাশার মন আবেশে, প্রেমোচ্ছ্বাসে স্বপ্নাতুর হইয়া ওঠে। বাঁচিয়া থাকিতে এণ্ড্রুকে যেকথা বলিতে পারে নাই নাতাশা আজ মৃত এণ্ড্রুর উদ্দেশে আকুল কণ্ঠে, বলিল, "ভালবাসি। আমি তোমায় ভালবাসি।" অজানালোকের যাত্রীর কানে সে বাণী পৌঁছিয়াছিল কিনা জানি না, তবে নাতাশার কানে নিজের উচ্চারিত কথার প্রতিধ্বনি যেন অপরলোকের বার্তা—বহিয়া আনিল। বার বার সে হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিতে লাগিল, বাসি, "হ্যাঁ ভালবাসি!" তার ডাগর দু'টি চোখের জল শীর্ণ গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। সহসা কাহার পদশব্দে নাতাশা চমকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে? ওকে?"

দুনিয়াশা আসিয়া খবর দিল, "শিগ্গীর এস দিদিমণি, মাঠাকরুণ কেমন করছেন। চিঠি এসেছে, পিটিয়া মারা গেছে!" বলিতে বলিতে দুনিয়াশা কাঁদিতে লাগিল।

ইদানীং নাতাশা বাড়ির লোকদের মোটেই সহ্য করিতে পারিত না। তাহার মা, বাবা অথবা সোনিয়া কোন কথা বলিলে নাতাশা যেন শুনিতে পায় না। এবাড়ির লোকেরা কথা কয় শুধু তার শব্দটুকু নাতাশার কানে বাজে, অর্থ বুঝিতে পারে না সে, তাহার ভাবরাজ্যের পরিবেশে এ সংসারের কোন আবেদন বুঝি পৌঁছায় না। তাই দুনিয়াশার কথা শুনিয়াও নাতাশা কিছু

বুঝিতে পারিল না। আপন মনে সে প্রশ্ন করে, "কি আবার হ'ল এদের? এদের জীবনযাত্রায় আনন্দের কোন অভাব ত' দেখি না, আজ অবার হঠাৎ কি দুঃখের কারণ ঘটেছে?"

নাতাশা অন্তমনস্ক ভাবেই বৈঠকখানা ঘরে যাইতেছিল, পথে দেখিল তার বাবা মায়ের ঘরের দিকে চলিয়াছেন, অশ্রু বন্যায় তাহার মুখমণ্ডল প্লাবিত। নাতাশাকে দেখিয়া তাঁহার কান্নার বেগ আরও বাড়িয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কাউন্ট বলিলেন, "পিটিয়া—পিটিয়া। যাও মা তুমি ওর কাছে যাও, তোমায় ডাকছে ও—" কাউন্ট শিশুর মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সহসা কোন্ এক বৈদ্যুতিক শক্তির স্পর্শে নাতাশার হারানো জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে বুঝিতে পারিল অসহ্য যন্ত্রণায় তাহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল,—বুঝি বা সে আর বাঁচিবেনা। কিন্তু পরক্ষণে স্বস্তির প্রলাপে তাহার মন হাল্কা হইয়া উঠিল। মাতা পিতার শোক সন্তপ্ত বিহ্বল ভাব দেখিয়া নাতাশা নিজের কথা একেবারে ভুলিয়া গেল।

মেরিয়া রোস্তভ্-গৃহিণীর কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলে কিন্তু নাতাশা তাহার কথায় কান দিল না, হাত দিয়া ঠেলিয়া মেরিয়াকে এক পাশে সরাইয়া দিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া গেল। রোস্তভ্-গৃহিণী পাগলের মত দেওয়ালে মাথা ঠুকিতেছেন এবং বিকারগ্রস্তভাবে হাত-পা ছুঁড়িতেছেন। সোনিয়া এবং দাসীরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

নাতাশাকে দেখিয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "নাতাশা, এ কথা মিথ্যে, একেবারে মিথ্যে কথা নাতাশা।" বলিয়া সকলকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "তুই বল্ মা একথা মিথ্যে নয়? মরে গেছে! হা-হা-হা-! বাজে কথা।" নাতাশা নতজানু হইয়া বসিয়া মায়ের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার মাথাটা নিজের গালের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "মা! ওগো মা! আমি এসেছি, এই ত' আমি রয়েছি তোমার কাছে মা।" বার বার ফিস্‌ফিস্ করিয়া নাতাশা বলে, মায়ের গলা জড়াইয়া ধরে। তারপর মায়ের মাথাটায় বালিশ দিয়া বেশ ভালভাবে তাঁকে শোয়াইয়া দিল নাতাশা। আস্তে আস্তে একটু জল খাওয়াইয়া দিয়া, তাঁহার গায়ের জামা খুলিয়া দিল সে।

থাকিয়া থাকিয়া রোস্তভ্-গৃহিণী মাথা তুলিয়া পাগলের মত চারিদিকে

চাহিয়া দেখেন, নাতাশাকে দেখিয়া দু'হাত দিয়া তাহাকে প্রবলভাবে জড়াইয়া ধরেন। বিহ্বল দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া বলেন, "নাতাশা তুই ত' আমায় ভালবাসিস, তুই আমায় মিথ্যে কথা বল্‌বি—না ত' ?"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে নাতাশা বলে, "মা—!" তাহার অন্তরের সমস্ত আর্দ্র কমনীয়তা যেন জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ব্যাকুলভাবে আত্মপ্রকাশ করে এই সম্বোধনের মধ্য দিয়া।

নাতাশার মনে নাই সেই দুটি দিন রাত্রি কিভাবে কাটিয়াছিল। এক মুহূর্তের জন্যও সে মায়ের কাছ ছাড়া হয় নাই, দু'চোখের পাতা এক করে নাই। তাহার কেবলই ভয় হয়, বুঝি এ শোকের ঝড় কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন না তাহার মা, যে ছেলেটি সবার চেয়ে প্রিয় তার শোক সহ্য করিতে পারা সম্ভব নয় ইহা জানিয়াও নাতাশা প্রাণপণে মায়ের সেবা করিতে লাগিল, আপনার যতটুকু স্নেহমাধুর্য ছিল সমস্ত নিঃসারিত করিয়া ঢালিয়া দিল সান্ত্বনা দিবার জন্য।

তৃতীয়দিন রাত্রি বেলায় তাঁহারা বোধ হয় ক্ষণেকের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া ছিলেন। সেই অবকাশে নাতাশাও চেয়ারের হাতলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, মায়ের বিছানা তুলিয়া উঠিবার শব্দে। নাতাশা দেখিল তিনি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়াছেন, তিনি কাহাকে যেন বলিতেছেন, "আহা, তুই ফিরে এলি বাবা, দেখে যে কি আনন্দ হ'ল। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, একটু চা খাবি ?"

নাতাশা মায়ের পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

মেয়ের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, "মেরিয়া তুমি কত বড়টা হয়ে গেছ ? বেশ দেখতে হয়েছ মা!"

—"মা—তুমি কি বল্‌ছ মা ?"

—"নাতাশা! সে মরে গেছে, সে মরে গেছে! তাকে আর আমি দেখতে পাব না, আর সে আসবে না নাতাশা!" বলিতে বলিতে তিনি মেয়ের কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই প্রথম তাঁহার চোখে জল দেখা দিল।

সোনিয়া অথবা অন্য আর কেহই নাতাশার বদলে রোস্তভ্-গৃহিণীর কাছে থাকিয়া তাঁহাকে শান্ত রাখিতে পারে না। কাজেই তিনি সপ্তাহকাল একভাবে মায়ের কাছেকাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিল নাতাশা। রাত্রিতে মায়ের

বিছানার পাশে বসিয়া চেয়ারের হাতলে মাথা রাখিয়া যতটুকু সম্ভব ঘুমাইয়া লয়। আর যতক্ষণ তিনি জাগিয়া থাকেন তাঁহাকে খাওয়ান খোয়ান সব সময়েই মিষ্ট কথা বলিয়া ভুলাইয়া রাখে।

কিন্তু হতভাগিনী মাতার সে বেদনা উপশম হয় না,—পিটিয়ার মৃত্যু তাঁহার জীবনের প্রিয়তম অংশটুকু হরণ করিয়া লইয়াছে। একমাস পরে তিনি যখন প্রথম নিজের ঘরের বাহিরে আসিলেন সেদিন তাহার মাথার সমস্ত চুল শাদা হইয়া গিয়াছে, বয়স তাঁহার কত যে বাড়িয়া গিয়াছে এই কদিনে তাহা অনুমান করা শক্ত, অর্দ্ধমৃত অবস্থায় যেমন জীবনের সব কিছুর ঔদাসীন্য আসে এ তেমনি হইয়াছে তাঁহার।

তাঁহার এই আঘাতে কিন্তু নাতাশা নিজের কর্মতৎপরতায় ফিরিয়া আসিয়াছে, সে সর্বদা মায়ের কাজ করে।

এণ্ড্রুর জীবনের শেষ ক'টি দিনের অন্তরঙ্গতায় মেরিয়া আর নাতাশা গভীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই নূতন বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রেমের গভীরতা আরও নিবিড়তর হইয়া উঠিয়াছে। মেরিয়ার যাওয়া হয় নাই, এ অবস্থায় ইহাদের ফেলিয়া সে কি করিয়া যাইবে।

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে নাতাশার শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। তাহার মা যখন একটু সুস্থ হইয়া উঠিলেন তখন নাতাশা শয্যাগ্রহণ করিল। একদিন মেরিয়া দেখিল যে নাতাশা চেয়ারে বসিয়া কাঁপিতেছে। তাড়াতাড়ি গিয়া নাতাশাকে শোয়াইয়া দিল। দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া মেরিয়া চলিয়া যাইতেছিল, নাতাশা তাহাকে পিছু ডাকিল, "মেরিয়া, যেয়ো না, আমার একটুও ঘুম পায়নি। ব'স।"

—"কিন্তু তুমি বড় ক্লান্ত, একটু ঘুমোবার চেষ্টা ক'র দেখি।"

—"না, না একটুও না। তুমি মিছেমিছি কেন নিয়ে এলে, মা যদি আমার খোঁজ করেন!"

—"না গো না। আজ তিনি বেশ ভাল আছেন।"

বিছানায় শুইয়া নাতাশা মেরিয়ার মুখের পানে, অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল—আচ্ছা, তার মত দেখতে ও? নাতাশা ভাবে—হ্যাঁ, খানিকটা তার মত আদল আসে, আবার অনেকখানি অমিলও আছে। না, না, মেরিয়া একেবারে অন্যরকম দেখতে।···সে যাই হোক আমায় খুব ভালবাসে,

—প্রতিকার ভালবাসা—হ্যাঁ। খুব ভাল মেয়ে ও, আমি জানি। কিন্তু আমার সম্বন্ধে ওর কি ধারণা?"

মেরিয়ার দিকে একটু আগাইয়া গিয়া ক্ষীণ শান্ত কণ্ঠে নাতাশা বলে, "আচ্ছা, তুমি কি আমায় খুব খারাপ মেয়ে মনে ক'র? তাই না? না, না, আমি যে তোমায় ভালবাসি, সত্যি বলছি। আজ থেকে তোমায় আমায় সই পাতালাম।" বলিয়া চুম্বনে চুম্বনে মেরিয়ার মুখ ভরিয়া দিল নাতাশা। তাহার এই অপ্রত্যাশিত উচ্ছ্বাসে মেরিয়া একটু বিস্মিত হইল, কিছুটা বিব্রতও বোধ করিল, কিন্তু পরক্ষণে সেও নাতাশাকে প্রবল আলিঙ্গনে আঁকড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে লাগিল।

সেইদিন হইতে এই দুই নারী-হৃদয়ের প্রীতি-পাশ জীবনের মর্মমূলে দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া গেল।

নাতাশার শরীর একেবারে শুকাইয়া যাইতেছে। তাহার শরীর এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, যদি কেহ তাহার কুশল প্রশ্ন করে তাহা হইলে নাতশা মনে মনে তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ওঠে।

কিন্তু একদিন তাহার মনে মরণ ভয়ের আতঙ্ক দেখা দিল। মৃত্যুর চেয়ে সে বেশী ভয় করে নিজের অসুন্দর হইয়া বাঁচিয়া থাকাকে। হঠাৎ একদিন আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজের চেহারা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। হারাইয়া যাওয়া রূপের জন্য তাহার মন কেন কাঁদিয়া উঠিল।

একদিন সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া অকারণেই তর্‌তর্ করিয়া নীচে নামিয়া আসিল—হাঁপাইয়া যায় কি না পরখ করিবার জন্য। অমনি একবার দুনিয়াশাকে ডাকিবার সময় কণ্ঠস্বরটা নিজের কানেই ক্ষীণ বলিয়া মনে হইতে নাতাশা দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল—দুনিয়াশা—দুনিয়াশা। আজকাল প্রতিক্ষণেই নাতাশা নিজের শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠে···নাতাশার অজ্ঞাতে যৌবনের প্রভাব তাহার মনে নূতন করিয়া আপনার প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতেছে, তাহার মনের ক্ষত ভিতর হইতে নিরাময় করিয়া তুলিতেছে—নবাঙ্কুর মনোবনে আপন নিয়মে আলোকের পানে উদ্‌গত বাহু মেলিয়া জীবন বিস্তার করিতেছে।

জানুয়ারী মাসের শেষে মেরিয়া মস্কাউ যাত্রা করিল,—নাতাশাকে তাহার বাবা জোর করিয়া মেরিয়ার সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

১৮১২ এবং ১৮১৩ সালে কুতুজভ চারিদিকে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। স্বয়ং সম্রাট তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন, এবং লোকে কুতুজভকে চক্রান্তকারী পারিষদ বলিয়া গালাগালি দিতে লাগিল।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা মনে পড়িয়া যায়। ইতিহাসে নাপোলেঁওকে প্রবল পরাক্রমশালী, বীর এবং মহানুভব বলিয়া অমর করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু মূলতঃ নাপোলেঁও দীর্ঘকাল ধরিয়া যে অত্যাচার করিয়াছেন, দেশদেশান্তরে মহানুভবতার নামে যে দানবীয় হত্যাকাণ্ড করিয়া বেড়াইয়াছেন, তাহার মূলে কোন মহত্ত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রাশিয়ার দেশময় ধ্বংসতাণ্ডব করিয়া তিনি কি পাইলেন? তাঁহার দেশের কতখানি উপকার হইল? মানুষের কি উপকার করিয়া তিনি 'মহৎ' আখ্যা পাইলেন? যে বিরাট বাহিনী সঙ্গে করিয়া নাপোলেঁও আসিয়াছিলেন সে-বাহিনীর যে দুর্গতি হইল, তাঁহার প্রতি একনিষ্ঠতার নিদর্শন দিয়া যাহারা দিনের পর দিন যুদ্ধ করিল, সকলরকম ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে সৈন্যদল তাঁহার মহত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিল, তাহাদের কি পরিণাম হইল? তাহারা শীতে বরফের মধ্যে, জীর্ণ পরিচ্ছদে, অনাহারে পথের ধারে মরিতে লাগিল, রুশদের তাড়ায় দৈনিক চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল পথ দৌড়াইয়া অতিক্রম করিতে গিয়া তাহাদের অবশিষ্ট জীবনীশক্তির অপমৃত্যু হইতে লাগিল। আর বীর নাপোলেঁও, মহানুভব নাপোলেঁও, গাড়ি চড়িয়া, গায়ে পশুলোমের গরম জামা চড়াইয়া, লুঠতরাজের প্রচুর ধনরত্ন সঙ্গে করিয়া তৎপরতা সহকারে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তিনি একবার খোঁজও লইলেন না সৈন্যদের কী হইল। তবুও তিনি মহানুভব, তবুও তাঁহার মহত্ত্বের তুলনা হয় না বলিয়া ঐতিহাসিকেরা হাততালি দিয়া থাকেন। নাপোলেঁওর এত বড় অভিযান ব্যর্থ হওয়ার জন্য ঐতিহাসিকেরা দায়ী করেন অন্যান্য উপসর্গকে—বীর নাপোলেঁওর কোনই দোষ ছিল না কি!

রুশদের পক্ষে কুতুজভের অপরাধ—তিনি সৈন্যদের অকারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াটা চাহিতেন না। একমাত্র তিনিই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ফরাসীরা বরোডিনোর যুদ্ধে মার খাইয়াছে, সেদিন রুশদের জয় হইয়াছে—এই বিশ্বাসের

উপর ভরসা করিয়াই তিনি স্বচ্ছন্দে মস্কাউ ছাড়িয়া পিছু হঠিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়া ছিলেন ফরাসীরা আর যাহাই করুক রাশিয়াতে রাজত্ব স্থাপন করিতে পারিবে না, এদেশ ছাড়িয়া তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে হইবে এবং দেশে ফিরিবার পথে নাপোলেঁর সর্বনাশ অবধারিত। কুতুজভ্ চিরজীবন সৈনিকজীবন যাপন করিয়া এই অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন যে, ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিলে হঠকারিতার চেয়ে ঢের বেশি সুফল পাওয়া যায়। যখন ফরাসীরা এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন রাশিয়ার সকলেই চাহিল যে, পলায়মান শত্রুকে আক্রমণ করিয়া প্রতিশোধ লওয়া হউক! অধিকাংশ সেনাপতিই স্থির করিলেন, এই সুযোগে ফরাসীদের বন্দী করিয়া, প্রয়োজন হইলে নাপোলেঁকে হত্যা করিয়া রুশেরা মস্কাউ অভিযানের জবাব দিবে। কিন্তু কুতুজভ্ চান নাই যে পলায়মান শত্রুকে বাধা দিতে গিয়া অনর্থক রুশ সেনাদলের ক্ষতি হয়। তাই বারবার বিবিধ উপায়ে রুশদলকে ঠেকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়া তিনি দুর্নাম কিনিলেন। তিনি বার বার চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে ফরাসীরা নির্বিঘ্নে এদেশের সীমানা ছাড়িয়া দ্রুত পলায়ন করিতে পারে তাহারই সহায়তা করিতে। কিন্তু জনসাধারণ তাঁহার মনের কথাটা বুঝিতে পারে নাই। দেশের বড় বড় বুদ্ধিমানেরা তাঁহাকে বৃদ্ধ, অক্ষম বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছে। এখন বলিতে বাধা নাই যে কুতুজভ্-এর সঙ্গে নাপোলেঁর তফাৎ ছিল বই কি—নাপোলেঁ ছিলেন বীর এবং মহানুভবতার অবতার, আর কুতুজভ্ বৃদ্ধ, অকর্মণ্য, কলহপ্রিয় পারিষদ! একজন নিজের লুণ্ঠিত ধনরত্নে যানবাহন বোঝাই করিয়া নির্বিঘ্নে পলায়ন করিতে পারেন অতিসহজেই, খবর রাখেন না নিজের সৈন্যদের; আর একজন সৈন্যদের বাঁচাইতে গিয়া দুর্নাম কুড়াইয়া আনেন। একজন নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকিয়া উন্মত্তবেগে অভিযান পরিচালনা করেন, আর একজন স্থির মস্তিষ্কে দূরদৃষ্টি দিয়া ভবিষ্যৎ বিচার করিয়া ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করেন। বিরাট একটা অভিযানের নায়ক বলিয়া নাপোলেঁ মহৎ—তা তিনি মানুষের কিম্বা নিজের দেশের অথবা জাতির যত বড় ক্ষতিই করুন না কেন, তিনি মহৎ কারণ ঐতিহাসিকেরা তাঁহাদের বিশেষ তুলাদণ্ডে মাপিয়া নাপোলেঁর পিছনে 'মহত্বে'র তখমা আঁটিয়া দিয়াছেন। কুতুজভ্ বিদ্বেষভাজন বৃদ্ধ পারিষদ, ইহার বেশি তাঁহার স্বপক্ষে কিছু দাবী করিবার নাই।

ক্রাশনোয়তে রুশরা ফরাসীদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করিবে বলিয়া স্থির করিল। নভেম্বর মাসের সতের তারিখে যুদ্ধ হইল। সন্ধ্যাবেলায় দেখা গেল যে, প্রথম দিনের যুদ্ধের পর তখনও সব সেনাপতি সৈন্য লইয়া ক্রাশনোয়তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ওদিকে শত্রু-সৈন্যও পলায়ন করিবার জন্য ব্যস্ত।

কুতুজভ্ সদলবলে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেছিলেন—বলা বাহুল্য যে, এই দলের মধ্যে অধিকাংশই প্রধানসেনাপতির বিরুদ্ধমতাবলম্বী। পথ চলিতে চলিতে তিনি দেখিলেন দু'পাশে বন্দীরা দাঁড়াইয়া আছে—আজ মোট সাত হাজার ফরাসীকে বন্দী করা হইয়াছে, তাছাড়া কামানও অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। একজন সেনাপতি সগৌরবে বড়কর্তাকে যুদ্ধের বিশদ বিবরণ দিতে দিতে আগাইয়া চলিয়াছেন। জীর্ণবাস ওই শীর্ণ, শুষ্ক মুখগুলির দিকে চাহিয়া প্রধান সেনাপতির দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া গেল ক্ষণেকের জন্য। পরক্ষণে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, কি যেন বল্‌ছিলে?" দেখিতে দেখিতে প্রোব্রাজেন্‌স্কি সেনাদলের কতকগুলি সৈনিক কয়েকটি ফরাসী পতাকা বহন করিয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া আসিল। তিনি সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "ও অনেক কটি পতাকা দেখ্‌ছি।" চোখ বুজিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার তাকাইলেন কুতুজভ্। ততক্ষণে জনৈক অনুচরের ইঙ্গিতে পতাকাগুলি আনিয়া প্রধান সেনাপতির আশপাশে রাখা হইয়াছে। এক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতি কিছু না বলিলে ভাল দেখায় না, কুতুজভ্ ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমাদের এই শ্রমসাধ্য কৃতিত্বে আমি মুগ্ধ হয়েছি,—ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিজয়লক্ষ্মী আমাদেরই অনুকূলে—আমার বিশ্বাস রাশিয়া আমাদের কোনদিন ভুল্‌তে পারবে না। তোমাদের গৌরবে আগামী যুগের মানুষ গৌরবান্বিত হবে, যুগেযুগে তোমাদের কীর্তিকাহিনী অম্লান, অক্ষয় হয়ে থাকবে!" তারপর বলিলেন, "দাও, ওদের পতাকা আরও নীচু ক'রে দাও—ওদের মাথা নত ক'রে দাও। হ্যাঁ,—" বলিয়া ইঙ্গিতে তিনি ফরাসীপতাকা নামাইয়া দিতে বলিলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল, তিনি জনতাকে শান্ত হইতে ইসারা করিয়া বলিলেন, "এইভাবে আসবে আমাদের সুদিন। হে আমার সহচর, হে আমার বন্ধুবর্গ! তোমাদের ধৈর্য ধ'রে সেই সুদিনের আশাপথ চেয়ে থাকতে হবে। জানি, সে কাজ সহজ নয়, কিন্তু সে পথের শেষ হ'তে আর বিলম্ব নেই। যারা এসেছিল আমাদের দেশে তাদের ফিরে যাবার পথ যাতে

[illegible] তাই কাঁধে নিয়ে, ওদের দেশের বাইরে পার করে তবে আমাদের বিশ্রাম। সে কাজ যতখানি হোক না কেন তোমাদেরই তা করতে হবে, কারণ তোমরা নিজের দেশে রয়েছ যে। আর ওরা—চেয়ে দেখ ওদের কি দুরবস্থা, ওরা পথের ভিখারী আজ। যখন ওরা শক্তিমান ছিল আমরা ওদের ছেড়ে দিইনি কিন্তু আজ ওদের প্রতি করুণা করা হবে আমাদের ধর্ম। ওরাও ত' আমাদেরই মত মানুষ, তাই নয় কি?"

সন্ধ্যার অন্ধকারে সকলের মুখে যে সহানুভূতির ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছিল কুতুজভের একটি চোখের তীক্ষ্ণ চাহনী তাহা পড়িতে ভুল করে নাই। তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি একবার মাথা নীচু করিয়া বলিলেন, "কিন্তু ওদের ত' আমরা নিমন্ত্রণ করে আনিনি! কে আসতে বলেছিল? আজ যে ওদের এ অবস্থা তারি জন্য ওরাই ত' দায়ী!"

তাঁহার সব কথা সকলের কানে যায় নাই, কেহই তাঁহার কথাগুলি হুবহু মনে করিয়া রাখে নাই, কিন্তু তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠে আবেদন ব্যর্থ হয় নাই, এ আবেদন অন্তরের মর্মমূলে সাড়া পাইয়া ছিল বই কি।

ক্রাশনোয়ের শেষদিনের যুদ্ধ সমাপ্ত। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, রাতের মত *আশ্রয় চাই।*

তারুতিনো হইতে যে তিনশত দল সৈন্য যাত্রা করিয়াছিল, আজ তাহাদের মধ্যে নয়শত দল মাত্র অবশিষ্ট।

যে ক'টি ঘর ছিল তাহার সবগুলিই কর্ণেল অথবা অন্যান্য উচ্চদরের কর্মচারীদের জন্য ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। আর যাহারা আছে তাহাদের ঢালা বন্দোবস্ত—আকাশের নীচে তারা গণিতে গণিত বরফের মধ্যে দীর্ঘরাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত যাপন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

জনদশবারো সৈনিক একটা বেড়া লইয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছে। কোন রকমে এই বড় বেড়াটা ভাঙিতে পারিলে আগুন জ্বালাইয়া আরামে রাত্রি কাটান যাইবে।

—"এই, তোমরা দু'জনে ওইদিকটা ধরো......"

—"এই যে, এখানে এস না এই দাঁড়কাক।"

—"আচ্ছা, এবারে আর এক দফা লাগাও—মারো যোয়ান—" কাছেই

কোথা হইতে বন্দীদের খবর আনিয়া আসিয়াছে। [illegible] আবার বেড়াটা লইয়া টানা হেঁচড়া শুরু হয়, সবাই বলে, [illegible]।" কিন্তু বেড়ার খুঁটি এমনই শক্ত যে কিছুতেই কিছু হইল না।

—"এই, এই ছ'নম্বরের তোমরা জন কয়েক এস না, একটু হাত [illegible]— আবার কোন্‌দিন তোমাদের কাজে লেগে যাব আমরা। কই হে এস।"

ষষ্ঠ বাহিনীর কয়েকটি লোক ওইপথ দিয়াই যাইতেছিল, তাহাদের ডাকিতেই আসিয়া কাজে লাগিল। কয়েক বার টানাটানি করিতে এবারে বেড়াটি হঠাৎ পরাজিত হইল। আচম্‌কা তাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া দু'চারিজন হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া হাতপা কাটিল।

—"এই ছাখ, আহাম্মকটা হোঁচট খেয়ে ম'ল।"

ওদিক হইতে একজন কনিষ্ঠ গোছের অফিসার হাঁকিল, "এ্যাই, তোমরা ওখানে সব কি করছ? জান, ওই পাশের ঘরে জেনারেল সাহেব আছেন, তোমাদের রীতিমত শিক্ষা দিয়ে দেব উল্লুক কোথাকার।" বলিয়া সে হাতের কাছে যাহাকে পাইল তাহাকে একটা চড় কষাইয়া দিল।

সবাই ধমক খাইয়া চুপ করিল।

যে বেচারী থাপ্পড় খাইয়া খানিকটা দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল কুদে কর্তাটিকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, "মাইরি, কি ঘুষি! আমার মুখ দিয়ে ভল্‌কে ভলকে রক্ত পড়ছে।"

কে এককন রসিকতা করিয়া বলে, "মনে হচ্ছে এটা তোমার তেমন ভাল লাগে নি।"

তারপর তাহারা সগৌরবে বেড়াটা টানিয়া গ্রামের এলাকা ছাড়াইতেই আবার তাহাদের স্ফূর্তি বাড়িয়া যায়, এখানে আর শাসনের ভয় নাই।

আগুনের পাশে সৈন্যরা ভিড় করিয়া বসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আনন্দের আতিশয্যে নৃত্য করিতেছে। একজন বলিল, "এই দাঁড়কাক, তোমার জুতোর তলা উড়ে যাবে খুব হুশিয়ার। আজকাল প্রাণখুলে নাচাও বিপদজনক।"

বাস্তবিকই একজনের জুতার নীচের অংশটুকু ছিঁড়িয়া খসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। নাচ থামাইয়া সে ছিন্ন অংশটুকু আগুনের মধ্যে ফেলিয়া

দিল, "হ্যাঁ, তা যা বলেছ।" বলিয়া সে তাহার বাক্সের থলে হইতে খানিকটা নীল ন্যাকড়া বাহির করিয়া পায়ের তলার দিক হইতে জুতার উপরে অংশটুকু সযত্নে বাঁধিয়া লইল।

একজন বলিল, "শিগ্গির আমরা নতুন জুতো পাব, ভাবনা নেই। এবারে দু'জোড়া ক'রে বুঝলে!"

—"পেট্রভ্শালা ভেগেছে, দেখলে ত'!" একজন বলে।

—"কিন্তু আমি তাকে দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে।" আর একজন বলিল।

—"যাক গে, সে ত' মাত্তর একজন।"

—"কাল রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত ন'জন বেপাত্তা।"

—"এটা নতুন কথা নয়। হাতপা জমে গেলে মানুষ কি করতে পারে, বল!"

—"যাক গে, ওসব কথা ভাববার দরকার কি!

—"ভাববার দরকার নেই। এমনি ক'রে দিনদিন দুর্বল হ'তে হ'তে একদিন পথের মধ্যে ম'রে পড়ে থাকব, কি বল? এই যে আমি,—আমার নড়ে বসতে কষ্ট হয়—এখনও যদি হাসপাতালে দাও তোমরা তাহ'লে হয়ত' আবার বেঁচে উঠ্তে পারি। না, সে কথা ভাবতে গেলেই যত দোষ!" বলিল, 'দাঁড়কাক' বলিয়া যাহাকে বারবার বিদ্রূপ করা হইতেছিল সেই শীর্ণ ব্যক্তিটি।

—"আচ্ছা, আচ্ছা, থাম দেখি।" বাধা দিয়া একজন বলিল।

কথার মোড় ফিরাইবার জন্য একজন বলিল, "আজ অনেকগুলো ফরাসী ধরা পড়েছে বটে, কিন্তু কোন শালার পায়ে একজোড়া তেমন জুতো নেই যে নিয়ে পরা যায়—।"

এমনিভাবে হরেকরকম কথা শুরু হয়। কেহ বলে যে ফরাসীরা খুব ফর্সা বলিয়া তাহারা মরিয়া পচিলে গায়ে গন্ধ হয় না—একমাস পরেও কোন দুর্গন্ধ হয় না। আর একজন বলে, "হবে না, ওরা কত ভাল খাবার খায়, রাজার হালে থাকে যে।"

আবার কেহ বলিল, "আজ শালারা কেমন জব্দ হয়েছে। হ্যাঁ, একে বলি লড়াই, কামান গুটিয়ে রেখে হাঁটুগেড়ে হাত জোড় ক'রে মাপ চাইতে হয়েছে ওদের। আর লোকে বল্‌ছে যে অমুক নাকি নাপোলেঅঁকে ধরে ফেলেছিল। কিন্তু ব্যাটা এমন যাদু জানে যে, হাতের মুঠোয় ধরে ফেল্‌লেও পাখী হ'য়ে উড়ে পালিয়ে যায়, কিছুতেই তুমি তাকে মারতে পারবে না।"

—"আচ্ছা, তোমার গাঁজাখুরী গুল্‌ রাখ ঢের হয়েছে।"

—"মাইরি, মিথ্যে কথা বলে কোন্‌ শালা। এ একেবারে হক্কের সত্যি, মাইরি।"

—"ওঃ আমি যদি একবার পেত্তাম ওই নাপোলেঅঁটাকে, তাহ'লে মেরেই সাবাড় ক'রে দিতাম। উঃ একবার ভেবে ত্থাখ দেখি কত মানুষ মেরেছে লোকটা।"

—"আচ্ছা বাবা, র'স আজ না হয় কাল ওর সব কারচুপি থামিয়ে দেব।"

আকাশের পানে চাহিয়া একটি তরুণ যুবক বলিল, "উঃ কত তারা আকাশে!"

—"লক্ষণ ভাল, এবারে ভাল ফসল হবে।"

ক্রমে ক্রমে নাসিকা গর্জনের শব্দ শোনা যাইতে, লাগিল। কথা কওয়া আপনিই কোন সময়ে থামিয়া গিয়াছে কেহ টের পায় নাই।

বেন্নিগ্‌সেন বরাবরই কুতুজভের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া আসিয়াছেন। বেন্নিগ্‌সেনের কার্যকলাপে বিরক্ত হইয়া কুতুজভ্‌ তাঁহাকে লিখিলেন—

"আমার বিশেষ অনুরোধ, এই পত্র পাইবামাত্র আপনি কালুগাতে চলিয়া যাইবেন। আপনার স্বাস্থ্য ভাল নয়। পরে অবশ্য সম্রাটের ব্যবস্থামত কাজ করিবেন।"

বেন্নিগ্‌সেন বিতাড়িত হইলেন, কিন্তু তাঁহার পরিবর্তে সম্রাটের গুপ্তচর হিসাবে আসিলেন গ্র্যাণ্ডডিউক কন্‌স্তান্‌টাইন। তিনি আসিয়া জানাইলেন যে, সম্রাট রুশপক্ষের এবম্বিধ বিলম্বিত গতি দেখিয়া হতাশ হইয়াছেন। সম্ভবতঃ সম্রাট নিজেই শীঘ্র আসিয়া পড়িবেন। এতদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে কুতুজভ্‌ বুঝিলেন তাঁহার কাজ ফুরাইয়াছে। অভিযান শেষ হইয়াছে, আর তাঁহার করিবার কিছু নাই, স্বাস্থ্যও ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তিনি উনত্রিশে নভেম্বর ভিল্‌নাতে ফিরিয়া আসিলেন। ইতিপূর্বে আরও দুইবার কুতুজভ্‌ ভিল্‌নার গভর্ণর হইয়াছিলেন, কাজেই এখন তাঁহার এখানে কোনই অসুবিধা হইল না। শান্তি! দীর্ঘদিন যুদ্ধের বীভৎসতার পর এমন একটি নগরীতে আসিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পাইয়া তিনি যেন বাঁচিয়া গেলেন—এখানে শান্তি!

কুতুজভ্‌ সামরিক সমস্যা লইয়া আর মাথা ঘামান না, তাঁহার সঙ্গে শাসন-

বিভাগের যে কোনদিন কোন সম্পর্ক ছিল একথাটাও আর মনে করিতে ভাল লাগে না তাঁহার। রাজপরিষদের চক্রান্তজাল তাঁহার শান্তির অন্তরায়, এসবও উপেক্ষা করিতে পারিলে যেন ভাল হয়।

ওদিকে নবোত্থিত সামরিক বিশেজ্ঞেরা মাথা খাটাইয়া স্থির করিলেন যে, ফরাসীদের শুধু রাশিয়া হইতে বিতাড়িত করিলেই যথেষ্ট করা হইবে না, রুশ সীমান্তের এলাকা ছাড়াইয়া অভিযান চালাইতে হইবে—গ্রীক রাজ্যে কিম্বা ভার্শতে গিয়া রুশেরা যুদ্ধ চালাইবে।

সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রধান সেনাপতি ভিল্‌নাতে সমস্ত সৈন্য আবদ্ধ রাখিয়াছেন। ইহাতে সেনাপতি মহলে রটিয়া গেল যে, কুতুজভ্-এর মাথা খারাপ হইয়াছে। তিনিও হাল ছাড়িয়া দিলেন, সেনাপতিরা যে যাহা ভাল বুঝিবে তাহাই করুক, এই বলিয়া তিনি আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ সম্পর্কে কোন প্রসঙ্গে কুতুজভ্ থাকেন না।

এগারই ডিসেম্বর সপারিষদ সম্রাট্ ভিল্‌নার প্রাসাদে আসিয়া পৌছিলেন। অসম্ভব শীত পড়িয়াছে, তবু তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শতাধিক রাজ-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন, কুচকাওয়াজেরও কোন ত্রুটি ঘটিল না।

পঞ্চাশ বছর ধরিয়া সম্রাটের সামনে দাঁড়ানো অভ্যাস, কিন্তু আজও সম্রাটকে দেখিলে কুতুজভের বুকের মধ্যেটা দুলিয়া ওঠে, কথা বলিতে গেলে, গলা কাঁপিয়া যায়। সম্রাট্ আসিতেছেন শুনিয়া তিনি চট্ করিয়া আড়চোখে নিজের বুকে ঝুলানো পদকগুলি দেখিয়া লইলেন। তারপর সম্রাটকে গাড়ি হইতে নামিতে দেখিয়া সোজা সম্রাটের পানে চাহিয়া অভিনন্দন জানাইলেন। সম্রাট্ আলেক্জান্দারও ভ্রূকুটি করিয়া একবার তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই দু'হাত বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিলেন কুতুজভকে। বাহিরের সকল আবরণের দূরত্ব মুছিয়া গিয়া পরস্পরের মধ্যে বহুদিনের পরিচিত কত স্মৃতি নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। এই আলিঙ্গনের নিগূঢ় বন্ধনে। অন্তরের ভাবানুপ্রেরণায় কুতুজভের দুচোখে অশ্রু ঝরিয়া পড়ে।

উপস্থিত রাজ-অমাত্যদের নমস্কার জানাইয়া সম্রাট্ অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

কুতুজভের সঙ্গে নিভৃতে দেখা হইল, তবু আলোচনা প্রসঙ্গে সম্রাট্ প্রধান সেনাপতির ভুল ত্রুটীর জন্য কোন কৈফিয়ৎ দাবী করিলেন না, এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। সীমান্ত ছাড়াইয়া যে অভিযান

হইবে সে সম্পর্কে পরামর্শ করিতে লাগিলেন সম্রাট্। অবশ্য এবিষয়ে কুতুজভ্ আপত্তি তুলিলেন না বা কোন মতামতও প্রকাশ করিলেন না।

সম্রাটের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময় কাউণ্ট টল্‌স্টয় সম্রাটের তরফ হইতে কুতুজভকে সেণ্টজর্জ সম্মানচিহ্ন দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কুতুজভের ওষ্ঠ প্রান্তে ক্ষীণ হাসির ঝলক খেলিয়া গেল।

•

পরদিন সন্ধ্যায় কুতুজভ্ এক ভোজসভায় সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন—তাঁহার খাতিরে সম্রাট আলেকজান্দারও উপস্থিত থাকিয়া এ সভাকে গৌরব-মণ্ডিত করিয়াছিলেন। যে মুহূর্তে খবর রটিয়া গেল যে, কুতুজভকে সম্রাট্ সেণ্টজর্জ পদক দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন সেই মুহূর্ত্তেই কুতুজভকে নূতন করিয়া সকলে বেশি খাতির করিতে ব্যস্ত। কিন্তু সম্রাট্ যে তাঁহার উপর মোটেই সন্তুষ্ট নহেন একথাও সকলে জানে। বিশেষ করিয়া কুতুজভ্ যে নূতন অভিযান সম্বন্ধে কোনরূপ উৎসাহ দেখান নাই, এজন্য সম্রাট্ তাঁহার উপর রীতিমত রুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু সে বিরক্তি বাহিরে প্রকাশ না করাই তাঁহার স্বভাবসুলভ শোভনতা।

সম্রাট্ যখন বলিলেন, "আপনারা শুধু রাশিয়াকেই বাঁচাননি, সমগ্র ইউরোপকে আপনারা রক্ষা করেছেন।" তখন কুতুজভ্ ছাড়া আর সকলেই বুঝিলেন যে, এযুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই, চলিবে। কুতুজভ্ সেকথা শুনিলেন না, তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, এরপর যুদ্ধ করিলে দেশের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িবে। কারণ নূতন সৈন্য সংগ্রহ করা আর সম্ভব নহে,—হয়ত' ইহাতে রাশিয়ার পরাজয় হইতে পারে, অতএব—।

একথার পর আর কুতুজভের হাতে কার্যভার থাকিতে পারে না।

কুতুজভের ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য প্রকাশ্যে উদ্বেগ জানাইয়া অনেকেই তাঁহার বয়সোচিত অক্ষমতার ইঙ্গিত দিতে লাগিল।

ইহার পর ১৮১২ সালে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাকে আর রাশিয়ার জাতীয়-সংগ্রাম বলা যায় না, তাহাকে বৃহত্তর ইউরোপের যুদ্ধ বলিলেই ভাল হয়।

অতঃপর পশ্চিমসীমান্তের জাতিদের পূর্বদিকে অগ্রসরের ঢেউ ইউরোপের রাজনীতির ধারা পরিবর্তন করিয়াছিল।

•

নূতন অভিযানের নবকর্ণধার চাই, সে কর্ণধার কুতুজভ্ নহেন, সম্রাট্ আলেকজান্দার স্বয়ং। কারণ কুতুজভ্ বৃহত্তর ইউরোপ লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন বোধ করেন নাই, তাঁহার মনে নিজের মাতৃভূমি রাশিয়ার নামে যে সাড়া জাগিত তাহা একান্তই আন্তরিক।—সমগ্র ইউরোপে শক্তি সাম্য রক্ষার জন্য চেষ্টা চলিতেছে,—নাপোলেঅঁর আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জের অভিযোগ—এসব বড় কথায় তাঁহার মনে রেখাপাত হইত না। তিনি ছিলেন রাশিয়ার মাটির খাঁটি মানুষ, দেশ ছাড়া আর কিছুই তাঁহার কাছে বড় নাই। তাই যখন শত্রুকে দেশের সীমানার বাহিরে তাড়াইয়া দিলেন তিনি তখনই তাঁহার মন স্বস্তিতে, গৌরবে ভরিয়া উঠিল। এখন আর তাঁহার কিছু করিবার নাই, দেশের কাজ ফুরাইয়াছে—তাই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিলেন।

পিটারের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই—সে আগের মতই সর্বদা অন্যমনস্ক থাকে, কি যেন একটা চিন্তায় মগ্ন থাকে সে সব সময়ই। তবে আগেকার মত সে গম্ভীর নয়, হাসিতে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া আছে, এটা নূতন বই কি! আরও একটা বৈশিষ্ট্য তাহার দেখা যাইতেছে, কথায় কথায় আগেকার মত তর্ক করিয়া তাতিয়া ওঠে না, যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া নিজের বক্তব্য শুনাইতে চায় না, সে আজকাল কোন প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করে না, পরের কথা মুখ বুজিয়া শুনিয়া যায়।

পিটারের পিস্‌তুতো বোন ক্যাথারিন ওরেলে আসিল ভাইয়ের অসুখে সেবা করিবার জন্য। কাউণ্ট বেস্থখভ্ মারা যাইবার পর হইতে ক্যাথারিন পিটারের সংসারেই আছে, কাজে কাজেই লোকলজ্জার খাতিরেই ভাইকে দেখিতে আসিয়াছিল, নতুবা ভাই-এর প্রতি বিন্দুমাত্র স্নেহ বা প্রীতি তাহার নাই। তাহার মতে, যে ভাই তাহাকে ঠকাইয়া এতবার সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছে সেই প্রবঞ্চককে স্নেহ করা যায় না। কিন্তু এত বিরূপতা সত্ত্বেও ক্যাথারিন এবারে ভাইকে নিজেরই অজ্ঞাতে ভালবাসিতে শুরু করিয়াছে। পিটারের অসহায় ভাব দেখিয়া কেমন যেন মমতা হয়। ইতিপূর্বে ক্যাথারিন কেবল পিটারকে কথায় কথায় বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে চাহিত, কিন্তু এবারে কেন যেন তাহার বিশ্বাস হইয়াছে যে, পিটার ভালছেলে কেবল সঙ্গদোষে ছেলেটা বকিয়া যাইতেছিল, কিন্তু আসলে সে ছেলেটা ভালই।

আজকাল পিটারের চাকরবাকরেরাও মনিবকে আগের চেয়ে ভয় কম করে, সুযোগ পাইলেই মনিবের সঙ্গে দুটো কথা কহিয়া সাহস বাড়াইয়া লইতে ছাড়ে না—প্রভু ভৃত্যে একটা মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠে এমনি করিয়া। যে ডাক্তারটি পিটারের চিকিৎসা করিতেছেন তিনিও এই রোগীটির ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন, রোগী দেখা ছাড়াও এমনি গল্প করিবার জন্যও তিনি অনেক সময়ে আসেন।

একদিন ডাক্তারবাবু একটি ফরাসী বন্দীকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন আলাপ করাইয়া দিবার জন্য। দেখিতে দেখিতে সেই অফিসারটিও পিটারের ভক্ত হইয়া

পড়িল। তাহার প্রাণের সকল গোপন কথা উজাড় করিয়া দিত পিটারের কাছে, বন্দীটির কাণ্ড দেখিয়া পিটারের বোন মনে মনে খুব হাসিত। বন্দীটি আসলে ফরাসী নহে, ইতালীয়। সে ফরাসীদের খুব নিন্দা করিত, নাপোলেওঁকেও সে ছাড়িয়া কথা কয় না।

একদিন সে পিটারকে বলিল, "সত্যি তোমার রাশিয়ার লোকেরা যদি তোমার মত ভাল হয় তাহ'লে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত পাপ আর কিছুতে নেই—এ আমি সত্যি কথাই বলছি। আশ্চর্য, ওদের হাতে এত দুঃখ পেলে তবু তুমি ওদের এতটুকু ঘৃণা কর না! এমন দেশের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করে সে বর্বর, সে অমানুষ।"

অনেকদিনের পরিচিত একটি লোকের সঙ্গে পিটারের দেখা হইয়া গেল। সে ভদ্রলোক বলিলেন, "এভাবে তুমি নিজেকে নষ্ট করছ কেন?

ওরেলের মত জায়গায় আর তেমন কথা কহিবার মত লোক খুঁজিয়া পান না, তাই রোজ দু'বেলা পিটারের কাছেই আসেন তিনি। তিনিই পিটারকে জোর করিয়া সাংসারিক কাজের দিকে ঠেলিয়া দিতে লাগিলেন। পিটারের এই নির্লিপ্ত নিরাসক্ত ভাবকে তিনি রীতিমত বিদ্রূপ করেন, অবশ্য পিটার তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ন হয় না।

প্রিন্স বাসিল চিঠি লিখিয়াছেন যে, পিটারের স্ত্রীর আশি হাজার টাকা দেনা আছে, পাওনাদারেরা তাগাদা করিতেছে—পিটার যেন ঋণ শোধের ব্যবস্থা করে। ওদিকে মস্কাউর বাড়িখানা ফরাসী অভিযানের কবলে পড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেটা নতুন করিয়া সারাইয়া তুলিতেও প্রচুর টাকার দরকার। পিটার ঠিক করিল পিটার্সবার্গে গিয়া স্ত্রীর ঋণ শোধ করিবে, বাড়ি সারাইয়া তুলিবে। এ দুটি কাজ আগে করা দরকার।

ফরাসীরা মস্কাউ ছাড়িয়া যাইবার পর মস্কাউতে আসিবার জন্য সবাই যেন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। যে শহরের ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই, তাহার প্রতি মানুষের কেন এত আকর্ষণ তাহা বুঝাইয়া বলা শক্ত। দুর্ঘটনায় যে-পিপীলিকার বাসা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বিপদের ঘোর কাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভাঙ্গা বাসাটির দিকে দলে দলে পিপীলিকারা ছুটিয়া আসে, কেহবা ছুটিয়া গিয়া ডিমগুলিকে সযত্নে মুখে করিয়া বহিয়া আনে, কেহ খুঁটিয়া কুড়াইয়া বেড়ায় খাদ্যের কণা—কথায় কথায় তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, লড়াই হয় নিজেদের মধ্যে। তেমনি কোন স্বাভাবিক নিয়মের প্রভাবেই বোধ হয় অক্টোবর মাসের শেষের দিকে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল মস্কাউতে। যেখানে কোন শাসনতন্ত্র এখনও পর্যন্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, না আছে যেখানে বাজার হাট, নাই কোন অর্থসম্পদের আশাভরসা, সেখানেই লোকে আসিতে লাগিল। তাহাদের সব গিয়াছে কিন্তু দুর্জয় মনোবল ত' রহিয়াছে।

প্রথমে যাহারা আসিয়া রাজধানীতে ঢুকিল তাহাদের উদ্দেশ্য ভাল ছিল না, তাহারা ছিল বন্য, বর্বর কশাক। কিন্তু ক্রমশঃ লোক সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যেই পনের হাজার লোক আসিয়া গিয়াছিল, তারপর কয়েকদিনের মধ্যে পঁচিশ হাজার বাসিন্দা হইয়া গেল, দ্রুত লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। এবং ১৮১৩ সালের শরৎকালের মস্কাউ-এর লোকসংখ্যা যুদ্ধের আগের চেয়ে অনেক বেশী দাঁড়াইল।

চাষী এবং কশাকেরা সর্বপ্রথমে শহরে আসিয়া লুঠতরাজ করিতে লাগিল, —ফরাসীরা যেটুকু বাকী রাখিয়া গিয়াছিল ইহারা সেটুকুও শেষ করিবার জন্য তৎপর। পথেঘাটে এবং পোড়োবাড়িতে যে যাহা পাইল গাড়ি বোঝাই করিয়া গ্রামে লইয়া গেল। এ ছাড়া একদল লোক আবার কর্তা সাজিয়া লুঠের মাল ভয় দেখাইয়া কাড়িয়া লইতে শুরু করিল।

ফরাসীরা যতদিন ছিল ততদিন পর্যন্ত শাসনের একটা কাঠামো খাড়া করা ছিল; কিন্তু তাহারা চলিয়া যাইবার পর সেটুকুও লোপ পাইল, সম্পূর্ণ অরাজকতা চলিল।

ইহার অল্প কয়েকদিন পরে অবশ্য শহরের চেহারা বদ্‌লাইয়া গেল। যে সব চাষী এখনও লুঠের মাল লইয়া যাইবার জন্ত খালি গাড়ি লইয়া শহরে আসিতেছিল তাহাদের দিয়া জোর করিয়া গাড়ি বোঝাই করিয়া মৃতদেহ সরানোর ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

কামার, ছুতাঁর হইতে শুরু করিয়া সকলেই পোড়াবাড়ী মেরামতের কাজ পাইবার আশায় দলে দলে আসিতে লাগিল শহরে। ব্যবসায়ীরা কারবার ফাঁদিয়া বসিতেছে, পুরোহিতেরা উপাসনামন্দির খুলিতেছে, সুরাইওয়ালারা খোলা জায়গা ঘিরিয়া খানিকটা জমি দখল করিয়া ব্যবসায় জমাইতে চেষ্টা করিতেছে—এমনি করিয়া একটু একটু করিয়া স্বাভাবিক জীবন ফিরিতে লাগিল দিন দিন। পুলিশের লোকেরা ফরাসীদের ফেলিয়া যাওয়া জিনিসপত্র দখল করিতেছে, অনেকে আবার পুলিশকে টাকা খাওয়াইয়া সেই সব জিনিসপত্র সস্তায় কিনিতেছে। চারিদিক হইতে সরকারী দপ্তরে সাহায্য প্রার্থনা সম্বলিত আবেদন আসিতেছে। ঠিকাদারের লোকেরা সরকারী কাছারীবাড়ি সারানোর জন্ম প্রচুর টাকা দাবী করিতেছে। আবার গভর্ণর রোস্তপ্‌শীনের ইস্তাহার পথে পথে দেখা দিতে শুরু করিয়াছে। শহরের স্বাভাবিক জীবন ধ্বংসস্তূপের বুকে আত্মপ্রকাশ করিবে এমনি ভাবে কে জানিত।

১৮১৩ সাসের জানুয়ারী মাসের শেষে পিটার মস্কাউতে আসিল, বাড়ির যে অংশটা তখনও অক্ষত অবস্থায় ছিল সেই অংশেই সে বাসা বাঁধিল। এখানে দু'একদিন থাকিয়া সে পিটার্সবার্গে চলিয়া যাইবে, তাই তাড়াতাড়ি সে পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করিতে লাগিল। সকলেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে বন্দীজীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে। অবশ্য পিটার দু'চার কথায় জবাবের দায় সারিয়া লয়।

খবর পাওয়া গেল যে রোস্তভ্‌রা এখানে নাই। অমনি পিটারের মনে পড়িয়া গেল নাতাশার কথা, নাতাশা সম্বন্ধে এককালে তাহার যে আকর্ষণ ছিল আজ আর তাহার কোন চিহ্ন নাই, শুধু সেই পুরাতন মধুময় স্মৃতিটুকু তাহার মুক্ত জীবনের আনন্দ বর্দ্ধন করিল।

বোরিস্‌দের ওখানে শুনিল যে, মেরিয়া এখানেই আছে। অতএব সেদিন সন্ধ্যায় পিটার মেরিয়ার বাড়ি গেল। সেখানে যাইবার সময় এণ্ড্রুর কথাই বার বার মনে হইতেছিল পিটারের। বরোডিনোর যুদ্ধের আগের দিন সন্ধ্যায়

এণ্ড্রুকে সে শেষ-দেখা দেখিয়াছিল—সেদিনের সেই বিষণ্ণ জীবন সম্বন্ধে হতাশ এণ্ড্রুকে দেখিয়া তাহার দুঃখ হইয়াছিল। এণ্ড্রু কি শেষ পর্যন্ত জীবনের নিরানন্দ রূপ দেখিয়াই চলিয়া গিয়াছে।

বল্‌কন্‌স্কিদের বাড়িতে ঢুকিবার সময় কোথা হইতে রাজ্যের গাম্ভীর্য পিটারকে ঘিরিয়া ধরিল। বাড়িখানার গায়ে কোথাও যেন ক্ষতচিহ্ন এখনও মিলাইয়া যায় নাই। বৃদ্ধ প্রিন্স্ গত হইয়াছেন বটে, কিন্তু বাড়ির আইন-কানুন আগেরই মতই বলবত রহিয়াছে। পিটার গিয়া দাঁড়াইতেই একটি চাকর কাঠের পুতুলের মত কঠিন মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং জানাইল যে, রবিবার ছাড়া প্রিন্সেস্ কাহারও সঙ্গে দেখা করেন না।

পিটার বলিল, "আচ্ছা তুমি আমার নাম ক'রে বল গিয়ে, বোধ হয় তিনি দেখা করবেন।"

—"আজ্ঞে তাহ'লে আপনি কষ্ট ক'রে একটু বসুন ওঘরে।"

মিনিট কয়েক পরেই সেই চাকরটির পিছু পিছু নিকোলাসের মাস্টারমশাই আসিয়া পিটারকে ভিতরে লইয়া গেল।

দোতলার ছোট একখানি ঘরে মেরিয়া বসিয়া আছে, একটি মাত্র মোম-বাতি জ্বলিতেছে, পরনে তার কালো পোশাক। আরও একজন কে কালো শোকসূচক জামা পরিয়া মেরিয়ার পাশে বসিয়া। পিটার দ্বিতীয় রমণীটিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল না, কারণ সে জানে যে, মেরিয়ার সঙ্গে এরকম সহচরী প্রায়ই থাকে। কাজেই অচেনা মেয়েটির সম্বন্ধে তাহার তেমন কৌতূহলও হয় নাই।

তাহাকে দেখিয়া মেরিয়া সসব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিল, "এই যে, আবার আমাদের দেখা হ'ল তাহ'লে। শেষের দিকে সে তোমার কথা বল্‌ত।" বলিয়া মেরিয়া একবার পিটারের দিকে চাহিয়া তারপর সেই অপরিচিতা মেয়েটির দিকে তাকাইল, পিটার তাহা লক্ষ্য করে।

—"তুমি মুক্তি পেয়েছ শুনে কী যে আনন্দ হয়েছে আমাদের—বহুদিন এমন আনন্দ আমরা পাইনি।" বলিয়া মেরিয়া আবার তাহার সঙ্গিনীর দিকে তাকায়।

পিটার বলিল, "আর একবার কল্পনা কর দেখি, আমি কিছুই জানি না। আমি জানতাম সে যুদ্ধে মারা গেছে। তারপর অবশ্য একজনের কাছে খবর

পেলাম যে, রোস্তভদের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়েছিল ওর। ভেবে অবাক হয়ে যাই,—জীবনে কত বিচিত্র ঘটনাই ঘটে! রোস্তভদের সঙ্গে দেখা হওয়াটা কতদূর অসম্ভব ছিল একবার ভাব দেখি।"

এবারে পিটারের দৃষ্টি গিয়া পড়িল মেরিয়ার সঙ্গিনীর দিকে। মেয়েটির কৌতূহলী সকরুণ চাহনী তাহার অনিন্দ্যসুন্দর রূপকে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে। রোস্তভদের কথা উঠিতে মেয়েটি যেন কেমন বিব্রত হইয়া পড়িল। মেরিয়া একবার সঙ্গিনীর পানে চাহিল।

তারপর পিটারকে বলিল, "ওকে চিনতে পারছ না তুমি?

পিটার ভাল ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিল—এই বিবর্ণ মুখের মধ্যে তাহার দুটি চোখের কালো গভীর চাহনীটুকু তাহার মনকে কোন্ সুদূরের বিস্মৃত সুধাসিঞ্চিত পরিবেশে টানিয়া লইয়া যায়। আপন মনেই সে নিজেকে প্রশ্ন করে, "অসম্ভব! এই কী সে? এরকম ফ্যাকাশে, শীর্ণ, তাহার চেহারা হতেই পারে না। এত বয়স ত' তার হয়নি! আমারই ভুল হয়েছে, আর কেউ হবে!

কিন্তু মেরিয়া নাতাশার নাম উচ্চারণ করিল। বহুদিনের মরিচা ধরা দরজায় হঠাৎ ধাক্কা দিলে যেমন আর্তনাদ করিয়া ওঠে পাল্লাটা, তেমনি হঠাৎ নাতাশা হাসিয়া উঠিল। তাহার ওষ্ঠ প্রান্তে হাসির রেখা জাগিয়াই রহিল, এক মুহূর্তে তাহা ফুরাইয়া যায় নাই দেখিয়া পিটারের মন খুশির সৌরভে ভরিয়া উঠিল। এ খুশির জোয়ারে পিটার যেন আপনহারা হইয়া যাইতে চায়। এ হাসির পর আর কোন সন্দেহ রহিল না যে, এ মেয়েটি নাতাশা, —যে নাতাশাকে সে একদিন ভালবাসিত। হঠাৎ তাহার চিত্তে যে দোলা লাগিল, তাহার ঢেউ-এর উচ্ছ্বাস গোপন রহিল না,—নাতাশা এবং মেরিয়াও তাহার এ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিল।

এ অনুভূতি আনন্দবেদনার মিশ্রণে স্বভাবস্ফূর্তি—কথার ভাষায় ইহাকে ব্যক্ত করিতে হয় নাই। পিটারের চোখে মুখে লজ্জারক্তিম আভা যেন অন্তরের অনেক না-বলা-বাণীকে ব্যক্ত করিয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরে চোখ তুলিয়া চাহিয়া পিটার আবার কথা কহিল। তাহার মন আনন্দরস ধারায় আপ্লুত, কি এক দুর্নিবার সঙ্কোচে তাহার কণ্ঠস্বর দ্বিধা জড়িত। কথা কহিতে গিয়া ষোলআনা আর বলা হয় না, অসমাপ্ত থাকিয়া যায়, পিটার কথার মাঝখানেই থামিয়া যায়।

পিটারের এই চঞ্চলতায় নাতাশার মনে কোন বিকার দেখা গেল না। হয়ত' সে মনে মনে একটু খুশী হইয়াছিল।

মেরিয়া বলিল, "আমার কাছে এনে রেখেছি ওকে কিছু দিনের জন্ত। শীগ্‌গিরই ওর মা বাবা শহরে আস্‌ছেন। আহা ওর মাকে দেখলে কষ্ট হয়। আর আমি দেখলাম নাতাশাকে। ডাক্তার দেখানো দরকার, তাই জোর করে নিয়ে এসেছি বুঝলে!"

"সত্যি এই যুদ্ধে আমাদের সকলেরই ভাগ্য পরীক্ষা হ'য়ে গেল।" পিটার বলিল, "আমরা যেদিন মুক্তি পেলাম সেদিন সকালেই ত' পিটিয়া—। আজও আমার মনে পড়ে ছেলেটা কী ফুর্তিবাজ ছিল!"

নাতাশা কোন কথা বলিল না। তাহার ডাগর চোখে দু'ফোঁটা অশ্রু মুক্তার মত টল্‌মল করিয়া ভাসিতে লাগিল, ঝরিয়া পড়িল না।

পিটার বলিয়া যায়, "সান্ত্বনা পাই না কোথাও। কোন সান্ত্বনা নেই। সত্যি, ওইরকম প্রাণবান তরুণ জীবনের যবনিকা পতন হ'ল কেন? একথার কোন জবাব পাই না অনেক চিন্তা করেও।"

—"আর সেই জন্যেই তাঁর প্রতি মন সঁপে দিতে চাই।" মেরিয়া বলিল।

—"ঠিক তাই।" পিটার সায় দেয়।

—"কেন?" নাতাশা জিজ্ঞাসা করে।

—"কেন? তার কারণ ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে ভাগ্যের সকল জুলুম সইতে পারা যায় সহজে।" জবাব দিল পিটার।

নাতাশা যেন কি একটা জবাব দিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল।

পিটার এণ্ড্রুর শেষ ক'দিনের কথা জিজ্ঞাসা করিল। এতক্ষণে সে নিজেকে অনেকটা সাম্‌লাইয়া লইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার মনের অবাধ স্বাধীনতার স্বাচ্ছন্দ্যটুকুও কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। সে বেশ বুঝিতে পারিতেছে যে, তাহার প্রত্যেকটি কথা, প্রতিটি কটাক্ষ ইঙ্গিত আর একজনের কাছে গিয়া জমা হইতেছে। মেরিয়া নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এণ্ড্রুর শেষ জীবনের কথা বলিতে লাগিল। পিটারের কম্পিত কণ্ঠস্বরে যে সত্যকার বেদনাবোধের পরিচয় পাইয়াছে মেরিয়া তাহার পর আর না বলিয়া পারিল না। বলিতে বলিতে মেরিয়ার মনের মধ্যে সেই সব দিনগুলির ছবি স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

—"তাহ'লে ধীরে ধীরে তার মন শান্ত হ'য়ে এসেছিল, মাধুর্য্য রসধারার

পাবার সে পেয়েছিল। আহা, তার জীবনের একমাত্র আশা ছিল 'ভাল হব', আকাঙ্ক্ষা ছিল 'সৎপথে থাকব'। তাই মৃত্যুকে সে ভয় করেনি। সত্যি শেষ ক'দিন যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওর তাতে কত আনন্দ হয়েছিল—!" বলিয়া পিটার নাতাশার পানে চাহিল।

অস্ফুটস্বরে নাতাশা বলিল, "হ্যাঁ, আমার পক্ষে এতবড় আনন্দ আর কিছু নেই। আর সে—।" বলিয়া সে নিজের আবেগ কম্পিত কণ্ঠস্বরকে সংহত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "সেও চাইত আমি তার কাছে থাকি—।"

যে কথা বলিতে চায়, নাতাশার কণ্ঠস্বর যেন তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না, —কথা বলিতে গিয়া নাতাশা ভাঙিয়া পড়ে। তাহার শীর্ণ বিবর্ণ মুখে সিঁদুর ছড়াইয়া দিল যেন কে! আবেগে তাহার হাত কাঁপিতেছে। সহসা নিজেকে সোজা করিয়া নাতাশা বলে, "আমরা যখন মস্কাউ থেকে যাত্রা করি তখনও আমি জানতাম না ওঁর কথা। ভাবতেও পারি নি যে, এরকম অসম্ভব সম্ভব হবে। তারপর সোনিয়া যখন বল্‌লে তখনও অনুমান করতে পারি নি উনি কি অবস্থায় রয়েছেন। আমার কেবল ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে দেখে আসি—চোখের দেখাটুকু দেখবার জন্যে আমি আকুল হ'য়ে উঠেছিলাম।"

এতদিন যে মনের দুয়ার ছিল অবরুদ্ধ আজ সহসা কোন যাদুস্পর্শে তাহার অর্গল উন্মোচিত হইয়া গেল, নাতাশা আপনার সকল কথাই বলিয়া ফেলিল। নাতাশার কথা শুনিবার সময় পিটার এণ্ড্রুর শেষজীবনের কথা ভাবে না, মৃত্যুর কথাও মনে পড়ে না তাহার, এমন কি নাতাশা যেসব কথা বলিতেছিল সেগুলিও সব তাহার কানে পৌছায় নাই—সে শুধু ভাবিতেছিল, এইসব কথা বলিতে গিয়া কত কথা মনে পড়িয়া যাইতেছে নাতাশার, সেই সব নাতাশার মনে কত বেদনার সঞ্চার করিতেছে! নাতাশা যেন কোন্ অনিবার শক্তির প্রভাবে সম্মোহিত হইয়া গিয়াছে স্মৃতির রাজ্যে,—ছোটবড় সব কথাই যাহা মনে আসিতেছে সে বলিতেছে। সে বার বার বলিতেছে একই কথা।

এমন সময় পাশের ঘর হইতে নিকোলাসের মাস্টারমহাশয় বলিলেন যে, নিকোলাস ওর ঘরে যাইতে চায়।

হঠাৎ বাধা পাইয়া নাতাশার কথা থামিয়া গেল, সে বলিল, "হ্যাঁ, সেই শেষ—সব শেষ—।" পরমুহূর্তে অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে করিতে দরজার দিকে মুখ ফিরাইয়া নাতাশা সবেগে ঘর হইতে চলিয়া গেল। দরজার ভারী পর্দাটা

কোনরকমে তুলিয়া নিকোলাস ভিতরে আসিতেছিল, আর একটু হইলে নাতাশা হুমড়ি খাইয়া নিকোলাসের গায়ে পড়িত। তাল সামলাইতে গিয়া নাতাশার মাথাটা দেয়ালে ঠুকিয়া গেল। সে যন্ত্রণায় মৃদু আর্তনাদ করিয়া চলিয়া গেল। এ আর্তনাদ দৈহিক আঘাতের না মানসিক বেদনার তা কে জানে?

যতক্ষণ নাতাশা ঘরে ছিল পিটার ততক্ষণ একমুহূর্তের জন্যেও অন্যদিকে তাকায় নাই, তাই সে চলিয়া যাইতে পিটারের মনে হইল সে যেন কূলহারা নদীতটে একাকী জীবনভার বহিয়া চলিতেছে—জনশূন্য এ পৃথিবীতে সে একাকী পথিক।

মেরিয়ার ডাকে তাহার সম্বিৎ ফিরিল।

নিকোলাসের সঙ্গে তার পিতার এত সাদৃশ্য!—দেখিয়া পিটার বিচলিত হইয়া পড়িল। এ যেন বালক এণ্ড্রু তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কোনরকমে একটি চুম্বন দিয়া পিটার অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

পিটার এবারে চলিয়া যাইতে চায়, কিন্তু মেরিয়া তাহাকে ছাড়ে না, বলে, "দোহাই তুমি থাকো, আমি আর নাতাশা দু'জনে ভোর অবধি কত গল্প করি। এতক্ষণে খাবার তৈরী হয়ে গেছে। একটু নীচে গিয়ে ব'স আমরা যাচ্ছি। আজ এই প্রথম নাতাশা নিজের মনের কথা বল্‌ল, তার কথা ও বলেনি একবারও—"

কয়েক মিনিট পরে নাতাশা আর মেরিয়া আসিয়া বসিল খাবারঘরে। এখন আর নাতাশার চোখে মুখে কোন দুর্যোগের মেঘ নাই, তবে নাতাশাকে এমন গম্ভীর পিটার আর কখনও দেখে নাই। তাহাদের তিনজনের মুখেই কেমন একটা কুণ্ঠা ও সঙ্কোচের ভাব দেখা যাইতেছে। গভীর, অন্তরঙ্গ আলোচনার পর একরকম হইয়া থাকে। কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ থাকিতে ভাল লাগে না।

আজ বহুদিন পরে নাতাশা আর মেরিয়ার চোখ দীপ্ত, সতেজ দেখাইতেছে, তাহারা যেন বলিতে চায় দুঃখবিষাদের কালো ছায়া চিরকাল জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে না, কারণ জীবনের মূলে রহিয়াছে আনন্দ।

—"তোমায় কি একটু ব্র্যাণ্ডি দেব ?" মেরিয়া জিজ্ঞাসা করিল। তাহার এই সামান্য কথাতেই নীরবতার বাঁধ ভাঙিল।

—"আচ্ছা তোমার কি ভাবে দিন কাটত ? বল-না তোমার বন্দীজীবনের কাহিনী শুনতে বড় ইচ্ছা করে।"

"—হ্যাঁ বল্‌ব বইকি! আমার কারাজীবনের কত কথাই শুনি আমার বন্ধুদের মুখে। যা ঘটেনি তাও র'টে গেছে সত্যি ব'লে। আর সবাই আমায় ডাকে, শোনাও শোনাও ব'লে। অবিশ্যি তাতে আমার বিরক্তি নেই।"

—"আচ্ছা সবাই বলে তোমার নাকি দু'লাখ ক্ষতি হয়েছে এবারের ফরাসী অভিযানে—সত্যি নাকি ?"

—"তা হ'তে পারে, কিন্তু আগের চেয়ে আমি তিনগুণ বড়লোক হয়ে গেছি, কারণ চিরদিনের মত স্বাধীনতা পেয়েছি আমি।"

—"আবার সব নতুন ক'রে তৈরী করবে ?"

—"তোমার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ পেলে কবে ? তখনও মস্কাউতে ছিলে নাকি ?" বলিয়াই মেরিয়ার মনে হয় পিটার যদি এ কথার কোন বাঁকা অর্থ করে!

—"না, আমি ওরেলে এসে সে খবর পেলাম। এতে আমি খুব আঘাত পেয়েছি—মনে হ'তে পারে—কিন্তু আমাদের দাম্পত্যজীবন যে কত মধুর ছিল তা ত' জানো ?" বলিয়া সে একবার নাতাশার দিকে তাকাইল, "কিন্তু আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য দু'জনের মনের মিল না হ'লেই পরস্পরের খুঁত ধরার পালা চলে—একজন মরে গেলে আর একজন নিজেকেই বেশি অপরাধী মনে করে।···সে মরবার সময় কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গ পায় নি, কোন সান্ত্বনাই তার জীবনে ছিল না—একথা মনে হ'লে দুঃখ হয়। তার কথা মনে হ'লে করুণায় মন আমার ভরে ওঠে।"···নাতাশা তাহার কথায় নীরবে সহানুভূতি জানাইতেছে দেখিয়া পিটার খুশি হইয়া থামিয়া গেল।

মেরিয়া বলিল, "তাহ'লে তুমি আবার কুমারসভার খাতায় নাম লেখালে ?" পিটার লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিল। অনেকক্ষণ পরে সে মুখ তুলিয়া নাতাশার পানে চাহিল—সে মুখে গম্ভীর শান্ত নির্লিপ্ততা।

মেরিয়া বলে, "আচ্ছা আমরা শুনেছি, তোমার সঙ্গে নাপোলেঁওর দেখা হয়েছিল, তাই নাকি ?"

—"পাগল!" বলিয়া পিটার হাসিতে লাগিল, "তোমরা কি ভাব যে বন্দী হওয়া মানে নাপোলেঅঁর আতিথ্য গ্রহণ করা? দেখা হওয়া ত' দূরের কথা, তার সম্বন্ধে কোন আলোচনাই কোনদিন শুনিনি; আমি ছিলাম নিতান্ত অভাজনদের অধীনে!"

—"আচ্ছা, এবারে বল দেখি ঠিক ক'রে, আমরা মস্কাউ ছেড়ে চলে গেলাম আর সেই সময়ে তুমি রইলে নাপোলেঅঁকে খুন করবার জন্যে, কেমন তাই নয় কি? সেদিন পথে তোমায় দেখেই আমি আন্দাজ ক'রেছি সে কথা।" নাতাশা বলিল।

পিটার সেকথা স্বীকার করিল, এবং জেরায় পড়িয়া তাহার অভিযানের সকল কথাই বলিল।

মেরিয়া নীরবে একবার পিটারের মুখের দিকে তাকায়—তাহার সরল গল্প বলার সাবলীল ভঙ্গিটি যেন শ্রোতাদের উৎসাহে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। পরক্ষণে মেরিয়া নাতাশার পানে চাহিল—গালে হাত দিয়া গভীর মনঃসংযোগ সহকারে নাতাশা যেন পিটারের মুখের প্রত্যেকটি কথা গ্রাস করিতে উদ্যত, তাহার চোখে মুখে কৌতূহল ছাপাইয়া উঠিয়াছে। যেন পিটার যাহা বলিতে চায় নাতাশা তাহা ষোল আনাই বুঝিতে চায়। সেই শিশুটিকে আগুনের মধ্য হইতে বাঁচানোর গল্পটা বলিবার সময় পিটার কোন্ একটা ঘটনা এড়াইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু নাতাশা তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহা ধরিয়া ফেলিল এবং জেরা করিতে লাগিল, তুমি নিশ্চয় সবটা বলছ না। আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয় একটা পরোপকার করতে গিয়েই বিপদে পড়েছিলে। বল ঠিক ক'রে।"

তারপর প্লেটোর গল্প করিল পিটার—অশিক্ষিত, গ্রাম্য লোক যে কতবড় মানুষ হইতে পারে সেকথটা পিটার বার বার বুঝাইতে লাগিল। বেচারী প্লেটো তাহাদের বন্দীজীবনের একমাত্র রসের উৎস, এবং বিপদে সহায় ছিল।

নাতাশা বলে, "তারপর, সেই প্লেটোর কি হ'ল শেষটায়?"

—"ওরা তাকে গুলী ক'রে মারল। আমার চোখের সামনে মরতে দেখেছি তাকে।" বলিতে বলিতে পিটারের গলা কাঁপিয়া যায়। প্লেটোর জীবনের শেষ ক'টি দিন বড় করুণ এবং বেদনাদায়ক। তাহার রোগ-জীর্ণ দেহটা দেখিলে

পিটারের জন্য লাইত, আজও সেকথা মনে পড়িল। আর তাহার অভিযানের সমস্ত ঘটনার উপর যেন নূতন করিয়া আলোকসম্পাত হইল,—এর আগে সে এভাবে দেখে নাই। আর যেন নাতাশার কাছে বলিতে বলিয়া সে নিজের জীবনকে নূতন করিয়া দেখিতে পাইল। নাতাশার মধ্যে যে-নারীর বাস সে-নারী মানুষের অন্তর্গূঢ় সার তত্ত্বটুকু ছানিয়া ছাঁকিয়া বাহির করিতে উন্মুখ। নাতাশা নিজের অজ্ঞাতেই আপন সত্তার প্রতিটি কণিকা দিয়া পিটারের প্রত্যেকটি কথা ধরিবার জন্য আগ্রহান্বিত। তাহার কোন কথা কোন ইসারা ইঙ্গিত, কোন অভিব্যক্তিই নাতাশার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না।

মেরিয়াও পিটারের সব কথা শুনিতেছিল, কিন্তু আর একটি স্বতন্ত্র চিন্তা তাহার মনে জাগরূক; তাহার মনে হইতেছে, নাতাশা আর পিটার দু'জনে পরস্পরকে ভালবাসিতে পারে, তাহারা দু'জনে সুখী হইতে পারে। এই চিন্তার মাধুর্যেই মেরিয়ার মন পুলকমগ্ন।

এমনি করিয়া রাত তিনটা বাজিয়া গেল। চাকরেরা বিরস বদনে আসিয়া টাটকা মোমবাতি আলোতে পরাইয়া দিয়া যায়,—তাহাদের কাহারও সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই।

পিটার চুপ করিয়া থাকে তাহার নীরবতা শুধু কণ্ঠের—চোখের মুখের চাহিনী নাতাশার আবেশময় দৃষ্টির পানে নিবদ্ধ।

নূতন উৎসাহে পিটার বলিতে শুরু করিল, "আমরা কেবল ভাঙনের কথাই বল্‌ছি, দুঃখের পাঁচালীই শুধু শোনাচ্ছি। এখন তোমরা যদি আমায় বল যে বন্দীজীবনের আগে আমার যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থায় ফিরে যেতে চাই কি না—আমি বলব, না, আমায় বন্দী ক'রো, আমায় ঘোড়ার কাঁচা মাংস খেতে দাও, তাই আমার ভাল।...আমাদের ধারণা চিরাচরিত পথের বাইরে চল্‌লেই জীবনের ছন্দ হারায়, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভুল—জীবনের প্রতিপদে সত্যের বিকাশ, অজ্ঞাত রহস্যের মঙ্গল করস্পর্শ। জীবন কখনও সার্থকতার রাজ্য থেকে কক্ষচ্যুত হ'তে পারে না। আনন্দই জীবনের সত্য—। আগামী কালের অনাগত দিনগুলির পানে আশা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে গতিই জীবন, জীবন হচ্ছে আনন্দের বিচিত্র বিকাশ, বৈচিত্র্যই আনন্দের প্রকৃত স্বরূপ।" বলিয়া সে নাতাশার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

—"সত্যি তাই !" বলিল নাতাশা। কিন্তু নাতাশা অন্য কথা ভাবিতেছিল, সে আপন প্রশ্নের জবাব দিল। তাহার মনে হইয়াছে এই মুহূর্তে, "আমিও চাই জীবনকে নতুন ক'রে শুরু করতে।"

পিটার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকায়, "না, আমি আর কিছু চাইতে পারি না।"

তারপর সে সজোরে বলিল, "আচ্ছা, তা কি সম্ভব হবে না? বেঁচে থাকাটা কি অন্যায়? বাঁচবার বাসনা করা কি ভুল? তোমরা বাঁচবে এ আশা করা কি খুব বেশি চাওয়া?"

নাতাশা মুখ নামাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

—"নাতাশা তোমার কি হ'ল?"

—"কিছু না, কিছু হয়নি ত'।" বলিয়া নাতাশা অশ্রুভরা চোখদুটি তুলিয়া হাসিতে লাগিল পিটারের দিকে চাহিয়া।

—"আচ্ছা, এবারে আসি—ভোর হয়ে গেল।"

পিটার বিদায় লইল।

তারপরও কিছুক্ষণ ধরিয়া দুই সখীতে গল্প চলিল কিছুক্ষণ।

—"জান মেরিয়া, আমার কেবলই আশঙ্কা হয়, তার কথা না বললে হয়ত' একদিন আমরা তাকে ভুলে যাব।"

একথার জবাবে মেরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—তাহারাও এরকম একটা সংশয় দেখা দিয়াছে কিন্তু এতবড় কথাটা উচ্চারণ করিতে সাহস হয় না।

—"তা কি ভোলা যায়?" বলিল নাতাশা, "আজ তার কথা বলতে পেয়ে কী আনন্দই যে হয়েছে! কষ্টও হয়েছে—তবু সে বেদনায় আনন্দের মাধুর্যে রাঙানো। এখন মনে হয় যে, সে সত্যিই আমায় ভালবাসত, আর···আচ্ছা আমি অন্যায় ক'রেছি—?" বলিতে বলিতে নাতাশা রাঙিয়া ওঠে।

—"মানে, পিটারের কাছে তার কথা বলা অন্যায়—? মোটেই না—সত্যি পিটার বড় ভাল।"

—"আচ্ছা মেরিয়া তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রেছ?" অর্থপূ হাসি হাসিয়া নাতাশা বলিল, "আজ ওকে কেমন ছিম্‌ছাম দেখাচ্ছিল

ওকে দেখে যেন মনে হচ্ছে নতুন মানুষ—। মানে,...বুঝতে পেরেছ, পার নি?"

—"হ্যাঁ, পিটারের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, অবিশ্যি সেটা ভালর দিকেই গেছে।"

বহুদিন পূর্বে নাতাশার মুখে চোখে সেই স্বভাবসুলভ হাসিটুকু নূতন করিয়া আজ আবার দেখা দিয়াছে।

পিটার ঘুমাইতে পারিল না। ঘরের মধ্যে সমস্যাকুল মুখে সে বার বার পায়চারী করিতেছে। কি যেন একটা সংকল্পে নিজের মনকে বাঁধিবার জন্য সে নিজের সমস্ত শক্তি সংহত করিতে চায়। বেলা ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে, তখনও সে এণ্ড্রু আর নাতাশার কথাই ভাবে, তাহাদের গভীর প্রণয়ের কথা মনে করিয়া তাহার অন্তর ঈর্ষাতুর হইয়া ওঠে। আজও সেই প্রণয় কাহিনী তাহাকে বিচলিত করে—যে প্রেম সমাধিতে যবনিকা টানিয়াছে তাহার কথা পিটার ভুলিতে পারে না। এণ্ড্রু আর নাতাশার প্রেম তাহাকে পাগল করিয়া দিবে না কি? অবশেষে সে স্থির করিল, যেমন করিয়া হউক নাতাশাকে বিবাহ করিতে হইবে। নাতাশাকে বিবাহ করিবার জন্য সে সব করিতে প্রস্তুত।

আগামী কাল শুক্রবার পিটারের সেণ্ট পিটার্সবার্গে যাইবার কথা, তাই তাহার বড় খানসামা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল গাড়ি ঘোড়া তৈরী রাখিতে হইবে কি না, অথবা কোন জিনিসপত্র কেনাকাটা করিবার আছে কি না—যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ত'।

"পিটার্সবার্গ? আমি পিটার্সবার্গ যাচ্ছি কেন?" নিজেকে একথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া একটু বিস্মিত হয় পিটার।

"হ্যাঁ অনেকদিন আগে ঠিক ক'রেছিলাম বটে পিটার্সবার্গ যাব। এসব ব্যাপারের অনেক আগে—হ্যাঁ, তা যেতে পারি সেখানে কোনদিন।" চাকরটার দিকে তাকাইয়া পিটারের মনে হইল এ লোকটিও চমৎকার মানুষ, সে বলিল, "ত্যাখ সাভিলিচ, আজ যদি তোমায় মুক্তি দিয়ে দিই, বলি দাসত্ব করতে হবে না, তাহ'লে কেমন হয়?

—"হুজুর, মুক্তি নিয়ে আমার কি হবে বলুন! আমরা আপনার বুড়োকর্তার কাছে মানুষ হয়েছি। ভগবান তাঁর আত্মার প্রতি সদয় হবেন। আজ আমরা আজ আপনার অধীনে, কোন দুঃখ কষ্ট ত' নেই আমাদের হুজুর!"

—"তোমার ছেলেমেয়েদের কি হবে?"

—"আজ্ঞে তারাও আমার মত থাকবে—আপনার মত ধনীদের কাছে অভাবের বালাই নেই।"

—"তা নয় বুঝলাম, কিন্তু আমার বংশধর যারা হবে তারা তার নাও হ'তে পারে। যদি যদি আমি বিয়ে করি, কারণ সে বয়স ত' এখনও চলে যায়নি।" একটু হাসিয়া পিটার বলে।

—"সে ত' খুব আনন্দের কথা, খুব ভাল হুজুর।"

পিটার ভাবে, "ব্যাপারটা এ কত সহজভাবে নিচ্ছে—জানে না যে, কত গুরুভার, কি কঠিন সমস্যা হবে—"

—"তাহ'লে আপনার কি কি গুছিয়ে রাখতে হবে হুজুর? কাল যাবেন ত' আপনি?"

—"না, দিন কয়েক পরে যাব। পরে বলব, কবে যাওয়া হবে। তোমায় মিছেমিছি কষ্ট দিলাম, কিছু মনে ক'রো না।" বলিয়া পিটার চাকরকে বিদায় করিল। একবার মনে হইল সে এখনই চাকরকে নিজের সমস্ত কথা খুলিয়া বলে, আবার ভাবিল, "না, এখন থাক অন্য সময়ে বলাই ভাল।"

সকালে জলখাবার সময়ে ক্যাটিস্‌কে বলিল, "জান, কাল সন্ধ্যেবেলা মেরিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এক অবাক কাণ্ড হ'ল—নাতাশার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল।"

ক্যাটিস্ বুঝিল না ইহার মধ্যে অবাক হইবার মত কি থাকিতে পারে।

পিটার বলিল, "তুমি চেন ওকে?"

—"হ্যাঁ একবার দেখেছিলাম। ওর সঙ্গে না রোস্তভের বড়ছেলের বিয়ের কথা হচ্ছিল? হ'লে ভালই হ'ত, আহা রোস্তভদের অবস্থাটাও তাহ'লে ফিরতো।"

—"আরে আমি মেরিয়ার কথা বলিনি,—নাতাশাকে চেন না তুমি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব জানি। তার কথাও শুনেছি, বেচারীর এই বয়সে এত দুঃখ, আহা!"

পিটার বুঝিল যে ক্যাটিস্ তাহার কথা বুঝিতে পারিতেছে না, অতএব সে প্রসঙ্গ ওইখানেই ইতি করিয়া দিল সে।

সেদিনও পিটার মেরিয়াদের বাড়ি গেল।

রাস্তার দু'পাশে পোড়োবাড়িগুলি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এখনও দাঁড়াইয়া

াছে, সেদিকে চাহিয়া পিটারের মন খুশি হইয়া উঠিল। উহার মধ্যে এক টা চিমনি মাথা উঁচু করিয়া যেন আপন গৌরব ঘোষণা করিতেছে। টারের মনে পড়ে রাইন নদীর তীরে তীরে এমনি কত ছবি দেখিয়াছে, রানীদের সঙ্গে যাইবার পথে। সেই পুরাতন স্মৃতিগুলি তাহার মনে পুলকের োয়ার আনিয়া দিল। রাস্তা দিয়া গাড়ি চলিয়াছে, চাকার একঘেয়ে ঘর্ঘর্ দ, ভাঙাবাড়ির বুকে মেরামতী কাজ করিতেছে, কামার আর ছুতারের দল, াকানী ব্যাপারীরা সবাই যেন পিটারের দিকে চাহিয়া বহুদিন পরে দেখা ওয়ার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানাইতেছে।

বল্‌কন্‌স্কিদের বাড়িতে পা দিয়াই তাহার মনে হইল যে, যেন, এতক্ষণ স্বপ্ন খিতেছিল। নাতাশাকেই যেন সে স্বপ্নে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে।

আজ কিন্তু নাতাশার সে বিষাদময়ী চেহারা নাই, যদিও সে শোকের কালো াশাকই পরিয়া আছে, তবু তাহার চোখে চলচপলারচকিত চাহনী, মুখে ৌবন বিকাশের দীপ্তিশিখা—এ যেন বহুদিন আগে দেখা প্রাণবন্যায় উচ্ছল াশা। কাল নাতাশার এ চেহারা দেখিলে পিটার কিছুতেই চিনিতে ল করিত না।

আজও পিটার তাহাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করিল। তাহার মনে মনে চ্ছা ছিল কালকের মত বসিয়া গল্প করে, কিন্তু কার্যগতিকে তাহা হইল না।

পরদিন আবার আসিল পিটার।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত রহিল সে। এতক্ষণ ধরিয়া গল্প জমে না, াজেবাজে নানা প্রসঙ্গ উঠিল। শেষে তাও ফুরাইয়া গেল।—সে বেশ বুঝিতে ারিতেছে যে, এবারে সকলেই মনে মনে ছুটি চাহিতেছে তবুও পিটারের ঠিতে মন সরে না। অবশেষে মেরিয়া মাথা ধরার অছিলায় উঠিয়া পড়িল, তাহ'লে তুমি কাল পিটার্সবার্গে যাচ্ছ ?"

—"না, আমি যাচ্ছি না। ঠিক বল্‌তে পারছি না কবে যাব—অন্ততঃ বার আগে দেখা ক'রে যাব, তোমাদের যদি কোন কাজ থাকে জেনে যাব।" । যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

নাতাশা চলিয়া গেল। তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মেরিয়া বসিয়া ড়িল। সহসা তাহার সকল ক্লান্তি কাটিয়া গেল যেন, মেরিয়া উজ্জ্বল দৃষ্টিতে াটারের পানে চাহিয়া রহিল।

পিটারও একখানা চেয়ার টানিয়া মেরিয়ার পাশে বসিয়া বলিল, "আজ তোমাকে একটা কথা বলব।" আবেগ আতিশয্য দমন করিতে চেষ্টা করে পিটার, "তুমি সহায় না হ'লে আমার এ কাজ হবে না। আমার কি কোন আশাই নেই' মেরিয়া? অবিশ্যি জানি যে, তার কাছে দাঁড়াবার যোগ্যতা আমার নেই। আছাড়া সে-প্রস্তাব করার সময়ও এটা নয়। কিন্তু আমি তার দাদা হয়ে থাকতে পারব না। কিছুতেই না,—। কতদিন ধ'রে তাকে আমি গোপনে ভালবেসে এসেছি তার হিসেব আজ দিতে পারব না। কিন্তু জীবনে আর কাউকে কোনদিন ভাল আমি বাসিনি। তাই তাকে ছাড়া আমার জীবন চলতে পারে না—চাই, আমি নাতাশাকে। অবিশ্যি আজই তাকে ও সম্বন্ধে জানানো শোভা পায় না, বলছি না যে আমার পাণিগ্রহণ করুক। তবে এ আশা যদি পাই যে, একদিন আমার এ অবেদন সে মঞ্জুর করবে, সে-আশা নিয়েই আমি প্রতীক্ষা করব। সত্যি বল দেখি তুমি, সে-আশা কি আমার পূর্ণ হতে পারে?

—"তুমি ঠিকই বলেছ, এখন একথা নিয়ে তাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না।" কিন্তু মেরিয়া এর বেশি কিছুই বলিতে পারিল না, কারণ সে যে নিজে চোখে দেখিয়াছে নাতাশার এই পরিবর্তন। কি জানি, হয়ত' নাতাশা অন্তরের গোপন কোণে পিটারকে প্রেমনিবেদনের ডালি লইবার আশাপথ চাহিয়া আছে। মেরিয়ার মনে এ লইয়া সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

মেরিয়া বলিল, "তুমি আমার উপর ভরসা করতে পার, সময় বুঝে সব ঠিক করে দেব।"

—"এ্যাঁ?" উদ্বেগ অধীর কণ্ঠে পিটার বলে।

—"আমি জানি ও তোমায় ভালবাসে—তোমায় ও ভালবাসবে।" মেরিয়ার এ কথা শেষ হইতে না হইতে পিটার সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মেরিয়ার হাত চাপিয়া চাপিয়া ধরিয়া কচলাইতে লাগিল।

—"সত্যি, তুমি যা বলছ তা কি সত্যি?"

—"হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। তুমি ওর বাবাকে লিখে দাও, এদিকে আমি সব ঠিক ক'রে দেব। আমিও তাই চাই,—আমার মন বলছে এ বিয়ে হবেই হবে।"

পিটার আনন্দে কি যে করিবে ভাবিয়া না পাইয়া মেরিয়ার হাতে একটি করিল।

মেরিয়া বলিল, "আমি বুলি কি তুমি যেমন পিটার্সবার্গে যাচ্ছিলে যাও না।"

—"এখন? পিটার্সবার্গে—। আচ্ছা তুমি যা হুকুম করবে তাই করব। কাল আমি আসব একবার।"

পরদিন বিদায় লইতে গেল পিটার।

কত কয়েকদিনে নাতাশার যে উচ্ছলতা দেখা গিয়াছিল আজ যেন তাহা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে পিটার নাতাশার হাতখানি নিজের মুঠার মধ্যে ধরিয়া ক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, আর তাহার মনে আশা জাগে, "এই হাত, এই মুখ, এই আনন্দের উৎসধারা—এ কী সত্যিই আমার হবে, একেবারে একান্ত আপনার!" একথা ভাবিতেও পুলকশিহরণে পিটারের মন া ওঠে।

নাতাশা বলে, "কবে তুমি ফিরবে—আমি অধীর হয়ে তোমার পথ চেয়ে ব।" তাহার কণ্ঠস্বর যেন মৃদু,—লজ্জায় অন্তরঙ্গতার সঙ্কোচে মৃদুকণ্ঠের র্য সুন্দরতর হইয়া ফুটিয়াছে।

সেদিন প্রতিক্ষণে পিটার আপন মনে বার বার বলিতে লাগিল, "কত সুখ, আনন্দ। জীবনে কত সুখ। শুধু আনন্দ ছাড়া আর কিছু নেই।"

অতীতের পদচিহ্ন বিস্মৃতির গহ্বরে হারাইয়া যাক, জীবনের অগ্রগতির নে যেন সে কালমেঘের ছায়া আসিয়া আনন্দের অন্তরায় হইয়া না দ ব তিন বৎসরগুলির জীর্ণ ক্লান্ত দিনগুলি দূরে যাক, নিজেকে অবলুপ্ত য়া ইতিহাসের ভিড়ের মধ্যে, শুধু সত্য হইয়া থাকুক, "আমি তোমায় বাসি।" এই ক'টি কথা। পিটার আর কিছু চায় না। একটু শঙ্কা জাগে, ারের মনে, হয়ত' মেরিয়া তাহাকে বেশি ভরসা দিয়া ফেলিয়াছে, শুধু এই চাটুকু তাহার মনের আনন্দধারায় কাঁটার মত বিঁধিতেছে। যদি নাতাশা াকে প্রত্যাখ্যান করে? কিন্তু তাহা হইলে অধীর আগ্রহে আশাপথ চাহিয়া কবে একথাও নাতাশা বলিত না—

মেরিয়ার মনে আনন্দের সঙ্গে কিছু বে[illegible]বেশ ছিল। মেরিয়া আশা করিতে পারে নাই নাতাশা এত অল্প সময়ের মধ্যে[illegible]কে ভুলিয়া গিয়া আবার জীবনের আনন্দ সমারোহে নিজেকে মিশাইয়া দিতে[illegible]রিবে। কিন্তু নাতাশা যে, কোন ছলনাই করিতে পারে না, যখন তাহার মনে[illegible]ন্দের জোয়ার আসিল তখন সেটা নাতাশা গোপন করিল না, সহজে বা[illegible]মাসে তাঁহার সহজ প্রকাশের মূর্তিমতী রূপ নাতাশা—তাই মনে ব্যথা বাজিলে[illegible]রিয়া নাতাশার এই নবোত্থত প্রেমাভিসারে সহায় না হইয়া পারিল না।

মেরিয়াকে দরজার কাছে আসিতে দেখিয়া নাতাশা অধীর[illegible]হে বলিল, "ও বলেছে,—না? বলেনি তোমায় কিছু? নাতাশার চোখেমুখে[illegible]নতি ও মার্জনা ভিক্ষার করুণ আবেদন ফুটিয়া উঠিল, "আমি দাঁড়িয়েছিল[illegible]রের পাশে। অবিশ্যি জানি, তুমি আমায় বলবে সব কথাই বলবে, কেমন?"

এণ্ড্রুর কথা মনে পড়িয়া গেল, মেরিয়ার মনে সেই বেদনায় মূর্ত হইয়া উঠি[illegible] কিন্তু অদৃশ্য বিধাতার নির্দেশকে অগ্রাহ্য করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, মেরি[illegible] তাহা জানে। তাই, মেরিয়া নিজের মনের বেদনা মনেই রাখিয়া শান্ত সংযত কণ্ঠে বলিল পিটারের সব কথা।

পিটার মস্কাউ হইতে চলিয়া যাইতেছে একথা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল নাতাশা।

নাতাশা বলিল, "আচ্ছা মেরিয়া তুমি বল আমার কি করা উচিত, তুমি ব'লবে তাই হবে।"

—"তুমি ওকে ভালবাস?"

—"হুঁ।" অস্ফুটস্বরে জবাব দেয় নাতাশা।

—"তবে আর এতে ভাববার কি থাকতে পারে—? আমি সুখী হব।" বলিতে বলিতে মেরিয়ার চোখে ধারা নামিল, মেরিয়া কিছুতেই নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

—"সত্যি বেশ হয় তাহ'লে, না মেরিয়া—? আমি ওর বৌ হব, আর তোমার সঙ্গে নিকোলাসের বিয়ে হবে।"

দোহাই তোমায়, ওকথা ব'লো না। তোমায় কথাই হচ্ছে, হোক।"

জনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

শা বলিল, "কিন্তু পিটার্সবার্গে ওর এখন না গেলেই নয়? কেন নিজেই সেকথায় জবাবে বলে, "তাই ভাল, যাক ঘুরে আসুক। হবে,—কি বল মেরিয়া।"

সমাপ্ত